9 880

3/37

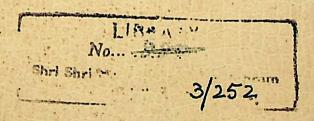
38



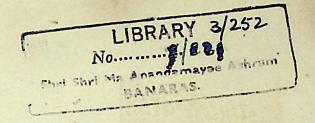
শ্রীমা

# খ্যান ও প্রার্থনা





Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ন্য সাড়ে সাত টাকা



स्टिंड मध्यापात अक्षात्रकी अक्षात्रका मान्य व

अध्यत व्याप्त मह । भिवनिक्ति सिरम - २०५०

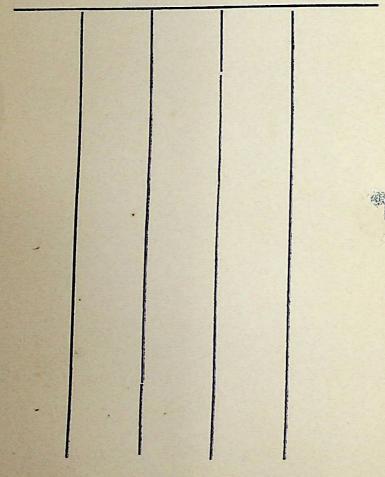
PRETENTED

## SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No 3/252

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

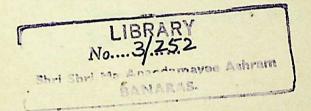




3/252

শ্রীমা

## ধ্যান ও প্রার্থনা



PRESENTED

শ্রী**অরবিন্দ আশ্রম** পণ্ডিচেরী প্রথম মৃদ্রণ: জুন, ১৯৫৭ দিতীয় মৃদ্রণ: মে, ১৯৬৯

( Prières et Méditations গ্রম্থের অনুবাদ )
অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

© শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ট্রাষ্ট, পণ্ডিচেরী ১৯৬৯ প্রকাশক: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী-২ মুদ্রক: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী-২ দক্ষিণ ভারত

3/252

#### यादग्रत निटर्फ्न

একাগ্র সাধনার অবস্থায় লিখিত দৈনন্দিন বিবরণ থেকে বর্ত্ত মান গ্রন্থখানি সংগৃহীত হয়েছে। এ থেকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর সাধক পথের নির্দ্দেশ পেতে পারে। প্রথমতঃ, যারা আত্ম—জয়ের সাধনা করে; দিতীয়তঃ, যারা চায় ভগবানের দিকে চলবার পথ আবিষ্কার করতে; তৃতীয়তঃ, যাদের আকাজ্ঞা ভাগবত—কর্মে নিজেদের ক্রেমে পূর্ণতরভাবে উৎসর্গ করে দেওয়া।

PRESENTED



Some give Their soul to the Divine, some their work, some offer their work, some their money. A few consecrate all of themselves and all they have - soul, life, work, wealth; these are the true children of Got. Others give nothing. these whatever their position, power and riches are for the Divine purpose valueless Cyphers.

This book is meant for those who aspire for an utter consecration to the

Divine

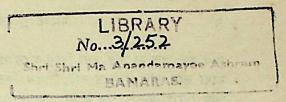
1941 - 1943.



কেউ আপনার আত্মাকে ধরে দেয় ভগবানের কাছে, কেউ দেয় তার জীবন, কেউ তার কর্ম, কেউ-বা তার অর্থ, কেউ-বা নিজে যা তা স্বথানি এবং যা আছে স্বই—আত্মা, জীবন, কর্ম, সম্পদ স্ব উৎসর্গ করে দেয়—এরাই হ'ল ভগবানের স্ত্যকার সন্তান। অন্তরা কিছুই দেয় না—এদের পদমর্য্যাদা প্রভাব-প্রতিপত্তি ধন-দৌলত যাই হোক না, ভগবানের কাজে তার কোন মূল্য নেই, তা শৃত্য।

এই গ্রন্থখানি তাদেরই জন্ম যাদের আস্পৃহা ভগবানের কাছে নিঃশেষ উৎসর্গ।

---@মা



### मा दा ब शार्थना

नदवश्वत २, ১৯১२

হে পরম বিধাতা। সকল জিনিসের জীবন তুমি, জ্যোতি তুমি, প্রেম তুমি। আমার সমস্ত সত্তা ভাবে তোমার কাছে নিবেদিত বটে, কিন্তু কাজে ছোটখাট সব ব্যাপারে এ নিবেদনের প্রয়োগ আমার পক্ষে এখনও কষ্টকর। আমার এই নিখিত ধ্যানের হেতু ও সার্থকতা ঠিক এইখানে যে তা প্রতিদিন তোমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। একথা বুঝতে আমার দরকার হয়েছে কয়েক সপ্তাহ। প্রতিদিনই তাহ'লে এই রকমে তোমার সঙ্গে আমার প্রায়ই যে আলাপ হয় তার কিছু একটু স্থলরূপ দিয়ে ধরতে পারব। যথাসাধ্য আমি তোমার কাছে সব খুলে বলব—এ বিশ্বাসে নয় যে তোমাকে নৃতন কিছু বলতে পারব—তুমিই তো সব জিনিস—কিন্তু এই জন্যে যে আমাদের বুঝবার যে বহির্দুখী ও কৃত্রিম ধরণ, তা তোমার কাছে অপরিচিত—আদৌ যদি একথা বলা চলে—তা তোমার প্রকতির বিপরীত। তা হ'লেও তোমার দিকে যখন ফিরে দাঁড়াব, এসব জিনিস দেখবার সময় তোমার আলোকে নিজেকে যখন অভিষিক্ত করব, তখন দেখতে পাব ক্রমে তারা তাদের সত্যকার স্বরূপের মত হয়ে উঠেছে। একদিন শেষে আসবে যেদিন তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক হয়ে যাব, তখন আর তোমাকে কিছ বলবার আমার থাকবে না, কারণ আমি তো তুমিই হয়ে যাব। ঠিক এই লক্ষ্যেই তো পৌঁছিতে চাই, ঠিক এই বিজ্ঞরের দিকেই তো আমার সকল প্রয়াস আমি নিয়োগ করতে চাই। সেদিনের অপেক্ষায় আমি রয়েছি যেদিন আমি আর "আমি" বলতে পারব না, কারণ আমি হয়ে যাবে তুমি।

প্রতিদিনই এখনও কতবার না এমন হয়েছে যে আমার কাজ তোমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়নি। সে-কথা আমি বুঝতে পারি কেমন একটা অস্বস্তির জন্যে, শরীরের মধ্যে তা আমি অনুভব করি—তার প্রকাশ হ'ল বুকে একটা চাপ। কাজটি তখন নিজের থেকে আলাদা ক'রে সামনে ধরি, দেখতে পাই—হয় সেটি হাস্যকর, নয় বালোচিত, আর না-হয় সত্যই দোধের; সেজন্য দুঃধ হয়, এক মুহূর্ত্তের জন্য বিষণু হ'য়ে পড়ি। কিন্তু তার পরেই তোমার মধ্যে ডুবে ষাই, হারিয়ে যাই, শিশুর নির্ভর নিয়ে, অপেক্ষা করি তোমার কাছ থেকে অনুপ্রেরণার জন্যে, সামর্ধ্যের জন্যে যাতে আমার ভিতরকার, আমার চারিদিকের ভুল শুধরে ওঠে—ভিতর আর চারদিক তো একই জিনিস; কারণ, এখন আমি নিরন্তর স্কুপষ্ট দেখতে পাই বিশ্ববাপী ঐক্যই সকল ক্রিয়াবলির মধ্যে পরম্পরের একান্ত নির্ভরতা বিহিত ক'রে দিয়েছে।

TOTA

नत्वन्नत्र ७, ১৯১२

তোমার আলো আমার মধ্যে যেন একখনি সঞ্জীবনী অগ্নিশিখা। তোমার ভালবাসা আমার মর্শ্বের মধ্যে প্রবেশ করেছে গিয়ে। আমার সর্ব্বসত্তা দিয়ে আমি আকাঙ্কা করি একচছত্র অধীশুর হ'য়ে এই দেহে তুমি রাজত্ব কর, এই যে দেহ হ'তে চায় তোমার অনুগত যন্ত্র, তোমার বিশ্বস্ত সেবক।

TO

नत्वन्न ১৯, ১৯১२

এই যে ইংরেজ ছেলেটি এতখানি আন্তরিক আকাণ্ড্কা নিয়ে তোমার অনুসন্ধানে চলেছে, তাকে কাল আমি বলেছি—তোমাকে আমি চিরতরে পেয়েছি, তোমার আমার সংযোগ নিরন্তর ; বাস্তবিকই এই হল আমার অবস্থা, যতদূর সে-সম্বন্ধে আমি সচেতন। আমার সকল চিন্তা চলেছে তোমার দিকে, আমার সকল কর্ম্ম তোমার কাছে উৎসর্গীকৃত। তোমার উপস্থিতি আমার কাছে ধ্রুন্ব, অটুট, অচঞ্চল, বাস্তব ; তোমার শান্তি আমার হৃদয়ে নিরন্তর বিরাজমান। তবুও আমি জানি এই যে মিলনের অবস্থা এও অকিঞ্জিৎকর অস্থায়ী, কাল যে অবস্থা আমার অধিগত হবে তার তুলনায়। আমি জানি সে-একাত্মতা থেকে আমি এখনও দূরে—নিশ্চয়ই বহু দূরে—যেখানে আমার আমি-জ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত হ'য়ে যাবে, এই যে ''আমি'' কথাটি এখনও নিজেকে প্রকাশ করবার সময়ে আমি ব্যবহার করি; কিন্তু ব্যবহার করলেও প্রত্যেকবারেই তাকে কেমন বাধা ব'লে মনে হয়, যেন যে-চিন্তাটি নিজেকে প্রকাশ করতে চায়,

3

#### মায়ের প্রার্থনা

তাকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত কথাটি ও নয়—মানুষী আদান-প্রদানের পক্ষে প্রয়োজন হিসাবে তা অপরিহার্য্য হ'তে পারে; তবে সব নির্ভর করে এই ''আমি'' কি ব্যক্ত করে তার উপর। এরই মধ্যে কতবার এমন হয়েছে যে যখন কথাটি উচচারণ করেছি, তখন তুমিই আমার মধ্যে কথা বলেছ, কারণ সকল পার্থক্য-বোধ আমার নুপ্ত হ'রে গিয়েছে।

কিন্ত এখনও এ সমস্ত জিনিস লূণ-অবস্থায়, এখনও তাদের ক্রমপুষ্টি চলতে থাকবে। তোমার সর্বেশক্তিমন্তার উপর প্রশান্ত নির্ভর কি নিশ্চিন্ত নিশ্চয়তাই না এনে দেয়।

সব তুমি, সর্ব্বে তুমি, সবের মধ্যে তুমি। এই যে দেহ কাজ করছে, সমগ্র দৃশ্যমান বিশ্বের মতই তা ঠিক তোমার নিজের দেহ। তুমিই শ্বাস ফেলছ, চিস্তা করছ, তালবাসছ এই সন্তাটির মধ্যে—সেতা তুমিই, তাই সেহ'তে চায় তোমার অনুগত দাসী।

翻

नत्वस्त्र २७, ১৯১२

প্রতিমুহূর্তে আমার অন্তরতম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তোমার কোন্ স্বতিগানই আমি করব না! আমার চারিদিকে, সর্বত্র সব জিনিসের মধ্যে তুমি তোমাকে প্রকাশ ক'রে চলেছ! আমারও মধ্যে তোমার চেতনা, তোমার ইচছা ক্রমেই ম্পষ্টতর ফুটে উঠছে—এতখানি তা অগ্রসর হয়েছে যে ''আমি'' ''আমার'' বলে এই অতিস্থূল মায়ালান্তি প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। ঐ যে বৃহৎ-জ্যোতি তোমাকে প্রকাশ ক'রে ধরেছে, তার মধ্যে যদি এখনও একটু ছায়া, একটু কালো-রেখা কোথাও দেখা যায়, তবে তারা কতদিন আর তোমার ঐ ভাস্বর প্রেমের অপরপ দীপ্তি সহ্য ক'রে থাকবে? যে সভাটির নাম ছিল ''আমি'' তাকে নিয়ে তুমি যা গড়ে তুলেছ আজ সকালে আমার চেতনায় তার তুলনা এল কায়্র-শ্রীময় একখানি হীরকখণ্ডের সঙ্গে, তার প্রতিটি দিক কেটে কেটে স্থুসীয় স্থরেধ জ্যামিতিক আকার দেওয়া হয়েছে,—আর তার আছে হীরকেরই ঘনতা, দৃঢ়তা, বর্ণহীন অমলতা, স্বচছতা; সেই সঙ্গে সে আবার যেন একখানি দীপ্ত প্রোজ্জল শিখা—এমন প্রখর উদ্ধ্ গামী জীবনীশক্তি তার। কিন্তু এ সবের চেয়ে তা আরো বেশি কিছু, আরো উৎকৃষ্ট কিছু; কারণ সে-বস্তুটি বাহ্য বা

আন্তর সকল রকম অনুভব ছাড়িয়ে। পূর্বেণিক্ত ছবিখানি আমার মনের মধ্যে এসে দেখা দিল কেবল তখনি যখন ক্রমে বাহ্যজগতের চেতনা আবার আমার ফিরে আসতে স্থক্ত করেছে।

হে ভগবান। অভিজ্ঞতাকে তুমিই ফলপ্রসূ ক'রে ধর। তোমারই কল্যাণে জীবন ক্রমোনুতি লাভ করে, অন্ধকার বাধ্য হয় আলোর স্পর্শে অবিলয়ে মিলিয়ে যেতে, প্রেমকে তুমি দাও তার সব শক্তি, আর জড়হক পর্য্যন্ত সর্বেত্র উদ্বেধ্ তুলে ধর, তার মধ্যে এই অপরূপ প্রজ্ঞলন্ত আস্পৃহা ভরে দিয়ে, আনস্ভোর এই মহৎ তৃষ্ণায় ভরে দিয়ে।

তুমি সর্বেত্র সর্বেদা—কেবলমাত্র তুমিই, রূপে ও স্বরূপে। ছায়া, মায়া।
মিলিয়ে যাও। দুঃখকষ্ট, লুগু হও। ভগবান সর্বেশ্বর, ঐ তুমি রয়েছ না?

THE PARTY OF THE P

नत्वन्न २४, ১৯১२

शान शाति । य সময় অতিবাহিত হয় তার অপরিহার্য্য প্রতিপূর্ক নর কি বাহ্য-জীবন, প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্ত্তের কর্ল ? এই দু'টিতে যতখানি করে সময় দেওয়া হয় সেই অনুপাতই নির্দেশ করে মানুমকে কতখানি চেটা করতে হবে তৈরী হবার জন্য আর কতখানিই বা বাস্তব সিদ্ধির জন্যে এ-দুয়ের যথায়থ অনুপাত। কারণ য়য়ন-য়য়ণা ভগবৎ-মিলন, এ হল লব্ধ ফল, পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল। আর দৈনন্দিন কর্ম্ম হল যেন কামারের হাতুড়ী যার আঘাত পড়বে প্রতি অক্ষের উপর যাতে তারা হয় স্থনম্য, শুদ্ধ, সংস্কৃত—যাতে য়য়ানে তাদের এনে দেবে যে জ্যোতিঃপ্রকাশ তা ধারণের জন্য হয় তারা পরিপক। এ-রকমে একের পর এক প্রত্যেক অক্ষকে অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে হবে যতদিনে সর্বাক্ষীণ উৎকর্মের জন্য বাহ্যক্রিয়ার প্রয়োজন আর না হয়। বাহ্যক্রিয়া তখন হয়ে উঠবে তোমার প্রকাশের য়য়, য়াতে অন্যান্য কেন্দ্র সব জাপ্রত হয় সেই একই য়ুয়্ম ক্রিয়ার জন্য—একদিকে অগ্নিশুদ্ধি আর একদিকে জ্যোতিঃসিদ্ধি (দাহন এবং দীপন)। এই জন্যেই আম্বন্ধায়া আর আয়তপ্রত্যের মত বাধা আর কিছু নাই। এই

বে সব অসংখ্য সন্তা ররেছে, তাদের কয়েকটি অন্তত বাতে চালাই করা হয়, শুদ্ধ করা হয়, বাতে তারা নমনীয় হয়, নির্ব্ব্যক্তিক হয়, বাতে তারা শিখতে পারে আয়-বিয়্মৃতি, আয়-ত্যাগ, নিষ্ঠা, মৈত্রী, নমুতা—এ জন্যে এমন স্কুযোগ যদি কিছু আসে—যৎসামান্য হলেও, তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রহণ করতে হয় অত্যন্ত বিন্মুতার সঙ্গে, যতটকু লাভ তা থেকে আসতে পারে তাই আদায় করে নিতে হয়। জীবনের এ-ধরণের যাবতীয় বৃত্তি যখন সে-সব সন্তাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তখনই তারা ব্যান-ধারণার অধিকার পায়, তৈরী হয় পরম তাদায়্মেয় মধ্যে তোমার সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে। এই জন্যেই আমি মনে করি শ্রেষ্ঠ সাধকের পক্ষেও কর্ম্মাধনা দীর্ঘ ও মন্তর হতে বাধ্য। হঠাৎ-সিদ্ধি সব কখন সর্বাদ্ধীণ হতে পারে না—তাতে ঘটে একান্ত পক্ষে সন্তার দিক্-পরিবর্ত্ত্রন, সত্য-ব্রতের পথে একান্তভাবেই উঠে সে দাঁড়ায়। কিন্তু এলক্ষ্যে সত্যসত্যই পৌ ছিতে হলে, প্রতি-মুহূর্ত্ত্রের সকল রক্ষমের বছতের অভিজ্ঞতা না স্বীকার করে উপায় নেই কারো পক্ষেই।

েহে পরন অধীশুর<mark>।</mark> আমার মধ্যে, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তুমি প্রোজ্জল; তোমার জ্যোতির আবির্ভাব হোক, তোমার শান্তির রাজ্য আরম্ভ হোক, সকলের জন্যে।

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

**ডिटमञ्ज** २, ১৯১२

যতক্ষণ অবধি সন্তার একটি উপকরণও, চিন্তার একটি ধারাও প্রধর্মী প্রভাবের অনুগত থাকে, অর্থাৎ কেবলমাত্র তোমারই প্রভাবের মধ্যে না থাকে, ততক্ষণ বলা চলে না যথার্থ মিলন সংঘটিত হয়েছে—ততক্ষণও রয়েছে সে দারুণ ব্যামিশ্রতা যাতে নাই শৃঙ্খলা, নাই আলো। কারণ সে-উপকরণটি, সে-ধারাটি যেন একখানি জগৎ, বিশৃঙ্খলার নিরালোকের জগৎ—জড়ের জগতে সমস্ত পৃথিবী যে-রকম, আবার সমস্ত বিশ্বের মধ্যে জড-জগৎ যে-রকম।

TO

ডিসেম্বর ৩, ১৯১২

কাল রাত্রে আমি পরীক্ষা করলাম তুমি যেমন চালাও তেমনি নির্ভর করে নিজেকে ছেড়ে দিলে কি স্থকল তার হয়। যে-জিনিস যখন জানা প্রয়োজন তা ঠিক তখনই জানা যায়; তোমার জ্যোতির দিকে ফিরে মন যত নিশ্চল থাকে, সত্যের প্রকাশও তার মধ্যে হয় তত স্মুষ্ঠু ও স্থুম্পিট।

আমার ভিতরে তুমি কথা বলছ শুনতে পেলাম—ইচ্ছা হয়েছিল যা বলছ লেখায় যদি ধরে রাখা যেত, যাতে যথামথ বাক্য তোমার এতটুকু নট না হয়; কারণ তুমি যা বলেছ এখন তা পুনরুক্তি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। পরে ভেবে দেখলাম এই যে ধরে রাখার স্পৃহা, এও তোমার উপর নির্ভরের অভাব, এতে তোমাকে অপমানই করা হয়। কারণ আমাকে যা হতে হবে, আমাকে দিয়ে তাই করে নিতে পার তুমি; যে পরিমাণে আমার মতিগতি তোমাকে আমার উপর এবং আমার মধ্যে কাজ করতে পথ ছেড়ে দেয়, সেই পরিমাণেই তুমি অবাধে সর্বেশক্তিমান হয়ে ওঠ। এ জ্ঞান থাকা দরকার যে প্রতি মুহূর্ত্তে যা হওয়া উচিত তাই হয়, যতটা সম্ভব অর্চ্চুভাবে নিশ্চিতভাবে—অবশ্য তাদের পক্ষে, যারা সকল জিনিসের মধ্যে সর্ব্বে তোমাকেই দেখতে পায়। তখন আর শক্ষা নাই, উদ্বেগ নাই, ক্ষোভ নাই—আছে কেবল পরম প্রসন্থতা, চরম নির্ভর আর নির্বিচল শান্তি।

TO

ডিসেম্বর ৫, ১৯১২

শান্তি ও নীরবতারই মধ্যে অনন্ত ভগবান প্রকট হয়ে থাকেন। কোন কিছুতেই নিজেকে বিক্ষুর হতে দিও না, তবে অনন্ত ভগবান প্রকট হবেন। সর্ব্বাবস্থায় থাকবে সম্পূর্ণ সম-চিত্ত, তবে অনন্ত এসে উপস্থিত হবেন।... সত্যই ত, তোমার অনুষণেও অতিরিক্ত উগ্রতা বা কইপ্রয়াস রাখা উচিত নয়। এ উগ্রতা এ প্রয়াস তোমার সম্মুখে আবরণ টেনে দেয়। তোমাকে দেখবার জন্যেও কামনা করা উচিত নয়, কারণ তা হল মানস-চাঞ্চল্য, ভগবানের নিত্য উপস্থিতি তাতে আবৃত হয় মাত্র। শান্তি যেখানে, প্রসন্তা যেখানে, পূর্ণতম সমতা যেখানে, সেখানেই তুমি সব আর সবই তুমি। এই

#### गारमञ প्रार्थना

যে সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত পরিবেশ তার মধ্যে অতি ক্ষুদ্রভন্ম তরঙ্গও তোমার প্রকাশের অন্তর্নায় হয়ে ওঠে। ত্বরা নয়, চিন্তা নয়, কৃচ্ছুভা নয়—এক তুমিই, তুমি ছাড়া আর কিছুই নয়; তবে বিশ্লেষণ করে, জানের বিষয় করে তোমাকে পাওয়া নয়—তুমি রয়েছ, বিলুমাত্র সন্দেহ তাতে নাই, কারণ, সব সেখানে হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ শান্তি, দিব্য নীরবতা। আর বিশ্রের যাবতীয় ধ্যানের চেয়ে তাই শ্রেয়।

TO

ডিসেম্বর ৭, ১৯১২

শিখা যেমন জলে নিবাক হয়ে, স্থবাস যেমন উদ্ধে ওঠে নিকন্পভাবে, আমার ভালবাসাও তেমনি চলে তোমার দিকে। শিশু যেমন তর্ক করে না, কিছুরই জন্যে চিন্তাও করে না, আমিও তেমনি তোমাতে নির্ভর করি, তোমার ইচছা পূর্ণ হোক, তোমার আলো ফুটে উঠুক, তোমার শান্তি ছড়িয়ে পড়ুক, তোমার ভালবাসা জগৎ ছেয়ে দিক। তোমার ইচছা যথন হবে, তোমার মধ্যে আমি থাকব অভিনু হয়ে—সেই শুভক্ষণের অপেক্ষায় আমি রয়েছি, কিন্তু কোন রকমে অধীর না হয়ে; নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি অব্যর্থভাবে তারি দিকে বয়ে যেতে, প্রশান্ত নদী যেমন বয়ে যায় অপার সাগরের দিকে।

তোমার শান্তি আমার অন্তরে, এই শান্তির মধ্যে আমি দেখি কেবল রয়েছ তুমি, শাশ্বতের নিশ্চলতা নিয়ে।

窳

**ডि**टगम्बर ১०, ১৯১२

হে পরমবিধাতা! শাশুত দিশারী। আবার তুমি আমায় নি:সংশয়ে বুঝিয়ে দিলে তোমার নির্দেশের উপর পূর্ণ নির্ভরতা এনে দেয় কি অনুপম সফলতা। গতকাল আমার বাণীর মধ্য দিয়ে তোমার আলো অবাধে প্রকাশ হয়েছে; যন্ত্র হয়েছে স্থনম্য, অনুগত, শাণিত।

সকল জীবে, সকল বস্তুতে তুমিই ত কর্ম্ম করে চলেছ; আর যে তোমার এত সানিধ্যে এসেছে যাবতীয় কর্ম্মে কেবল তোমাকেই দেখতে পায়, সে-ই ত পারে সকল কর্মকে তোমার আশীর্বাদে রূপান্তরিত করতে।

9

#### মায়ের প্রার্থনা

একমাত্র প্রব্যোজন তোমার মধ্যে সর্বেদা বাস করা, তোমারই মধ্যে সর্বেদা, নিরম্ভর গভীর হতে গভীরতরভাবে—নিধ্যামায়া ইন্দ্রিয়ের ছলনা ছাড়িয়ে অথচ কর্দ্রে বীতরাগ না হয়ে, তাকে অস্বীকার বা পরিত্যাগ না করে—কারণ সে-রকম সংগ্রাম নিক্ষল, অশ্রেয়কর, কিন্তু যে কর্দ্মই হোক না কেন তারই ভিতর দিয়ে তোমারই মধ্যে বাস করা।

তখনই সকল ভ্রান্তি হয় দূর, ইন্দ্রিয়ের মিথ্যাছলনার হয় অবসান, বন্ধনের হয় স্থলন, তোমারি শাশুত সান্নিধ্যের মহিনায় সব কিছু হয় রূপান্তরিত।

তাই হোক তবে।

6

#### W

**ডि**टगन्नत ১১, ১৯১२

...ধীর স্থির হয়ে আমি অপেক্ষা করছি বাতে আর একটা আবরণ ছিনু হয়ে বায়, তোমার সঙ্গে মিলন হয় আরও স্থসম্পূর্ণ। আমি জানি এই আবরণ গড়ে উঠেছে কুদ্র কুদ্র ক্রটির, অসংখ্য বন্ধনের সমষ্টি নিয়ে...

কি করে হবে এ-গ্রম্বির অপসরণ ? বীরে বীরে, অগণিত ফুদ্র প্রাস ও অনিমেষ অতন্ত্র পর্য্যবেক্ষণার সাহায্যে, না অকসমাৎ তোমার সর্বেশজিমান প্রেমের এক বিপুল উদ্ভাসনে ? জানি না—আমি আমার এ প্রশা কখনও করি না ; অপেক্ষা করছি, যথাসাধ্য সতর্ক দৃষ্টি রেখে, কিন্তু নিশ্চর জেনে যে একমাত্র তোমার ইচছাই জেগে রয়েছে, একমাত্র তুমিই কর্ম্ম করে চলেছ ; আমি ত যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রটি যখন পূর্ণতির প্রকাশের জন্যে প্রস্তুত হবে, তখন স্বতঃই সে-প্রকাশ ঘটবে।

আবরণের আড়াল থেকে এখনই ঐ না শোনা যায় আনন্দের মৌন সঙ্গীত—তোমারই মহান আবির্ভাব প্রকট করে।

M

ফেব্রুরারী ৫, ১৯১৩

নধুর একখানি গানের মত তোমার কণ্ঠ শুনি আমি আমার হৃদয়ের নীরব গহনে—আমার মন্তিকের মধ্যে তা রূপ নের অসম্পূর্ণ কথা দিয়ে। যদিও, সে-সব কথার তুমিই রয়েছ সর্ব্বতোভাবে ওতপ্রোত। সে কথা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে।

তারা পৃথিবীকে বলছে—"ওগো দুঃখিনী পৃথিবী, মনে রেখো তোমার অন্তরে আমিই ররেছি, নিরাশ হয়ো না। তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা, প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদদা, তোমার হৃদরের প্রত্যেক আহ্বান, তোমার মর্দের প্রত্যেক আহ্বান, তোমার মর্দের প্রত্যেক আহ্বান, তোমার মর্দের প্রত্যেক পুনরাবর্ত্তন, সব জিনিস, কোন কিছু বাদ না দিয়ে—তোমার কাছে যা দুঃখের মনে হয় আর ষা স্থপের মনে হয়, য়া মনে হয় কুৎসিত, আর যা মনে হয় স্থলর, সকলে—সকলে অনিবার্যস্তাবে তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে—আমি অন্তহীন শান্তি, ছায়াহীন আলো, ছেদহীন সন্মিলন, একান্ত নিঃসংশয়তা, বিশ্রান্তি,—পরম আশীবর্বাদ।

·শোন, পৃথিবী, ঐ ফুটে ওঠে অপরূপ কণ্ঠ। শোন, আবার সাহসে ভর কর।''

THE

ফেব্ৰুয়ারী ৮, ১৯১৩

ভগৰান, তুমি আমার আশ্রর, আমার আশাষ, আমার শক্তি, আমার স্বাস্থ্য, আমার আশা, আমার সাহস। তুমিই পরমা শান্তি, অমিশ্র আমল, অমান প্রসন্তা। আমার সমস্ত আধার তোমার সন্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত, অমীম কৃতপ্ততা, অবিচিছ্নু আরাধনা নিয়ে। এই আরাধনা তোমার দিকে উঠে চলেছে আমার হৃদর হতে, আমার মন হতে, ভারতবর্ষের স্থগদ্ধি বিশুদ্ধ ধূপ-শিখার মত।

মানুষের কাছে আমি যেন তোমার আগমনী খোষণা করতে পারি, যাতে প্রস্তুত যারা তারাই সকলে, তুমি তোমার অসীম করুণার যে আনন্দ আমার বিতরণ করেছ সে-আনন্দ উপভোগ করতে পারে, যাতে তোমার শাস্তি পৃথিবীর উপর বিরাজ করে।



50

ফ্রেব্রুয়ারী ১০, ১৯১৩

আমার সত্তা তোমার দিকে উঠে চলেছে স্বতি-মুখর হয়ে, এ জন্যে নয় যে তুমি এই দুর্বেল আধারটি আশ্রম করে আত্মপ্রকাশ করেছ; তুমি যে আদৌ নিজেকে প্রকাশ করেছ এই জন্যে, আর তা হল সকল জ্যোতির জ্যোতি, সকল আনন্দের আনন্দ, সকল আশ্চর্য্যের আশ্চর্য্য। যারাই তোমাকে সাগ্রহে খোঁজে তাদেরই জানা উচিত যে যখনি যেখানে প্রয়োজন তখনি তথায় তুমি উপস্থিত। তারা যদি এই স্থির বিশ্বাস ধরে থাকতে পারে, তোমাকে খোঁজাবুঁজি না করে, তোমার সেবায় প্রতি মুহূর্ত্তে অখণ্ডভাবে নিজেকে নিয়োগ ক'রে শুধু অপেক্ষায় থাকে, তাহলে যখনই প্রয়োজন হবে তখনি তুমি এসে উপস্থিত হবে—আর ফলতঃ প্রয়োজন সব সময়েই নয় কি যে তুমি উপস্থিত থাকো, যে রূপ ধরেই তোমার সে আবির্ভাব হোক না—অনেক সময়ে তা অপ্রত্যাশিত রকমে হলেও-বা।

তোমার মহিমা ঘোষিত হোক, জীবন তাতে বিশুদ্ধ হয়ে উঠুক, হৃদয় সব তাতে রূপান্তরিত হোক, পৃথিবীতে বিরাজ করুক তোমার শান্তি।

TO

क्यांत्री २२, ১৯১৩

वको। स्रष्टित मर्था कान किष्ठोर यथन जात थाक ना, जर्थनि जा ररा अर्ठ खिज मतन, कून रयमन कार्कि जमिन मतन—यथन त्म जात त्मोन्या भूकां करत करन, कून रयमन कार्कि जमिन मतन चाक् मां करत, का जिल्ल मां करत । जात त्मोत्रज इज़िस्स क्म वाक् मां करत । जात किक त्मरे मांत्रलात्मरे मर्था तराह में कर किस वज़ में कि, यात मां करत । जात किक तम थान, यात भित्रिंगात्म चर्के में कर क्म कूकन । भूगिमं कि मथक मांवर्कान थोकर —कर्म्याधनात भर्थ व रन भूका । भूगिमं कि मथक मांवर्कान थोकर —कर्म्याधनात भर्थ व रन भूका । जात कां कि जात करत करात के क्मार्ट व में कित मांवर्कान करत जात के क्मार्ट व में कित मांवर्कान करत जात भूका । जात कां कि भर्य के क्मार्ट का विकर्ण निर्म करत जात कां कि भर्य के क्मार्ट का यात्र कां कि प्रमान करत जात कां कि भर्य के क्मार्ट का यात्र कां कि प्रमान करत जात कां यात्र कां कि भर्य कां कि स्मार्ट विचालित मृजूत वीक । मतना । जात कां वालित कि मर्युत निर्मान कां त्मर्थात ।

मांठर्ठ ১৩, ১৯১৩

শুদ্ধির বিশুদ্ধ শিখা-স্থরভি জলে যেন সর্বেদা, ক্রমে উদ্বের্ণ, ক্রমে ঋজুভাবে উঠে চলে যেন, সর্বাঙ্গে আধারের নিত্য প্রার্থনারূপে, তোমার আবির্ভাবের জন্য তোমার সঙ্গে মিশে যাবার আকাঙ্কা নিয়ে।

W

ल ১১, ১৯১৩

স্থূল-বৈষয়িক দায়িত্ব যথন আমার আর কিছু থাকে না, তখন সে-সব জিনিসের ভাবনা-চিন্তা দূরে চলে যায়, আমার মন ব্যাপৃত থাকে একাস্তভাবে সম্পূর্ণ ভাবে তোমাকে নিয়ে, তোমার সেবা নিয়ে। পরিপূর্ণ শান্তি ও প্রসন্মতার মধ্যে আমার ইচ্ছাকে তোমার ইচ্ছার সঙ্গে এক করে ধরি, অখও নীরবতার মধ্যে শুনি তোমার সত্যের স্ফুরণ।

তোমার ইচ্ছার জ্ঞান যখন আমাদের হয়, আমাদের ইচ্ছাকে যখন তোমার ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দেই, তখনি লাভ করি সত্যকার স্বাতন্ত্র্য ও সর্ব্বক্তিমন্তার রহস্য, সামর্থেণ্যর পুনঝুজ্জীবন-রহস্য, সন্তার রূপান্তর-রহস্য।

তোমার সঙ্গে অথও ও নিরবচিছনু সন্মিলন রাখা অর্থ নি:সংশয়ে সকল বাধা অতিক্রম করা, বাহিরের ও ভিতরের সকল বিযু জয় করা।

ভগবান, ভগবান! সীমাহীন আনন্দ পূর্ণ করেছে আমার হৃদয়, আমার মস্তিক ভরে দিয়ে উল্লাসের উদ্গাথ চলেছে তার অপরূপ চেউ সব তুলে দিয়ে; তোমার বিজয় স্থির-নিশ্চিত, এই দৃচ্পুত্যয়ের মধ্যে আমি পেয়েছি পরমা শান্তির অজেয় শক্তি। তুমি আমার সত্তা ভরে রয়েছ, তাকে সঞ্জীবিত রেখেছ, তার প্রচছনু উৎস সব সঞ্চালিত করেছ, তার বুদ্ধিকে আলোকিত করেছ, তার প্রাণকে প্রথর করেছ, প্রেমকে বহুগুণিত করেছ। এখন আমি তাই বলতে পারি না, আমিই বিশ্ব না বিশ্বই আমি, তুমি আমার মধ্যে না আমি তোমার মধ্যে। একমাত্র তুমিই রয়েছ, সবই তুমি, তোমার অসীম করুণার উচ্ছুসিত ধারা জগৎকে পরিপূর্ণ করেছে, ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

পৃথিবী ! গাও স্থতি ! গাও স্থতি, জাতি সব, মানুষ সব ! দিব্য সমনুত্ৰ এসেছে ।

磁

52

जून ५৫, ५३५०

নীরষতার মধ্যে, একান্তের মধ্যে পূর্ণ ধ্যান-সিদ্ধি হয়েছে যার, তারও সে-অবস্থালাত হয়েছে নিজের দেহ থেকে নিজেকে পৃথক করে নিয়ে দেহটাকে বিযুক্ত করে দিয়ে; ফলে হয়, এই শরীর যে উপাদানে গঠিত তা ঠিক পূর্ব্বৎ অশুদ্ধ ও অপূর্ণ ই রয়ে যায়, কারণ তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় নিজেকে নিয়ে নিজে পড়ে থাকতে। একটা লাস্ত অধ্যাস্থ-ম্পৃহা, স্থূলাতীত ঐশ্বর্যের প্রতি আকর্ষণ, ব্যক্তিগত তৃপ্তির জন্য তোমার সম্পে সন্মিলনের অহম্মন্য আকাঞ্ছ্মনা, এ সকল কারণে মানুষ পার্থিব জীবনের সার্থ কতা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, জড়ের শুদ্ধি ও রূপান্তর সাধনের যে ব্রত তা থেকে কাপুরুষের মত সরে দাঁড়ায়। আমাদের সন্তার একটি অংশ সর্বেতোভাবে শুদ্ধ এই জ্ঞান আর সেই অংশটির সম্পে সংযোগ ও একাম্বতা আমাদের উপকারে আসতে পারে তখনই যখন সে জ্ঞান প্রয়োগ করা হয় পার্থিব রূপান্তর ক্রততর করবার জন্যে, তোমার স্থ্মহান কর্ম্ম সংসিদ্ধির জন্যে।

TO

जून, ১१, ১৯১৩

ভগবান, আগুন যেমন আলো ও উত্তাপ দেয়, ঝরনা যেমন তৃষ্ণ।
জুড়ায়, তরু যেমন ছায়া ও আশ্রয় প্রদান করে, আমি যেন সেইরকম
হ'তে পারি...মানুষেরা এত দুঃখী, এত অবোধ, তাদের সাহায্যের
এত প্রয়োজন।

তোমাতেই আমার নির্ভর। আমার অন্তরের নিশ্চয়তা দিনে দিনে বাড়ছে, প্রতিদিন আমি অনুভব করছি আমার হৃদয়ে তোমার ভালবাস। আরও জীবস্ত হ'য়ে উঠেছে, তোমার জ্যোতি যুগপৎ মধুরতর ও উজ্জ্বলতর হ'য়ে চলেছে। ক্রমেই আমি আমার জীবন থেকে তোমার কর্ম্মকে, আমার ব্যক্তিম্ব থেকে সমগ্র পৃথিবীকে আর পৃথক ক'রে রাখতে পারছি না।

ভগবান। ভগবান। অসীম তোমার মহিমা, অপরূপ তোমার সত্য। তোমার সর্বেশক্তিমান প্রেমই পৃথিবীকে উদ্ধার করবে।

TOTA

खून ১৮, ১৯১৩

তোমার দিকে ফিরে দাঁড়ান, তোমার সঙ্গে এক হওয়া, তোমার মধ্যে জীবন-ধারণ—এই ত পরম স্থুখ, অমিশ্র আনন্দ, অটল শাস্তি। এরই অর্থ অনস্তকে প্রতি নিঃশ্বাসে গ্রহণ করা, দেশ ও কাল অতিক্রম করা। তবে কেন মানুঘ এসব সম্পদ ফেলে চলে যার, কেন ভয় করে এদের ? কি অঙুত এই অজ্ঞান, সকল দুঃখ কষ্টের উৎস যেখানে। কত দীনহীন এই মোহ মানুঘকে তার সৌভাগ্য থেকে আড়াল করে রেখেছে, সাধারণ জীবনের সংগ্রামে দুঃখকষ্টে পরিপূর্ণ এই দারুণ পরীক্ষাগারের মধ্যে দাস করে রেখেছে।

M

**जू**न २१ ১৯১৩

তোমার কণ্ঠ এত নম্র, এত সমদশী, এত মহিমাময়, থৈর্ব্যে করণায়
পরিপূর্ণ যে তার মধ্যে ছকুমের, স্বেচছা-প্ররোগের রেশ মাত্র নাই—
মলয়-সমীরণের মত তা স্নিগ্ধ কোমল; বিশুদ্ধ ধ্বনির মত, বিসম্বাদী
সঙ্গতের মধ্যে সন্মিলনের স্কর সে। তবে সে স্কর শুনতে পায় য়ে,
সে-বাতাস নিঃশ্বাসে গ্রহণ করতে পারে য়ে, সে-মানুম সন্ধান পায় এমন
সৌন্দর্ব্যের ভাণ্ডার, এমন অমল প্রসন্নতার, সমুচচ মহিমার স্করভি যে সকল
মিধ্যা-মায়া দূর হয়ে যায়, অথবা রূপাস্তরিত হয়ে সানন্দে স্বীকার করে
নেয় সে-আভাসদৃষ্ট মহাসত্যকে।

M

जूनारे २১, ১৯১৩

সত্যই ত, কতখানি না ধৈর্য্যের প্রয়োজন। উনুতি ত লক্ষ্যই হয় না। আমি তোমায় কত না আহ্বান করি, আমার হৃদয়ের অন্তন্তল হতে—হে ভগবান, হে অধীশুর, হে সত্যতম জ্যোতি, হে মহত্তম প্রেম। তুমি আমাদের দিয়েছ জীবনীশজি, দিয়েছ আলো, দিশারী তুমি, রক্ষক তুমি, আমাদের প্রাণের প্রাণ তুমি, জীবনের জীবন, আমাদের সতার মূলহেতু তুমি, তুমি পরমতম জ্ঞান, অব্যয় শান্তি।

হে ভগবান, হে অচিন্তা মহিমা, তোমার সৌন্দর্য্য পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়ুক, তোমার প্রেম সকলের হৃদয়ে জলে উঠুক, তোমার শান্তি সকলের মধ্যে বিরাজ করুক। আমার অন্তর থেকে উঠছে একটি গীত, গম্ভীর গভীর প্রসনু সূক্ষ্য—
জানি না সে-গান আমার থেকে তোমার দিকে যায়, না তোমার থেকে আমার
দিকে আসে কিংবা তুমি আমি সারা বিশ্ব মিলে আমরা হলেম এই যে অঙুত
গীতটি আমার চেতনায় জেগেছে...পৃথকভাবে আমি নেই, তুমি নেই, বিশ্বও
নেই—এ নিশ্চয়। আছে এক বিপুল সমুচচ অসীয় ছদ্দ যা হল বিশ্ব-বস্ত
এবং যার সম্বন্ধে বিশ্ব-বস্ত একদিন সচেতন হবে। তা হল সীমাহীন প্রেমের
ছদ্দ—সর্বসন্তাপহারী সর্বেতমোজয়ী।

এই প্রেমের বিধান অনুসারে, তোমারই বিধান অনুসারে আমি জীবন ধারণ করতে চাই পূর্ণ হতে পূর্ণ তরভাবে—এই প্রেমেরই কাছে আমি

অকুঠ আত্মসমপ ণ করি।

**जिन्दिक्** भीखित भरका आंब्रहाता आंभात आंब्रा।

TOTA

আগষ্ট ২, ১৯১৩

এই যে-মাসটি স্কুরু হতে চলল একবার তার দিকে আমি তাকিয়ে দেখলাম, নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমায় সেবা করবার শ্রেষ্ঠ পদ্ম কি—ছোট একটি অন্তর্বাণী শুনতে পেলাম, নৈঃশব্দ্যের মধ্যে অস্ফুট গুপ্তনের মত, আমায় বলল: "দেখ চেয়ে, বাহ্য অবস্থা মাত্রেরই মূল্য কতটুকু। সড্যের যে-ধারণা তুমি করে নিয়েছ তার সিদ্ধির জন্য এত যত্ন এত কট প্রয়াস কেন ? নিজেকে আরো ছেড়ে দাও, হও আরো নির্ভরশীল। তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য হল কোন কিছুতে চঞ্চল না হওয়া। কাজ ভাল করে করবার জন্যে উদ্যন্ত হওয়া দুঃসঙ্কলেপরই মত নিয়ে আসে সমান কুফল। গভীর জলের মত প্রশান্তির মধ্যেই নিহিত সত্যকার সেবার একমাত্র সম্ভাবনা।"

এ বাণী এত দীপ্ত পূত, তার সত্য এত শক্তিমর যে তার উদ্দিট্ট অবস্থা সহজেই আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেল। মনে হল আমি যেন গভীর জলের প্রশান্তির মধ্যে ভেসে চলেছি। আমি বুরতে পারলাম। স্পষ্ট দেখলাম কি ঠিক মনোভাব রাখা উচিত। সর্বোধীশ। হে পরমগুরু। এমন অবস্থার নিরম্ভর থাকতে পারি যাতে সে-জন্যে আমার আর ত কিছু করবার নাই, কেবল চাওয়া তোমার কাছে, প্রয়োজনীয় শক্তির জন্যে, স্বচছ দৃষ্টির জন্যে।

উদ্ব্যস্ত হয়ো না বাছা, নীরব হও—শান্তি শান্তি!

M

#### भौदात প्रार्थना

20.

षागष्टे ४, ১৯১৩

সকল বস্তুর অন্তরে রয়েছ তুমি, হে মধুচছনা, হাদর আমার তুমি ভরে রয়েছ মধুর ছন্দে। এখন ভবে জীবনের সবচেয়ে স্থূলতম রূপাবলীর মধ্যে এসে প্রকাশ হও—সকল অনুভবে, সকল চিন্তার, সকল কর্ম্মে।

সবই আমার কাছে বোধ হয় স্থন্দর, স্থছন্দ নীরব,—বাহিরে যত কোলাহল থাক। এই নীরব তারই মধ্যে তোমায় দেখছি আমি, হে ভগবান। তোমার এই যে-ভাব আমি উপলব্ধি করছি তাকে প্রকাশ করতে পারি শুধু একটিমাত্র কথায়—নিত্য এক হাসি। বাস্তবিক অতি মধুর, অতি প্রশান্ত, অতি সহ্বদয় হাসি যে মনোভাব জাগায় তারই সারটুকুর সঙ্গে সামান্য তুলনা করা যায় তোমার সম্বন্ধে আমার এই উপলব্ধি।

তোমার শান্তি হোক সকলের।

TOTA

यागरे ১৫, ১৯১৩

এই আসনু সন্ধ্যায় তোমার শান্তি আরও গভীর, আরও মধুর হয়ে উঠেছে। যে নীরবতায় আমার সত্তা পরিপূর্ণ হয়ে চলেছে তার মধ্যে তোমার কণ্ঠ স্পষ্ট শোনা যায়।

হে বিধাতা, আমাদের জীবন, আমাদের চিন্তা, আমাদের প্রেম, আমাদের সমগ্র সত্তাই তোমার। তোমার সম্পত্তি তুমি অধিকার কর; কারণ, আমাদের যথার্থ সত্তা তো তুমিই।

B

আগষ্ট ১৬, ১৯১৩

প্রেম, হে ভাগবত প্রেম, তুমি আমায় ভরে রয়েছ, আমার চারিদিক দিয়ে উপচে পড়ছ। আমি যে তুমিই, তুমি ত আমি—তোমাকে দেখি আমি সকল সন্তার মধ্যে, এই যে বাতাসের এক নিঃশ্বাস বয়ে গেল তা থেকে আরম্ভ করে ঐ যে দীপ্ত সূর্য্য আমাদের আলো দান করে আর তোমাকে মূন্তিমান করে সে অবধি সকলের, প্রত্যেকের মধ্যে।

কে তুমি, বুদ্ধি দিয়ে বুঝি ন। কিন্ত শুদ্ধাভক্তির নিঃশব্দ গহনে তোমার

করি আরাধনা।

#### TO

আগষ্ট ১৭? ১৯১৩

দেহমাত্রার সকল দুশ্চিন্তার উদ্ধে । দেহধারণের লক্ষ্যে সদা নিবদ্ধ এই যত চিন্তা, স্বাস্থ্যের জন্যে, আহার্য্যের জন্যে, জীবন আয়তনের এই যত ব্যন্ততা—এদের মত আর কিছুতে মন এত হীন এত পদ্ধু হয়ে পড়ে না। কি নগণ্য এসব জিনিস, একটুখানি ধোঁয়ার রেখা, বাতাসের সামান্য নিঃশাসেই যায় মিলিয়ে—একটুখানি তোমার দিকে চিন্তা তাদের দূর করে দেয় মিখ্যা মরীচিকার মত।

এ দাসত্বে অধীন যার। তদের মুক্ত কর, মুক্ত কর যার। প্রবল রিপুর দাস। তোমার দিকে চলবার পথে এ সমস্তই বাধা যেমন নিদারুণ আবার তেমনি অকিঞ্চিৎকর—নিদারুণ তাদের পক্ষে যার। এখনও এ-সকলের দাস, অকিঞ্চিৎ-কর তার কাছে যে এসব পার হয়ে গিয়েছে।

কি করে বলব কি পরম স্বস্তি, কি মধুর লঘুছ অনুভব হয়, যখন নিজের ভাবনা থেকে মুক্ত হয়েছি, মুক্ত হয়েছি জীবনের, স্বাস্থ্যের, ভোগের, এমন কি আন্মোনুতির পর্যান্ত দুশ্চিন্তা থেকে।

এই স্বস্তি, এই মুক্তি তুমি আমার দিয়েছ, হে জগৎ-প্রভু, আমার জীবনের জীবন, আমার আলোর আলো, তুমি নিরস্তর আমার শিখিয়ে নিয়ে চলেছ ভালবাসা কি, আমায় জানিয়ে দিয়েছ আমার অন্তিম্বের হেতু।

আমার মধ্যে তুমি বাস কর, কেবল তুমিই। তাহলে আমার নিজেকে নিয়ে আমার কি ঘটবে তা নিয়ে ব্যস্ত হবার আর কি কারণ থাকতে পারে। তুমি যদি না থাকতে, তবে এই যে ধূলিগঠিত দেহখানি তোমায় প্রকাশ করবার চেষ্টায় আছে তা সকল রূপ হারিয়ে, সকল চেতনা হারিয়ে লোপ পেয়ে যেত। তুমি না থাকলে এই যে ইন্দ্রিয়বোধ আর সকল প্রকাশকেন্দ্রের (ব্যক্টি-সন্তার) সফে সম্বন্ধ স্থাপন করতে দেয়, তা একটা তামস জড়তার মধ্যে লয় পেয়ে যেত। তোমাকে ছাড়া এই যে চিন্তাশক্তি অণুপ্রাণিত উদ্ভাসিত করে রেখেছে আমাদের সন্তার সংহতি, তা হয়ে পড়ত বিক্ষিপ্ত অসমর্থ ব্যর্থ। তোমার বিহনে যে-দিব্যপ্রেম সব জিনিস সজীব করে, স্মশৃত্বল করে, অনুপ্রাণিত করে, সতেজ করে, তা হয়ে থাকত কেবল একটা এখনও অজানা সম্ভাবনা হিসাবে। তুমি যেখানে নাই সেখানে সব নিম্প্রাণ, নিরেট অচেতন। যা-কিছু আমাদের আলো দের, মুগ্ধ করে, আমাদের জীবনের সমস্ত অর্থ, সমস্ত লক্ষ্য তা সবই তুমি। এর চেয়ে আর বেশী কি প্রয়োজন—সকল ব্যক্তিগত চিন্তা থেকে মুক্ত হতে হলে, দুপক্ষ মেলে দিয়ে স্থূল জীবনের যাবতীয় অনিত্যতার উদ্বেশ বিচরণ করতে হলে—তবেই ত উড়ে যেতে পারি তোমার দিব্য সালোক্যের মধ্যে, পৃথিবীতে আবার ফিরে আসতে পারি তোমার বাণীবহ হয়ে, তোমার আসনু আগমনীর অপরূপ বার্ত্তা যোঘণা করতে।

জগদীশ্বর, পরমবন্ধু, অনুপম শিক্ষাদাতা, পূর্ণগর্ভ নীরবতার মধ্যে তোমায় প্রণতি জানাই।

#### THE STATE OF

অক্টোবর ৭, ১৯১৩

তিন মাস অনুপস্থিতির পর তোমার নামে উৎসর্গীকৃত এই গৃহে ফিরে দুটি উপলব্ধি আমার হল, ভগবান। প্রথমতঃ, আমার বাহ্য-সত্তায়, আমার স্থূল চেতনায় আমি আর আদৌ অনুভব করি না যে আমি রয়েছি আমার নিজের ষরে, অথবা সেখানে আমি কোন-কিছুর মালিক। আমি যেন বিদেশে এক বিদেশিনী—লোকালয়ের বাইরে বনস্থলীর তরুলতার মধ্যে যেমন মনে হয় পরদেশ তার চেয়েও বেশি যেন। এখন আমার হাসি পায়, যে-কথা জানতাম না সে-কথা জেনে, আমার হাসি পায় এ কথা মনে করে যে বাড়ী ছাড়বার পূর্বে পর্যাস্ত আমার বোধ ছিল আমি হলেম বাড়ীর কর্ত্রৌ। আমার অহংবোধ ভেঙেচুরে পিষে যাক চিরকালতরে, এই ত ছিল প্রয়োজন, যাতে আমি বুঝতে পারি, দেখতে পারি, অনুভব করতে পারি সব জিনিসকে তারা বস্তুতঃ যা সেই-ভাবে। ভগবান, এই গৃহ তোমাকে আমি অর্পণ করেছি—যেন নিজের বলে আমার

কোন-কিছু থাকা সম্ভব আর তাই তোমাকে উৎসর্গ করতে পারি। ভগবান, সবই ত তোমার জিনিস, তুমিই ত সব জিনিস আমাদের হাতে দিয়েছ ব্যবহারের জন্য। কি অন্ধই না আমরা, মনে করি যখন আমরা কিছুর মালিক! আমি ত অতিথি মাত্র, এখানে যেমন, সর্ব্বত্রই তেমন, পৃথিবীর উপর তোমার বার্ত্তাবহ, তোমার সেবক; মানুষের মধ্যে বিদেশিনী আমি, তবুও তাদের জীবনের প্রাণ, হৃদয়ের প্রেম আমি...

ষিতীয়তঃ, গৃহখানির সমস্ত আবহাওয়ায় মিশে রয়েছে একটা পুণ্যগান্তীর্য্য—সেখানে প্রবেশ করলেই ডুবে যাই যেন গভীরে। ধ্যান সেখানে
হয় নিবিড়তর, মহত্তর ; বিক্ষিপ্ততা চলে যায়, আসে একাগ্রতা—আর এই
একাগ্রতা আমি অনুভব করি স্পষ্ট মাথা থেকে নেমে হৃদয়ের মধ্যে গিয়ে
প্রবেশ করে; আর মনে হয় হৃদয় পায় মস্তিকের চেয়ে অধিকতর গভীরতা।
মাস তিনেক ধরে আমি অনুভব করছি যেন এতদিন আমি ভালবেসেছি মস্তিক
দিয়ে, এখন স্লক্ষ করেছি হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে এর অর্থ এক অনুপ্রম
ভাব-গান্তীর্য্য ভাব-মাধুর্য্য।

আমার আধারে নূতন এক দুয়ার খুলেছে, এক বিশালতা এসে দেখা দিয়েছে।
দরজা আমি পার হয়ে এসেছি নিষ্ঠাভরে। এপথে চলবার মত উপযুক্ত
ঠিক মনে করতে পারি না নিজেকে এখনো। প্রচছনু এ পথ, বাহ্য দৃষ্টির
কাছে আবৃত, অস্তরে তবে অদৃশ্যভাবে জ্যোতির্ময়।

সব পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছে। সবই নূতন। পুরাতন ছিনুবস্ত্র সব যেন খসে পড়েছে, নবজাত শিশু চোখ মেলে তাকিয়েছে উদীয়মান উঘার দিকে।

300

नत्वन्न २२, ১৯১৩

তোমার সন্মুখে নীরবে কয়েক মুহূর্ত্ত কাটান শত শত বৎসর ধরে আনন্দ-ভোগের সমান...

ভগবান, সকল আঁধার সরিয়ে দাও, আমি যেন ক্রমেই তোমার অনুগত সেবক হয়ে উঠতে পারি, নিষ্ঠায় আর প্রশান্তিতে নিজেকে পূর্ণ করে; আমার অন্তর তোমার সন্মুখে বিশুদ্ধ একখানি স্ফটিকের মত যেন হয়ে ওঠে, তোমাকেই যেন সর্ব্বতোভাবে প্রতিফলিত করতে পারে।

তোমার সন্মুখে নীরব হয়ে থাকা কি মধুর!

THE

नत्वन्नत्र २৫, ১৯১৩

অসংখ্য যত ঘটনারাজির সংস্পর্শে আমাদের আসতে হয় তাদের ছাপ সব ধরে রাখতে আমাদের অবচেতনায় নিরম্ভর যে কাজ চলছে তাই হল তোমার নীরব ধ্যানের সবচেয়ে বড় শক্ত। যতক্ষণ আমাদের মস্তিক সক্রিয় থাকে ততক্ষণ আমাদের জাগ্রত চিস্তার অন্তরালে যত এই গ্রহীঞু অবচেতনার একান্ত কর্ম্মচাঞ্চল্য আমাদের কাছে ঢাকা থাকে। কিন্তু আমাদের অসাক্ষাতে, আমা-দের ক্ষতি করেই, আমাদের চিত্তের একটা মোটা অংশ—আর তা স্বল্পাংশ নয়—চলচ্চিত্রের যন্ত্রের মত কাজ করে চলে। সক্রিয় চিস্তাকে যখন আমরা স্তব্ধ করে রাখি—তুলনায় তা খুব কঠিন নয়—তখনই দেখি চারদিক থেকে উঠে আসছে অবচেতনার রাশীকৃত সব ক্ষুদ্র ফুদ্র ছাপ, অনেক সময় তা এত পরিপ্লাবী হয় যে আমাদের একেবারে ডুবিয়ে দেয়। তাইত ঘটে, যখন আমরা চেষ্টা করি গভীর ধ্যানের মধ্যে নীরবতার জন্যে, তখনি আমরা অসংখ্য চিন্তার দ্বারা আক্রান্ত হই—যদি এ-সবকে চিন্তা আদৌ বলা চলে—সে-সব চিন্তায় আমরা কিছুমাত্র আকৃষ্ট নই, আমাদের কোন জাগ্রত কামনা বা সক্রিয় আসক্তির পরিচয় নয়, তা শুধু প্রমাণ করে আমাদের অবচেতনা যম্বের মত যে ছাপ গ্রহণ করে চলেছে তা সংযত করবার ক্ষমতা আমাদের নেই। এ-সব নিরর্থক কোলাহল থামিয়ে দিতে হলে, এই নীরস চিত্রাবলীর শান্তিকর ধারা-প্রবাহ বন্ধ করতে হলে, এই যত কুদ্র তুচ্ছ জিনিস সব, যাদের কোন মূল্য নাই, শুধু ভার বৃদ্ধি করে মাত্র, মন থেকে তাদের পরিকার করে ফেলতে হলে, বেশ কিছু যত্ন করা দরকার। কতটা সময় আমাদের যায় বুথা, কি বিপুল অপব্যয়।

প্রতিকার ? অতি সরলভাবে কোন কোন তপস্যার পথ নির্দেশ করে নৈকর্ম্য ও নির্জনতা—অবচেতনাকে সব রকম চিত্র গ্রহণের সম্ভাবনা থেকে আড়ালে রাখা; আমার মনে হয় এ হল শিশুর ধেলাঘরের প্রতিকার—কারণ এতে প্রথম অতর্কিত আক্রমণেই তপস্বী অভিভূত হয়ে পড়েন; একদিন, যখন তিনি মনে করেন নিজের উপর তাঁর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব হয়েছে, তখন যদি ফিরে আসেন মানুঘ-বদ্ধুদের মধ্যে, তাদের সাহায্যের জন্যে, তবে দেখবেন তাঁর অবচেতনা এতদিন ধরে স্বকীয় বৃত্তি থেকে বঞ্চিত থাকবার ফলে, সামান্য একটু সুযোগ পেলেই তীব্রতর বেগে তার কাজে লেগে গিয়েছে।

প্রতিকার তবে নিশ্চয় অন্য কিছু আছে। কি তা ? অবচেতনাকে সংযমে রাখবার শিক্ষা চাই বলা বাহুল্য, যেমন সংযমে রাখা হয় মনকে। উপায়ও বিভিনু রকমের থাকা দরকার। হতে পারে বৌদ্ধদের মত নিয়মিত 30.

আছ-বিচার কিম্বা দৃষ্ট স্বপ্নের নিয়মিত বিশ্লেমণ—কারণ স্বপু প্রায় সর্বেদাই তৈরী হয় অবচেতনার সব আলিখন দিয়ে। আরো অন্যান্যের মধ্যে এই হল দুটি উপায়। এর চেয়ে আশু ফল দেয় এমন আর কিছু নিশ্চয় আছে...

ভগবান, সনাতন অধীশুর! তুমি হবে শিক্ষাদাতা, মন্ত্রদাতা। তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে কি আমায় করতে হবে। আর অবশ্যই নিজের মধ্যে স্কুষ্টু প্রয়োগ করে, পরে অন্যান্যকেও যেন তোমার শিক্ষার লভ্যাংশ আমি দিতে পারি।

প্রেমে নির্ভরে পরিপূর্ণ ভক্তি নিয়ে তোমার কাছে প্রণত আমি।

M

नत्वन्न २४, ১৯১৩

ভোরের মুখে এই যে প্রশান্ত সমাহিতি, অন্যান্য মুহূর্ত্তের চেরে এই এখনই বেশি স্থন্দর ভাবে তোমার দিকে উঠে চলে আমার চিন্তা, গাঢ় প্রার্থনা নিরে, হে আমার আধারের অধীশ্বর।

এই যে দিনটি স্বরু হতে চলল, পৃথিবীর কাছে, মানুষের কাছে সে যেন নিয়ে আসে আরো একটু নির্মালতর আলো, আরো একটু সত্যকার শান্তি, তোমার প্রকাশ হয় যেন আরো পূর্ণ তর, তোমার মধুর বিধান হয় যেন আরো বেশি স্বীকৃত; একটা উদ্বাতির মহত্তর সত্যতর কিছু যেন মানবজাতির কাছে উদ্ঘাটিত হয়; একটা বৃহত্তর গভীরতর প্রেম যেন ছড়িয়ে পড়ে আর তাতে ক্ষতের চিহ্ন সব যেন শুকিয়ে মিলিয়ে যায়। এই যে সূর্য্যের প্রথম কিরণ কুটে উঠছে, তা যেন আনন্দের সন্মিলনের ঘোষণা করে, জীবনের মর্ম্মূলে লুকিয়ে যে প্রোজ্জল মহিমা, হয় যেন তারই প্রতীক।

ভগবান। বিশুপ্রভু। আজকার দিনই যেন হয় শুভযোগ যখন তোমার বিধা নর সম্পূর্ণ অনুগত আমরা হয়ে উঠতে পারি, তোমার কর্ম্মে অখণ্ডভাবে যেন নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে পারি, নিজেকে ভুলে যেতে পারি একান্ত ভাবে, লাভ করতে পারি বৃহস্তর আলো, শুদ্ধতর প্রেম। তোমার কাছে এই প্রার্থ না—তোমার সঙ্গে নিত্যই যেন আরো গভীরভাবে, আরো নিরবচিছনু-ভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারি, ক্রমে যেন তোমাতে আরো একীভূত হয়ে

যেতে পারি, হয়ে উঠতে পারি তোমার স্থ্যোগ্য সেবক। দূর করে দাও আমাদের অহমিকা, সকল তুচ্ছ গর্বে, সকল লোভ, সকল মোহ; তোমার দিব্য প্রেমের আগুনে যেন সম্পূর্ণ জলে উঠতে পারি, জগতে হয়ে দাঁড়াতে পারি তোমার প্রদীপ্ত মশাল।

আমার অন্তরের ভিতর থেকে উঠছে এক নীরব স্থতি, প্রাচ্যদেশের ধূপের শুম্ব ধোঁয়া যেন।

পূর্ণ আম্বদানের প্রশান্তি নিয়ে আমি তোমাকে প্রণাম জানাই এই ভোরের মুখে।

B

नत्वन्न २५, ১৯১৩.

কেন এই কোলাহল, এই আন্দোলন, এই বিক্ষোভ? কেন এই যুণি মানুঘকে নিয়ে ছুটে চলেছে ঝড়ের মধ্যে, এক ঝাঁক মাছির মত। কি করুণ দৃশ্য—এত শক্তির অপব্যয়, এত পরিশ্রম নষ্ট। পুতুলের মত সূতোর টানে এই যে তাদের নৃত্য কবে তা বন্ধ হবে—কিন্তু কে বা কিসে তাদের যে ধরে আছে জানেও না তারা। কবে সময় করে স্থির হয়ে একটু বসবে তারা, আম্বস্থ, আম্বসংহত হবে, খুলে ধরবে ঐ আন্তর দুয়ার যার পিছনে তাদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গিয়েছে অমূল্য সম্পদ তোমার সব, অসীম কল্যাণ সব।

তাদের অজ্ঞানের আর অন্ধকারের জীবন, তাদের মত্ত চাঞ্চল্যের আর ব্যর্থ বিক্ষিপ্ততার জীবন আমার মনে হয় কি দীনহীন, কি বেদনাক্লিষ্ট। অথচ তোমার পরম জ্যোতির একটিমাত্র কণা, তোমার দিব্য প্রেমের একটি বিন্দু এই বেদনাকে আনন্দের মহাসাগরে পরিণত করতে পারে।

ভগবান, আমার প্রার্থ না তোমার দিকে ছুটে চলে: এখন তারা যেন পায় তোমার শান্তি আর সেই স্থির অদম্য শক্তি যার উৎস হল অটল প্রসনুতা—এ বস্তু তাদের রাজচিহ্ন যাদের চোধ খুলেছে, যারা তোমাকে দেখতে পেয়েছে তাদের আধারের জ্বন্ত মণিকোঠায়।

কিন্ত তোসার আবির্ভাবের সময় ত হয়েছে। অবিলম্বেই চারিদিকে ধ্বনিত হয়ে উঠবে উল্লাসের উদ্গীতি। সে মুহূর্ত্তের গুরুত্ব বোধ ক'রে পূজারীর মত আনত আমি।

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

ডিসেম্বর ১৩, ১৯১৩

জ্ঞানের আলো দাও আমায় তগবান, আমি যেন তুল না করে বসি। যে অসীম শ্রন্ধা, যে একান্ত ভক্তি, যে তীব্র গভীর প্রেম নিয়ে তোমার নিকটে বাই আমি, তা যেন আলো ছড়িয়ে দেয়, বিশ্বাস জন্মায় সংক্রামক হয়ে ওঠে—যেন তারা সকল হৃদরের মধ্যে জেগে ওঠে।

ভগবান, সনাতন প্রভু, তুমি আমার জ্যোতি, আমার শাস্তি। প্রতি পদে আমাকে দেখিয়ে দাও, চক্ষু আমার খুলে ধর, হৃদয় আলোকিত কর, অকুটিল যে পথ উঠে গিয়েছে সোজা, সেই পথে তোমার দিকে আমাকে নিয়ে চল।

তগৰান, তগৰান। তোমার ইচ্ছা ছাড়া আর কোন ইচ্ছাই যেন আমার না থাকে, আমার প্রত্যেক কর্ম্ম যেন হয় তোমার দিব্য-বিধানের প্রকাশ। বিপুল জ্যোতি এক আমায় প্লাবিত করেছে, তুমি ছাড়া আর কোন চেতনা আমার নাই। শান্তি, শান্তি, সমস্ত পৃথিবীর 'পরে আম্লক শান্তি।

#### THE STATE OF

ডিসেম্বর ১৬, ১৯১৩

বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থ প্রেম, তোমার প্রেম—তার যতটুকু আমরা ধরতে পারি, প্রকাশ করতে পারি—এই তো একমাত্র চাবি যা দিয়ে খুলবে তাদের হৃদয় যারা চলেছে তোমার উদ্দেশে। যারা বৃদ্ধির পথ অনুসরণ করে, তারা বেশ একটা উচচন্তরের, বিশেষ একটা সত্য ধারণাই আয়ত্ত করতে পারে—সত্যকার জীবন, তোমার সঙ্গে একীভূত জীবন কি তা বুঝতে পারে, কিন্তু তার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই তাদের, সে জীবনের আস্তর উপলব্ধি তাদের নাই, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ স্পর্শ তাদের নাই। এরা সব, যারা জানে বুদ্ধি দিয়ে, কর্ম্মের প্রয়োজনে যারা নিজেদের বেঁধে রেখেছে মন যা স্মুর্চুতম বলে বিবেচনা করে এমন রচনার মধ্যে—এ-সব ব্যক্তিরই চিত্তপরিবর্ত্তন স্বচেয়ে দুরূহ। সিন্চছাসম্পন্ন আর বে-কোন ব্যক্তির চেয়ে এদেরই অন্তরে ভগবদ্বোধ জাগ্রত করা বেশি আয়াস-সাধ্য। এক প্রেমই এ অঘটন ঘটাতে পারে, কারণ প্রেম সকল দরজা খুলে দেয়, সকল দেয়াল ভেদ করে যায়, সকল বাধা পার হয়ে যায়। সত্যকার একটুখানি প্রেম অতিচমৎকার বজ্নতার চেয়ে বেশি কাজ করে।

ভগবান, প্রেমের এই নির্ম্মল ফুলটি আমার মধ্যে ফুটিয়ে তোল, যারাই আমাদের কাছে আসে তারা যেন তার সৌরভে ভরে ওঠে, সে-সৌরভে তার। যেন বিশ্বদ্ধ হয়ে ওঠে।

এই প্রেমেরই মধ্যে রয়েছে শান্তি ও আনন্দ, এখানেই সকল শক্তির সকল সিদ্ধির উৎস। এই প্রেমই অব্যর্থ ভিষক, পরম সাম্বনাদাতা—এই প্রেমই সর্ববিজয়ী অহিতীয় শিক্ষাদাতা।

হে ভগবান, হে প্রেমনয়, তোমাকে আমি নীরবে পূজা করি, সর্বতো-ভাবে তোমার কাছে নিবেদিত আমি, আমার জীবনকে তুমি চালিয়ে নিয়েছ, তোমারই প্রেম দিয়ে আমার হৃদয় সমৃদ্ধ করেছ, তাইতে সে জলছে উত্তপ্ত কুণ্ডের মত, সকল ক্রাট দাহন করে, অহংকারের শুক্ষ কাঠ আর কৃষ্ণ অন্ধার থেকে এনে দিয়েছে স্বস্তির উক্ষতা আর আলোকের ছটা।

ভগবান, তোমার দিকে আমি ফিরেছি, উৎফুল্ল অথচ গভীর ভক্তি নিয়ে আমার প্রার্থনা:

> তোমার প্রেম ব্যক্ত হোক, তোমার রাজস্ব আরম্ভ হোক, তোমার শান্তি পৃথিবী শাসন করুক।

> > THE

ডিলেম্বর ২৯, ১৯১৩

বর্ধশেষের যে সর্বেসাধারণ নিয়ম আমর। মেনে চলি, হে ভগবান, সেই স্থযোগ ধরেই যেন আবার শেষ হয়ে যায় আমাদের জীবনের মধ্যে এখনও নিরর্থক রয়ে গেছে যে একরাশ বন্ধন আসক্তি মায়। মোহ দুর্বেলতা। প্রতি মুহূর্ত্তে অতীতকে ঝেড়ে ফেলতে হবে, ধূলোর মত সে যেন খসে পড়ে, প্রতি মুহূর্ত্তে যে নূতন নিঞ্চলঙ্ক পথখানি খুলছে আমাদের সন্মুখে তাকে যেন মলিন না করে।

আমাদের ভুল অন্তরে যদি স্বীকৃত সংশোধিত হয়ে থাকে, তবে তারা যেন আর শূন্য মরীচিকার চেয়ে বেশি কিছু সত্য হয়ে না দেখা দেয়, ফলপ্রসূ যেন না হয়; যা-কিছু আর থাকা উচিত নয়, সকল অজ্ঞান সকল অন্ধকার সকল অহংকার পদদলিত ক'রে, আমরা যেন অকুতোভয়ে উদ্ধে উড়ে চলি প্রশস্ততর দিগন্তের অভিমুখে, তীব্রতর জ্যোতি, পূর্ণ তর প্রীতি, নিংস্বার্থ প্রেমের অভিমুখে—তোমার অভিমুখে।

প্রণাম তোমায় হে ভগবান, জীবনের অধীশুর! আমি ঘোষণা করব পৃথিবীর উপর তোমার রাজত্বের আগমনী।

THE STATE OF

षानुयाती ১, ১৯১৪

এই নূতন বৎসরের প্রথম মুহূর্ত্তটি উৎসর্গ করলাম তোমাকেই—তুমি যাবতীয় মঙ্গলের অন্থিতীয় বিধান-কর্ত্তা, জীবনের সার্থকতা তুমিই এনে দিয়েছ, তাকে শুচিময়, শ্রীময়, কল্যাণময় করে। আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা তুমি, তুমি আমাদের সকল আম্পৃহার লক্ষ্য।

এ-ভাবে মহিষ্ট হয়ে ওঠে যেন নব বৎসর। তোমার আশায় চলেছে যারা, তারা যেন তোমাকে খেঁাজে সত্যপথে, যারা তোমাকে খোঁজে তারা যেন পায় তোমাকে, যারা কষ্টভোগ করে কিন্তু জানে না কোথায় প্রতিকার, তারা যেন অনুভব করে তোমার জীবনধারা ধীরে ধীরে তাদের তমসাচছনু চেতনার কঠিন আবরণ ভেদ করে চলেছে।

কল্যাণবহ তোমার যে ভাস্বরমহিম। তার সম্মুখে গভীর ভক্তিভরে অশেষ কৃতজ্ঞতায় প্রণত আমি। কৃতজ্ঞতা জানাই পৃথিবীর হয়ে, তুমি এসে আবিভূতি হও, পৃথিবীর হয়ে তোমায় মিনতি করি তুমি প্রকট হও নিরম্ভর পূর্ণতররূপে, তোমার জ্যোতি তোমার প্রেম যেন অবিরাম বৃদ্ধিলাভ করে। আমাদের চিন্তার, আমাদের অনুভবের, আমাদের কর্ম্মরাজির অধিতীয় অধীশুর হও তুমি।

তুমিই আমাদের সত্যসন্তা, তুমিই একমাত্র সত্যসন্তা।
তোমাকে ছেড়ে সবই মিধ্যা মরীচিকা, সবই শোকাবহ অন্ধকার।
তোমারই মধ্যে জীবন জ্যোতি আনন্দ।
তোমারই মধ্যে পরমা শাস্তি।

M

जानुयात्री २, ১৯১৪

মানুষ মপু যে উন্মন্ত চাঞ্চল্যে তা সন্ত্বেও এই এক অপূর্বে নীরবতা তোমাকে ব্যক্ত করে ধরেছে। সে অচল অব্যয় নীরবতা এত জীবন্ত সকল জিনিসের মধ্যে, যে কান দিলেই তা শোনা যায়—এই যত ব্যর্থ কোলাহল, নির্ম্বক বিক্ষোভ, শক্তির বৃথা ক্ষয় সে-সমস্ত ছাপিয়ে ছাড়িয়ে। আমাদের অস্তরে সে-নীরবতা ফুটিয়ে ধর, আলোর শান্তির উৎসের মত, তার প্রভাব সকলের উপর যেন ছড়িয়ে দেয় তার কল্যাণধারা।

সকল জীবনের রসবস্ত তুমি, সকল ক্রিয়ার হেতু, সকল চিস্তার লক্ষ্য।

बानुयांत्री ७, ১৯১৪

মাঝে মাঝে নিজের ভিতরে তাকিয়ে দেখা ভাল, দেখা ভাল নিজে কেউ কিছু নয়, কিছু করতেও পারে না ; কিন্তু পরে আবার তোমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে হয়, জানতে হয় তুমিই সব, তুমি পার সবই।

> তুমি হলে আমাদের জীবনের জীবন, আমাদের সন্তার আলো, তুমি হলে আমাদের ভাগ্যের বিধাতা।

> > M

षानुयाती 8, ১৯১৪

স্থূল বিষয়ী মন সর্বেদ। ওৎ পেতে থাকে সামান্য একটু দুর্বেলতার জন্যে। আমরা যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও অসতর্ক হয়ে পড়ি, যে পরিমাণেই হোক আমরা যদি অমনোযোগী হই, তবে জোরারের মত ঝাঁপিরে পড়ে, চারিদিক থেকে বিরে ধরে, অনেক সময়ে তার উচ্ছাসের বিপুলভারের তলে ডুবিয়ে দেয় আমাদের অগণিত প্রচেষ্টার লাভ। ফলে আধার একটা নিস্তেজতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, আহার নিদ্রার স্থূল প্রয়োজন বেড়ে যায়, বুদ্ধি নিভে আসে, আন্তর দৃষ্টি ঢাকা পড়ে; আর যদিও-বা এসব একান্ত বাহ্য ক্রিয়ায় আকর্ষণ কিছু থাকে না, তবুও এসব নিয়েই তাকে ব্যাপৃত থাকতে হয়। এ অবস্থা অতি কষ্টকর, শ্রান্তিকর; কারণ, জড়বিষরের চিন্তা যেমন শ্রান্তিকর এমন আর কিছু নয়; পিয়রে পাখীর মত পীড়িত মন যন্ত্রণা পায়, ডানা মেলতে পারে না—উৎকণ্ঠ সে মুক্ত আকাশে উড়ে যেতে।

এ অবস্থারও হয়তো একটা প্রয়োজন আছে, যদিও তা আমি দেখছি না... যাই হোক, আমি আর বাধা দেব না, মায়ের কোলের শিশুর মত, গুরুর পদতলে শিষ্যের মত, তোমার কাছে নিজেকে অপ'ন করেছি, ছেড়ে দিয়েছি তোমার নির্দ্দেশের কাছে, বিজয় তোমার নিশ্চিত আমি জানি।

M

षानुशाती ७, ১৯১৪

অনেকক্ষণ ধরে আমি রয়েছি এই খাতাখানির সম্মুখে, লিখব কি না ঠিক করতে পারছি না—আমার মধ্যে সবই এত সাধারণ, মূল্যহীন, রসহীন, এত গতানুগতিক যে তাতে নৈরাশ্য এসে যায়। মস্তিক্ষে একটি ভাবও নেই, হৃদয়ে একটি অনুভবও নেই, সব জিনিসের সম্বন্ধেই একান্ত ঔদাসীন্য, দুরপনেয় অসাড়তা, এমন একটা অবস্থা কি কোন কাজে আসতে পারে?

জগতের মধ্যে আমি সত্যসত্যই একটা শূন্যাম্ব।

অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। তোমার কাজ যদি সম্পন্ন হয়ে চলে, তোমার আবির্ভাব যদি ঘটে আর পৃথিবী যদি ক্রমে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলপ্রসূ তোমারই সামাজ্য হয়ে ওঠে, সে কাজ আমায় দিয়ে হল কি না তাতে কিছু আসে যায় না।

সে কাজ হবেই, এ যখন নিশ্চিত তখন আমার ত' কোন রকম দুশ্চিন্ত। করবার প্রয়োজন নেই, যদি-বা আমার ও-রকম মতিগতি হয়। গভীরের তলা থেকে বাহ্যতম আয়তন অবধি আমি, আমার সব সন্তা, ধূলি-মুটি মাত্র—তা যে কোন চিহ্ন না রেখে হাওয়ার মধ্যে ছড়িয়ে হারিয়ে যাবে, এ ত' স্বাভাবিক।

TOTA

षानुयात्री ७, ১৯১৪

তুমি আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, আমার আকাঙ্কার সামি নামার চিন্তার কেন্দ্র, আমার শৃঙ্খলার মূলমূত্র। সকল ইন্দ্রিয়বোধ, সকল হাদুয়াবেগ, সকল চিন্তার উদ্বে তুমি; তাই তুমি হলে জীবন্ত কিন্তু আনিবের্বার উপলব্ধি; তুমি জাগ্রত সম্বস্ত সভার গভীরে কিন্তু আমাদের তুচ্ছ ভাষায় তা অভিব্যক্ত হয় না। মানুষী বুদ্ধির ক্ষমতা নাই যে তোমাকে সূত্রের মধ্যে বেঁধে দেয়, তাই ত' অনেকে একটু তাচিছ্ল্যভরেই তোমার সম্বন্ধে যে জ্ঞান হতে পারে, তাকে ভাবাবেগ বলে উড়িয়ে দেয়; কিন্তু তা চিন্তা থেকে যত দূরে ভাবাবেগ থেকেও ততদূরে। যতদিন এই পরম্জ্ঞান লাভ না হয় ততদিন প্রতিষ্ঠা নিরেট হয় না, মনের প্রাণের সমনুয়-কেন্দ্র স্থামী হয়ে গড়ে ওঠে না; বুদ্ধি দিয়ে যা গড়া হয় সবই তা ধেয়ালী কৃত্রিম নিরর্থক হতে বাধ্য।

তুমি হ'লে শাশ্বত নীরবতা, পূর্ণ শান্তি—তোমার যতটুকু আমাদের প্রত্যয়ের মধ্যে ধরা দেয়। তুমি হলে সেই সর্ব্বসৌর্দ্রব আমাদের যা অর্জন করতে হবে, সেই যাবতীয় অত্যাশ্চর্য্য বস্তু যা আয়ত্তে আনতে হবে, সেই অর্থণ্ড মহিমা যা প্রকাশ করতে হবে।

আমার সব কথা শিশুর মুখে কাকলি যখন দু:সাহসে তোমার বিষয়ে বলতে চাই।

মৌনের মধ্যেই পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা।

TO

জাनुयांत्री १, ১৯১৪

হে তগবান ! তাদের সকলকেই দাও শান্তি, দাও আলো—খুলে দাও তাদের অদ্ধ চন্দু, খুলে দাও তনসাচছনু বুদ্ধি। তাদের নিক্ষল আত্মপীড়ন আর নির্ম্প ক দুন্দিতন্তা শান্ত করে দাও। নিজের নিজেরই উপর আবদ্ধ দৃষ্টি তাদের খুরিয়ে দাও, তোমার কাজে বিনা হিসাবে বিনা মতলবে আত্মোৎসর্গের আনন্দ তাদের দাও। সকল বন্ধর মধ্যে তোমার সৌন্দর্য বিকশিত কর, সকল হৃদয়ে তোমার ভালবাসা জাগিয়ে তোল, যেন পৃথিবীর উপর তোমার বিধান অবিরাম পূর্ণ তর হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তোমার স্কুল্দ যেন পুসারিত হয়ে চলে সেদিন অবধি ষেদিন পরিপূর্ণ শান্তি ও শুদ্ধি নিয়ে সব জিনিস তুমিই হয়ে উঠবে।

আহা। সকল অশ্রুদ্ধ শুকিয়ে যাক, সকল বেদনা মুছে যাক, সকল যন্ত্রণা মিলিয়ে যাক। সকল হৃদয়ে এসে বিরাজ করুক স্থির প্রশান্তি, সকল মস্তিকে দৃঢ় হয়ে উঠুক সমর্থ নি:শংসয়। সকলের মধ্যে প্রবাহিত হোক তোমার জীবন, সঞ্জীবনী ধারার মত। তোমার দিকে ফিরে দাঁড়াক সকলে, যেন তোমার ধানে তারা অর্জন করে যাবতীয় জন্ম-শক্তি।

翻

जानुयांत्री ৮, ১৯১৪

সহজ যে রাস্তা, চেষ্টা যেখানে করতে হয় না, তা ছেড়ে এস দূরে চলে যাই। সে-সব রাস্তায় এই তুল ধারণা জন্মায় যে আমরা বুঝি লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। এস, অনবধান থেকে দূরে চলে যাই, তা সকল পতনের উন্মুক্ত দুয়ার, দূরে চলে যাই এস প্রীতিকর আম্মানা হতে, অতল গহররের ধারে তা নিয়ে যায়। একথা আমাদের জানা দরকার, যত চেষ্টা যত লড়াই আমরা করে থাকি না কেন, এমনকি যত জয় আমাদের হয়ে থাক না, এখনও আমাদের যতখানি চলতে হবে কার্য্যত, তার তুলনায় যতখানি এযাবৎ পার হয়ে এসেছি তা অতি অকিঞ্জিৎকর—অগণিত বালুকণার মত, অথবা অভিনুরূপ নক্ষত্ররাজির মত। অনন্তের সম্মুখে তাদের সকলের ঠিক সমান পরিমাপ।

কিন্ত তুমি হলে নিখিল-বিঘু-বিজয়ী, তোমার জ্যোতি অজ্ঞান-অন্ধকার আলোকিত করে, তোমার প্রেম সকল অহন্ধার দমিত করে, তোমার সানিধ্যে কোন প্রমাদ স্থায়ী হতে পারে না।

TOTA

षानुयाती क, ১৯১৪

ভগবান! অনবধারণীয় সদ্বস্ত ! আমরা যতই বিজয়ী হয়ে এগিয়ে চলি না কেন, তুমিও সর্ব্বেদা তত সরে যাও! তোমাকে আমরা যতই জানতে পারি না কেন, তোমার শাশুত রহস্য থেকে যত কিছু আমরা আহরণ করি না কেন, তুমি সর্ব্বেদাই রয়ে যাবে অজ্ঞাত। তাই আমরা চাই যাতে আমাদের প্রয়াস হয় পূর্ণ অবিচিছনু, তোমার দিকে নিয়ে চলে যত বিবিধ ধারা তাদের সব এক করে,ক্রমস্কীত অদম্য প্রোতের মত তা যেন এগিয়ে চলে, সকল বাধা চূর্ণ করে, সকল জাঙ্গাল পার হয়ে, আবরণ সব সরিয়ে দিয়ে, মেঘ দূর করে, আঁধার ভেদ করে চলে এগিয়ে তোমার দিকে, নিরন্তর তোমার দিকে, এমন তীব্র এমন অবাধ বেগে যেন আমাদের পিছনে এক বৃহৎ সজ্বকেই জানুরা টেনে আনতে পারি, যেন পৃথিবী তোমার অভিনব, তোমার শাশুত সালিখেয় সভাগ হয়ে ছ্দয়ঙ্গম করে তার সত্যকার লক্ষ্য সব কি, তোমাকে পূর্ণভাবে লাভ করে, জীবনে শান্তি ও স্কুসঙ্গতি ফুটিয়ে ধরে।

আমাদের জ্ঞান দাও নিরন্তর আরো,
আমাদের আলো দাও আরো,
অজ্ঞান দূর করে। আমাদের,
মনকে উজ্জল কর,
হৃদয়কে দাও নবরূপ,
দাও আমাদের সেই ভালোবাসা যা কখন শুক্ষ হয় না
আর ফুটিয়ে তোলে সকল হৃদয়ে তোমার মধুর বিধান।
ভগবান, আমরা অনন্তকাল তোমারি।

षानुशांत्री ১०, ১৯১৪

তোমার দিকে আমার আম্পৃহ। উঠে চলেছে সর্বদ। সমান্তাবে, শিশুস্থলত অতিসাধারণ সরল রূপ নিয়ে—কিন্তু তোমার ঢাকি আমি নিরন্তর তীব্র
হতে তীব্রতরভাবে, অনিপুণ বাক্যের পিছনে আমার রয়েছে একাগ্র সঙ্করের
সমপ্র ব্যাকুলতা। ভগবান, আমি প্রার্থ না করি তোমার কাছে, আমার এই
বিজ্ঞতা-বিজিত ছলাকলাহীন ভাষাতেই প্রার্থ না করি, আমি পাই যেন
সত্যকার আরো আলো, আরো শুদ্ধি, আরো ঐকান্তিকতা, আরো প্রীতি
সকলের জন্যে—যে বহুলতা নিয়ে তৈরী এই যাকে বলি আমার সন্তা
তার জন্যে, যে বহুলতা দিয়ে তৈরী বিশ্ব-সন্তা তারও জন্যে তোমার
কাছে প্রার্থ না করি, যদিও জানি এ প্রার্থ না নিশ্রয়োজন, কারণ,
তোমার পূর্ণ মহাপ্রকাশের বাধা যদি ঘটে, তবে সে-বাধা আসে আমাদের
নিজেদেরই অজ্ঞান আর দুপ্রবৃত্তি থেকে। তবুও আমার অন্তরন্থ শিশুটি
একটা বাহ্য অবলম্বনের জন্য শুধু চায় ঐ প্রার্থ নার মনোভাব—তাই
আমি প্রার্থনা করি, পৃথিবীর উপর তোমার শান্তির রাজ্য যেন ছড়িয়ে
পড়ে, হে ভগবান।

অনধিগন্য চূড়ার আনরা উঠে চলেছি ধাপে ধাপে, কিন্তু কখনও পৌঁছি না সেখানে, হে আমাদের সন্তার অদিতীয় সৎ-বস্তু; যখনি মনে হয় তোমাকে লাভ করেছি তখনি হারিরে ফেলি—সে অনুপম অবস্থা বখনি মনে হয় স্থপ্রতিষ্ঠিত, তখনি তা নিয়ে যায় দূরে, আরো দূরে, অনাবিকৃত সব গভীরতার মধ্যে বিপুলতার মধ্যে। কেন্ট ত বলতে পারে না "তোমাকে জেনেছি আমি", কিন্তু তবুও প্রত্যেকেই তোমাকে আপনার মধ্যে বহন করে চলে, শুনতে পায় তোমার কঠের প্রতিখবনি তাদের অন্তরান্ধার নীরবতার মধ্যে। তবে এই নীরবতা ক্রমে আরো গাঢ় হয়ে চলেছে; তোমার সঙ্গে আমাদের ঐক্য যতই পূর্ণ হোক না, যতদিন আমরা আমাদের শরীরের দিক দিয়ে অপুর্ণ জগতের অঙ্গীভূত, ততদিন তোমার সঙ্গে আমাদের ঐক্য চিরকালই স্বষ্টু হতে স্কুষ্টুতর করে ধরা যেতে পারে।

কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমাদের এই সব বা গ বিস্তার হল শিশুর মুখে নিরর্থক কাকলী। ভগবান, আমাকে তুমি হতে দাও তোমার অনুগত সেবক।

षानुत्रात्री ১১, ১৯১৪

প্রতি মুহূর্ত্তে বা-কিছু অদৃষ্টপূর্বে, বা-কিছু অজ্ঞাত সব রয়েছে ঠিক সন্মুখে আমাদের—প্রতি মুহূর্ত্তে সমস্ত বিশ্ব আপনাকে নূতন করে স্বষ্টি করে চলেছে সমপ্রতাবে এবং প্রত্যেক অঞ্চে অঞ্চে। আমাদের যদি থাকত সত্যকার জীবস্ত বিশ্বাস, থাকত তোমার সর্বেশক্তিমত্তা ও তোমার অদ্বিতীয় সন্তায় পর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধি, তা হলে প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার প্রকাশ এত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত যে সারা বিশ্ব তার কল্যাণে রূপান্তরিত হয়ে যেত। কিছু যা-কিছু আমাদের দিরে রয়েছে, যা-কিছু আমাদের আগে হয়ে এসেছে তার এতথানি দাস আমরা, যা কার্য্যত এ যাবৎ প্রকাশ পেয়েছে তার গণ্ডির মধ্যে আমরা এতথানি আবদ্ধ, আমাদের বিশ্বাস এত পঙ্গু, যে মহারূপান্তরের সে অ্বটন-সংঘটনের যন্ত্র হওয়ার সামর্থ্য আমাদের আসে নাই।...

তা হলেও, ভগবান, আমি জানি সে দিন আসবে। আমি জানি একদিন আসবে যখন আমার কাছে যারাই উপস্থিত হবে তাদের সকলকেই তুমি রূপান্তরিত করবে, এতখানি আমূল রূপান্তরিত করবে যে অতীতের সকল বন্ধন থেকে সংর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে তারা তোমার মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন জীবন যাপন করতে স্ত্রুক্ত করবে, সে জীবন তোমাকে দিয়ে তৈরী, তুমিই তার একচছত্রে অধীশুর। তখন সকল বিক্ষোভ প্রসন্মতায় পরিণত হবে, সকল বেদনা শান্তিতে, সকল সংশয় নিশ্চয়তায়, সকল কদর্যতা স্থমমায়, সকল অহংকার আল্লানে, সকল অন্ধ কার আলোতে আর সকল যন্ত্রণা পরিণত হবে এক অচঞ্চল স্বস্তিতে।

কিন্তু এই যে অলৌকিক সংঘটন, তা কি তুমি ইতিমধ্যেই সম্পাদন করছ না? আমি ত দেখছি চারদিকেই তা ফুটে উঠেছে। প্রেমের সৌন্দর্য্যের দিব্য বিধান তুমি, তুমি পরম মুক্তিদাতা। তোমার শক্তির সন্মুখে কোন বাধা নাই। আমরা অন্ধ, তাই দেখি না তোমার নিরবচিছনু বিজয়ের সে অভয় দৃশ্য।

হৃদয় আমার গায় হর্ষের স্তোত্র, চিন্তায় জলে ওঠে পুলকের আলো। লোকোত্তর, অপরূপ তোমার প্রেম বিশ্বের একচছত্র অধীশুর। শিক্ষাদান উপকারে আসে না, যদি না তা আন্তরিক হয়, অর্থাৎ যে শিক্ষা যখন দেওয়া হয় সেই মুহূর্ত্তের জন্য অন্তত তাকে জীবন্তভাবে উপলব্ধি করা চাই—যে সব বাক্য বারবার উচ্চারণ করা হয়, যে সব চিন্তা পুনঃপুনঃ পুকাশ করা হয়, তা আর আন্তরিক থাকে না।

TO

জানুয়ারী ১৩, ১৯১৪

তুমি আমার জীবনের উপর দিয়ে চলে গেলে প্রেমের এক বিপুল তরজের মত, তার মধ্যে তলিয়ে গেলাম আর তথনই জানতে পারলাম অথওভাবে তীব্র-ভাবে যে তোমার কাছে আমি সমর্পণ করে দিয়েছি—ঠিক কোন দিন জানি না, হয়ত কোন নিদ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে নয়, চিরকালই নিশ্চয়—আমার মন, আমার প্রাণ, আমার দেহ জীবস্ত পূর্ণাছতিরূপে।

এই যে বিপুল প্রেম আমাকে ঘিরে ছিল, এই যে পূর্ণ আম্মোৎসর্গের চেতনা তার মধ্যে ছিল এক বিশাল প্রশান্তি, বিশ্বের চেয়েও বিশালতর; ছিল মাধুর্য্য এমন তীব্র, এমন অসীম কারুণ্যে পরিপূর্ণ, যে আমার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল—কিন্ত দুঃখের চেয়ে স্কুখের চেয়ে পৃথক এক বস্তু তা, তা হল অনির্ব্বচনীয় শান্তি।

হে মহাপ্রেম ! জীবনের মর্দ্ম তুমি, সকল আশ্চর্য্যের আশ্চর্য্য, তোমাকে ফিরে পেয়েছি আবার, আবার তোমার মধ্যে আমার জীবন চলেছে, কিন্তু পূর্বো-পেক্ষা কত বেশি শক্তি নিয়ে, কত বেশি চেতনা নিয়ে। তোমাকে এখন আমি কত ভাল জানি, কত ভাল বুঝি—যতবার তোমাকে ফিরে ফিরে পাই, ততবারই তোমার সঙ্গে আমার সংযোগ হয় আরো অখণ্ড আরো পরিপূর্ণ, আরো স্থায়ী।

জাগ্রত গানিধ্য তুমি বাক্যাতীত সৌন্দর্য্যের, পরম পরিত্রাতা চেতনা তুমি, মুজিদাতা, মহাশজি তুমি, আমার সমগ্র সন্তা দেখ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, জীবস্ততাবে তোমাকে অনুভব করছে আপনার মধ্যে। তার জীবনের, বিশ্বজীবনেরই একমাত্র মূলতত্ব হলে তুমি; সকল চিস্তার, সকল সঙ্কলেপর, সকল চেতনার তুমিই হলে অনুপম নির্মাতা। এই যে বাস্তিময় জগৎ, এই যে বোর বিভীষিকা, তাকেই তুমি এনে দিয়েছ তোমার দিব্য সদ্বস্ত, জড়ের প্রতিকণা তাই ধারণ করে তোমার নিত্যতার কিছু।

তুমি সৎ-ময়, তুমি প্রাণময়, তুমি জ্যোতির্ম্ময়, তোমারি রাজস্ব।

জानुयांत्री ১৯, ১৯১৪

ভগবান, প্রেমের অধিপতি, চিরজমী তুমি। তোমার সঙ্গে একস্থরে বাঁধা যারা, যাদের জীবন তোমার জন্যে তোমায় ধরে, তাদের জয় হবেই সর্বত্তি। কারণ তোমাতেই পরমাশক্তি, যে শক্তি আসে পূর্ণ অনাসক্তি, সমুচচ দিব্যদৃষ্টি, অপার কারুণ্য হতে।

তোমার মধ্যে তোমার দারা সকল জিনিস রূপান্তরিত হয়, মহিমান্থিত হয়।
তোমারই মধ্যে রয়েছে সকল রহস্যের, সকল শক্তিমত্তার মূল উৎস। এক
তোমার মধ্যে বসবাস করা, তোমার সেবা করা, বছজনমুক্তিকল্পে যত সম্বর
সম্ভব তোমার দিব্যকর্ম্মে সিদ্ধি নিয়ে আসা—এ ছাড়া স্বার কোন কামনা নাই
যাদের তারাই কেবল তোমাতে পৌঁছতে পারে।

ভগবান, এক তুমিই সদ্বস্ত, আর সব অলীক। তোমার মধ্যে যখন বাস করা যায়, তখনই সব জিনিষ দৃষ্টিগোচর হয়, হৃদয়ক্ষম হয়; তোমার পরা-জ্ঞানকে এড়িয়ে কোন কিছু যেতে পারে না, অথচ বাহ্যত: সবেরই হল অন্য-রূপ। সবই তুমি মূলত:, সবই তোমার কর্মধারার, তোমার করুণাময় হস্ত-ক্ষেপের ফল—তাই ত অতিভয়াল তমিশ্রার অস্তরে তুমি জ্ঞালিয়েছ নক্ষত্র এক।

আমাদের নিষ্ঠা নিরম্ভর যেন বন্ধিত হয়ে চলে। আমাদের আত্ম-নিবেদন নিরম্ভর যেন স্বষ্ঠুতর হয়ে চলে। আর তুমি অস্তরে যখন সত্যতঃ অধিপতি—কার্য্যতঃ তবে জীবনের অধিপতি হয়ে ওঠ।

M

**जानु**याती २8, ১৯১8

হে আমাদের সন্তার একমাত্র সদ্বস্ত, প্রেমের রাজরাজ, জীবনের উদ্ধারক, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি জিনিসের মধ্যে কেবল তোমারই বোধ যেন আমার জেগে থাকে। একান্ত তোমার জীবনে জীবন মিশিয়ে যখন আমি না চলি, তখন যেন হয় আমার শ্বাসরোধ; ধীরে ধীরে আমি যেন নিভে যাই। তুমি আমার জীবনের একমাত্র হেতু, আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একমাত্র আশুয়। আমি যেন ভীরু পক্ষীশাবকের মত, এখনও ঢানার উপর পূর্ণ নির্ভর হয়নি, উড়ে চলতে শঙ্কা হয়। হে ভগবান, আমায় দাও সামর্থ্য উঠে যেন যাই উড়ে, যাতে তোমার মধ্যে গিয়ে এক হয়ে যেতে পারি শেষ বারের মতো।

षानुवाती २৯, ১৯১৪

হে প্রেমরাজ! সকলের মধ্যে তুমি আসীন, তাই ত সকল মানুষ, এমন কি অতি নিষ্ঠুর অবধি, দয়ার্দ্র হতে পারে, অতি-হীন অবধি ন্যায়কে সন্মানকে মর্য্যাদা দেয়, যদিও অনিচছায় বেন। আমরা যা-কিছু হই, আমরা যা-কিছু করি সবই একটা অপরূপ দিব্য অমল আলোয় উদ্ভাসিত করে ধর তুমি, সকল বিধি-বিচার, সকল সংস্কারের উদ্বেধি থেকে। তুমি আমাদের দেখিয়ে দাও কি দূরত্ব রয়েছে আমরা বাস্তবে যা করি আর যা ইচছা করলে হয়ে উঠতে পারি, এই দুয়ের মাঝো।

নিখ তির, তনিশ্রার, দু:সঙ্কল্পের যে পরাকাঠা তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রয়েছে তোমার অনতিক্রমণীয় সীমানা। সকল হৃদয়ে তুমি সেই প্রজ্ঞলম্ভ আশা যার লক্ষ্য ভাবী ও সম্ভাব্য সিদ্ধি সব।

আমার হৃদয়ের ব্যাকুল পূজা অপিত তোমায়।

আমাদের বুদ্ধির অধিগম্য অবলম্বন তুমি, তোমাকে ধরে আমরা চলি ধারণাতীত কলপনাতীত সব মহৈশুর্য্যের দিকে—ক্রমে তারা আমাদের কাছে প্রকট হয়ে উঠবে।

THE

षानुयांत्री ७०, ১৯১৪

আমার মধ্যে সচেতন যা-কিছু সব তোমারই, নির্বাধে—এখন ধীরে ধীরে আমি চেষ্টা করব ক্রমে স্মুষ্টুতরভাবে যাতে অবচেতনাকে, যে মপুতন এখনো অন্ধকারাচছনু তাকে জয় করতে পারি।

হে প্রেমরাজ, চিরন্তন শিক্ষাদাতা, আমাদের জীবনকে তুমি চালিয়ে নিয়েছ। আমরা ত কেবল তোমার মধ্যে, তোমারই জন্যে জীবনধারণ করতে চাই। আমাদের চেতনা আলোকিত কর, পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, যতথানি আমাদের সামর্থ্য রয়েছে, পুরোমাত্রায় যেন তা আমরা করতে পারি, আমাদের সমস্ত শক্তি যেন নিয়োগ করতে পারি কেবল তোমার সেবার জন্যে।

योटयत शार्थना

38

षानुवाती ७১, ১৯১৪

প্রতিদিন প্রাতে আমার চিন্তা সাগ্রহে উঠে চলে যেন তোমার দিকে, তোমাকে যেন জিজ্ঞাসা করে কোন কাজ যথাসাধ্য করলে তোমাকে প্রকাশ করা হয়, তোমার সেবা করা হয়। প্রতিমূহর্তে আমরা অনেক রকমের বাছাই করতে পারি, দেখতে সে-সকলের মনে হয় যেন কারো কোন বিশেষত্ব নেই—কিন্তু বস্তুত: তাদের রয়েছে খুবই মূল্য ; কারণ যে রকম বাছাই করি আমরা, সেই অনুসারে একটি কার্য্য-কারণ-পরম্পরার অনুগত হয়ে চলি, আর একটির নয়। প্রতিমূহর্ত্তে তাই আমাদের মনোভাব যেন এমন থাকে যাতে তোমার দিব্য ইচ্ছাই निष्किष्टे करत एम् यामाएमत निर्न्तां । এই तकरम जिम्हे यन আমাদের সমপ্র জীবনের দিশারী হয়ে ওঠ। যধন আমরা একটা পথ বেছে নিই, তখন আমাদের চেতনা থাকে যে ধরণের, যে বাস্তবের ক্ষেত্রে সঞ্জাগ আমরা তারই কর্মচক্রে নিজেদের ধরে দিই। তাই এমন সৰ অপত্যাশিত অস্বস্তিকর ফল এসে দেখা দেয় যারা আমাদের জীবনের মোট ধারাটির সম্পূর্ণ বিপরীত, আর তারাই হয়ে ওঠে এমন वांशा या शांत्र राख्या परनक मगरत मुक्त तांश रहा। जगवांन त्यातांक, আমরা চাই সজাগ থাকতে তোমাকে নিয়ে, একমাত্র তোমাকেই নিয়ে। যখনি আমরা কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছি, যখনই কিছু বেছে নিই, তখন যেন তোমার পরম বিধানের সঙ্গে একীভত থাকি, যাতে তোসারি ইচ্ছা যেন আমাদের নিয়ন্ত্রিত করে, আমাদের জীবন যেন তোমাতেই সমপিত থাকে—অখণ্ডভাবে সক্রিয়ভাবে।

তোমারই আলোকে হবে আমাদের দৃষ্টি, তোমারই চেতনায় আমাদের জ্ঞান, তোমারই ইচ্ছায় আমাদের সিদ্ধি।



ফেব্রুয়ারী ১, ১৯১৪

তোমার দিকে ফিরে দাঁড়াই আমি—সর্ব্ব তুমি, সকলের মধ্যে, আবার সকলের বাহিরে, সকলের সারবস্ত তুমি, আবার সকলের নিঃসম্পক্তিত তুমি। সকল শক্তি জমাট বেঁধেছে তোমাকে কেন্দ্র করে, সজাগ ব্যষ্টি সব তুমি স্থাই করেছ। তোমার দিকে ফিরে দাঁড়াই, তোমাকে বন্দনা করি, হে জগতের মুক্তিদাতা। তোমার দিব্য প্রেমের মধ্যে মিশে গিয়ে, আমি দৃষ্টিপাত করি পৃথিবীর উপর, তার জীবকুলের উপর, দেখি এই পদার্থের স্থুপ নিয়ত রূপ গ্রহণ করে, বিনাশ পায়, পুনরায় নবীতূত হয়, এই যে বছর সমাবেশে স্থূপ সব গড়ে ওঠে, আবার তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে মায়, এই যে সব সন্তা যাদের ধারণা তার। সচেতন শাশৃত ব্যষ্টি রূপ, বস্ততঃ কিন্তু তারা একটি নিঃশ্বাসের মতই নশুর, সকলেই তারা একই ধরণের, পার্থক্য যতই হোক, তারা সকলে চিরকাল পুনঃ পুনঃ পুকাশ করে চলেছে একই সব কামনা, একই সব প্রেরণা, একই সব ত্রঃ।, সেই একই সব অজ্ঞানাচছনু পুমাদ।

তবে কখনো কখনো ব্যাষ্ট্রবিশেষের মধ্যে তোমার পরা জ্যোতি দীপ্ত হয়ে ওঠে, তাকে আশ্রম করে জগতের উপর বিকীর্ণ হয়, তখন কিছু বুদ্ধি, কিছু জ্ঞান, কিছু নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা, পৌরুষ ও কারুণ্য বছর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, মস্তিকের রূপাস্তর ঘটায়, জীবনের পীড়াকর নির্ম্ম চক্রে অন্ধ অজ্ঞান যারা বাঁধা পড়েছে তাদের কারো কারো মুক্তি এনে দেয় তা থেকে।

কিন্ত নাগরিক জীবন, তথা-কথিত সভ্যতা মানুমকে আজ যে নিদারুণ মতিমনের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে, তা থেকে তাদের উদ্ধার করতে হলে, দরকার নয় কি এমন উত্তুক্ষ মহিমা অতীতে যতদূর কখন পৌঁছান হয়নি, এমন মাহায়্ম্য এমন জ্যোতি যার নাম অপরূপ আশ্চর্য্য ? প্রয়োজন নয় কি এমন শক্তি যুগপৎ যা ভয়দ্ধর ও মধুর ? তাতেই ফিরিয়ে আনতে পারে এই সব একরোখা প্রাণকে, তারা যে তীব্র যুদ্ধ করে চলেছে তুচ্ছ নির্বোধ আমৃতৃপ্তির জন্যে তা থেকে; যে উত্তাল বিক্ষোভরাশি তার মায়া-দ্যুতির পিছনে লুকিয়ে রেখেছে মৃত্যুকে, তা থেকে সেই শক্তিই মুক্ত করে দিতে পারে, তোমার স্কুচছদ বিজয়-বৈজয়ন্তীর দিকে ফিরিয়ে ধরতে পারে সকলকে।

ভগৰান, সনাতন অধিপতি, ধর আলো, দেখাও পথ চলেছে যা তোমার দিব্য-বিধানের প্রতিষ্ঠা, তোমার কর্ম্মের পরিপূর্ণতার অভিমুখে।

নীরবে তোমার আমি পূজা করি। ভক্তি-সমাহিত চিত্তে রয়েছি তোমার দিকে কান পেতে।

W

ফেব্রুয়ারি ২, ১৯১৪

ভগবান, আমি হতে চাই এমন জীবস্ত প্রেম, যেন সকল নিঃসঞ্চতা তাতে ভরে ওঠে, সকল ব্যথা শান্তি পায়।

হে ভগবান, আকুল কঠে তোমায় ডাকি আমি: আমাকে এমন জলন্ত অপ্লিকুণ্ড করে তোল, যাতে সকল বেদনা পুড়ে যায়, বেদনা হয়ে ওঠে যেন সকল হৃদয়পরিপ্লাবী উল্লসিত জ্যোতিধারা।

আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর : আমায় রূপান্তরিত কর শুদ্ধ প্রেমের, অপার করুণার দীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে।

THE

रक्डम्यांत्री ৫, ১৯১৪

সেই একই আম্পৃহার কথা ছাড়া আর কি বলব ? ভগবৎপ্রেমের বিধান, তোমার সম্বন্ধে আমরা যা ধারণা করতে পারি তার সর্বাপেকা নির্দ্মলতম প্রকাশ যেন পৃথিবীর উপরে ক্রমে অধিকতর মূর্ত্ত হয়ে চলে, সকল অজ্ঞান অহংকারের উপর জয়ী হয়। সেই প্রেমময় জ্যোতির্দ্ময় শক্তির একনিষ্ঠ সেবক যেন আমরা ক্রমে স্বষ্ঠুতররূপে হয়ে উঠি, তারই মধ্যে, তাকেই ধরে জীবন যাপন করি, সেই বস্তুই যেন আমাদের মধ্যে জীবন্ত থাকে, সক্রিয় হয়।

হে ভগবান, আমাদের জীবনের একচছত্র অধীশুর হয়ে ওঠ, যত অন্ধকার তোমাকে দেখবার পক্ষে, তোমার সঙ্গে নিরন্তর সংযোগের পক্ষে আমাদের বাধা হয় তাদের দূর করে দাও।

সকল অজ্ঞান থেকে মুক্ত কর আমাদের, আমাদের নিজেদের থেকে আমাদের মুক্ত কর, যেন তোমার পরম প্রকাশ-মহিমার দুয়ার আমর। উদার উন্মুক্ত করে ধরতে পারি।

TO TO

ফেব্রুয়ারী ৭, ১৯১৪

তোমার সঙ্গে সর্বতোভাবে একীভূত যে, স্থতরাং বিশেষ অবস্থায় কি জিনিস কার্য্যতঃ তোমাকে স্মুগ্র্তুতম প্রকাশ করে সে সম্বন্ধে প্রতিনিয়ত সচেতন যে, তার কোন বাহ্য নিয়ম প্রয়োজন হয় না। জীবনযাত্রার বিধিগুলি মোটের উপর কার্য্যোদ্ধারক কৌশল মাত্র; তার উদ্দেশ্য, তোমাকে জানে না যারা তাদের অজ্ঞানকে যত্থানি সম্ভব হ্রাস করা, তোমার সঙ্গে যাদের সংযোগ অস্থায়ী তাদের অন্ধ ও অন্ধকারাচছনু মুহূর্ত্তগুলি যতথানি সম্ভব শোধন করা।

নিজের জন্যে নিয়ম বাঁধা, আর সে নিয়মকে যথাসম্ভব ব্যাপক অর্থাৎ সহজনম্য করা নিশ্চয় ভাল। তবে তাদের গ্রহণ করতে হবে কেবল কৃত্রিম আলোরপে, ব্যবহার করতে হবে কেবল তখনই যখন তোমার সঙ্গে সংযোগের যে পূর্ণ ও স্বাভাবিক আলো তার অভাব ঘটে। তাছাড়া, এ-সকল নিয়মের পুনঃপুনঃ সংস্কার একান্ত প্রয়োজন; কারণ, তারা কেবল বর্ত্তমান জ্ঞানকেই প্রকাশ করতে পারে, আর জ্ঞানের বৃদ্ধি ও উনুতির সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও পুষ্টি হতে বাধ্য।

তাই ত যারাই আমার কাছে আসে, তাদের উপর কি ভাব রাধা উচিত—শুধু তাদের যাতে ক্ষতি হয় তা থেকে বিরত হওয়া নয়, পরস্ক যাতে তাদের পরম মঙ্গল হয় তার চেটা করা অর্থাৎ যাতে তারা করতে পারে পরম আবিকারটি, তাদের অন্তরে তোমাকে আবিকার, সেই সাহায্য স্কুর্চুতমভাবে করা—এ বিষয়ে প্রণিধান করছি যখন, তখন আমার বোধ হল এমন কোন নিয়ম নেই—তা যত বৃহৎ যত নমনীয় হোক না—তোমার বিধানের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে চলতে পারে; একমাত্র সত্যকার উপায় হল সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সংযুক্ত থাকা, তাতে মীমাংসা যাই হোক না, অবস্থার অসীম বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাই পূর্ণ সঙ্গতি রাখতে পারবে।

M

to the state of th

JY

ফেব্রুয়ারী ৮, ১৯১৪

ভগবান, প্রেমের রাজরাজ। অন্ধকারের গর্ভ হতে তুমি আমাদের তুলে ধর, যাতে আমরা সচেতন হয়ে জেগে উঠতে পারি, বেদনা হতে তুমি জামাদের মুক্ত কর যাতে তোমার শাশুত শাস্তির মধ্যে হয় আমাদের সংযোগ। প্রতি প্রভাতে আমার আম্পৃহ৷ সাগ্রহে উঠে চলে তোমার দিকে, আমার এই মিনতি, আমার সমগ্র সত্তা যেন তোমার জ্ঞান নিয়ে জাগ্রত হয়, জীবনধারণ করে তোমায় ধরে, তোমার মধ্যে, তোমার জন্যে; আমার মিনতি, ক্রমে স্কুগ্রুতরভাবে তোমার সঙ্গে একাম্ম হয়ে কেবল তুমি হয়ে উঠতে পারি, অন্য আর কিছুই নয়, বাক্যে ও কর্ম্মে প্রকট যে তুমি। আরো মিনতি করি, যারাই আমাদের কাছে আসে, যাদেরই আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছে তারা সকলে যেন তোমার দিব্য সান্নিধ্যের, তোমার অপ্রতিহত বিধানের পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে জাগ্রত হয়, আর তাদের রূপান্তরিত হতে দেয় তার সহায়ে ; মিনতি করি, পৃথিবীর সব মানুষ তাদের নির্চুর কষ্টভোগ সম্বেও, সেই কষ্টভোগেরই মধ্যে, অনুভব করে যেন তোমার জ্যোতির্ম্ম আগমনীর পরম সান্তনা, তোমার প্রেম, তোমার শান্তির অপরূপ স্বস্তি। মিনতি করি, সকল পদার্থ যেন তোমার পরম বীর্য্যে ক্রমে ভরে ওঠে, ক্রমে যেন হ্রাস পায় অন্ধ-অজ্ঞানের বাধা যত তারা তোমার বিরুদ্ধে তুলে ধরে, আর সকল তমিস্র। জয় করে তুনি যেন এই বেদনাময় ছন্দসম্ভূল জগৎকে সমগ্রভাবে নিত্যকালের জন্য রূপাস্তরিত করতে পার সন্মিলনের ও শান্তির জগৎ করে। ... তোমার দিব্য ধর্ম এইভাবে হয় যেন পরিপূর্ণ।

TO TO

**रक्ट्रग्यां**त्री ३, ১৯১৪

তোমাকে যে নামই দেয় না কেন, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যারা একটা চরম সত্যের জন্য পিপাসিত, তারা তোমাকেই খোঁজে পরম আগ্রহে। এমন কি যারা তোমার হতে যতদূর সম্ভব দূরে চলে গিয়েছে মনে হয়, যারা কেবল নিজেদের নিয়ে একান্ত ব্যস্ত, তারাও কি খোঁজে না ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শেরই মধ্যে একটা চরম সত্য, তৃপ্তির একটা চরম সত্য, আর

সে জিনিস যত মারামর হোক না, সেই অভীপসাই কি তোমার দিকে নিয়ে চলে না ? তুমি সকল বস্তুর মর্দ্মস্থলে, হৃদ্দেশে এতখানি বে অতি যোর অহঙ্কারেরও সাধ্য কি তোমার কল্যাণে পরিবৃত্তিত হয় না আম্পৃহারূপে। কিন্তু একমাত্র যে বস্তু আশঙ্কার ও যা পরিহার করা দরকার তা হল অচেতনার অন্ধ গুরুতার, অজ্ঞানের জড়ত্ব। সে অবস্থা হল, অস্তহীন যে সোপানশ্রেণী নিয়ে চলে তোমার দিকে তার নিমুত্ম ধাপ। তোমার সকল প্রাসই পদার্থ কে এই আদি তমিত্রা থেকে তুলে ধরা যাতে চেতনার মধ্যে সে জন্মপ্রহণ করতে পারে। প্রাণাবেগও অচেতনা হতে শ্রেয়। আমাদের তাই নিরস্তর এগিয়ে চলতে হবে, অচেতনার এই বিশ্বব্যাপী দৃচ্মূল প্রতিষ্ঠাকে জয় করবার জন্যে—আমাদের আধারকে যন্ত্র করে তুলতে হবে, তাকে ধীরে রূপান্তরিত করতে হবে জ্যোতির্দ্মর চেতনার।

ভগবান, প্রেমের রাজরাজ। সকলের মধ্যে এত জীবস্ত এত সচেতন তুমি আমার চোখে, অসীম ভজিভরে তোমার পূজা করি আমি।

THE STATE OF

रक्ट्रगात्री ১०, ১৯১৪

হৃদয়ে শান্তি, মনে আলো—তোমাকে এত জীবন্ত অনুভব করি অন্তরে আমাদের যে নিন্বিকার চিত্তে অপেক্ষা করে চলেছি যা কিছুই ঘটুক, এই জ্ঞানে যে যা-কিছু ঘটে না কেন তোমার পথ সর্ব্বেত্র রয়েছে, কারণ সেত আমাদের অন্তরে; সকল অবস্থার মধ্যে তোমার বাণীর উদ্গাতা হতে পারি আমরা, হতে পারি তোমার কর্মের সেবক।

প্রশান্ত বিশুদ্ধ ভক্তিভরে প্রণাম করি তোমার, তোমাকেই আমাদের সত্তার একমাত্র সদৃবস্ত বলে বরণ করি।

**क्युयात्री ১১, ১৯১8** 

যে মুহূর্ত্তে আমরা নিত্যনৈমিত্তিকের বোধ ছেড়ে উঠে যাই উপরে, যে মুহূর্ত্তে তোমার পরাচেতনার সঙ্গে আমাদের চেতনাকে এক করে ধরি, যে মুহূর্ত্তে আমরা সেই চেতনার মধ্যে প্রবেশ করি যাকে নিত্যজ্ঞান ছাড়া আর কোন কথা দিয়ে পরিচয় দেওয়া যায় না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় সে বিষয়ে অথবা যে সব সিদ্ধান্ত স্থির করতে হবে সে বিষয়ে সকল সমস্যা সহজ্ঞ হয়ে এমন কি

শাশুত ব্রতের দিক থেকে যে জিনিসটি একমাত্র প্রয়োজনীয় তা হল তোমার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, তোমার সঙ্গে একীভূত হওয়া আর নিরস্তর এই সচেতন একাম্বতাকে ধরে রাখা। কিন্তু আমাদের স্থূল আধারটি যা হল পৃথিবীতে তোমার প্রকাশের এক ধারা তার শ্রেষ্ঠ ব্যবহার কি, এ জ্ঞান লাভ করতে হলে এই শরীরের উপর দৃষ্টিপাত করলেই যথেষ্ট—কারণ, অবশ্য যদি একমাত্র তুমিই আমাদের অন্তরে জাগ্রত থাক, তাহলে তর্খনি নিঃসন্দেহে জানতে পারা যাবে কোন্ কাজ স্কুষ্ঠুতসভাবে সে করতে পারবে, কোন্ কাজ তার সকল সামর্থ্যকে প্রয়োগ করতে পারবে।

এই যে কর্মবিশেষ, এই যে একান্ত আপেক্ষিক প্ররোগ, একে কোন বৃহৎ প্রাধান্য কিছু না দিয়েই, আমরা বিনা ক্লেশে, মনে মনে কোন তর্ক-বিতর্ক না করেই, এমন সব সিদ্ধান্তে পৌর্টিছতে পারি যা বাহ্যচেতনার কাছে বোধ হবে ভীষণ দু:সাহসের, দারুণ সম্কটের জিনিস।

তোমার শাশ্বতীর শিখর থেকে যারা দেখে, তাদের চোখে সবই না কত সহজ্ব হয়ে ওঠে।

তোমাকে প্রণাম করি, ভগবান, আনন্দে আস্থায় পরিপূর্ণ ভক্তি নিয়ে। সকল জীবের উপর নেমে আসে যেন তোমার দিব্য প্রেমের পরমা শাস্তি।

**क्ट्यां** ये, ३३३8

যখন তোমার পরাচেতনায় সচেতন হয়ে পাথিব পরিস্থিতি সব পর্য্যালোচনা করি তখন তাদের একান্ত আপেন্দিকতা আমাদের হ্দয়দ্দম হয়, বলি "এ-কাজ করি আর ও-কাজ করি, পরিণামে কারো মূল্য বেশি কিছু নাই"; কিন্তু তবুও একটা বিশেষ ধারায় কাজ করলে একটা বিশেষ গুণ বা বৃত্তির স্কুছুতন ব্যবহার হয়। সব কাজ, তা যাই হোক না, এমন কি আপাত দৃষ্টিতে একান্ত পরস্পরবিরোধীই হোক না, তোমার দিব্যবিধানের অভিব্যক্তি হতে পারে, সেই পরিমাণে যে পরিমাণে তারা সে-বিধানের চেতনায় অভিষিক্ত; এ বিধান ব্যবহারিক প্রয়োগের বিধি নয়, তাকে সাধারণ মানুষের চেতনায় কোন নিয়ম বা তত্তরূপে বেঁধে দেওয়া যায় না, তা হল আন্তর ভাবের বিধান, একটা অব্যভিচারী ও সর্ব্ব্যাপী চেতনার বিধান, এমন কিছু যাকে সূত্রের মধ্যে প্রকাশ করা যায় না, যাকে জীবন-আচরণে মূর্ত্ত করতে হয়।

কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমর। দৈনন্দিন সাধারণ চেতনার মধ্যে নেমে পড়েছি, তথন যেন আর কোন কিছু তাচিছল্য সহকারে উদাসীনভাবে গ্রহণ না করি। অতিক্ষুদ্র ঘটনা, অতিক্ষুদ্র কর্ম্মেরও বিশেষ গুরুষ আছে, গভীরভাবে তাদের বিবেচনা করা উচিত হবে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা সেই কাজ করতে সচেষ্ট হব যা শাশুত চেতনার সঙ্গে আমাদের চেতনার একত্ব-সাধন সহজ করে আনে, আর যা-কিছু এই একত্ব-সাধনের অন্তরায় তা পরিহার করে। তথনই আমাদের আচরণের বিধি সব প্রতিষ্ঠিত হবে একটা সর্বেত-মুর্ছু নিঃস্বার্থ তার উপর, অর্জন করবে তাদের পূর্ণ মূল্য।

হৃদরে শান্তি, মনে আলো, আর আমার সমগ্র সন্তার নিশ্চয়-বোধ এনেছে যে আশা তা নিয়ে প্রণাম করি তোমায়, হে ভগবান, শাশুত

প্রেমের অধীশুর।

তুমি আমাদের অন্তিম্বের হেতু, আমাদের গন্তব্য লক্ষ্য।

SCHOOL TRIES TECHNICATED FOR STRIKE POR HERE

ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৯১৪

তীব্র একাগ্রতার নৈ:শব্দ্যে আমার চেতনাকে তোমার পরাচেতনার সঞ্চে মিলিরে ধরতে চাই, তোমার সঙ্গে এক হয়ে যেতে চাই, আমাদের সন্তার হে সর্ব্বাধীশ, প্রেমের হে দিব্য রাজরাজ, যেন তোমার বিধান আমাদের কাছে গোচর হয়ে স্কুপ্পষ্ট হয়ে আসে, আমাদের জীবনধারণ অতঃপর হয় যেন এক তাকেই ধরে, তারই জন্যে।

সবই কি স্থলর, কি মহান্, কি সহজ, কি প্রশান্ত হয়ে দেখা দেয় সেই সেই
মুহূর্ত্তে যখন আমার চিন্তা তোমার অভিমুখে উড়ে চলে যায়, মিলিত হয় গিয়ে
তোমার সজে। আর যে দিন থেকে এই পরম দিব্যদৃষ্টি আমরা সদা-সর্বদা
ধরে রাখতে সক্ষম হব, সেদিন থেকেই জীবন-পথে এগিয়ে চলব আমরা লঘুপদরিক্ষেপে অথচ দৃচনিশ্চিতভাবে, সকল বাধার উপর দিয়ে, কোন ইতন্ততঃ
না করে। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি সকল সন্দেহ সকল দ্বিধা
দুর হয়ে যায় সেই মুহূর্ত্তেই যখন আমরা তোমার দিব্যবিধান সম্বন্ধে সচেতন
হই; যদি আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই সকল মানুষী কর্ম্মের একান্ত আপেক্ষিকতা,
সেই সজেই আমরা যথার্থ ভাবে ও যথায়থ জানতে পারি আমাদের শরীরের
বিষয়ে, আমাদের কর্ম্মের উপায় সম্পর্কে কোন্ কার্য্যটি সব চেয়ে কম
আপেক্ষিক আর তখনই সকল বাধা কোন যাদুবলে যেন সত্যসত্যই অদৃশ্য
হয়ে যায়। আমাদের সকল প্রয়াস, হে ভগবান, অতঃপর যেন ক্রমে অধিকতর
নিষ্ঠার সঙ্গে এই অপরপ সিদ্ধির অবস্থা লাভ করে এগিয়ে চলে।

সকলের হৃদয়ে তোমার নিঃসংশয়তার শান্তি জাগুত হয় যেন, ভগ্বান।

M

**ट्य**्याती >8, >>>8

সমস্ত পৃথিবীর উপর নামে যেন শান্তি শান্তি...

সকলেই যেন সাধারণ চেতনা থেকে রক্ষা পায়, স্থূল বস্তুর উপর আসজি থেকে মুক্ত হয়। তোমার দিব্য সান্নিধ্যের জ্ঞান যেন তাদের আসে, তোমার পরাচেতনার সঙ্গে তাদের চেতনা যেন সংযুক্ত হয় আর ফলে আসে যে শাস্তি তার আস্থাদ যেন পায়।

ভগবান, তুমি আমাদের সন্তার একচছত্র অধীশুর। তোমার বিধানই আমাদের বিধান। আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমরা আকাঙ্কা করি যেন তোমার শাশ্বত চেতনার সঙ্গে আমাদের চেতনা একীভূত করতে পারি, যাতে প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তোমারই দিব্যকর্ম আমরা সংসিদ্ধ করে তুলতে পারি।

ভগবান, দৈনন্দিন যোগাযোগের সকল দুশ্চিন্তা থেকে আমাদের মুক্ত কর, মুক্ত কর নিত্যকার বহির্দ্মুখী দৃষ্টি থেকে। এখন আমরা যেন তোমারই চোখ দিয়ে দেখি সব। কেবল তোমারই ইচছায় যেন কর্দ্ম করি। তোমার দিব্য প্রেমের জীবন্ত শিখা-রূপে আমাদের নূতন করে গড়ে তোল।

শ্রদ্ধাভরে, ভক্তিভরে, সর্ব্বাঙ্গ সানন্দে উৎসর্গ করে, আমি আমাকে নিবেদন করছি, হে ভগবান, যাতে তোমার বিধান সার্থ ক হয়ে ওঠে। শান্তি—শান্তি নামে যেন সারা পৃথিবীর উপর।

TO

**ट्यां** के उठ के

একমাত্র সদ্বস্ত তুমি, ভগবান, আলোর আলো, জীবনের জীবন, জগত্তারণ হে পরম প্রেম। এই অনুমতি দাও যেন তোমার নিরস্তর সানিধ্য ক্রমে পূর্ণ তরভাবে আমার জাগ্রত চেতনায় ফুটে ওঠে, যার ফলে আমার সকল কর্ম্ম তোমার দিব্যবিধানের অনুগত হয় যেন, তোমার ইচছা আর আমার ইচছার মধ্যে কোনই পার্থ ক্য না থাকে। এই যে মারাময় চেতনা, এই যে অলীক ধেয়ালের জগৎ তা থেকে আমরা মুজি পেতে চাই যাতে আমাদের চেতনাকে তুমিই যে পরা-চেতনা তার সঙ্গে একীভূত করতে পারি। লক্ষ্যে পৌঁছিবার সঙ্কলপকে আমাদের দৃচ্নিষ্ঠ করে ধর, সকল জভ্তা সকল অবসাদ ঝেড়ে ফেলবার জন্যে দাও আমাদের স্থিরতা, কর্ম্মঠতা ও সাহস।

ভগবান, মিনতি করি তোমার, আমার সন্তার মধ্যে সব কিছু যেন তোমার সঙ্গে এক হয়ে যায়, আমি যেন হয়ে উঠি সেই প্রেমের প্রজ্ঞনস্ত শিখা যারই মধ্যে রয়েছে তোমার পরা কর্ম্মগতির পূর্ণ চেতনা।

**क्युम्यात्री ५७, ५५**५8

হে পরম, হে অদিতীয় সদ্বস্থ, সত্যময় চেতনা, শাশুত একস্থ, পূর্ণ জ্যোতির পরমা শান্তি, কত না তীব্র আম্পৃহা আমার, যাতে তোমাকে ছাড়া আর কিছুর চেতনা আমার না থাকে, কেবল তুমিই যেন আমি হয়ে উঠি, আর কিছু নয়। এই যে সব অবান্তব ব্যক্তিরূপের নিরন্তর ঘূর্ণী, এই যে বহুলতা জটিলতা, এই যে অপরিসীম অশোধনীয় বিশৃঙ্খলা, চিন্তার বিরোধ, প্রেরণার দল্ব, কামনার যুদ্ধ—আমার মনে হয় ক্রমেই অধিকতর নিদারুণ হয়ে উঠছে। এই যে উন্মন্ত সাগর এর থেকে আমাদের উঠে আসতে হবে, দাঁড়াতে হবে এসে তোমার শান্তিপূর্ণ তীরের প্রসন্তার মাঝে। অশ্রান্ত সন্তরণকারীর সামর্থ দাও আমায়, হে ভগবান। তোমাকে আমি জয় করতে চাই তার জন্যে যত চেষ্টারই প্রয়োজন হোক না। ভগবান, অজ্ঞানকে বিপর্যান্ত করতেই হবে, মোহকে বিতাড়িত করতে হবে, এই দুংখী জগৎকে তার ভীতিকর কালরাত্রি থেকে উদ্ধার প্রেতেই হবে, অবসান করতে হবে তার দারুণ দুংম্বপু, তুমিই একমাত্র সদ্বন্ত এই চেতনা নিয়ে সে যেন অবশেষে জাগ্রত হয়।

হে অব্যয় শান্তি, মানুঘকে অজ্ঞান থেকে মুক্ত কর—তোমার যে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ জ্যোতি সর্বত্র যেন তার রাজ্য সে বিস্তার করে।

M

ACTURE TATES THAT SHEET SHEET

रक्ट्मग्रांती ১१, ১৯১৪

কি তীব্র আবেগভরে না আমার আম্পৃহ। তোমার দিকে উঠে চলে, হে ভগবান। তোমার দিব্যবিধানের পূর্ণ চেতনা আমাদের দাও, তোমার ইচ্ছার নিরবচিছনু বোধ দাও আমাদের, যেন তোমার সিদ্ধান্তই হয় আমাদের সিদ্ধান্ত, আমাদের জীবন একমাত্র তোমারই সেবায় যেন হয় নিবেদিত আর তোমারই প্রেরণার যতখানি সম্ভব স্কুষ্ঠুতম প্রকাশ হয়ে ওঠে।

হে ভগবান, সকল অন্ধকার, সকল অন্ধতা দূর কর, প্রত্যেকেই যেন লাভ করে সেই প্রশান্ত নিঃসংশয় যার উৎস তোমার দিব্য জ্যোতিঃপ্রকাশ।

THE STATE OF

**क्ट्रियांत्री ५०, ५०५8** 

ভগবান, নিরন্তর আমার চিন্তার মধ্যে থেকো তুমি। এর অর্থ নয় আমি এ জিনিস তোমার কাছে থেকে দাবি করছি—আমি জানি তুমি ত রয়েছ সদা সর্বেদা আর সর্বোধীশ হয়ে, আমি জানি যা-কিছু আমরা দেখি, বা যা-কিছু আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, সবই তারা যেমন ঠিক তেমনাটি, কারণ সর্বেত্র রয়েছে তোমার অপরূপ হস্তম্পর্শ, রয়েছে তোমার প্রেমের দিব্য বিধান—তবে আমি সে কথা বলি, আবার বলি, মিনতি করে বলি, এই জন্যে যাতে আমি তাকে ভুলে না যাই, অবহেলা না করি।

ভগৰান, তোমার জীবন্ত প্রেম আমি হয়ে উঠতে চাই এতথানি, যাতে সকল জিনিস রূপান্তরিত জ্যোতির্ম্ময় হয়ে ওঠে, এতথানি যাতে সকলের মধ্যে ফুটে ওঠে শান্তি ও অমেয় তৃপ্তি।

ভগবান, হয়ে উঠতে পারি যেন চকুত্মান দৃষ্টিময় বিশুদ্ধ প্রেম, তা যেন হয়ে উঠতে পারি সর্বেত্র ও সর্বেদ।।...

M

**क्ट्याती २०, ১৯১**8

একমাত্র প্ররোজনীয় জিনিস, একমাত্র জিনিস যার মূল্য আছে, তা হল এই সঙ্কলপকে দৃচতর করা যেন তোমার সঙ্গে এক হরে যেতে পারি, তোমার পরা-চেতনার সঙ্গে আমাদের চেতনাকে যুক্ত করে দিতে পারি, যাতে তোমার ঐশী বিধানের, তোমার প্রেমপূর্ণ ইচছাশক্তির হয়ে উঠতে পারি প্রশান্ত স্থির নিঃস্বার্থ সমর্থ সেবক।

ভগবান, দাও আমাকে পরিপূর্ণ নিঃস্বার্থ তার শান্তি, সেই শান্তি যা তোমার সানিধ্যকে সফল করে ধরে, তোমার হস্তম্পর্শ কৈ করে সার্থ ক— সেই শান্তি যা সকল দুঃসঙ্কলপ সকল অন্ধকারের উপর নিত্যজয়ী।

ভগবান, আমার একান্ত বিনীত প্রার্থনা এই, কর্ত্তব্য পালন করবার উপযুক্ত সামর্থ্য যেন আমার হয়, আমার মধ্যে কোন জিনিস জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক তোমার পুণ্যব্রতের সেবায় অবহেলা না করে, অবিশ্বাসী না হয়ে পড়ে।

নীরব ভক্তিভরে তোমায় প্রণাম করি, ভগবান।

THE STATE OF

**क्युयात्री २**১, ১৯১8

প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত হবে একটা নূতন পূর্ণ তর উৎসর্গের স্থযোগ।
সে উৎসর্গ হবে না উত্তেজনাময়, চাঞ্চল্যপূর্ণ, হবে না অত্যুগ্র, কর্ম্মনাহে অভিভূত—তা হবে গভীর নীরব, তার বাহ্যপ্রকাশ অনাবশ্যক, তবে তা প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে প্রবেশ করবে, তাকে রূপান্তরিত করবে। আমাদের মন একান্তে শান্ত হয়ে তোমার মধ্যে সর্বেদা ডুবে থাকবে, আর এই নির্মাল শিপর থেকেই সকল বান্তবকে সে দেখবে, দেখবে চঞ্চল নশুর বাহ্যরূপের পিছনে রয়েছে অদ্বিতীয় শাশুত সদ্বস্ত।

ভগবান, হৃদয় আমার বিক্ষোভ থেকে বেদনা থেকে মুক্ত, দৃচ প্রশান্ত সে, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তোমাকেই দেখে। ভবিষ্যৎ তার গর্ভে আমাদের জন্যে যে বাহ্যকর্ম্ম, যে পরিস্থিতিই ধরে রাধুক না কেন, আমি জানি একমাত্র তুমিই রয়েছ, তুমিই সত্য তোমার অক্ষর নিত্যতা নিয়ে, আর তোমারই মধ্যে রয়েছি আমরা।

সমস্ত পৃথিবীর উপর তোমার শান্তি বিরাজ করুক।

THE

क्युन्यांत्री २२, ১৯১৪

শৈশবে—তের বৎসর বয়সে, প্রায় একবৎসর, প্রতিদিন সন্ধায় আমি
নিদ্রিত হওয়া মাত্রই আমার মনে হ'ত যেন আমি শরীরের বাহিরে
এসে সোজা উপরে উঠে চলেছি—বাড়ী ছাড়িয়ে, সহর ছাড়িয়ে সহর
অতিক্রম করে—বহু উদ্ধে । দেখতাম যেন আমি আমার চেয়েও দীর্ঘতর
একটি অপূর্বেস্থলর সোনার পোঘাক পরেছি। যতই আমি উদ্ধে উঠতাম,
এই পোঘাকটিও ততই দীর্ঘ হ'তে থাকত এবং আমার চারিপাথ্রে
বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ত—সহরটির উপর একটি বৃহৎ আচ্ছাদন রচনা
করে। তারপর আমি দেখতাম চারিদিক থেকে লোকেরা আসছে—আবালবৃদ্ধ-বনিতা, অস্থস্থ ও অস্থধী। তারা সেই প্রসারিত পরিচছদটির নীচে
সমবেত হ'ত, তাদের দুঃখ দুর্দ্দশা ও বেদনার কথা ব'লে, সাহায্য ভিক্ষা
ক'রে। প্রত্যুত্তরে সেই নমনীয় ও জীবস্ত পোঘাকটি দীর্ঘ হয়ে তাদের

প্রত্যেকের দিকেই যেত এবং তাদের স্পর্শ করা মাত্র তারা সাম্বনা পেত, স্বস্থ হয়ে উঠত এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্থুখী ও সবল হ'য়ে তাদের শরীরের মধ্যে পুন:প্রবেশ করত।

আমার কাছে এর চেয়ে বেশী স্থান্দর, এর চেয়ে অধিক আনন্দের আর কিছুই ছিল না। রাত্রির এই কর্ণ্মটি—যা আমার যথার্থ জীবনস্বরূপ ছিল—এর কাছে দিনের সকল কর্ন্মই নীরস, নিগুণ ও নিষ্পাণ মনে হ'ত। উদ্বে উঠে চলবার সময়ে প্রায়ই আমার বামপাথ্যে একজন নীরব নিবিচল বৃদ্ধকে দেখতে পেতাম, তিনি তাঁর শুভেচছা ও স্নেহ নিয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করতেন; তাঁর উপস্থিতিই আমাকে উৎসাহ দিত। গাঢ় বেগুলী রংয়ের দীর্ষ পোষাক পরিহিত এই বৃদ্ধটি ছিলেন; তিনি হলেন—পরে আমি জেনেছি—যাঁকে লোকের। বলে দুঃখের মানুষী বিগ্রহ।

সেই গভীর উপলব্ধি, সেই অনিবর্বচনীয় সত্য এখন আমার চিন্তার ক্ষেত্রে অন্যধরণের রূপ নিয়েছে, তাদের আমি এই রক্ষে নির্দেশ করতে পারি:

আমার মনে হয় দিনে ও রাত্রে অনেকবার আমি—অর্থাৎ আমার সমস্তথানি চেতনা, আমার হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, হৃদয় যেন আর বাহ্য দেহয়য় মাত্র নয়, এমন কি কোন ভাবপুবণতাও নয়—সে হয়েছে দিব্যপ্রেম, নৈর্ব্যক্তিক, শাশুত। এই পরম প্রেমে পরিণত হয়ে গিয়ে অনুভব করি সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বস্তর হৃৎকেন্দ্রে আমিই ত রয়েছি, তথনই আমার মনে হয় যেন আমার বিস্তৃত বাহদুটি নিরস্তর প্রসারিত হয়ে চলেছে, বিশ্ব হতে বিশালতর আমার বক্ষের মধ্যে সকল জীবকে সংহত, শ্রেণীবদ্ধ, নিমজ্জিত করে অসীম স্নেহে বিরে রেখেছে।

হে পরম বিধাতা! বাক্য দুর্বেল ও অক্ষম; বুদ্ধির ভাষান্তর সততই শিশুর চপলতা মাত্র; কিন্তু আমার আম্পৃহ। নিরস্তর তোমার দিকেই চলেছে। বস্তুতঃ তোমাকে প্রকট করার জন্যে আমার দেহে, এই অপটু আধারে যে রয়েছে সে-তো তুমি—একমাত্র তুমিই।

সকল জীবই যেন স্থা হয় তোমারি জ্ঞানদীপ্তির শান্তিতে।

TO TO

**क्ट्रियां** ती २०, ১৯১৪

হে ভগবান, আমরা যেন তোমার দিব্যবিধানের সম্বন্ধে ক্রমে অধিকতর সচেতন হয়ে উঠতে পারি, অর্থাৎ তার সঙ্গে যেন এক হয়ে যেতে পারি, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তার অভিব্যক্তি সহজ্ব করে তুলবার জন্যে।

ভগবান, আমার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিন্তারাজিকে যেন সম্পূর্ণ শাসনে আনতে পারি, তোমার মধ্যে বাস করে, কেবল তোমারই ভিতর দিয়ে যেন জীবনের জ্ঞান হয় আমার, জড়ই সত্য এ মায়া যেন কেটে যায়, তার পরিবর্ত্তে দেখা দেয় যেন এমন বোধ যা তোমার শাশুত সদ্বস্তুর সঙ্গে স্কুর্তুতরভাবে মিলে চলতে পারে।

তোমার দিব্য প্রেমের মধ্যে আমি যেন নিরম্ভর বাস করি, যাতে সেই

প্রেমই যেন আবার আমার মধ্যে আমায় ধরে বাস করে।

আমি যেন তোমার প্রয়োজনীয় চক্ষুমান সহকন্মিণী হয়ে উঠি, আমাদের মধ্যে সব জিনিস যেন তোমার আবির্ভাবের পূর্ণতা সম্পাদনে সহায় হয়।

আমি জানি আমার যত আছে ক্রাট বাধা দুর্বেনতা; যেখানে আমি অঞ্জ তা অনুভব করি; কিন্তু তোমাতে আমার সব আস্থা স্থাপন করেছি, নীরব ভক্তিভরে প্রণাম করি তোমার।

TOTAL .

क्ट्यांत्री २७-२७, ১৯১৪

তোমার যথাযোগ্য সেবা করতে যে চায়, কোন কিছুর আসজি তার রাখলে চলবে না, এমন কি যে-সব কাজের ভিতর দিয়ে তোমার সঙ্গে অধিকতর সচেতন সংযোগ সম্ভব হয় তাদের উপরেও নয়। কিন্তু চারিদিকের অবস্থার বিপাকে, জীবনে জড় বস্তু সব নিত্য প্রয়োজনের চেয়ে বেশি যদি প্রাধান্য লাভ করে, তা হলে, সে-সবের মধ্যে যাতে ডুবে না যাই তা দেখতে হবে, হৃদয়ের গভীরে তোমার সানি্ধ্য যেন স্কুম্পষ্ট দেখতে পাই আর নিরম্ভর যেন এমন অনাবিল শান্তির মধ্যে বাস করি কোন কিছুতে যা বিক্ষুর হয় না।

ভগবান, শুধু তোমাকেই সর্বব্রে দেখে সব কাজ যদি করা বায়। এই রকমেই কৃতকর্মের উদ্ধে যদি উঠে যাওয়া যায়, যে-সব দাবি পৃথিবীর কারাগারে আমাদের আবদ্ধ করে রাখে তার। যদি আর সে-উত্তরণের পক্ষে ভার না হয়ে দাঁড়ায়।

ভগবান, তোমার কাছে আমার সম্ভার এই উৎসর্গ হয় যেন অখণ্ড, পূর্ণ ফলপ্রসূ।

শুদ্ধায় প্রেমে পরিপূর্ণ ভক্তি নিয়ে তোমার কাছে প্রণত হই, হে অনির্ব্বচনীয় সারাৎসার, হে অচিস্তনীয় অনামী সদ্বস্তা।

W

**क्य्याती २१, ১৯১8** 

হে ভগবান, যাদের জীবন সম্পূর্ণ তোমার কাছে নিবেদিত তাদের লাভ যে অনন্ত স্থপের ভাগ তা আমি পূর্বে হতেই আস্বাদ করেছি। এ-জিনিষ বাহ্য অবস্থার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে সন্তার নিজের অবস্থার উপর, তার ন্যুনাধিক জ্ঞান-বিকাশের উপর। তোমার দিব্য-বিধানের কাছে পূর্ণ উৎসর্গ বাহ্য অবস্থারাশির মধ্যে পরিবর্ত্তন না ঘটিয়ে পারে না; কিন্তু তার অর্থ নয় সেই অবস্থারাশিই পূর্ণ উৎসর্গ নিয়ে আসে বা তাকে প্রকাশ করে। আমি বলতে চাই, বিশেষ একটা অবস্থার মধ্যে তোমার দিব্য-বিধান যে প্রকাশ পায় তা নয়—সে অবস্থা সকলের পক্ষে সমান। প্রত্যেকের পক্ষে এই প্রকাশ পৃথক, প্রত্যেকের প্রবৃত্তি অনুসারে অর্থ হি স্থলজীবনে সেই সময়ের মত যে-ব্রত প্রত্যেকের উপর ন্যন্ত তার প্রয়োজন অনুসারে।

কিন্ত যে-বস্তু অপরিবর্ত্তনীয় ও সর্বব্যাপী তা হল সেই প্রসনু শান্তি, সেই জ্যোতির্দ্ধর অক্ষয় অনাবিল স্থিরতা যা একমাত্র তোমাতে নিবেদিত যারা তারাই লাভ করেছে, যাদের মধ্যে নাই অন্ধকার, নাই অঞ্জান, নাই কোন অহংজাত আসজি, নাই কোন বিরুদ্ধ ইচছা।

ভগবান, বিশ্বের সকলেই যেন এই দিব্যশাস্তির চেতনা লাভ করে।

योठर्ठ ১, ১৯১৪

নিজেরই মধ্যে সকল বাধা, নিজেরই মধ্যে সকল বিদু, নিজেরই মধ্যে সকল জাঁধার ও অজান। সমস্ত পৃথিবী যুরে যদি চলে যাই, কোথাও কোন নির্জন একান্তে যদি ভুব দিই, সকল পুরাতন অভ্যাস যদি কাটিয়ে উঠি, কঠোর তপস্যার জীবন যাপন করি, তাহলেও যদি কোন মায়ার বন্ধন আমার চেতনাকে তোমার পূর্ণ চেতনা থেকে দূরে পিছনে টেনে রাখে, যদি কোন অহংজাত আসক্তি তোমার দিব্যপ্রেমের সঙ্গে অখণ্ড সংযোগ থেকে আমাদের বঞ্চিত করে থাকে, তবে বাহিরের অবস্থা যে রকমই হোক না, আমরা কিছুমাত্র তোমার নিকটবর্তী হব না। এমন কি ন্যুনাধিক পরিমাণে অনুকল অবস্থা বলে কিছু আছে কি? আমার সন্দেহ হয়। অবস্থা আমাদের যে শিক্ষা দেয়, তা থেকে আমরা লাভ করতে পারি বা না পারি তা নির্ভর করে সে-অবস্থা সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করেছি তার উপর।

ভগবান, মিনতি করি তোমায়, যে উপাদান-সমষ্টি দিয়ে এই ব্যক্তিটি গঠিত, তার পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ কর্তৃত্ব আমার যেন হয়, ফলে আমি যেন আমার হতে মুক্তি পাই, একমাত্র তুমিই যেন এই বছল উপকরণরাশির মধ্যে, এদেরই ভিতর দিয়ে বাস করতে পার, কাজ করতে পার।

ভগবান, প্রেমের মধ্যে, প্রেমের সহায়ে, প্রেমের জন্যে, তোমার উদ্ধ তম প্রকাশের সঙ্গে অচেছদ্যভাবে সংযুক্ত হয়ে, থাকে যেন জীবন। আরো আলো, আরো সৌন্দর্য্য, নিরম্ভর আরো সত্য।

TOR

মাচর্চ ৩, ১৯১৪

আমার যাত্রার দিন যত নিকটে আগছে তত আমি একটা শাস্ত সমাহিত চেতনার মধ্যে প্রবেশ করছি। যে সব সহস্র তুচ্ছ জিনিস আমাদের ঘিরে রয়েছে, এত বৎসর ধরে যারা নীরবে আমার বিশ্বস্ত বন্ধুর কাজ করে এসেছে, তাদের স্বেহগম্ভীর দৃষ্টি দিয়ে আমি দেখছি। বাহিরে থেকে আমাদের জীবনের মধ্যে যে শ্রী তারা এনে দিয়েছে তার জন্যে তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা আমি জানাই। তাদের ভাগ্যে যদি থাকে তারা দীর্ঘকালের জন্যে হোক বা অলপকালের জন্যে হোক অন্যের হাতে গিয়ে পড়বে, তবে সে হাতে তারা যেন কোমল ব্যবহার

পায়; তোমার দিব্য প্রেম, হে ভগবান, যাদের তুলে ধরেছে অঞ্জান অন্ধকারের বিশৃঙ্খলা হতে তাদের প্রাপ্য-সম্মান পায় যেন তারা।

তারপর আমি ভবিষ্যতের দিকে ফিরে দাঁড়াই, আমার দৃষ্টি আরো গঞ্জীর হয়ে ওঠে। আমাদের ভাগ্যে সে কি রেখেছে তা জানি না, জানতেও আমার ঔৎস্কুক্য নেই। বাহ্য অবস্থার কোন মূল্যই নেই; আমার একমাত্র ইচছা, এ যেন হয় একটা নূতন আন্তর যুগের আরম্ভ, যখন স্থূলবস্তর উপর অধিকতর অনাসক্ত হয়ে, তোমার দিব্য বিধান সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হতে পারি, তার প্রকাশের জন্যে অধিকতর অনন্যমুখী হয়ে নিজেকে উৎসগ্র করতে পারি। এ-মুগ নিয়ে আসে যেন মহন্তর জ্যোতি, মহন্তর প্রেম, তোমার ব্রতে পূর্ণতর নিষ্ঠা। নীরব ভক্তিভরে তোমার ধ্যান করি আমি।

THE

यां हर्ष 8, ১৯১৪

এই শেষবার, হয়ত অনেকদিনের জন্যে, তোমার সানিধ্যে অভিষিক্ত এই নিস্তন্ধ ষরখানিতে, এই টেবিলে বসে আমি লিখছি। আগামী তিন দিন হয়ত আমি আর লিখতে পারব না।...অন্তরমুখী একাগ্রতা নিয়ে এই পৃষ্ঠাখানির উপর যখন আমি ধ্যান দেই, পিছনের দিকে পাতা উল্টিয়ে চললে দেখি তা যেন ক্রমে লীন হয়ে যায় অতীতের স্বপ্নের মধ্যে; অন্যদিকের সাদা পাতাখানির উপর দৃষ্টি দিলে দেখি তা শূন্য বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের স্বপ্নসম্ভাবনায় পরিপূর্ণ....তা হলেও কত ক্ষুদ্র তাকে মনে হয়, কতখানি বালস্থলত মূল্যহীন, যখন তাকে দেখি তোমার আনস্ত্যের আলোকে। একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু হল সপ্রেমে ও সানন্দে তোমার দিব্যবিধান মেনে চলা।

ভগবান, আমাদের প্রতি জঙ্গ যেন তোমার আরাধনা করে, তোমার সেবা করে।

বিশু লাভ করে যেন শান্তি।

W

ष्ट्रात्ना, मार्क् ७, ১৯১৪

তাদের কটে আমি সত্যসত্যই যখন কট পেরেছি, তখন তোমার দিকে ফিরে দাঁড়ালেম সে-কটের প্রতিষেধ করবার চেটার, তার মধ্যে সকল শান্তি ও স্থপের উৎস যে তোমার দিব্যপ্রেম তার সামান্য কিছু চেলে দিতে। দুঃখকট থেকে আমরা পালিয়ে যাব না, তা বলে তাকে যে তালবাসব বা পোষণ করব এমনও নয়, আমাদের জ্বানতে হবে কি রকমে তার গতীর তলে প্রবেশ করা যায়, তাকে অবলম্বন করেই কি রকমে শাশুত চেতনার ঘার উন্মুক্ত করে ধরা যায়, তোমার অব্যভিচারী অব্যয় একত্বের প্রশান্তির মধ্যে প্রবেশ করা যায়।

এক দিক দিয়ে অর্থাৎ যখন বাহ্যরূপের অনিত্যতা আর তোমার মূল একত্বের নিত্যতা মনে করি তখন এই যে প্রাণের ও দেহের আসজি দেহগত বিচেছদ হলে ঘটার কেমন এক উৎপাটনের বেদনা তাকে একান্ত বাল-স্থলত বলেই বোধ হয়। কিন্তু অন্য দিকে, এই আসজি, এই ব্যক্তিগত স্নেহ মানুষের একটা অজ্ঞানতঃ চেষ্টা নয় কি যাতে সে বাহ্যতঃ যতদূর সম্ভব উপলব্ধি করতে পারে সেই মূল একত্ব যার দিকে সে কিছুমাত্র না জেনেই ক্রমাগত চলেছে? আর ঠিক এই জন্যেই দেহগত বিচেছদ নিয়ে আসে যে বেদনা তা কি অব্যর্থ উপায় নয় যাকে ধরে বাহ্য-চেতনাকে অতিক্রম করা যায়, এই স্বল্পগতীর আসজির পরিবর্ত্তে নিয়ে আসা যায় তোমার শাশুত একত্বের অখণ্ড উপলব্ধি?

তাদের সকলের জন্যে আমি চেয়েছি ঠিক এই জিনিস, এই জিনিসই তাদের জন্যে আগ্রহে আমি কামনা করেছি; এই জন্যেই যথন তোমার বিজয়ের, তোমার পূর্ণ বিজয়ের সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি পেয়েছি, নিশ্চিত হয়েছি, তখন তাদের বেদনার কথা তোমার কাছে নিবেদন করেছি, যাতে সেখনে তোমার আলো ঢেলে তুমি তা নিরাময় করতে পার।

় ভগবান, এই যে এতথানি প্রীতির স্নেহের সৌন্দর্য তা যেন রূপান্তরিত হয় জ্ঞান-মহিমায়।

ভগবান, তার সর্বেশ্রেষ্ঠ যা তাই যেন উৎসারিত হয় প্রত্যেক জিনিসে, পৃথিবীর উপর বিরাজ করে যেন তোমার প্রসনু শান্তি।

THE PARTY OF THE P

মাচর্চ ৭, ১৯১৪: "কাগামারু" জাহাজে

কাল তুমি আমাদের কাছে এসেছিলে পরমাশ্চর্য্য অভয়রূপে। এমন কি অতিস্থূল প্রকাশও তোমারই বিধানকে জয়ী হতে দিয়েছে। তুমি হিংস্রতাকে জয় করেছ প্রশান্তি দিয়ে, পশুদ্দকে জয় করেছ সৌম্যতা দিয়ে, যেখানে ঘটতে পারত এমন দুর্গ তি যার কোন প্রতিকার নাই, সেখানে তোমার শক্তির মহিমা প্রকট হয়েছে। হে ভগবান, কৃতজ্ঞতার পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে তোমার আবির্তাব স্বাগত করি। অন্তান্ত চিহ্ন বলে একে আমি গ্রহণ করেছি, তোমার নাম নিয়ে তোমার জন্যে জীবনধারণ করবার, চিন্তা করবার, কাজ করবার শক্তি আমাদের যে অধিগত হবে কেবল ভিতরের ভাবে নয়, ইচছায় নয়, পরস্ত কার্য্যত, একটা অধণ্ড সিদ্ধির মধ্যে।

আজ প্রত্যুয়ে আমার প্রার্থ না সেই একই আম্পৃহ। নিয়ে তোমার দিকে উঠে চলেছে: তোমার প্রেমকে জীবনে ফলিত করবে, চারদিকে ছড়িয়ে দেবে বলে এত প্রবলবেগে এত সাফল্যের সঙ্গে, যে যারাই আমাদের সংস্পর্শে আসবে তারা সকলেই পাবে বলবীর্য্য, নবজীবন, জ্ঞানের আলো। শিল্পি চাই—জীবনকে নিরাময় করবার জন্যে, দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তিলাভের জন্যে, শান্তি আর অটল বিশ্বাস গড়বার জন্যে, মনস্তাপ মুছে ফেলে তার স্থানে সেই একমাত্র সত্যকার স্থখ স্থাপন করবার জন্যে, যা রয়েছে তোমার মধ্যে, যার নাই নির্বোণ। হে ভগবান, হে অনুপম বন্ধু, সর্বেশজ্ঞিমান প্রভু, আমাদের সমগ্র সন্তার মধ্যে প্রবেশ কর, তাকে রূপান্তরিত করে চল, যত দিন না আমাদের অন্তরে, আমাদের আশ্রম করে একমাত্র তুমিই থাক জীবন্ত হয়ে।

M

गांठर्ड ४, ১৯১৪

এই প্রশান্ত সূর্য্যোদয়ের সন্মুখে আমি—সব নীরব শান্তিময় আমার অন্তরে। এমন যে মুহর্ত্ত, তোমাতে সচেতন হয়ে উঠেছি আমি, একমাত্র তুমিই আমার মধ্যে। আমার বোধ হল জাহাজের সকল যাত্রীকে আমি প্রহণ করেছি, সমান ভালবাসা দিয়ে তাদের বিরে রেখেছি, যাতে প্রত্যেকের মধ্যে তোমার চেতনার কিছু একটু জেগে উঠতে পারে।

তোমার দিব্যশক্তি তোমার অজেয় জ্যোতি এত প্রবনভাবে প্রায়শঃ অনুভব করি নাই—আর একবার অথও হয়ে উঠন আমার নিষ্ঠা, অমিশ্র আমার সানন্দ্র সমর্পণ।

হে ভগবান, সকল বেদনায় স্বস্তি দাও তুমি, তুমি দূর করে দাও সকল অজ্ঞান, হে অনুপম ভিষক্, এই জাহাজে যারা আশ্রয় নিয়েছে তাদের হৃদয়ে নিরম্ভর আসীন হও, যাতে তোমার মহিমা আবার একবার প্রকাশ পায়।

TO TO

यांठर्ठ क, ১৯১৪

তোমার জন্যে তোমার মধ্যে যাদের জীবন তারা তাদের স্থূল পারিপার্শিক, তাদের দৈনন্দিন কর্মসূচী, স্থানীয় জলবায়ু, আবেষ্টন সব পরিবর্ত্তন করতে পারে, তবুও সর্বত্র তারা পায় একই আবহাওয়া; অন্তরে অন্তরে, তোমাতে নিমপু তাদের চিন্তার মধ্যে তারা বয়ে নিয়ে চলে সে-আবহাওয়া। সর্বেত্তই তারা অনুভব করে তারা রয়েছে নিজের ষরে, কারণ সর্বত্র তারা রয়েছে তোমারই য়রে। জিনিসের দেশের নূতনম্ব, তাদের অভাবনীয়ম্ব, তাদের শোভা দেখে তারা আর চমৎকৃত হয় না। কারণ, তারা দেখে সকলের মধ্যে তুমিই বাস কর, আর য়ে চিরম্থির জ্যোতি সর্বেদা রয়েছে তাদের সঙ্গে, কুদ্রতম ধূলিকণারও মধ্যে তা পরিস্কুট। সমস্ত পৃথিবী তোমার গুণগান করে: সকল অন্ধকার দৈন্য অজ্ঞান সম্বেও, ও-সবেরই ভিতর দিয়ে তবু তোমারই প্রেমের মহিমা আমর। সাক্ষাৎ করি, তারই সঙ্গে নিরস্তর সর্বত্র সংযোগ স্থাপন করি।

হে ভগবান, হে মধুর রাজরাজ, এই জাহাজের উপরেই আমার এ সমস্ত উপলব্ধি হয়েছে। জাহাজখানি মনে হয় যেন শান্তির ধাম, পুণ্য-মন্দির— তোমারি পূজা দিয়ে যেন সে চলেছে অসাড় অবচেতনার তরঙ্গরাশি ভেদ করে। সে অবচেতনা আমাদের জয় করতে হবে, তাকে তোমার দিব্যসন্তার চেতনায় জাগ্রত করে তুলতে হবে।

পুণ্য সে দিন যে দিন তোমায় আমি জানতে পেরেছি, হে অনির্বেচনীয় শাশুত।

সকল দিনের মধ্যে পুণ্যতম সে দিন যে দিন অবশেষে জাগ্রত হয়ে পৃথিবী তোমায় জানবে, কেবল তোমারই জন্যে জীবন ধারণ করবে।

गांठा ५०, ५७५८

রাত্রির নীরবতায় তোমার শান্তি সর্বেত্র বিরাজ করে, আমার হৃদয়ের নীরবতার মধ্যেও তোমার শান্তি সর্বেদা বিরাজ করে। আর যখন এই দুটি নীরবতা এক হয়, তখন তোমার শান্তি এত শক্তিমান হয়ে ওঠে যে কোন বিপদই আর বাধা দিতে পারে না। এমন সময়ে আমার মনে হল তাদের কথা যারা জাহাজের উপর জেগে পাহারা দেয় পথ নিব্বিষু রাধবার জন্যে, হৃদর আমার কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল, আমি কামনা করলাম যাতে তাদের অন্তরে শান্তি নেমে আসে, পায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। তারপর মনে হল তাদের সকলের কথা যারা একান্ত আমুবিশ্বাসী ভাবনাহীন নিশ্চেতনার যুমে নিমগু, তাদের দু:খদৈন্যের জন্যে চিন্তিত হয়ে, তাদের যে প্রস্তুপ্ত দুঃখ কষ্ট জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠবে সে জন্যে করুণাদ্র চিত্তে আমি কামনা করলাম যাতে তাদের হৃদয়ে তোমার শান্তির একটুখানি অন্তত স্থান পায়, আধ্যান্মিক জীবন যেন তাদের মধ্যে ফুটে ওঠে, আলে। এসে দূর করে যেন অজ্ঞান অন্ধকার। তারপর यामात्र मत्न रन रनहे गव जीरवत कथा यात्रा এहे विश्वन गांगरतत वूटक वांग करत, কামনা করলাম যাতে তাদেরও উপর প্রসারিত হয় তোমার শাস্তি। মনে হল তারপর তাদের কথা যাদের ফেলে এসেছি বছদ্রে, যাদের প্রীতি এখনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, গভীর স্নেহভরে তাদের জন্যে প্রার্থনা করলাম যাতে তারা পায় তোমার সচেতন ও স্থায়ী শান্তি, তোমার শান্তির পরিপূর্ণতা, তাদের গ্রহণসামর্ধ্যের অনুপাতে। তারপর আমার মনে হল তাদের কথা যাদের কাছে আমরা চলেছি, যারা বালস্থলত কাজকর্ম নিয়ে ব্যতি-ব্যস্ত, যারা অজ্ঞানের অহংকারের বশে, হীন স্বার্থর জন্যে নড়াই করে চলে ; তাদের হয়ে, তীব্রভাবে বিপুল আম্পৃহা নিয়ে আমি প্রার্থনা করলাম যাতে তারাও লাভ করে তোমার শান্তির পরিপূর্ণ জ্যোতি। তারপর আরো আমি চিন্তা করলাম তাদের কথা যাদের আমি চিনি, যাদের আমি চিনিনা; যে অখণ্ড জীবনধারা পরিসক্র্ত্ত হয়ে চলেছে, যা-কিছু রূপের পরিবর্ত্তন করেছে, যা রূপ গ্রহণ করেনি এখনো, এ সকলের কথা, আরো তাদের কথা যাদের আমি চিন্তায় আনতে পারি না, আবার যা-কিছু আমার স্মৃতির মধ্যে জাগ্রত রয়েছে, আর যা-কিছ বিস্মৃত হয়েছি—এদের সকলের জন্যে গভীর সমাহিত চিত্তে, নীরব আরাধনায় তোমার শাস্তি আমি ভিক্ষা করলাম।

86

মাচর্চ ১২, ১৯১৪

ভগবান আমার একমাত্র আম্পৃহা, প্রতিদিন যেন ক্রমে তোমাকে আরো ভাল করে জানতে পারি, আরো ভালো করে সেবা করতে পারি। বাহিরের অবস্থায় কি এসে যায় ? প্রতিদিন মনে হয় তা যেন ক্রমে আরো নিরপ কি আরো মায়াময় হয়ে চলেছে। বাহিরে যা ঘটে তার উপর আমার মনোযোগ ক্রমেই কমে আসছে; কিন্তু যে জিনিসটির মূল্য আমার কাছে বেড়ে চলেছে, যার উপর আমার মনোযোগ তীব্র হয়ে উঠেছে—তা হল, তোমাকে ভাল করে জানা, যাতে ভাল করে তোমার সেবা করতে পারি। সকল বাহ্য ঘটনা এই লক্ষ্যের দিকে একমুখী হবে, শুধু এই লক্ষ্যেরই দিকে—আর তা নির্ভর করে কি চক্ষে সে-সব ঘটনা আমরা দেখি তার উপর। সকল জিনিসের মধ্যে নিরস্তর তোমাকে আবিকার করবার, সকল অবস্থার মধ্যে ক্রমে স্কুতর তোমাকে প্রকাশ করবার সঙ্কলপ—এই মনোভাবের মধ্যেই রয়েছে পরমা শান্তি, পরিপূর্ণ প্রসনুতা, সত্যকার তৃপ্তি। তাকেই ধরে জীবন পুস্ফুটিত হয়, বিস্তৃত হয়, প্রসারিত হয় এমন মহৈশুর্য্য নিয়ে, এমন পরিপ্রাবনের মহিমা নিয়ে যে কোন ঝঞ্জাবাত্যাই তাকে আর বিক্রুক করতে পারে না। ভগবান, তুমি আমাদের রক্ষাকবচ, আমাদের একমাত্র স্থ্র্ধ তুমি;

ভগবান, তুমি আমাদের রক্ষাকবচ, আমাদের একমাত্র স্থুপ তুমি; আমাদের প্রোজ্জন জ্যোতি, বিশুদ্ধ প্রেম, আমাদের আশা, আমাদের শক্তি, তমি আমাদের জীবন, আমাদের সতার সদ্বস্ত ।

শ্রদ্ধার পুলকে পরিপূর্ণ হৃদর নিয়ে তোমায় অচর্চন। করি, প্রণাম করি।

M

गांठर्ठ ১৩, ১৯১৪

চেতনার কত না স্তর, আর কত বিভিন্ন রকমের। তবে ঐ শব্দটি শুধু সেই জিনিসটির জন্য ব্যবহার করা উচিত জীবের অন্তরে যা তোমার সানিধ্যে আলোকিত, যা তোমার সঙ্গে একীভূত, তোমার পরাচেতনার অঙ্গীভূত, সেই জিনিসটির জন্য যার আছে জ্ঞান, যা, বুদ্ধের কথায়, ''সম্যক্সমুদ্ধ"।

এ অবস্থা ছাড়াও চেতনার অনস্ত স্তর রয়েছে—সর্বিনিমু স্তরে চেতনা নেমে গিয়েছে পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে, যা সত্যসত্যই অচেতনা, এমন একটা রাজ্য যাকে তোমার দিব্য প্রেমের আলো এখনো স্পর্শ করেনি (জড়ের মূলবস্ত সম্বন্ধে এ কথা অসম্ভব বলেই মনে হয় যদিও) অথবা তা এমন একটা জিনিস যা কোন না কোন অক্সানের জন্যে রয়ে গেছে আমাদের ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের জগৎ থেকে বাহিরে।

তবুও এ হল কেবল বলবার একটা ধরণমাত্র আর তা খুবই অসম্পূর্ণ। কারণ যে মুহূর্ত্তে সন্তা সঞ্জান হয়েছে তোমার অন্তিম্ব সম্বন্ধে, আর তোমার চেতনার সঙ্গে একীভূত হয়েছে, তখন সে সর্ব্বে এবং সর্ব্বে বস্তুর মধ্যে সচেতন হয়েছে। কিন্তু এই পরাচেতনা ক্ষণস্বামী কেন বুঝতে পারি যদি সমরণে রাখি আমাদের সন্তার উপাদান বছল ও জাটল, তারা সকলে সমানতাবে আলোকিত নয় আর তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে একের পর অন্যে, যুগপৎ নয়। তবে এ রকমে পর-পর সক্রিয় হয়ে ওঠে বলেই, তারা ধীরে ধীরে নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে, তাদের বহির্দ্মুখী ও অন্তর্মুখী—দুটি যদিও একই—অভিজ্ঞতার কলে, অর্থাৎ যখন তারা তোমাকে অবিকার করে তাদের মূল সন্তার অতলে।

অবচেতনা হল যথাযথ সাক্ষাৎপ্রত্যয় আর পূর্ণ অঞ্জান-অন্ধকার এ দুরের অন্তর্বন্তী রাজ্য। অধিকাংশ জীব, অধিকাংশ মানুম অন্তত এই অবচেতনায় নিরন্তর বাস করে। অলপ লোকই একে ছাড়িয়ে উঠতে পারে, তবু এ বিজয় অধিগত করতে হবে। সচেতন হওয়া, এ কথার সত্যকার অর্থ হল সমগ্রভাবে তুমিই হয়ে ওঠা। আর য়ে কর্ম্ম আমাদের সম্পাদন করতে হবে, পৃথিবীর উপর য়ে ব্রত উদ্যাপন করতে হবে, এই ত তার স্বর্মপ-পরিচয়।

ভগবান, অন্ধকার থেকে আমাদের মুক্ত করে নিয়ে এস, তাই কর যাতে আমরা সম্পূর্ণ জেগে উঠতে পারি।

হে নধুনর প্রেমরাজ । তোমার মধ্যে আমার চেতনা যেন হয় একমুখী, 
যাতে তোমার প্রেম ও জ্যোতি আশ্রম করে চলতে পারে আমার জীবন—আর
সে প্রেম ও জ্যোতি আমার ভিতর দিয়ে যেন চারদিকে বিকীর্ণ হয়, পথের
সঙ্গীসকলের মধ্যে যেন তা জেগে ওঠে। এই স্থূল যাত্রা যেন হয় আমাদের
কর্ম্মের প্রতীক; সর্বেত্র যেন আমরা তোমার চিহ্ন রেখে যেতে পারি, আলোর
আর প্রেমের তরঙ্গরেখায় প্রতিচছায়ার মত।

হে দিব্য অধীশুর, হে সনাতৃন গুরু, তুমি সকল বস্তুর মধ্যে, সকল সন্তার মধ্যে বাস কর, একান্ত অজ্ঞান যে তারো। দৃষ্টিতে তোমার প্রেম স্ফুট হয়ে ওঠে। সকলে তারা যেন তাদের সন্তার গভীরে এ প্রেমকে জানতে পারে, তাদের হৃদয় থেকে চিরকালের জন্য ঘূণা যেন দূর হয়ে যায়।

আমার কৃতজ্ঞতা সাগ্রহে উঠে চলে তোমার দিকে, যেন একখানি শ্রান্তিহীন সঙ্গীত।

W.

CH

मोठर्ठ ১৪, ১৯১৪

মরুতুমির অবিচল অভঙ্গ নির্জনতায় রয়েছে তোমার মহিময়য় স্থিতির কিছু আভাস। তাই আমি এখন বুঝি তোমাকে লাভ করবার একটা প্রকৃষ্ট উপায় চিরকাল ধরে কেন হয়ে এসেছে বালুরাশির বিপুল বক্ষের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ। কিন্তু তোমাকে যে জানতে পেরেছে তার পক্ষে তুমি সর্বের সর্বে বস্তুর মধ্যে, একটি জিনিসের চেয়ে আর একটি বিশেষ জিনিস তোমাকে যে স্পুর্তুতরভাবে প্রকাশ করতে পারে তা সে বোধ করে না। যে সব জিনিস আছে, আর অ নক যে সব জিনিস এখনো হয়নি, তাদের সকলেরই তোমাকে প্রকাশ করবার জন্যে প্রয়োজন। তোমার দিব্য প্রেম জগতের মধ্যে এসে কাজ করে, তাই ত প্রত্যেক বস্তুর প্রয়াস জীবনকে তোমার অভিমুখে প্রচালিত করতে। আমাদের দৃষ্টি যখন খুলে যায় তখন সর্ব্বাই এই চেষ্টার সাক্ষাৎ পাই।

ভগবান, হৃদয় আমার তোমার জন্যে পিপাসিত, আমার চিন্তা সদাসর্বিদা তোমার অনুসন্ধানে। নির্বাক পূজা আমার, গ্রহণ কর আমার প্রণাম।

M

यां ठठ ५८, ১৯১৪

আমার চিস্তা তোমাতে পূর্ণ, পূর্ণ আমার হৃদয়, আমার সকল সত্তা তোমার সানিধ্যে পরিপূর্ণ। শাস্তি আমার ক্রমে বেড়ে চলেছে, সেখানে স্থির প্রসন্ন এমন অমিশ্র এক স্থখ জন্ম নিয়েছে মনে হয় তা যেন বিশ্বের মতই ব্যাপক, আর যে অমেয় অতলতার অস্তরে তুমি রয়েছ তারই মত গভীর।

কি নীরব নির্দ্মল সেই সব রাত্রি যে-সময়ে আমার পরিপ্লুত হৃদয় তোমার দিব্যপ্রেমের সঙ্গে একীভূত হয়ে, সকল জিনিসের মধ্যে প্রবেশ করে, সকল জীবন আলিঙ্গন করে, সকল চিন্তা আলোকিত করে সঞ্জীবিত করে, সকল চিন্তাবেগ শুদ্ধ করে, সকল সন্তার মধ্যে জাগ্রত করে তোমার অনুপম সানিধ্যের চেতনা আর সে সানিধ্যের ফল যে অনির্বেচনীয় শান্তি তারও চেতনা।

হে ভগবান, এই চেতনা আর এই শান্তি যেন নিরম্ভর আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে চলে, যাতে তোমার অদিতীয় দিব্যবিধানের আমরা স্কুঠু হতে স্কুঠুতর একনিষ্ঠ সেবক হয়ে উঠতে পারি।

磁

मांठर्ठ ১৭, ১৯১৪

যে মুহূর্ত্তে শারীরিক অবস্থা কিছু কটকর হয় এবং ফলে অস্বস্থি দেখা দেয়, তখন যদি আমরা তোমার ইচছার কাছে সম্পূর্ণ আম্বসমর্পণ করি, জীবন বা মৃত্যু, স্বাস্থ্য বা ব্যাধিকে অগ্রাহ্য করে, তাহলে তখনি আমাদের সমস্ত সত্তা তোমার প্রেম আর তোমার জীবনের দিব্য-ছন্দে এক হয়ে যায় আর সকল শারীরিক অস্ত্রস্থতা বিদূরিত হয়, তার পরিবর্ত্তে দেখা দেয় স্থির গভীর শান্তিপূর্ণ স্বাস্থ্য।

আনি লক্ষ্য করেছি যথন আমরা এমন কাজ হাতে নিই যাতে প্ররোজন শরীরের সহ্যগুণ, তথন যে বস্তু সব চেরে বেশি নিয়ে আসে ক্লান্তি, তা হ'ল আগে থেকেই যত বাধাবিপত্তি আমাদের হতে পারে তাই নিয়ে জলপনা। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হল, প্রতিমুহূর্ত্তে ঠিক সেই সময়ের জন্য যে বাধাবিপত্তি এসে দাঁড়ায় শুখু তার দিকে নজর দেওয়া। এতে চেষ্টা সহজ হয়ে আসে, কারণ চেষ্টার মাত্রা হয় বাধার বিরুদ্ধে আমরা যতখানি মোটশক্তি প্রয়োগ করতে পারি সেই অনুপাতে। শরীর একখানি চমৎকার যন্ত্র; মনই জানে না, তাকে কি রকমে ব্যবহার করা যায়; তার নমনীয়তা, তার আনুগত্য যাতে বৃদ্ধি পায়, তা না করে পরিবর্ত্তে তাকে দেয় একটা কাঠিন্য—পূর্বেকলিপত সব ধারণা আর প্রতিকূল ভাবনার ফলে।

কিন্ত, ভগবান, পরা বিদ্যা হল তোমার সঙ্গে একীভূত হওয়া, তোমারই উপর নির্ভর রাখা, তোমার মধ্যে বাস করা, "তুমি"ই হয়ে যাওয়া—তখন আর অসম্ভব বলে কিছু থাকে না, কারণ সে-মানুষ তখন প্রকাশ করে তোমার আপন সর্ব্বক্তিমত্তা।

ভগবান, তোমার অভিমুখে আমার আম্পৃহ। উঠে চলেছে যেন নি:শব্দ স্বতি, মূক আরাধনা। তোমার দিব্য প্রেমে হৃদয় আমার আলোকিত। ভগবান, হে রাজরাজ, প্রণাম তোমায়।

মাচর্চ ১৮, ১৯১৪

তুমি পূর্ণ জ্ঞান, পরাচেতনা। তোমার সঙ্গে একীভূত যে, যতক্ষণ তার এই ঐক্য, ততক্ষণ অন্তত সে সর্বজ্ঞ। কিন্তু এই অবস্থায় পৌঁ ছিবার পূর্বেও, যে-মানুষ তার সন্তার সমস্ত আন্তরিকতা দিয়ে, তার সমস্ত সচেতন সঙ্কলপ নিয়ে তোমার কাছে নিজেকে ধরে দিয়েছে, যে সর্বেতোভাবে তার চেষ্টা দিয়ে সাহায্য করবার জন্যে দৃচ্চিত্ত হয়েছে যাতে তার নিজের মধ্যে আর তার প্রভাবের সকল ক্ষেত্রের মধ্যে তোমার প্রেমের দিব্য বিধান প্রকাশ পায় ও জয়ী হয়, সে-মানুষ দেখতে পায় তার জীবনে সবই পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে, যা-কিছু ঘটছে সবই তোমার বিধানকে প্রকাশ করে চলেছে, তার আম্বনিবেদনের স্থযোগ হয়ে উঠেছে। তার পক্ষে সবচেয়ে শ্রেয় যা তাই ঘটে। তার বুদ্ধির মধ্যে তথন পর্যান্তও যদি কিছু যোর থাকে, এমন কোন অন্ত বাসনা যার জন্যে সেক্ষণাৎ তাকে ধরে ফেলতে পারে না, তাহলেও শীঘু হোক বিলম্বে হোক সে ক্রেম্বে চলেছে, তার জন্যে এমন সম্পূর্ণ অনুকূল অবস্থা এনে ধরে যাতে তার বিকাশ ও রূপান্তর ঘটে, ঘটে সর্বেক্সিণ রূপান্তর ও সাথ কতা।

যখন আমাদের মধ্যে জাগে এই চেতন। আর দৃঢ়নিশ্চর তখন ভবিষ্যতে কি হবে, ঘটনাচক্র চলবে কি ধারায় তা নিয়ে আর আমাদের কোন দুশ্চিন্তা থাকে না। তখন পরিপূর্ণ প্রসনু চিত্তে প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা সেই কাজ করি যা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে হয়, তখন বুঝতে পারি তার ফল যা হবে তাওু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, যদিই বা সে-ফল আমাদের সঙ্কীণ বিবেচন। অনুসারে আমাদের প্রত্যাশ। অনুযায়ী না হতে পারে।

তাই ত, হে ভগবান, হৃদয় আমাদের লঘুভার, চিন্তা আমাদের প্রশান্ত, তাই ত একান্ত নির্ভর নিয়ে তোমার দিকে ফিরে দাঁড়াই, শান্তমনে বলি— তোমার ইচছাই পূর্ণ হোক, তারই মধ্যে সত্যকার সম্মেলন সংসাধিত হয়।

W

गांठर्ठ ३२, ३२३।

হে ভগবান, হে সনাতন গুরু। তোমায় কোন নাম দেওয়া যায় না, ধারণা দিয়েও তোমাকে ধরা যায় না; তবুও তোমাকেই আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে অধিক হতে অধিকতর উপলব্ধি করতে চাই। হে ভগবান, সকলের বুদ্ধিকে উজ্জ্ঞলকর, সকল হৃদয় উদ্ভাসিত কর, সকলের চেতনা রূপান্তরিত কর। প্রত্যেকেই

যেন সত্যকার জীবনের চেতনা লাভ করে, অহংকারকে আর অহংকারের অনুচর বেদনা-যম্রণাকে সরিয়ে দিতে পারে। তবে ত তারা তোমার যে দিব্য যে শুদ্ধ প্রেম সকল শান্তির ও স্থপের উৎস তার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। আমার হৃদর তোমাকে দিয়ে এতখানি ভরে উঠেছে, মনে হয় তা যেন অনস্ত অবধি প্রসারিত হয়ে গিয়েছে। তোমার সানিপ্রে আলোকিত বৃদ্ধি আমার জলছে যেন একখানি নিকলম্ব হীরকখণ্ড। অনুপম যাদুকর তুমি, তুমি সব জিনিস রূপান্তরিত কর, কদর্য্য হতে তুলে ধর সৌদর্য্য, অম্বন্ধার হতে আলো, পদ্ধ থেকে নির্ম্বল জল, অজ্ঞান থেকে জ্ঞান, অহংকার থেকে নৈত্রী।

তোমার মধ্যে, তোমাকে ধরে, তোমার জ্বন্যে আমাদের জীবন, তোমার বিধান আমাদের জীবনের পরম নিয়ন্তা।

সর্বেত্র তোমার ইচছা পূর্ণ হোক, সমস্ত পৃথিবীর উপরে তোমার শান্তি বিরাজ করুক।

M

गांठर्ठ २०, ১৯১৪

চেতনা তুমি, জ্যোতি তুমি, সকল জিনিসের অন্তন্তবে শান্তি তুমি; প্রেম্
তুমি, রূপান্তর এনে দাও; জ্ঞান তুমি, দূর কর তমিস্রা। তোমার অনুভব
করতে হলে, তোমার দিকে আম্পৃহা রাখতে হলে আগে দরকার অবচেতনার
বিশাল সাগর থেকে উঠে আসা, নিজের সন্তাকে দানা বাঁধতে দেওয়া, নিজেকে
বিশিষ্ট করে গড়ে তোলা যাতে প্রথমে নিজেকে জানতে পারে, পরে নিজেকে
দিয়ে দিতে পারে—কারণ সেই নিজেকে দান করতে পারে, যে নিজের হয়ে
উঠতে পেরেছে। এই যে দানা-বাঁধা তা সাধন করতে হলে, আবেষ্টনের
একাকার অবস্থা থেকে বাহিরে চলে আসতে হলে, কি যত্ন কি প্রয়াস না করতে
হয়। আর কি যত্ন কি প্রয়াসই না আবার আরো দরকার নিজেকে দান করতে
হলে, ব্যক্তিসত্তা যখন গড়ে উঠেছে, তখনই তাকে সরিয়ে দিতে।

অতি অলপ লোকই স্বেচ্ছায় এই চেষ্টা করতে চায়। তাইত জীবন তার অপ্রত্যাশিত নিকরণতার চাপ দিয়ে মানুমকে বাধ্য করায় যাতে অনিচ্ছাতেই সে চেষ্টা করে—তখন আর তার অন্য গতি থাকে না। এই রকমেই ধীরে ধীরে তোমার কাজ সিদ্ধ হয়, সকল বাধা বিপত্তি সম্বেও।

THE STATE OF

योग्र्ट २५, ১৯১৪

প্রতিদিন প্রাতে আমার আম্পৃহা উঠে চলে তোমার দিকে, আর পরিতৃপ্ত বুকের নীরবতার মধ্যে আমি এই কামনা করি, তোমার প্রেমের বিধান যেন প্রকটিত হয়, তোমার ইচ্ছাই যেন প্রকাশিত হয়। এই বিধান, এই ইচ্ছাকে রূপ দেবে যে পরিস্থিতি তাকে আনন্দের সঙ্গে আমি আগে থেকেই বরণ করি।

তবে, কেন চঞ্চল হয়ে পড়ি, কেন কামনা করি, অবস্থা কেবল অবস্থা হিসাবেই হোক এ রকম, অন্যরকম নয়; কেন সিদ্ধান্ত করে ধরি এই রকম ঘটনাসমাষ্টিই হবে শ্রেষ্ঠ যে সম্ভাবনা তার প্রকাশ, আর তারপর নিদারুণ লড়াইয়ে নেমে পড়ি যাতে এই সম্ভাবনা সব বাস্তব হয়ে ওঠে! কেন আমাদের সমস্ত শক্তিই নিয়োগ করি না এই একমাত্র সম্ভল্প নিয়ে, আন্তর নির্ভরের প্রশান্তিকে আশুর করে, যাতে তোমার বিধান সর্বেত্র সর্বেদা জয়লাভ করে, সকল অপ্তান সকল অহংকার দূর করে! যে মুহূর্ত্তে এ মনোভাব গ্রহণ করতে পারি, দৃষ্টি-মণ্ডল দেখি কত প্রসারিত হয়ে যায়, সকল দুশ্চিন্তা অন্তহিত হয়, তার পরিবর্ত্তে দেখা দেয় অবিচল আলো, নিঃস্বার্থতার অবাধ শক্তি। ভগবান, তুমি যা চাও, তাই চাওয়া—এই ত তোমার সঙ্গে নিত্য সাযুজ্য, এই ত সকল নৈমিত্তিকতা থেকে মুক্তি, সকল সঙ্কীর্ণতা থেকে পরিত্রাণ, এই ত বুক ভরে শুদ্ধ স্থস্থ হাওয়া নিঃশ্বানের সঙ্গে গ্রহণ করা, নিরর্থক সব পরিশ্রম পরিহার করা, সকল দুর্ভার ফেলে দিয়ে হালকা হয়ে ক্ষিপ্রপদে ছুটে চলা সেই লক্ষ্যের দিকে, যা হওয়া উচিত আমাদের একমাত্র গন্তব্য—তোমার বিধানের বিজয়।

ভগবান, পরম নির্ভর নিয়ে তোমায় প্রণতি জানাই এই স্থপুভাতে।

W.

यां ठर्ट २२, ১৯১৪

হে ভগবান, হে প্রেমময় রাজরাজ, তাদের চেতনাকে, তাদের হৃদয়কে
উজ্জল কর। তোমার দিকে ফিরবার জন্যে তারা ত চেটা করেছে; তবে
অজ্ঞানের জন্যে হয়ত তোমাকে চেয়ে তাদের প্রার্থনা উঠে চলেনি, ভুল ধারণা
সব এসে তাদের আম্পৃহার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও তোমার করুণা
যেখানেই সদিচছা পেয়েছে তাকে সদ্ব্যবহারে এনেছে। আন্তরিকতার
স্বলপও যথেট, তারই স্থ্যোগ নিয়ে তোমার দিব্য জ্যোতি বুদ্ধিকে উজ্জল
করে; তোমার পরম-প্রেম মানুষের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ ক'রে, তাকে পূর্ণ

ক'রে তোলে সেই বিশুদ্ধ সেই সমুচচ মৈত্রী দিয়ে যা তোমার দিব্য-বিধানের এক সংর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তোমার সঙ্গে সত্যকার যখন সংযোগ হয়েছে তখনই তোমার ইচ্ছাকে আশ্রুয় করে তাদের জন্যে যা আমি ইচ্ছা করেছি তা যেন তারা গ্রহণ করতে পারে, এই আমার প্রার্থনা, ভগবান—তাদের সে শুভদিনে বাহিরের সাময়িক প্রয়োজন সব ভুলতে তারা চেষ্টা করেছে, ফিরে দাঁড়িয়েছে তাদের মহত্তম চিন্তা, শ্রেষ্ঠতম অনুভবের দিকে।

তোনার অনুপম সানিধ্যের যে পরম প্রশান্তি, তা যেন তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়।

THE

गांठर्ठ २७, ১৯১৪

আমি বলি আদর্শ অবস্থা হল তাই যখন তোমার চেতনায় নিরম্ভর সচেতন থেকে, কোন চিন্তা না করে, স্বতঃই আমরা জানতে পারি কি কাজ করলে তোমার দিব্য বিধানের স্পুঠুতম প্রকাশ সম্ভব হতে পারে। এ অবস্থাকে আমি জানি, কারণ তা আমার কখন কখন হয়েছে কিন্তু কি উপায়ে, সে-জ্ঞান প্রায়ই থেকে বায় কুয়াসায় ঢাকা। তখন বুদ্ধির ছারস্থ হতে হয়, যে বুদ্ধি আদর্শ পরামর্শদাতা নয়। তাছাড়া, প্রতিমুহূর্ত্তেই ত বিনা চিন্তায় আমরা কত কাজ যে করে যাই, সে-কথা না হয় না-ই বলনাম—তখন যা কাজ করি তা হল ঠিক সেই মুহূর্ত্তের অনুপ্রেরণার বশে। তবে জানতে হবে কতখানি তোমার দিব্যবিধানের সঙ্গে তাদের মিল রয়েছে, আর কতখানি বা রয়েছে বিরোধ—সব নির্ভর করে অবচেতনার কি অবস্থা তখন, সে-সময়ে তার মধ্যে কোন জিনিসটি সক্রিয় হয়েছে তার উপর। কাজটি শেষ হয়ে গেলে, তার কোন বিশেষত্ব কিছু থাকলে, যদি তার উপর দৃটি দেই, বিশ্লেষণ করি, বুঝে দেখি, তবে তার থেকে আমরা শিক্ষালাভ করতে পারি, কি প্রেরণা নিয়ে কাজটি করেছি তার জ্ঞান আমাদের হয়, আর যে অবচেতনা এখনও আমাদের চালিয়ে নেয়, যাকে এখনও আমাদের জয় করতে হবে তারও জ্ঞান কিছু আমাদের হয়।

সব পাথিব কর্ম্মেরই আছে একটা ভাল দিক, একটা মল দিক—না থাকাই অসম্ভব। এমন কি যে কর্ম্ম ভগবৎ-প্রেমের দিব্যতম বিধানকে সর্ব্বাপেক্ষা স্থলরভাবে প্রকাশ করে, তারও মধ্যে থাকে বিশৃঙ্খলা, অজ্ঞান-অদ্ধকার কিছু—কারণ, এ বস্তু বর্ত্তমানের জগতের অঙ্গীভূত হয়ে আছে।

এমন মানুষ আছে যারা সব জিনিসেরই কেবল কালো দিকটা দেখতে পায়, তাদের বলা হয় নিরাশাবাদী। আবার, আশাবাদী বলে তাদের যারা দেখে কেবল আলোর, স্থলরের স্থ্যমার দিকটি। অজ্ঞানে আশাবাদী হওরা যদি উপহাস্যতার আর মূচতার পরিচয় হয় তবে সজ্ঞানে স্বেচছায় আশাবাদী হওয়া একটা বাঞ্চনীয় সিদ্ধি নয় কি ? নিরাশাবাদীর দৃষ্টিতে যা-কিছু আমরা করি সব দূষিত, সবই অজ্ঞতা ও অহংকার-প্রসূত—এমন মানুষকে কি রকমে সম্ভষ্ট করা যায় ? অসম্ভব সে চেটা।

উপায় একমাত্র—তা হল যত উদ্ধৃতিম যত শুদ্ধতম জ্যোতির ধারণা আমরা করতে পারি তার সঙ্গে যথাসম্ভব একীভূত হওয়া, পরম চেতনার সঙ্গে যত পূর্ণভাবে সম্ভব একীভূত হওয়া, এই চেষ্টা করা যাতে কেবল তার কাছ থেকেই সকল অনুপ্রেরণা আমাদের আসে, যাতে পৃথিবীর উপর তার প্রকাশের পথ আমরা যথাসম্ভব স্থাম করে তুলতে পারি, আর তার শক্তির উপর পরপূর্ণ আস্থা রেখে আমরা সকল ঘটনা নির্নিকার চিত্তে দেখে যেতে পারি। যেহেতু বর্জমান স্থাইর মধ্যে সব জিনিসই মিণ্রিত, বুদ্ধিমানের কাজ হল, আমাদের সামর্থা যতদূর যায় তা করা, উদ্ধৃ হতে উদ্ধৃতর আলোর দিকে উঠে চলবার চেষ্টা করা, এই বাস্তব সত্যাটি স্বীকার করা যে পূর্ণতান পূর্ণতা বর্জমানের মুহূর্ত্তে অলভ্য।

তবুও এই অনধিগম্য পূর্ণ তার দিকেই, কী তীব্র আম্পৃহা নিয়ে না

আমাদের চলতে হবে।

W.

यां रह, ३७३८

কাল আমি যে-সব চিন্তা করেছি তা থেকে মোট এই সিদ্ধান্তটি স্থির হয় যে যত বাধা-বিপত্তির ভোগ আমার হয়েছে তা সব এসেছে একটা আশঙ্কা থেকে—সে আশঙ্কা হল, হয়ত তোমার দিব্য-বিধানের সঙ্গে আমি একীভূত নই, হতে পারিনি। বাস্তবিক, বাধা বিপত্তি আসে ঠিক তথন যথন এই একম্ব সম্পূর্ণ নয়—সম্পূর্ণ যদি হত, তা হলে এ প্রশু আমি নিজেকে জিজ্ঞাসাই করতে পারতাম না। ফলত, নিজের উপলব্ধি থেকে আমি জানি সে-অবস্থায় কোন বাধা-বিপত্তিই সম্ভব নয়।

যখন আমাদের তুল হয়, যখন আমরা একটা দোষ করে বসি, তখন যে-চিন্তা আমাদের হওয়া উচিত তা নিজেকে এ-কথা বলা নয়, ''আমার আরো ভালোভাবে করা উচিত ছিল, এ-কাজ না করে, ও-কাজটি করা উচিত ছিল''; তা নয়, বলা উচিত, ''শাশুত চেতনার সঙ্গে আমার যথেষ্ট মিলন ছিল না, এই চরম ও পূর্ণ মিলন সাধন করতে আমি সচেষ্ট হব।'' কাল বিকেলে যখন আমি অনেকক্ষণ ধরে ধ্যানমগু ছিলাম, তখন বুঝতে পারলাম শেষে, চিন্তার বিষয়ের সঙ্গে এক হরে যাওয়ার অর্থ কি। এই যে উপলব্ধির স্পর্শ আমি পেয়েছি তা শুরু মনের নৈতিক অবস্থা নয়, তা পেয়েছি চিন্তার একাগ্রতা ও পূর্ণ সংযমের ফলে। আমি বুঝেছি যে আমার দীর্ঘ দীর্ঘ কাল প্রয়োজন হবে এই উপলব্ধিকে পূর্ণাঙ্গ করবার জন্যে। এই হল একটা জিনিস যা আমি আশা করেছি ভারতে এসে আমার লাভ হবে—অবশ্য তুমি যদি তোমার কাজের জন্য তা প্রয়োজন মনে কর।

আমার ক্রমগতি মন্থর, অতি মন্থর। তবে আশা করি ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ তা হবে স্থায়ী, থাকবে সকল উপান-পতনের উদ্ধের্।

ভগবান, আমার ব্রত যেন আমি উদ্যাপন করতে পারি, তোমার সর্ব্বাফীণ প্রকাশে যেন সহায় হতে পারি।

## TOTAL

यां ठर्ठ २७, ১৯১৪

চিরদিন যেমন তেমনি নীরব অদৃশ্য অথচ সর্ব্বশক্তিমান তোমার কর্ম্বরার সক্রির হরে উঠল। যাদের চেতনা মনে হয়েছিল সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ, সেইসব জীবের মধ্যে তোমার দিব্য জ্যোতির একটা অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে। আমি বেশ জানতাম, তোমার সানিধ্যকে ডাকা কথন বৃথা যার না। হৃদয়ে আস্তরিকতা নিয়ে যদি তোমার সঙ্গে আমি সংযোগ স্থাপন করি—যে কোন আধারের ভিতর দিয়ে, তা স্থূল শরীর হোক অথবা মনগ্র মানবজাতি হোক—তাহলে, সেই আধার দেখবে অজ্ঞান সত্বেও তার অচেতনা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। কিন্তু যথন এক বা একাধিক ব্যাষ্ট আধারের সজ্ঞানে রূপান্তর সাধন হয়, যথন ভস্মাচছাদিত অগিনিখা অকসমাৎ বহির্গত হয়ে সমগ্র সত্তাকে আলোকিত করে, তখন পরম আনন্দে তোমার অবাধ ক্রিয়াকে স্থাগত করি, আর একবার তোমার অমোধ শক্তির প্রমাণ হ'ল এ ঘোষণা করি, তখন আশা জাগে মানুষের অন্যান্য স্থখরাজির সত্বে সত্যকার স্থথের এক নূতন সম্ভাবনা যোগ হতে চলেছে।

ভগবান, আমার ভিতর থেকে তোমার দিকে এক তীব্র উদ্গীথ উঠে চলেছে, তাতে প্রকাশ পেয়েছে, দুঃখকাতর মানবজাতির কৃতজ্ঞতা। সে-মানুষকে তুমিই আলোকিত, রূপাস্তরিত মহিমান্থিত করে চলেছ, তাকে তুমি দিয়েছ দিব্যজ্ঞানের শাস্তি।

THE

66

गांठर्ड २৮, ১৯১৪

যে দিন যাত্রা করেছি তথন থেকেই প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে ক্রমে দেখতে পেয়েছি তোমার দিব্য হস্তের পরিচালনা, সর্বত্ত তোমার বিধান প্রকাশ হয়ে চলেছে—এ যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সে দৃঢ় প্রত্যের আমার না থাকলে আমার আশ্চর্য্যের আর সীমাশেষ থাকত না।

কিন্ত কোন সময়ের জন্যে ত মনে হয় না তোমার বাইরে আমি বাস করি, অথচ দিগন্তর কখন এত দূরপুসারী হয়ে দেখা দেয়নি, জিনিসের গভীরতাও এত অতল বোধ হয়নি। হে দিব্যগুরু, পৃথিবীতে আমাদের ব্রত কি, ক্রমে যেন তা আমরা অধিকতর স্কুঠুভাবে জানতে পারি, উদ্যাপন করতে পারি; আমাদের অন্তরে যে শক্তি রয়েছে তা যেন পূর্ণ ভাবে ব্যবহার করতে পারি; আমাদের অন্তরাম্বার নীরব গভীরে, আমাদের সকল চিন্তায় সকল অনুভবে সকল ক্রিয়ায় নির্দ্ধোষে যেন প্রকাশ করতে পারি তোমার অবাধ আবির্ভাব।

আমার কাছে বড় আশ্চর্য্যের বোধ হয় যে তোমাকে সম্বোধন করে আমি কথা বলছি—এতখানি তুমি আমায় পরিপূর্ণ করে রয়েছ, আমার মধ্যে থেকে তুমিই যে চিস্তা করো, ভালোবাসো।

# TOTAL STATE

AND SERVICE

Day.

পণ্ডিচেরী, মাচর্চ ২৯, ১৯১৪

তোমাকে আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে হে পরাচেতনা, সনাতন ধর্ম। তুমি আমাদের চালিত কর, আলোকিত কর; তুমি নির্দেশ দাও, প্রেরণা দাও। এই সব দুর্বেল জীব যেন সবল হয়, ভীত যার। তারা যেন আশুস্ত হয়। তোমার হাতে তাদের আমি সমপ্রণ করি, সমপ্রণ করি আমাদের সকলের নিয়তি।



गांठर्ड ७०, ১৯১৪

যার। সমগ্রভাবে তোমার সেবক, তুমি আছ এ চেতনা যার। সম্পূর্ণ লাভ করেছে, তাদের তুলনার আমার মনে হয় আমি দূরে বহুদূরে পড়ে রয়েছি। আমি জানি যে-জিনিস আমাকে ধারণায় আনতে হবে, তার তুলনায় যে-জিনিস এখন আমার ধারণায় উদ্ধৃতিম মহত্তম শুদ্ধতম তা এখনো অন্ধকারাবৃত অজ্ঞানাচছনু। কিন্তু এ অনুভূতি আমাকে আদৌ হতাশ করে না, বরং আমার আম্পৃহাকে, আমার সামর্থ তিক, আমার ইচছাশক্তিকে সতেজ করে, সবল করে যাতে আমি সকল বাধা জয় করতে পারি; যাতে অবশেষে তোমার দিব্যবিধানের সঙ্গে, তোমার কর্মের সঙ্গে একাল্ব হতে পারি।

ধীরে ধীরে দিগুলয় পরিকার হয়ে উঠছে, পথ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে, প্রতিনুহূর্ত্তে এগিয়ে চলেছি নিশ্চয় হতে আরো-নিশ্চয়ের দিকে।

শত শত জীব যদি গাঢ়তম অজ্ঞানের মধ্যে নিমজ্জিত র'রে থাকে—কিছু এসে যার না তাতে। কাল যাঁকে আমরা দেখেছি তিনি পৃথিবীতে আছেন। তাঁর উপস্থিতিই যথেষ্ট প্রমাণ যে একদিন আসবে যখন অন্ধকার আলোকে রূপান্তরিত হবে, যখন তোমার রাজত্ব সত্যসত্যই পৃথিবীর উপর স্থাপিত হবে।

হে ভগবান, এই অত্যা\*চর্য্যের দিব্যস্রপ্তা, আনন্দে কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আমার পরিপ্লুত হয়ে যায় যখন এ চিন্তা আমি করি—আশা আমার অসীম হয়ে ওঠে। ভগবান, আমার আরাধনা সকল বাক্যের অতীত, পূজা আমার নির্বাক।

# M

এপ্রিল ১, ১৯১৪

মনে হয় তোমার দেউলের গর্ভগৃহে যেন প্রবেশ করেছি, তোমার আপন ইচছার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এক মহান আনন্দ, গভীর শাস্তি আমার অস্তরে বিরাজ করে। তবু দেখছি অস্তরের গড়া রূপ সব মিলিয়ে গিয়েছে মিথ্যা স্বপ্রের মত—তোমার বিশালতার সন্মুখে আমি দাঁড়িয়ে, নাই সেখানে স্মুম্পষ্ট সীমানা, নাই স্মৃদ্ বিধিব্যবস্থা—ব্যাষ্ট্রসত্তা যেন এখনো গড়ে ওঠেনি। সমস্ত অতীত তার বাহ্য রূপের দিক দিয়ে মনে হয় যেন একটা অসঙ্গত আরোপ মাত্র, তবু জানি তারো প্রয়োজন ছিল তার সময়ে।

কিন্ত বর্ত্তমানে সব বদলে গিয়েছে—একটা নূতন পর্য্যায়ের স্থরু হয়েছে।

64

विश्वन २, ১৯১৪

প্রতিদিনই যেই আমি লিখতে স্থক্ষ করব অমনি আমাকে থেমে যেতে হয়, যেন জানিয়ে দেওয়া হয়, যে-নূতন ধারা আমার সন্মুখে জেগে উঠছে, তা হল প্রসারণের, সংযমনের নয়। প্রতি মুহূর্ত্তের প্রতি কর্ম্মের ভিতর দিয়ে তোমার সেবা করতে হবে, তোমার সঙ্গে একীভূত হতে হবে—গভীর মৌন ধ্যানের মধ্যে দিয়ে নয়, কিয়া লিখিত হোক অলিখিত হোক, আন্তর ভাবনার ভিতর দিয়ে নয়।

তবে হৃদয় আমার অশ্রাস্তভাবে গায় তোমার স্তব, চিস্ত। আমার নিরবচিছনু তোমাতে পরিপূর্ণ ।

THE

এপ্রিল ৩, ১৯১৪

মনে হয় আমি যেন নূতন এক জীবন নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে চলেছি, অতীতের কোন নিয়ম কোন অভ্যাসই আর আমার কাজে লাগবে না। যাকে মনে হত পরিণাম, আজ দেখি তা আয়োজন মাত্র। এখন বোধ হয় এ যাবৎ যেন আমি কিছুই করি নি, অধ্যাশ্মিক জীবন যেন আদৌ ষাপন করি নি, যেন তার পথে সবেমাত্র প্রবেশ করতে চলেছি, বোধ হয়, আমি যেন কিছুই জানি না, কিছুই প্রকাশ করতে পারিখুনা, সুব উপলব্ধি অনুভব ফিরে অর্জন করতে হবে। সমস্ত অতীত যেন ধংক পড়েছে, মিখ্যাও খনে পড়েছে, সিদ্ধিও খনে পড়েছে; সব মিলিয়ে গিয়েছে যাতে সেখানে স্থান পায় এক নবজাত শিশু—সমস্ত জীবনই যাকে গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে, যার কোন কর্ম্মবন্ধনই নেই, কোন অভিজ্ঞতাই নেই যা তার উপকারে আসবে আবার কোন ভূলও নেই যা তাকে শুধরে নিতে হবে। আমার মস্তিক শ্ন্য, কোন জ্ঞান নেই, কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেই, কোন অসার চিন্তাও নেই আদৌ। আমি বোধ করি, এ অবস্থার স্রোতে যদি নিজেকে অবাধে ছেড়ে দিতে পারি, যদি জানবার বা বুঝবার চেষ্টা না করি, যদি রাজি থাকি সম্পূর্ণভাবে অবোধ সরল শিশুটির মত হয়ে যেতে, তা হলে নূতন এক সম্ভাবনা আমার সন্মুখে ফুটে উঠবে। আমি জানি আমার আমাকে চিরতরে বিসর্জন দিতে হবে, হতে হবে একখানি নিখুঁৎ সাদা-পাতা, তার উপর তোমার চিন্তা তোমার ইচছা, হে ভবান, অবাধে অবিকৃতভাবে লিখিত হবে।

#### गारमञ्ज श्रार्थना

বিপুল কৃতঞ্জতার হৃদর আমার ভরে উঠেছে, মনে হয়, যার জন্যে এত অনুষণ করেছি, সেই দারপ্রান্তে আজ অবশেষে উপস্থিত হয়েছি।

ভগবান, আমাকে শুদ্ধ কর, আমাকে নিরহং কর, তোমার দিব্য ভালবাসা দিয়ে ভরাট কর, যেন সে-দুয়ার পার হয়ে ভিতরে চলে আসতে পারি চিরকালের জন্যে।

নি:সন্দেহে অকুণ্ঠভাবে আমি যেন তোমার হয়ে যাই।

## TOTAL STATE

এপ্রিল ৪, ১৯১৪

হে ভগবান, আমার আরাধনা তোমার দিকে আবেগে ছুটে চলেছে। আমার সমস্ত সত্তা যেন মূর্ত্ত আম্পৃহা, তোমাতে নিবেদিত আগুনের শিখা। ভগবান, ভগবান, হে প্রেমাধীশ, তোমারই সত্তা, তোমারই ইচছা রয়েছে আমার মধ্যে।

এ দেহ তোনার যন্ত্র, এ ইচ্ছা তোনার দাস, এই বুদ্ধি তোনার আয়ুধ— সমস্তই তুনি, তুনি ছাড়া আর কিছু নাই।

## M

এপ্রিল ৭, ১৯১৪

এ কোন সাহস আমার, সর্বেদ। যে যুদ্ধকে এড়িয়ে চলতে চাই।
এ কোন বীর্য্য আমার, নূতন প্রয়াস মাত্রকেই যে অমনি ভয় করে
চলি, নিজের অজ্ঞাতসারে নিশ্চেট হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাই,
বিবেচনা করি পুরাতন চেট্টাই যথেষ্ট হয়েছে। কাজ করতে হলে
আমাকে জার করে করতে হয়, আমার মৌন-ধ্যান অংশতঃ আলস্যে
গঠিত...এ সব ক্রমেই পরিকার আমি দেখতে পাই। আজ পর্য্যস্ত যা-কিছু করেছি, মনে হয়, তা কিছুই নয়। ভগবান, তোমার সেবায়
যে-যম্মধানি নিযুক্ত করছি, তার ক্ষুত্রতা, তার সঙ্কীর্ণতা আমার কাছে
স্পিট্ট। দুঃখের সঙ্গে হাসিও পায় একটু এ-কথা সমরণ করে যে একএক সময়ে নিজের সম্বন্ধে, নিজের চেটা ও সাফল্য সম্বন্ধে ভাল ধারণাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

৬৯

পোষণ করেছি। সত্যকার জীবনের হারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি বলে আমার যে বিশ্বাস বরাবর ছিল, বাস্তবিকপক্ষে সে-জিনিস আমি পেয়ে ছিলাম কেবল ভরসার কথারূপে, স্থূল সিদ্ধিরূপে আমাকে তা দেওমা হয়নি। এ যেন শিশুকে পুতুলের লোভ দেখান। দুর্বলকে প্রস্কারের লোভ দেখান।

কবে আমি সত্য-সত্যই সবল হয়ে উঠব সাহসে সামর্থ্যে বীর্ষ্যে প্রান্ত ধ্বর্মের গড়ে উঠব। কবে আমি ভুলে যাব আমার আমিকে সম্পূর্ণভাবে, হয়ে উঠব কেবল তোমারি যন্ত্র, যে-গুণ সব তাকে প্রকাশ করতে হবে শুধু তাই দিয়ে গঠিত ° কবে আমার একাম্বক চেতনায় কোন জড়তা এসে মিশবে না—কবে, কবে আমার দিব্য-প্রেমের অনুভবে কোন দুর্ব্বেল্ডা এসে মিশবে না ?

ভগবান, এই যে সব প্রশ্ন তুললাম, এর পরে দেখছি আমার সব চিন্তা যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে; আমার সচেতন মানস-সভাকে খুঁজি, আর তাকে পাই না; খুঁজি আমার ব্যক্তিম্বকে, কোথাও দেখি না তাকে; আমার নিজের ইচছাকে খুঁজি, কিন্তু সাড়া নাই তার। তোমাকে খুঁজি, তুমিও নির্বাক নীরব...নীরব হোক তবে সব।

এই এখন যেন শুনছি তোমার কণ্ঠ:

"তুমি সংবাঁঞ্চে মরতে পারনি, সর্বদাই তোমার মধ্যে রয়ে গেছে এমন কিছু যা চেয়েছে জানতে বুঝতে কাজ করতে । নিজেকে সরিয়ে দাও সম্পূর্ণ, হারিয়ে ফেল আপন-বোধকে, তোমার আমার মধ্যে সংবশেষ যে দেয়ালটি ভেঙ্গে ফেল তাকে, তোমার আত্মদানকে অকুণ্ঠ, পরিপূর্ণ কর।"

ভগৰান কতদিন থেকে ত এ চেষ্টা করে এসেছি, কিন্তু পারিনি ত।

দেবে কি এখন আমায় সে-শক্তি?

ভগবান, হে প্রিয়, হে শাশুত রাজরাজ, এই যে বাধা আমার বেদনায় আতুর করেছে, ভেঙ্গে দাও তা, আমাকে আমার হাত থেকে উদ্ধার কর।



#### याद्यत প्रार्थना

এপ্রিল ৮, ১৯১৪

হে ভর্গবান, চিন্তায় আমার এসেছে শান্তি, হৃদয় হয়েছে স্থির।
গভীর ভজ্জি আর অসীম নির্ভরতা নিয়ে তোমার দিকে আমি ফিরেছি।
আমি জানি তোমার প্রেম সর্ব্বশক্তিময়, তোমার ন্যায়ের রাজ্য পৃথিবীর
উপর স্থাপিত হ ব। আমি জানি, সময় হয়েছে, শেষ আবরণটি সরে
যাবে, সকল অন্যায় দূর হবে, তাদের স্থান প্রহণ করবে শান্তির আর
সন্মিলিত চেষ্টার যুগ। হে ভগবান, মন আমার অন্তরের দিকে ফিরেছে,
হৃদয় আমার শান্তি পেয়েছে। আমি চলেছি তোমার সন্মিকটে, আমার
সমন্ত সত্তা তুমি ভরে রয়েছ। সকল জিনিসে আমি যেন তোমাকে
দেখতে পাই, সকলে যেন তোমার দিব্য আলোকে উজ্জ্জল হয়ে ওঠে।
সকল বিষেষ যেন দূর হয়ে যায়, সকল হিংসা যেন মুছে যায়, সকল ভয়
যেন সরে যায়, সংশয় যেন নিয়ুল হয়, সকল অপশক্তি যেন পরাজিত
হয়। এই নগরে, এই দেশে, এই পৃথিবীতে প্রত্যেকে যেন অনুভব
করে, যে তার হৃদয় মধ্যে এই মহাপ্রেম, সকল রূপান্তরের এই উৎস
স্পিলিত হয়ে উঠেছে।

হে ভগবান, তোমার প্রেমের কাছে আমার সনিবর্ধন্ধ এই ভিক্ষা—আমার অভীপ্সাকে এতথানি তীব্র করে তোল যেন তার ফলে সব্বত্র অনুরূপ আম্পৃহা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে; দয়া, নয়য়, শাস্তি যেন একচছত্র প্রভূ হয়ে রাজত্ব করে; অজ্ঞান অহংকার যেন পর্যুদস্ত হয়, অদ্ধকার যেন তোমার নির্দ্ধল আলোকে তৎক্ষণাৎ আলোকিত হয়, অদ্ধ যেন লাভ করে দৃটি, বধির পায় যেন শ্রবণশক্তি; তোমার দিব্যবিধান যেন স্বর্ধত্র ঘোষিত হয়; তোমার সঙ্গে সন্মিলন যেন নিরন্তর নিবিড়তর হয়ে চলে, স্থামঞ্জস্য যেন অবিরল স্বষ্ঠুতর হয়ে ওঠে, সকলে যেন একসঙ্গে নিলে তোমার দিকে বাছ প্রসারিত করে দেয়, তোমার সঙ্গে সংযুক্ত হতে, পৃথিবীর উপর তোমাকে প্রকাশ করতে।

হে ভগবান, মনকে অন্তর্নুখী করে, হৃদয়কে সূর্য্যালোকে পূর্ণ করে, তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করি অকুণ্ঠভাবে, আমার ''আমি'' তোমার মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

孤

95

92

এপ্রিল ১০, ১৯১৪

সহসা<sup>®</sup> আবরণ ছিনু হয়ে গিয়েছে, দিঙ্মণ্ডল উন্তাসিত। এই নির্ম্মণ দর্শন লাভ করে আমার সমগ্র সত্তা কৃতজ্ঞতায় পরিপ্লুত, তোমার পদতলে নিজেকে ধরে দিয়েছে। তবুও এই গভীর, এই অখণ্ড আনন্দ সত্বেও, সব অচঞ্চল, সব শান্তিময় শাশুতের শান্তিতে।

মনে হয় আমার নাই কোন সীমা, শরীরের বোধ পর্যান্ত আর নেই, নাই কোন সংবেদন, কোন অনুভব, কোন চিন্তা...আছে শুধু নির্ম্মল বিশুদ্ধ প্রশান্ত বিশানতা, আলোকে প্রেমে অনুসূত, অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ —এ ছাড়া আমি যেন আর কিছুই নই; আর এ-আমি আমার পূর্বের ''আমি'' স্বার্থপর সীমাবদ্ধ আমি হতে এত বিভিন্ন যে বলতে পারি না তা আমি না তুমি, হে ভগবান, হে আমাদের পরম ভাগ্য-বিধাতা!

अर्दि अवहे (यन हत्य **डिट्ठेट्ड वीर्या आहम वन এ**ष्ट्री। अमीय गांयूर्या,

**ज्जूननीय** कांक्रगं...

শেষ কয়দিনের চেয়ে এ অনুভব আরো প্রবল, অতীতের মৃত্যু ঘটেছে, যেন নূতন এক জীবনের কিরণরাজি তাকে প্রাস করেছে। এই ধাতাটির কয়েকখানি পৃষ্ঠা পড়তে গিয়ে য়খন পিছনে একবার দৃষ্টিপাত করলাম, তখন সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হলাম যে মৃত্যু সত্যই হয়েছে, তখন একটা গুরুতার তার থেকে মুক্ত হয়ে, হে ভগবান, তোমার সম্মুখে উপস্থিত হলাম শিশুর অকুণ্ঠ সরলতা ও নপুতা নিয়ে...সর্বেদা একমাত্র যে বস্তু অনুভব করি তা হল সেই শাস্ত নির্ম্মল বিশালতা।...ছে ভগবান, তুমি আমার প্রার্থনা শুনেছ, তোমার কাছে যা চেয়েছি তা তুমি দিয়েছ— "আমি" চলে গিয়েছে, এখন রয়েছে কেবল তোমায় সেবায় নিয়ুক্ত, অনুগত য়য়, তোমার অনস্ত চিরস্তন কিরণরাজিকে সংহত ও প্রকাশিত করবার কেন্দ্র। তুমি আমার জীবন গ্রহণ করেছ, তোমার নিজের করে নিয়েছ, তুমি আমার ইচছাকে গ্রহণ করেছ এবং তোমার ইচছার সঙ্গে মিলিয়ে ধরেছ, আমার ভালবাসাকে গ্রহণ করেছ, তোমার ভালবাসার সঙ্গে এক করে নিয়েছ, আমার চিস্তাকে গ্রহণ করেছ, তার পরিবর্ত্তে স্থাপন করেছ তোমার পূর্ণ চৈতনা।

শরীর মুগ্ধ হয়ে ধূলায় মাথা নত করেছে, নীরব আত্মহারা পূজায়। কিছুই নেই সেখানে , আছ কেবল তুমি, তোমার অক্ষয় শান্তির মহিমা নিয়ে। কারিকল, এপ্রিল ১৩, ১৯১৪

সব কিছু মিলে যোগাযোগ ঘটিয়েছে যাতে আমি শুধু অভ্যাসের জীব না হয়ে থাকতে পারি। এই নূতন অবস্থায়, এই জটিল অনিশ্চিত ঘটনাবলীর মধ্যে তোমার অচঞ্চল শান্তি জীবনে যেমন পরিপূর্ণ উপলব্ধি করেছি, তেমন আর কখনও করিনি। আমার "আমি" এতখানি নিঃশেষভাবে কখনও মুছে যায়নি, শুধু তোমার দিব্য শান্তির জন্যে স্থান সে করে দিয়েছে। সবই স্থানর, সবই স্থাসত, সবই প্রাণান্ত, সবই তোমাতে পরিপূর্ণ। প্রদীপ্ত সূর্য্যের মধ্যে তুমি সমুজ্জল, মধুর সমীরণের মধ্যে তোমার ছন্দ বহমান, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তোমার প্রকাশ, তোমার নিবাস প্রত্যেক জীবের মধ্যে। এমন প্রাণী নাই, এমন তরুলতা নাই যা তোমার কথা আমায় বলে না, যা-কিছুর দিকে চক্ষু ফিরাই তারই উপর দেখি তোমার নাম লিখিত।

হে নধুমর রাজরাজ। তবে কি তুমি অবশেষে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করলে, আমি সম্পূর্ণ তোমার হয়ে গেলাম, তোমারি চেতনার সঙ্গে আমার চেতনা নিঃসংশয়ে এক হয়ে গেল ? আমি এমন কি করেছি যার জন্যে এতখানি অপরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পেরেছি? আমি শুধু একনিষ্ঠ হয়ে কামনা করেছি, স্থির সঙ্কলপ নিয়ে চলেছি—তার বেশি নয়। এ ত অতি সামান্য জিনিস।

কিন্তু, হে ভগবান, এখন আমার মধ্যে আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা বিরাজ করে; এই সৌভাগ্য যাতে সকলেরই পক্ষে ফলদায়ক লাভজনক হয় তা তুমি করতে পার, কারণ তার ভিতর দিয়ে যত মানুষ লাভ করবে তোমার অনুতব তত আর কিছুতে হবে না।

সকলে যেন, হে ভগবান, তোমায় জানে, তোমায় ভালবাসে, তোমার সেবা করে, সকলেই যেন সেই পরম আম্ব-নিবেদনের অধিকারী হয়।

ভগবান, হে দিব্যপ্রেম, জগতের মধ্যে ছড়িয়ে যাও, জীবনের নুতন করে জন্ম দাও, বুদ্ধিকে আলোকিত কর, অহংকারের বাঁধ সব ভেক্নে ফেল, অজ্ঞানের বাধা দূর কর, হও পৃথিবীর জ্যোতির্ময় অধীশ্বর।



পণ্ডিচেরী, এপ্রিল ১৭, ১৯১৪

হে সর্বেশক্তিমান অধীশুর, একমাত্র সদ্বস্ত, দেখো যেন আমার হৃদরের মধ্যে কোন ভুল, কোন আবরণ, কোন মারাশ্বক অজ্ঞান লুকিয়ে প্রবেশ না করে।...

কর্ম্মে ব্যক্তিত্বই হল তোমার ইচ্ছার তোমার শক্তির অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য আশুর। ব্যক্তিম যত সমর্থ, যত বছমুখী, যত বীর্য্যবস্ত, যত ব্যষ্টিছময়, যত সচেতন হবে, যন্ত্রের সেবা তত সতেজ ও সফল হয়ে উঠবে। কিন্তু ব্যক্তিছের ধর্মই আবার ব্যক্তিছকে টেনে নিয়ে যায় এই নিদারুণ শ্রমের মধ্যে যে তার আছে একটা পৃথক সত্তা, ফলে ক্রমে সে আবরণ হয়ে দাঁড়ায়, তোমার আর যার উপরে তুমি কাজ করতে চাও তার মধ্যে। আবরণ হয় গোড়ার দিকে নয়, অভিব্যক্তির পথে নয়, ফিরবার পথে, প্রত্যপ'ণের মধ্যে। তোমার একনিষ্ঠ সেবক না হয়ে, অবলম্বন না হয়ে, তোমার প্রাপ্য তোমাকে যথাযথ ফিরিয়ে না দিয়ে অর্থ াৎ তোমার কর্দ্ম অনুসারে শক্তির সফুরণ হতে না দিয়ে, ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয় নিজের জন্যে এই শক্তির কিছু রেখে দিতে, কারণ তার ধারণা হয় ''আমি এ-কাজ করছি ও-কাজ করছি, আমিই প্রশংসার পাত্র।" হে দুরুর্ন্মী মায়া, হে তামসী মিথ্যা, এখন তোমরা ধরা পড়েছ, অবগুঠন তোমাদের খসে পড়েছে। এই ত সেই করাল কীট কর্মের ফল যা খেয়ে ফেলে, তার পরিণাম ব্যর্থ করে দেয়।

হে ভগবান, মধুময় রাজরাজ, অহিতীয় সদ্বস্ত্ত, "আমি" এই বোধকে
দূর কর। এখন বুঝতে পেরেছি যতদিন বিশ্বপ্রকাশ থাকবে ততদিন
"আমি"ও থাকবে তোমার প্রকাশের জন্যে। "আমি"কে লোপ করে
দেওয়া, এমন কি তাকে খর্বে করা দূর্বেল করা অর্থ তোমার প্রকাশের
যন্ত্র থেকে তোমাকে বঞ্জিত করা, অংশত হোক আর সমগ্রত হোক।
যে জিনিস সম্পূর্ণ নিমূলি করতে হবে কোন শেঘ আর না রেখে
তা হল এই মায়ায়য় চিন্তা, এই মায়ায়য় অনুভব, এই মায়ায়য় বোধ
যে আমি হলাম পৃথক এক বস্তু। কোন মুহূর্ত্তে কোন অবস্থায়
আমাদের ভুললে চলবে না যে তোমার বাহিরে আমাদের "আমি"র কোন
সত্য নেই।

হে আমার মধুময় রাজা, আমার দেবাদিদেব অধীশুর, আমার হৃদয় হতে

এই মারাকে উৎপাটন কর, যাতে তোমার সেবক শুদ্ধ হয়ে একনির্চ হয়ে তোমার কাছে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে যা-কিছু তোমার প্রাপ্য। নীরব হয়ে গিয়ে এই অজ্ঞানকে যেন আমি দেখতে পারি, বুঝতে পারি, চিরকালের জন্যে দূর করে দিতে পারি। আমার হৃদয় হতে অজ্ঞানের ছায়া অপসারিত কর, তোমার আলো যেন সেখানে বিরাজ করে, তার একচছত্র অধীশুর রূপে।

AND THE RESERVE TO TH

এপ্রিল ১৮, ১৯১৪

কাল সন্ধ্যার শেষ আবরণ প্রায় সরে গিয়েছিল, অন্ধ অজ্ঞান ব্যক্তিছের দুর্গ প্রায় আত্মসমর্পণ করেছিল, এই সর্ব্ব-প্রথম যেল আমি হ্দরন্ধম করতে পেরেছিলাম সত্যকার নির্ব্যক্তিক সেবা কি বস্তু। যে বাধা আমাকে সর্ব্বাঙ্গীণ সিদ্ধি হতে দূরে রেখেছিল তা যেল মলে হল ভঙ্গুর, নিঃশেষ লুপ্ত হয়ে যাবার মত হয়েছে। কিন্তু বাহ্য-কর্ত্তব্যের প্রয়োজন আমাকে জার করে এই শ্রেয়কর এই স্থাকর ভাবের ধারা থেকে বের করে এনেছে। সে-সময়ে বাধ্য হয়ে আমাকে বাহ্য-চেতনায় ফিরে আসতে হয়েছে। আবরণ তাই আবার এসে পড়ল, আরো ঘল-কালো হয়ে যেল দেখা দিল। এতখানি প্রোজ্বল আলোর পরে, রাত্রির অচেতনার মধ্যে আমার কেন পতন হল ?...

ভগবান, ভগবান, তুমি কি আমাকে অবশেষে অজ্ঞান থেকে মুক্ত হতে দেবে না, তোমার সঙ্গে এক হতে দেবে না ? এখন যে জানতে পেরেছি, দেখতে পেরেছি স্কম্পষ্ট পৃথিবীতে আমার কি কাজ, তা আমি সংসিদ্ধ করতে পারব না ?...তবে কি আরি অজ্ঞানের মধ্যে মোহের মধ্যে চিরবদ্ধ থাকব ? এতখানি উজ্জ্জন এতখানি নির্দ্ধল আলোর পরে, কেন, কেন এই রাত্রি ? আমার সমগ্র সত্তা আর্ত্ত-আকৃতি—জর্জরিত। ভগবান করুণা কর আমায়।



96

गायुत्र भार्थना

এপ্রিল ১৯, ১৯১৪

বাহ্যকর্ম্মে সক্রিয় থেকেই সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাকে তোমার উপর নিরম্ভর একাগ্র রাখা আর তোমার সঙ্গে এমন পূর্ণ একত্ব লাভ করা যার ফল চরম চেতনা, সত্যকার ট্রান্সর্বজ্ঞতা, পরম জ্ঞান—এ দুটিতে অনেক পার্থ কয়। তোমার উপর চিন্তা একাগ্র রেখেও যখন আমরা কাজ করি তখন যেন আমরা অন্ধের মত পথ বেয়ে চলি, দিক-বোধ আছে শুধু, কিন্তু পথের কিছু জানা নেই, কোন জিনিস যাতে অবহেলা না করা হয় তেমন ভাবে ঠিক ঠিক চলবার ধারা জানা নেই। অন্য পক্ষে রয়েছে কিন্তু পূর্ণ আলোক, নির্ম্মল দৃষ্টি, ক্ষুদ্রতম স্বযোগেরও স্থব্যবহার, কর্ম্মের অখও পূর্ণ তা, সাফল্যের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু প্রথম মনোভাবাট যদি হয় হিতীয়টিতে পৌঁছিবার অপরিহার্য্য পূর্বোবন্থা, তবুও সম্পূর্ণ সাযুজ্যের জন্য কর্ম্ম হতে কখন আমরা যেন নিরম্ভ না হই, প্রয়াস করতে যেন বিরত না হই।

হৃদয় আমার শান্তিপূর্ণ, চিন্তা অধীরতা হতে মুক্ত, তোমার ইচ্ছার কাছে আমাকে ধরে দিলাম, শিশুর মত হাসি-মুখে পূর্ণ নির্ভর করে। তোমার শান্তি সকলের উপর যেন বিরাজ করে।

W

विश्वन २०, ১৯১৪

আমি যে এতথানি আশা করেছিলাম, বিশ্বাস পর্যান্ত করতে পেরেছিলাম আমার বাহ্যসত্তা হবে তোমার উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী যন্ত্র, আশা হয়েছিল, অবশেষে আমি অহংএর অন্ধ-গুরুভার হতে মুক্ত। সে-সবের পরিবর্ত্তে এখন বোধ করি পূর্বেরই মত এখনো লক্ষ্য হতে তেমনি দূরে রয়ে গেছি, তেমনি অপ্তানাচছনু, তেমনি অহমিকাময় ঠিক যেমনটি ছিলাম যখন এত সব বিপুল আশা কিছু দেখা দেয়নি। আবার পূর্বেরই মত অন্তহীন পথ প্রসারিত হয়ে চলেছে অবচেতনার ক্ষেত্র সব পার হয়ে। উদ্বের দুয়ার আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আবার আমি মলিরের প্রান্তে উপস্থিত অথচ প্রবেশ করবার সামর্থ গাই। কিন্তু আমি সব জিনিসই হাসিমুখে শাস্ত-হ্দয়ে দেখতে শিখেছি। তবে

তোমার কাছে আমার এই শুধু অনুরোধ, হে আমার প্রভু ভগবান, আমাকে ভুলের মধ্যে যেতে দিও না ; এমন কি যদিই যা যন্ত্রটি কিছু কালের জন্যে আবার অচেতনার মধ্যে গিয়ে পড়তে বাধ্য হয়, তবুও যেন সে নিষ্ঠাভরে অনুগত হয়ে তোমার বিধান অনুসারে নিজেকে চলতে দেয়।

হে ভগবান, গভীর নির্দ্মল ভক্তি নিয়ে তোমাকে প্রণতি জানাই। ভগবান ভগবান, সকলের হৃদয়ে একচছত্র রাজা হয়ে থাক তুমি।

M

এপ্রিল ২৩, ১৯১৪

गव विश्व-निरिष्ध लाभ भिरतिष्ठ, निर्मम-गःश्यम मृत श्रा शिरि । श्रिम पर्मा श्र विश्व-ण्यामात निर्द्ध निर्मा कला। निर्मा व्यामात हिला कला। भिरति व त्रक्मि विश्व । स्वाम कला। सिर्मा व त्रक्मि विश्व । सिर्मा श्र विश्व । सिर्मा सिर्म विश्व । सिर्म सिर्

এই সমগ্র চলমান জগৎকে আমি দেখি একখানি নাটকের মত, দৃশ্যের পর দৃশ্য অনাবৃত হয়ে চলেছে, আমিও তাতে যোগ দিয়েছি সমান উৎসাহ ও নিষ্ঠা নিয়ে, যেন বিশ্বাসও করি এ হল সত্যকার এবং মূল্যবান বস্তু কিছু। এ সবই সম্পূর্ণ নূতন। তবে এ কথা নিশ্চিত, আমার মন আমার হৃদয় এতখানি সম্পূর্ণ শাস্ত কখন হতে পারে নি। এর পরিণাম কি জানি না; কিন্তু তোমার উপর আমার আস্থা রয়েছে, তুমিই জান তোমার যন্ত্রকে কি রকমে ব্যবহার করতে হয়, পরিপুষ্ট করে তুলতে হয়।

M

विश्वन २४, ১৯১৪

জগতের অধীশুর তুমি, তোমার বিধান ক্রমেই স্মুপষ্ট ফুটে উঠছে আমাদের দৃষ্টিপথে। আমি ভেবেছিলাম, না, তুমি বরং আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলে,— প্যারিস হতে আমার যাত্রার পূর্বে—যে ঘটেছে-যা তার চেরে ভাল আর কিছু ঘটতে পারে না, কারণ, জগতের মধ্যে তোমার কাজ তার চেয়ে ভাল আর কিছু দিয়ে হতে পারে ना।

নিবিড় আনদের মধ্যে তোমার শক্তির সঙ্গে আমার সংযোগ হয়েছে— সে-শক্তি অঞ্চকার আর প্রমাদকে বশীভূত করে, অপরূপ এক চিরস্তন উঘার মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, কপট শক্তি আর তার আপাত-সফলতার কদ্দমরাশির উদ্বে। সব-কিছু এখন আলোর মধ্যে এনে ধরা হয়েছে; আন্তরিকতার পূর্ণ জ্যোতির দিকে আমরা এক পা এগিয়ে গিয়েছি। এই পূর্ণ জ্যোতি হবে পৃথিবীর উপর তোমার রাজত্বের প্রথন সোপান।

ভগবান, অচিন্তনীয় জ্যোতি, সকল অজ্ঞান তুমি জয় কর, জয় কর সকল অহংকার, আমাদের হৃদয় উজ্জল কর, মন আলোকিত কর। জ্ঞান তুমি, প্রেম তুমি, তুমি পরম সভা। আমি যেন তোমার একত্বের চেতনায় নিরম্ভর বাস করি, তোমার ইচছা অনুসারে যেন নিরন্তর চলি।

শ্রদ্ধাপূর্ণ নীরব ভক্তিভরে তোমাকে প্রণাম করি বিশ্বের একচছত্র वशीशुत्रक्राप्ति।

সকল মানুষী ধারণার উদ্বের্, যতই তা অপরূপ হোক না, সকল মান্ষী অনুভবের উদ্বের্, ষতই তা মহিমাময় হোক না, গরিমাময় যত অভীপ্সা আর পুণ্যতম প্রবেগ তা সকলের উদ্বে, জ্ঞানের প্রেমের অবৈত-সত্তারও উদ্বে আমি চাই তোমার সঙ্গে অবিচিছ্নু সাযুজ্য। সকল বন্ধন যুক্ত হয়ে আমি হয়ে উঠব তুমি। এই শরীরের ভিতর দিয়ে তুমিই দেখবে জগৎকে, এই যম্রের ভিতর দিয়ে জগতে তুমিই কাজ করবে।

পরিপূর্ণ নিশ্চয় বোধের প্রশান্তি অন্তরে আমার।

... 21 73 110

নে ৩, ১৯১৪

হে দিব্যপ্রেম, পরমজ্ঞান, পূর্ণ ঐক্য, প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্ত্তে আমি তোমাকে সমরণ করি যাতে আমি তুমি ছাড়া আর কিছু ন। হই।

যন্ত্র যেন তোমার সেব। করে, সে যে যন্ত্র এই চেতনায় সচেতন হয়ে। তোমার চেতনায় আমার সমগ্র চেতনা যেন ডুবে যায়, সকল জিনিস যেন নিরীক্ষণ করে তোমার দৃটি দিয়ে।

ভগৰান, ভগৰান, তোমার পরিপূর্ণ শক্তি প্রকাশ হোক, তোমার কর্ম সম্পনু হোক, তোমার সেবক যেন কেবল তোমারই সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে।

আমার ''আমি'' যেন চিরকালের জন্যে দূর হয়ে যায়, যন্ত্রই যেন শুধু রয়ে যায়।

THE

ৰে ৪, ১৯১৪

চাই যে তোমার মধ্যে আর তোমার কাজের মধ্যে যুগপৎ নিমগ্ন থাকা...
সীমাবদ্ধ ব্যক্তিবিশেষ হয়ে আর না থাকা...একটি বিন্দুকে আশ্রয় করে
তোমার যে অসীম শক্তি-সিদ্ধু প্রকাশ পায় তাই হয়ে ওঠা...সকল শৃঙ্খল সকল
সক্ষীণ তা হতে মুক্তিলাভ করা...সকল বাধক চিন্তার উদ্ধে উঠে চলা...
কর্মের বাহিরে থেকেও কর্ম করে চলা...ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির জন্যে কর্ম্ম
করা অথচ কেবল সেই অদিতীয় একছেরই বোধ রাখা—প্রেমের একত্ব, জ্ঞানের
একত্ব, তোমার সন্তার একত্ব। হে আমার দিব্য অধীশ্রর, শাশৃত গুরু, একমাত্র
সং-বস্তু, এই আধারের সকল অদ্ধকার দূর করে দাও, একে তুমি গড়েছ তোমার
সেবার জন্যে, জগতে তোমার প্রকাশের জন্যে। তার মধ্যে বাস্তব করে
তোল সেই পরা-চেতনা, যার থেকে সর্বেত্র অনুরূপ চেতনা জন্মগ্রহণ করবে।

এই যে বাহ্যরূপাবলি নিত্যপরিবন্তিত হয়ে চলেছে আর যেন তাদের না দেখতে হয়, সকলের মধ্যে, সর্বেত্র শুধু যেন দেখি সেই অপরিবর্ত্তনীয় একম্ব।

হে তগবান, অদম্য আকূতি নিয়ে আমার সমগ্র সত্তা ডাকে তোমায়। তুমি কি চাও না আমি তুমিই হয়ে উঠি আমার সর্ব্বাঞ্চের চেতনায়। কারণ, আসলে আমি ত তুমিই, তুমি ত আমিই।

M

নে ৯, ১৯১৪

যে মুহূর্ত্তে আমি অনুভব করলাম এই লেখা আমার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন যাতে তামসিকতার অবরোধ থেকে মন নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে, ঠিক তখনই আমার শারীরিক বাহনটি বিকল হয়ে পড়ল, বছ বৎসরের মধ্যে তেমন কিছুর সঙ্গে তার পরিচয় হয় নি। কয়েকদিন ধরে সকল শক্তি থেকে আমি বঞ্চিত হলাম। আমি দেখলাম এ হল লক্ষণ যে আমি ভুল করেছি কোথাও, আমার আধ্যান্থিক বল হ্রাস পেয়েছে, সর্ব্বেশক্তিময় একছের দৃষ্টি আমার মলিন হয়েছে, কি একটা কুমন্ত্রণা এসে আমায় চঞ্চল করে তুলতে পেরেছে। হে ভগবান, হে আমার মধুয়য় অধীশুর, তোমার সক্মধে প্রণত আমি, দীনচিত্তে, আমি এখন সচেতন হয়েছি তোমার সক্মেপ পূর্ণ একছলাভের জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে উঠি নাই। এই যে যন্ত্রখানি তোমার সেবায় আমি নিযুক্ত করতে পারি, তার উপাদানের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা এখনো তমসাচছনু, যাতে রয়েছে বুদ্ধির অভাব, তোমার শক্তি-প্রেরণায় যা সাড়া দেয় না যে ভাবে উচিত তার, বরং তাদের প্রকাশকে বিকৃত করে, আবৃত করে রাখে।

এক মহাসমস্যা আমার সন্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু আমার অসুখের আবরণে তা ঢাকা পড়ে গেল, তার মীমাংসা করতেও আমাকে দিল না। কিন্তু এখন আমি ফিরে আবার তোমার একত্বের চেতনায় স্থান পেয়েছি, আর সে-সমস্যার অর্থ যেন কিছু নাই, ভাল করে তা বৃঝতে পর্যান্ত পারি না।

মনে হয় পিছনে বহুদূরে কি যেন ফেলে এসেছি, মনে হয় ধীরে আমি যেন নূতন জীবন নিয়ে জেগে উঠছি। এ যেন মায়া মরীচিকা না হয়, চির কালের জন্য রয়ে যায় যেন এই গভীর প্রসনু শান্তি।

হে আমার অধিরাজ, তোমার দিকে আমার প্রেম উঠে চলতে চার তীব্র হতে তীব্রতর বেগে। এ জগতে আমি যেন তোমার জীবস্ত প্রেম হয়ে উঠতে পারি, শুধু সেই জীবস্ত প্রেম, আর কোন-কিছু নয়। সকল অহং সকল সীমা সকল অন্ধকার দূর হয়ে যাক; আমার চেতনা তোমার চেতনার সঙ্গে এক হয়ে যাক, যেন তুমি-ই এই ভঙ্গুর নশ্বর যন্ত্রটির ইচছাশক্তি হয়ে তার মধ্য দিয়ে কাজ করে যেতে পার।

হে আমার মধুর রাজরাজ ! কি আবেগেই না আমার প্রেম তোমার দিকে উঠে চলেছে... হে ভগবান, এই কর তুমি, যেন তোমার দিব্যপ্রেম ছাড়া আর কিছু আমি না হই, এই প্রেম যেন প্রত্যেক জীবের নধ্যে প্রবল হরে বিজয়ী হয়ে জেগে ওঠে।

আমি যেন হতে পারি প্রেমের একখানি বিপুল আচ্ছাদন, সারা পৃথিবী যেন তাকে দিয়ে চেকে রাখতে পারি, সকল হৃদয়ে যেন প্রবেশ করতে পারি, সকলের কর্ণ কুহরে গিয়ে যেন বলতে পারি আশার শান্তির দিব্য-বাণী তোমার।

হে আমার অধিরাজ। কি আবেগেই না আমার আস্পৃহ। উঠে চলে তোমার দিকে। আঁধারের ও প্রমাদের এই সব বন্ধন ভেঙ্গে কেল, দূর কর এই অজ্ঞান, মুক্ত কর, মুক্ত কর আমাকে, দেখাও আমাকে তোমার আলো...

ভাঙ্গো, ভাঙ্গো এই সব বন্ধন...আনি চাই বুঝতে, আনি চাই হতে, অর্থাৎ এই ''আনি'' হয়ে উঠবে তোনার ''আনি'', জগতে দিতীয় আনি আর থাকবে না।

ভগৰান, ভগৰান, আমার প্রার্থ'ন। পূর্ণ' কর, আমার আকূতি আবেগে উঠে চলেছে তোমার অভিমুখে।

TOT

নে ১০, ১৯১৪

ভগৰান, তোমার মধুর আনন্দে হৃদর আমার ভরে গিয়েছে, তোমার নীরব শান্তি চিত্তে আমার বিরাজ করে। কেবল বিশ্রান্তি, একাগ্রতা, জ্যোতি, প্রশান্তি এখন—আর সে-সবে নাই সীমা নাই খণ্ডতা। শুধু কি পৃথিবী, না সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আমার মধ্যে? জানি না ত। কিন্তু এ-চেতনার মধ্যে তুমিই রয়েছ, ভগবান, তুমিই তাকে সঞ্জীবিত করে রেখেছ—তুমিই দেখছ, তুমিই জানছ, তুমিই কাজ করছ। একমাত্র তোমাকেই আমি দেখছি সর্ব্বত্র,—না ঠিক তা নর, ''আমি'' নাই আর; সবই এক, আর এই একত্ব সে হলে তুমি।

জন হোক তোমার, হে ভগবান, বিশ্বের অধিরাজ, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তুমিই প্রোজ্জন।

TOTAL STATE

त्म ३२, ३३३८

ক্রমেই আমার যেন স্পষ্ট বোধ হয়ে উঠছে যে আমরা আমাদের কর্মের সেই পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছি যখন অতীত-প্রয়াসের ফল দেখা দিতে থাকে— এমন একটা পর্য্যায় যখন আমরা কাজ করি তোমার বিধান অনুসারে, তত্থানি যতখানি সে-বিধান আমাদের সত্তাকে অধিকার করতে পেরেছে, যদিও হয়ত সম্ভানে তাকে ধরবার মত অবকাশ তখন থাকে না।

আজ সকালে আমার এক অভিজ্ঞতা হল : আমি ক্রত চলে গেলাম গভীর হতে গভীরে, তারপর যেমন সচরাচর আমার হয়ে থাকে, তোমার চেতনার সঙ্গে আমার চেতনা সংযুক্ত হয়ে গেল, তোমারই মধ্যে রয়ে গেলাম, অর্থাৎ এক তৃমিই রয়ে গেলে—কিন্তু তোমার ইচছাবল আমার চেতনাকে বাহিরের দিকে টেনে আনলে, যে কর্ম উদ্যাপন করতে হবে তার দিকে, আর তুমি আমায় বললে: যে যদ্ভের আমার প্রয়োজন তোমাকে তাই হতে হবে।

এ কি তবে সেই অন্তিম ত্যাগ নয়, তোমার সঙ্গে একত্বের ত্যাগ, সেই মধুর বিশুদ্ধ আনন্দের ত্যাগ যা আসে তোমার আর আমার মধ্যে কোন পার্থক্য না রাখবার ফলে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে এই জ্ঞান রাখবার ফলে—বুদ্ধিগত জ্ঞান নয়, কিন্তু একটা অখণ্ড অভিজ্ঞতা—যে তুমিই একমাত্র সদ্বস্তু, আর বাকী শুধু বাহ্যিক মূত্তি, মায়ারূপ। বাহ্যসত্তা অনুগত সেবক হয়ে উঠুক, যে ইচ্ছা-শক্তি তাকে চালায় তার সম্বন্ধে সচেতন থাকবার প্রয়োজন সে সত্তার কিছু নাই —অনায়াসে মেনে নিলাম। কিন্তু তার জন্যে আমাকে কেন সেই যন্ত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ একীভূত হয়ে যেতে হবে ? বরং এই "আমি" তোমার সঙ্গে কেন এক হয়ে যায় না, তোমার পূর্ণ পরা-চৈতন্যের জীবন লাভ করে না

প্রশু করি বটে, কিন্তু তার জন্যে দুশ্চিন্তা করি না কিছু। আমি জানি সবই তোমার ইচছা অনুসারে। তাই শুদ্ধ চিত্তে তোমার আরাধনা করি, তোমার ইচছার কাছে পরম আনন্দে নিজেকে ছেড়ে দিই। ভগবান, তুমি আমাকে দিয়ে যা চাও, তাই হব আমি, সজ্ঞান হই আর অজ্ঞান হই, শুধুই যন্ত্র হই যেমন শরীরটি, অথবা হই পরা-চেতনা তুমি যা।

কি মধুর, কি শান্তিময় আনন্দ হয় আমার, যখন বলতে পারি, ''সব ঠিক'', যখন বোধ করি তুমি জগতের মধ্যে কাজ করে চলেছ, যারাই যেখানে তোমার বাহন হতে পেরেছে তাদের ভিতর দিয়ে।

তুমি সকলের একচছত্র প্রভু, তুমি অগম্য অজ্ঞের শাশ্বত পরাৎপর সৎবস্ত । হে অনুপম একম। তোমার মধ্যে আমি লীন।

## भारत्रे श्रेष्ट्री

43

ल ১৩, ১৯১৪

ভগবান, আমার মনের এই তদ্রালুতা তুমি ঝেড়ে ফেলে দেবে, আমার জ্ঞান যাতে হয়, যাতে আমি বুঝতে পারি কি অভিজ্ঞতা তুমি আমার আধারকে এনে দিয়েছ। যখন কোন কিছু আমার মধ্যে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি উত্তর দাও; আমার যদি কিছু জানবার থাকে তুমি জানিয়ে দাও, সাক্ষাতে হোক আর পরোক্ষে হোক...

আমি ক্রমেই দেখছি যে অধীর বিদ্রোহ, অতিরিক্ত ত্বরা সবই নিরর্থক। ধীরে সব স্কুশুঙ্খনিত হয়ে উঠছে যাতে তোমার সেবা যথাযথভাবে আমি করতে পারি। এই সেবার কাজে আমার স্থান কি? সে প্রুশু আমি বছদিন হল ছেড়ে দিয়েছি। কি দরকার? জানা কি প্রয়োজন আমার আসন মধ্যস্থানে না একপ্রান্তে? তোমার কাছে আমি যদি আমাকে পূর্ণ উৎসর্গ করে দিয়ে থাকি, কেবল তোমার জন্যে এবং তোমাকেই ধরে আমার জীবন হয়ে থাকে, আর তুমি যে কর্ম্ম দাও তাই যদি ক্রমে স্কুর্টুতর আমি করে চলি, তা হলে বাকী আর-সবে কিছু আসে যায় না। না, আমি আরো বলব—বিশ্বে তোমার কাজ যত স্কুশরভাবে যত সম্পূর্ণভাবে হওয়া সম্ভব যদি সম্পাদিত হয়ে চলে, তবে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা গোটিবিশেষ সে কাজ করল তাতে কি এসে যায়।

নধুময় ভগৰান। অন্তরাম্মার শান্তি আর সমতা আর অচঞ্চলতা নিয়ে তোমার কাছে আমাকে সনর্পণ করে দিয়েছি, তোমার মধ্যে ডুবে মিশে গিয়েছি। মনস্থির প্রশান্ত, প্রাণ প্রফুল্ল; তোমার কাজ হবেই আমি জানি, তোমার বিজয় নিশ্চিত।

মধুময় ভগবান, বিশ্বের সকলের কাছে এনে দাও তুমি তোমার জ্যোতির পরম কল্যাণ।

## W

বে ১৫, ১৯১৪

চূড়ার উপরে উঠে দাঁড়ালে নজর যেমন পড়ে গিয়ে দূর-প্রসারিত চক্রবালে, তেমনি হে ভগবান, তোমার একত্ব আর প্রকট জগতের মাঝখানে যে অন্তর্বন্ত্রী লোক তার সঙ্গে চেতনা এক হয়ে গেলে, তোমার আনস্ত্য আর জগৎ-সত্তা এই দুটিকেই নিয়ে সমানে চলা যায়। মনে হয় যেন রয়েছি একটা কেন্দ্রস্থলে যেখান থেকে চেতনা তোমার সাফল্যময় শক্তিতে পরিপ্লুত হয়ে, তোমার প্রেরণার কিরণরাজি ঢেলে দিতে পারে এই যম্রটির উপর—এই যে যম্রটি তার সতীর্থ অপরাপর যম্বদের ঠিক মাঝখানে চলছে ফিরছে।

এই লোকাতীত রাজ্যের উদ্ধৃ সীমা থেকে স্থূল পদার্থের একাম্বতা স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হয়। তবুও যে দেহ জড়ের আয়তনে একটা বিশেষ ষম্র হয়ে কাজ করে, তা অতি স্পষ্ট ও পরিকার রূপ নিয়ে তবে দেখা দেয়, এই সমগ্রতার মাঝখানে একটা তেজোময় বিন্দুর পৈ—এক অথচ বহু যুগপৎ, যার মধ্যে সকলশক্তি সমানে বিচরণ করে।

এই বোধ কাল থেকে আমাকে আর আদৌ ছেড়ে যার না। আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্থায়ীভাবে। বাহ্য ক্রিয়াবলী দেখলে মনে হয় সব চলেছে যথাপূর্বে, কিন্তু তাদের ভিতরে এসেছে একটা যেন যয়চালিত খেলনার ধারা, প্রতি অঙ্গ উদ্ধৃ াসীন চেতনার প্রেরণায় সজীব সবল—সেধানে নাই ব্যাষ্টবোধ, আছে তবুও বিশ্বসত্তা অর্থাৎ সত্তা তোমার পরম একত্বের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে হারিয়ে যায়নি। ব্যক্তিগত প্রকাশের সকল বিধান আমার কাছে স্পষ্ট দেখা দিয়েছে, কিন্তু এমন একটা সমনুয়, সামগ্রা ও যৌগপত্য নিয়ে যে আমাদের সাধারণ ভাষার সামর্থ্য নাই তাকে প্রকাশ করা।

# THE PARTY OF THE P

নে ১৬, ১৯১৪

কাল আমি ঠিক যখন আমার অভিজ্ঞতাটি কথায় ব্যক্ত করতে চেপ্টায় ছিলাম, তখন হঠাৎ থেমে যেতে হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হয় সব যেন বদলে গিয়েছে। সেই ষথাযথ জ্ঞান, সেই পরিক্ষার দৃষ্টি চলে গেল, জার জায়গায় এল, হে ভগবান, তোমার উপর বিপুল ভালবাসা। এ-ভালবাসা আমার সমগ্র সন্তাকে এসে অধিকার করলে, বাহ্য অঙ্গ-প্রতক্ষ থেকে গভীরতম চেতনা অবধি। আমার সমস্তখানি নিয়ে সাষ্টাক্ষে তোমার পদতলে প্রণত আমি—এই তীব্র আম্পৃহা আমার, যেন চিরতরে তোমার সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারি, তোমার মধ্যে যেন ভূবে গলে যেতে পারি। সাধ্যমত প্রাণপণে তোমায় অনুনয় করেছি। কিন্তু এবারেও দেখি, যে মুহূর্ত্তে মনে হল আমার চেতনা তোমার মধ্যে মিলিয়ে যায় প্রায়, আমার সমগ্র সত্তা আর কিছু নয়, কেবল তোমার জাগ্রত সত্তাকে প্রতিকলিত করে ধরবার জন্যে যেন একখানি বিশুদ্ধ সক্টিক—অমনি কে যেন এসে আমার এই একান্ত একাগ্রতায় বাধা দিল।

যে জীবন তুমি আমার জন্যে দিয়েছ এ যেন ঠিক তার প্রতীক—দেখানে বৃহত্তর স্থান পেয়েছে পরম সিদ্ধি নয় কিন্তু বাহ্য প্রয়োজন, আর-সকলের জন্যে কর্ম। আমার জীবনের প্রত্যেক অবস্থা তোমার হয়ে সর্বেদা যেন বলছে: একাম্বতা তুমি লাভ করবে পরম একাগ্রতার সহায়ে নয়, পরস্ক সকলের ভিতরে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে। হে ভগবান, তোমারি ইচছা পূর্ণ হোক।

এখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি যে তোমার সঙ্গে একাম্বতা দূরের লক্ষ্য নর যার দিকে ক্রমে এগিয়ে যেতে হবে—অন্তত: বর্ত্তমানের এই ব্যক্তিসন্তাটির পক্ষে নয়—কারণ, বহুদিন হতেই সে সিদ্ধি তার লাভ হয়েছে। তাই ত তুমি যেন সর্ব্বদা আমায় বলছ: ''এই একাম্বতার তাবাবেশে বিভোর হয়ে যেও না, পৃথিবীতে যে ব্রতের ভার তোমার উপর দিয়েছি তাই তুমি পূর্ণ কর''।

যে ব্যক্তিগত কর্ম্ম সমষ্টিগত কর্ম্মের সঙ্গে-সঙ্গেই সম্পন্ন করে চলতে হবে, তা হল আমার সকল অপ্নের ও সকল বৃত্তির জ্ঞান লাভ ও কর্ত্ত্ব্যলাভ, চেতনাকে এমন একটা উদ্ধৃতিম চূড়ায় চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যেখান থেকে যথানিদ্দিষ্ট কর্ম্ম আর নিরবচিছ্নু একত্ব দুই সমানে সম্ভব। পরিপূর্ণ একাম্বতার আনন্দ তখনি আসতে পারে যখন করণীয় যে কর্ম্ম তা সম্পাদন করা হয়েছে।

সকলের কাছে বুঝিয়ে বলতে হবে আগে দরকার একত্ব, তারপর কর্ম। কিন্তু যাদের একাম্বতা অধিগত হয়েছে তাদের দেখতে হবে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত যেন হয় তাদের ভিতর দিয়ে তোমার ইচছার অধণ্ড প্রকাশ।

W.

त्र ३१, ३३১८

হে ভগবান, যে সব মানস প্রভাবের গুরুভার আমার উপর চেপে রয়েছে তা থেকে মুক্ত কর আমাকে—পূর্ণ মুক্ত হয়ে তীব্রবেগে যেন ছুটতে পারি তোমার দিকে।

হে বিশ্ব-সভা, পরম একছ, রূপ নিয়ে তুমি দেখা দিয়েছ। অদম্য আম্পৃহা নিয়ে তোমার হৃদয়ের মধ্যে আমি ডুবে গেলাম, আমি নিজেই হয়ে গেলাম তোমার হৃদয় ; তখন আমি জানলাম তোমার হৃদয় হল সেই দেব-শিশু যে খেলার ছলে জগৎ স্ফাষ্ট করে। তুমি আমায় বললে : "একদিন তুমি হবে আমায় শিরোদেশ, কিন্তু এখন তুমি দৃষ্টি দাও পৃথিবীর দিকে।" তাই ত পৃথিবীতে আমি এখন হয়েছি খেলায় মগু আনন্দময় শিশু।

এক অনিবার্য্য প্রয়োজনের বশে যেন এই দুটি কথা কাল আমি নিখেছি।
প্রথমটি এই জন্যে, যেন কাগজের উপর লেখা না হলে প্রার্থনাটির পূর্ণশক্তি
লাভ হবে না। বিতীয়টি এই জন্যে, যেন উপলব্ধিটি স্থায়ী হয়ে দাঁড়াবে তখনি
যখন আমার মন্তিকের ভিতর থেকে মুক্ত হয়ে লেখার মধ্যে রূপ গ্রহণ করেছে।

46

त्म ১४, ১৯১৪

ত্মি একমাত্র সৎ-বস্তু, হে ভগবান, তুমি সর্বেশক্তি, অনন্ত তুমি। যে মানুষ তার সন্তার গভীরে তোমার সঙ্গে এক হয়, সে তোমার অনস্ত অক্ষয় সর্বেশক্তিময় সং-বস্তু হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্য সকলের জন্য ব্যবস্থা হল, তোমার সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও, পৃথিবীর দিকে তাদের দৃষ্টি, তাদের কর্ম্ম ফিরিয়ে ধরা—এই ব্রতই তুমি তাদের উপর অর্পণ করেছ। এ-থেকেই ওঠে বিপত্তি সব ; কারণ, সব নির্ভর করে তাদের সত্তার যে বিভিনু ধারা সে-সকলের পরিপূর্ণতার উপর ; চরম একম্বলাভ করেও তাদের কাজ হল যে-বাহন তোমার দিব্য-ইচ্ছাকে প্রকাশ করবে তাকে সর্বাদ্রস্থলর করে তোলা। আর তখনই কাজটি দুরূহ হয়ে ওঠে। এই যে-যদ্রটিকে তুনি আমায় বলেছ ''আমি'' নামে ডাকতে তার মধ্যে দেখছি সবই যেন অতি-সাধারণ, অসম্পূর্ণ, নিগুণি, প্রায় অসাড়। তোমার সঙ্গে যতই একীভূত হই ততই দেখি তার বৃত্তি সব, তার প্রকাশ সব কত সাধারণ। তার মধ্যে সবই যেন একটা চির অপূর্ণতার পর্য্যায়ে। কিন্তু তাতেও আমার চাঞ্চল্য ঘটায় না, কারণ আমার সত্যকার আমি তোমার পদতলে লুঞ্চিত, কিম্বা তোমার হৃদয়ের মধ্যে নিমজ্জিত, অথবা সচেতন সে তোমার সনাতন অক্ষয় চেতনা নিয়ে—বিশ্বস্তির দিকে তাকিয়ে সে, মুখে তার অচঞ্চল উদার করুণার মধুর হাসি।

M

**মে** ১৯, ১৯১৪

এই যে মনোময় জীবাটি তার সমস্ত ব্যক্তিগত জীবনে যাবতীয় বৃত্তি সক্রিয় করে তুলতে পেরেছে—যেমন, তোমার উপর গভীর ভক্তি, মানুষের প্রতি অসীম করুণা, জ্ঞানের জন্যে তীব্র আম্পৃহা, পূর্ণসিদ্ধির জন্যে প্রাস—সে এখন মনে হয় গভীর যুমে আচছনু, কোন-কিছু আর আদৌ সক্রিয় করে তুলতে পারে না। ব্যক্তিগত তার সকল বৃত্তি নিদ্রাতুর, উদ্বের চেতনায় তার চেতনা এখনো জেগে ওঠেনি অর্থাৎ সে জাগে কিছু মাঝে মাঝে, বেশির ভাগ যুমস্ত। এই সন্তার মধ্যে কি একটি জিনিস চায় নির্জনতা, পূর্ণ নীরবতা, কিছু সময়ের জন্য অস্ততঃ, যতদিন

বর্ত্তনানের অস্বস্তিকর অবস্থা তার কেটে না যায়। আর একটি জিনিস আবার জানে, যে তোমার ইচছা হল এ-যন্ত্রটি যেন বিশ্বের সেবায় নিবেদিত হয়, যদিই বা তাতে, বাহ্যদৃষ্টিতে অস্ততঃ, তার নিজের ব্যক্তিগত উনুতির ক্ষতি হয়।

এ সন্তার অন্তরে কে যেন তোমায় বলছে, হে ভগবান,
''আমি কিছু জানি না,
আমি কিছু নই,
আমি কিছু পারি না,
আমি নিশ্চেতনার অন্ধকারে।''
আর একটি জানে যে সে হল তুমি, তুমি পরমা পূর্ণ সিদ্ধি।

কিন্তু এ সমন্তের পরিণাম কি ? এ রকম অবস্থার শেষ হবে কোন উপায়ে ? এ কি জড়তা ? এ কি সত্যকার সহিষ্ণুতা ? জানি না। কিন্তু দ্বরা না করে, বাসনা না রেখে তোমার পদতলে আমি শয়ান—অপেক্ষা করে রয়েছি।

THE

মে ২O, ১৯১৪ ·

এই যে শিখরের চূড়ার তোমার অনন্ত দিব্য-প্রেমের সঙ্গে একাম্বতা তার থেকে আমার দৃষ্টি তুমি ফিরিয়ে ধরেছ এই জটিল দেহাধারের উপর, যাকে হতে হবে তোমার সেবার যন্ত্র। তুমি আমার বললে: "এ আমিই। দেখছ না আমার আলো এর মধ্যে জলছে?" বাস্তবিক আমি দেখছি তোমার দিব্যপ্রেম প্রথমে জ্ঞানে তারপরে শক্তিতে অভিষিক্তি হয়ে এই শরীরকে, তার ক্ষুদ্রতম কোম অবধি, গড়ে দিয়েছে, এতখানি উজ্জ্জন হয়ে উঠেছে তার মধ্যে যে মনে হয় সে যেন সহস্র-সহস্র জ্যোতির্ময় স্ফুলিঙ্গের সমষ্টি, তারা প্রকাশ করছে এই কথা যে তাদের প্রত্যেকে হলে তুমিই।

এখন তাই সব অন্ধকার মিলিয়ে গিয়েছে, রয়েছ তুমি শুধু, বিভিন্ন জগতে, বিভিন্ন আকারে কিন্তু একই অক্ষয় অনন্ত অহিতীয় প্রাণরূপে।

শুদ্ধ প্রেমের, অর্থণ্ড একছের, অক্ষর এই যে তোমার দিব্য-জগৎ তাকে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করে ধরতে হবে অন্যান্য সব রাজ্য নিয়ে যে দিব্য-জগৎ তার সঙ্গে—জড়তম রাজ্যটি অবধি, যেখানে তুমিই হলে প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্র, তার গঠন-উপাদান পর্যান্ত। এই যত দিব্য-জগতের পরম্পরা তাদের মধ্যে পূর্ণ-চেতনার মিলন-সূত্রটি স্থাপন করাই হল একমাত্র উপায় যাতে তোমার মধ্যে নিরন্তর বাস সমানভাবে সেখানে থেকেও হতে পারে, আর যে-ব্রত তুমি এই আধারের উপর ন্যন্ত করেছ তাকেও সংসিদ্ধ করা যেতে পারে, তার চেতনার সকল স্তর, তার কর্ম্বের সকল ধারায় সমগ্রভাবে।

হে প্রির প্রভু আমার ! আমার অক্তানের আর একটা আবরণ তুমি ছিন্ন করেছ। তোমার সনাতন হৃদরের মধ্যে আমার পুণ্যস্থানটি পরিত্যাগ না করেই আমি রয়েছি আমার শরীরের উপাদান প্রত্যেক অণু-পরমাণুর অন্তরে যে অম্পর্শতি অনন্ত হৃদর তারও মধ্যে।

এই যে অখণ্ড পূর্ণ ক্লি চেতন। তাকে স্থদ্চ কর, তার পরিপূর্ণ তার মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমি যেন প্রবেশ করতে পারি, আর এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তোমার পরিত্যাগ না করে নিরন্তর আনি যেন এই অসীম সোপানাবলী বেরে উঠে যেতে পারি আবার নেমে আসতে পারি, তুমি যে কাজের নির্দেশ আমার দিয়েছ তার প্রয়োজন অনুসারে।

আমি তোমার, তোমার মধ্যে, তৃমিই, শাগুত আনদের পরিপূর্ণতা নিরে।

退

त्म २५, ५७५८

সকল প্রকাশের বাহিরে, শাশুতের অক্ষয় নীরবতার মধ্যে আমি রয়ৈছি তোমাতে, হে ভগবান, চিরস্থির আনন্দ তুমি। তোমার শক্তি ও অনুপম জ্যোতি হতে গৃহীত যে বস্তু দিয়ে জড় পরমাণু সকলের কেন্দ্র ও বাস্তব-সত্তা গড়া হয়েছে তারও মধ্যে তোমাকে ফিরে পাই আবার আমি। তাইত তোমার দিব্য সানিখ্য বর্জন না করে, তোমার পরা-চেতনায় আমি ডুবে যেতে পারি, আবার তবু তোমাকে দেখতে পারি আমার আধারের আলোকোজ্জল কণারাজির মধ্যে। আর এখন অন্ততঃ এই ত তোমার জীবনের, তোমার দীপনের পরম পূর্ণ তা।

আমি তোমায় দেখছি, আমি হয়েছি তুমিই, এই দুই শেষ-প্রান্তের মাঝে আমার প্রেম তীব্র আম্পৃহা নিয়ে চলেছে তোমার দিকে। त्म २२, ১৯১৪

সত্তার সকল অবস্থার, জীবনের সকল ক্ষেত্রে, একের পর একটিতে যখন অবস্ত হতে সদ্বস্তকে চিনে নিয়েছি, তোমার অধিতীয় সন্তার অধিও পরিপূর্ণ নিশ্চরতা লাভ করেছি তখন সেই পরা-চেতনার শিখর থেকে দৃটি ফিরিয়ে আনতে হবে উপাদান-সমটি এই বাটর দিকে—যাকে পৃথিবীর উপর তোমার প্রকাশের যন্ত্র হতে হবে, তার ভিতর দেখতে হবে কেবল তোমাকেই—কারণ, তুমিই তার একমাত্র সত্য-সত্তা। এই আধারের প্রতিটি কণা তবে জেগে উঠবে, তোমার সমুচচ প্রভাব গ্রহণ করতে সমর্থ হবে; অজ্ঞান, অন্ধকার সব দূর হয়ে যাবে, সন্তার মূল-চেতনা থেকে শুরু নয়, তার অতি-বাহ্য প্রকাশের ধারা হতে পর্যান্ত। রূপান্তরের এই সাধনা যখন পূর্ণ হবে, সর্বাদ্যস্থলর হয়ে তথনই প্রকাশ পাবে তোমার পূর্ণ জি, পূর্ণ জ্যোতি, পূর্ণ প্রেম।

ভগবান, এ কথাটি আমাতে ক্রমেই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে চলেছ। এই পথেই হাত ধরে নিয়ে যাও আমায়। আমার সমগ্র-সত্তা, তার ক্ষুদ্রতম অণু অবিধি আকাঙ্কা করে তোমার সানিধ্যের পরাজ্ঞান, তার সঙ্গে পূর্ণ সন্মিলন। সকল বাধা দূর হয়ে যাক, অজ্ঞান-অন্ধকারকে সরিমে দিয়ে, আন্থক সর্বত্রে তোমার দিব্য-জ্ঞান। মূল-চেতনাকে, সন্তার আপন সঙ্কলপকে বেমন আলোকিত করেছ, তেমনি আলোকিত কর বাহ্য উপাদান পর্যান্ত। সমগ্র ব্যক্তি-সন্তাটি, তার আদি আরম্ভ, তার সার-পদার্থ থেকে তার সর্বশেষ রূপায়ণ এই জড়তম দেহ অবধি সব বেন এক হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ সিদ্ধির মধ্যে, তোমার অন্বিতীয় সং-বন্ধর সর্বাদীণ প্রকাশের মধ্যে।

তোনার প্রাণ আর তোনার জ্যোতি আর তোনার প্রেম নয় এমন ।কছুই নাই বিশ্বে। সব যেন জ্যোতির্ম্ম হয়, রূপান্তরিত হয় তোনার সত্যের জ্ঞানলাভ করে।

তোনার দিব্যপ্রেম আমার সত্তাকে পরিপ্রাবিত করেছে, প্রতি কোষ তোমার আলোকে উদ্ভাসিত, জেনেছে তোমায়, তুমিই হয়ে গিয়েছে; তাই পরমানন্দে আম্বহারা সব। त्म २७, ১৯১८

হে ভগৰান, আমি চাই নিরম্ভর তোমার চেতনা, চাই আমার সত্তার প্রতি ক্ষুদ্রতম কোষে তোমার প্রতিষ্ঠা—তোমাকে জানতে চাই আমার নিজেরই মত, সকল জিনিসের মধ্যে তোমার প্রকাশ দেখতে চাই। তুমি জীবনের একমাত্র সং-বস্তু, একমাত্র হেতু, একমাত্র লক্ষ্য। তোমার প্রতি আমার প্রেম যেন বদ্ধিত হয়ে চলে, আমি যেন হয়ে উঠতে পারি শুধু প্রেম, তোমারই প্রেম—আর যখন হয়েছি তোমার প্রেম তখন তোমাতেই যেন সর্ব্বাঙ্গীণ একীভূত হয়ে **যে**তে পারি। এই প্রেম ক্রমেই যেন হয়ে ওঠে আরো তীব্র, আরো পূর্ণ, আরো জ্যোতির্ন্নর, আরো শক্তিমান—হয়ে ওঠে যেন তোমার দিকে চলবার অদম্য প্রবেগ, তোমাকে প্রকাশ করবার অব্যর্থ উপায়। এই সত্তার মধ্যে তার অতল গভীর থেকে বাহ্যতম উপাদান পর্য্যন্ত, সবই যেন হয়ে ওঠে শুদ্ধ প্রগাঢ় নিঃস্বার্থ দিব্য প্রেম। এই আধারের মধ্যে যে ভগবান রূপ ধরে আপনাকে প্রকাশ করছে সে যেন তোমার পূর্ণ ছি সমূদ্ প্রেমে সংগঠিত হয়, যে প্রেম জ্ঞানের আদি ও সিদ্ধি যুগপৎ। তোমার প্রেমের প্রভাবে চিস্তারাজি হয় বেন পরিষ্কৃত, স্থবিন্যস্ত, আলোকিত, রূপাস্তরিত। সকল প্রাণশক্তি কেবল তোমারি প্রেমে হয় যেন অনুসূতি, সংগঠিত, তারি মধ্যে পায় যেন অদন্য শুচিতা, অনলস বীর্য্য আর তেজ আর ঋজুতা। এই যে সত্তা,—বাহন যে, কিন্তু দুর্ব্বল—সে যেন তার দুর্ব্বলতার স্থযোগ নিয়ে নিজেকে গড়ে তোলে সম্পূর্ণ ভাবে তোমারি প্রেমে গড়া উপাদানে। এই শরীর জ্বন্ত অগ্নিকুণ্ড হয়ে যেন তার প্রতি রোমকূপ দিয়ে বিকীণ করে তোমার নিৰ্বেক্তিক সমূদ্ধ একান্ত প্ৰেম। মন্তিকও যেন পুনৰ্গ ঠিত হয়ে ৬১১ তোমার প্রেম দিয়ে। তোমার প্রেম, তার নিজস্ব গুণ যে বীর্য্য, দীপ্তি, মাধুর্য্য, সামর্থ্য তাই দিয়ে সব জিনিস যেন পূর্ণ করে তাদের আপ্লুত করে, প্লাবিত করে, অন্তরে প্রবেশ করে, রূপান্তরিত করে, নবজন্ম নবপ্রাণ দান করে। তোমার প্রেমেই শান্তি, তোমার প্রেমেই আনন্দ, তোমার প্রেমেরই মধ্যে তোমার সেবকের অব্যর্থ কর্ম্বেঘণা।

বিশুব্রন্ধাণ্ডের চেয়েও তোমার প্রেম বিশোলতর, যুগযুগান্ডের চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী; অনস্ত সে, শাশুত সে, কারণ সে তুমিই। আমি তুমিই হতে চাই, কারণ তাই ত তোমার বিধান, তাই ত তোমার স্ব-ইচ্ছা। **মে ২৪, ১৯১৪** 

হে মধুমর রাজরাজ! বাহিরের জিনিসের মধ্যে আমাকে ডুবে যেতে দিও না। কোন রস কোন স্বাদই তাদের নাই আমার কাছে। তাদের নিয়ে যদি আমি ব্যাপৃত থাকি, তার কারণ তোমার ইচছা— যাতে তোমার কাজ পূর্ণ সম্পাদিত হয়, পুঝানুপুঝরপে, প্ররোগে আর উপাদানে উভয়তঃ। তবে এ সকলের দিকে কেবলমাত্র দৃষ্টি দিলে আর তাদের মধ্যে যতটুকু সম্ভব তোমার শক্তি সঞ্চার করতে পারলেই যথেষ্ট। চেতনার মধ্যে তাদের স্থান সত্যকার সদ্বস্তদের উপরে যেন না হয়।

হে আমার রাজরাজ । আমার আম্পৃহ। চায় তোমাকে, তুমি যে বস্তু তার জ্ঞান, তোমার সম্পে একাশ্বতা । আমি চাই আমার প্রেম যেন বৃদ্ধি পেয়ে চলে, প্রতিনিয়ত শুদ্ধতর, উদারতর তীব্রতর হয়ে ওঠে—কিন্তু কার্য্যত দেখি আমি যেন ডুবে গেছি—জড়ের মধ্যে । এই কি তোমার উত্তর ? তুমি নিজেও ত এইভাবেই জড়ের মধ্যে ডুবে যেতে স্বীকৃত হয়েছ, যাতে তাকে বীরে সচেতন করে তুলতে পার । তবে এ হল কি তোমার সঙ্গে গাঢ়তর একাশ্বতার কল ? উত্তরে তুমি কি একথা আমাকে বলতে চাও : 'বিদ সত্যকার ভালবাস। জানবে, তবে ভালবাসতে হবে এই ভাবে—অন্ধকারের আর অবচেতনার গর্ভে'' ?

হে ভগবান। হে আমার মধুময় রাজা, তুমি জান আমি তোমারি, তুমি যা চাও আমি সর্ব্বদা তাই চাই—তাই তুমি কি চাও সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ যেন আমার মধ্যে না ওঠে। আমায় হৃদয়ের অচল প্রশান্তির মধ্যে যে রকমে হোক জ্ঞানের আলো জালিয়ে দাও। অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যদি যেতে হয় যাব, প্রয়োজন হলে। শুধু আমায় জানতে দিও সে-ও তোমারি ইচছা।

ভগবান। শুনছি তোমার উত্তর, আমার হৃদয়ের মধ্যে তোমার দিব্য তোমার শাশুত সান্মিধ্য তুলে দিয়েছে যে মহানন্দ-গীতি।

W

त्म २०, ১৯১৪

হে ভগবান, মূর্ত্ত প্রেম, মূর্ত্ত শুদ্ধতা ! এ যন্ত্রটি তোমার যথাযোগ্য সেবা করতে চায়। সে যেন তার ক্ষুদ্রতম পদক্ষেপে তচছতম ক্রিয়াকর্মের সকল অহংকার হতে, সকল প্রমাদ হতে, সকল অজ্ঞান হতে মুক্ত থাকে, তার মধ্যে এমন কিছু না থাকে যেন যা তোমার কর্মকে দূষিত বিকৃত বা ব্যাহত করতে পারে। তোমার জ্যোতির পূর্ণ প্রকাশ হতে দূরে কত কত ক্ষুদ্র কোণ সব ছায়ার মধ্যে পড়ে আছে, তাদের হয়ে তোমার কাছে আমি এই জ্যোতির পরাতুটি ভিক্ষা করি।

আমি হই যেন একখানা নিকলম্ক বিশুদ্ধ স্ফটিক, তার ভিতর দিয়ে তোমার দিব্য আলো চলে আসে যেন রঞ্জিত বিকৃত না হয়ে। আমি তা চাই, আমার নিজের সিদ্ধির কামনায় নয়, কিন্তু যাতে তোমার কর্ম্ম ষধাসম্ভব স্কর্মুক্সপে সম্পাদিত হয় সেই জন্যে।

আমি যখন তোমার কাছে এ জিনিস চাই তখন যে "আমি" তোমার সঙ্গে কথা বলে সে হল সমস্ত পৃথিবীর। তার আম্পৃহা, সে হবে বিশুদ্ধ হীরকখণ্ড, তোমার পরা জ্যোতি যাতে নির্দোষে প্রতিফলিত করতে পারে। সকল মানুষের হৃদয় আমার হৃদয়ের মধ্যে ম্পালিত, তাদের সকল চিন্তা আমার চিন্তার মধ্যে স্কুরিত, তুচছ পশুটির কি ক্ষুদ্র গাছটির সামান্য আকাগুক্ষা আমার বিপুল আম্পৃহার সঙ্গে, সংযুক্ত—সব মিলে উঠে চলে তোমার দিকে, তোমার প্রেম তোমার জ্যোতি অধিকার করবার জন্যে, পরাসন্তার শিখর সব অতিক্রম করে তোমার সানিধ্যে পৌছতে, তোমাকে তোমার অচল আম্বরতি থেকে ফিরিয়ে এনে বেদনার অন্ধকারের মধ্যে নামিয়ে ধরতে যাতে তা রূপান্তরিত হয় পরম শান্তি আর দিব্য আনলে। এই যে প্রচণ্ড অনুপ্রেরণা, তাকে গড়েছে অসীম প্রেম যার ধর্ম আম্বদান আর এমন নির্ভরতাপূর্ণ প্রশান্তি যা তোমার অথণ্ড একত্বের নিশ্চয়-বোধ নিয়ে হাস্য-মধুর।

হে আমার মধুর রাজরাজ। তুমি বিজয়ী, তুমিই বিজয়, পূর্ণসিদ্ধ তুমি, তুমিই পূর্ণ সিদ্ধি। त्य २७, ১৯১८

উপরে তুফান—সাগর উত্তাল। ঢেউরে ঢেউরে সংঘর্ষ, একটির মাথার আর একটি, বিপুল শব্দে ভেঙ্গে পড়ছে পরস্পরের গারে—ঠিক সেই অবসরে, এই উন্মত্ত জলরাশির নীচে ররেছে আবার বিপুল প্রসার, স্থির, প্রশাস্ত, সহাস্য—উপরের চাঞ্চল্য সে দেখছে তাকিয়ে একটা অপরিহার্য্য ঘটনা হিসাবে।

জড়কে একান্তভাবে মন্থন করা চাই, যাতে সে ভগবানের পূর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। বিক্ষুর বাহ্যরূপের পিছনে, ছন্দের, দারুণ সংঘর্ষর পিছনে চৈতন্য তার স্থিরাসনে দৃচ্প্রতিষ্ঠ, বাহ্যসন্তার সকল ক্রিয়াবলী নিরীক্ষণ করছে, হস্তক্ষেপ করে কেবল তথনি যখন কোথাও দিক বা স্থান সংশোধন করা দরকার হয়, যাতে খেলাটির মধ্যে নাটকীয় আতিশয্য না এসে পড়ে। এই হস্তক্ষেপ কখন দৃঢ়, কখন বা কিছু রয়ঢ়, আবার কখন শ্লেষময়, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবার জন্যে ভাগিদ, কিয়া তা যেন একটুখানি ব্যঙ্গ, কিন্তু সর্বেদা সেই একই মধুর প্রবল প্রশান্ত প্রস্মু কারুণ্যে পরিপূর্ণ।

নীরবতার মধ্যে আমি দেখলাম তোমার অসীম সনাতন দিব্যানন্দ।
তারপর তোমার দিকে ধীরে উঠে চলল অঁ।ধারের মধ্যে, ছন্দের মধ্যে এখনো
পড়ে আছে যে-বস্তু তার এই প্রার্থনা : মধুর রাজরাজ। পরমজ্ঞানদাতা, পরম
শুদ্ধিদাতা, আমার যা-কিছু উপাদান, যা কিছু কর্ম্ম সব যেন নিরন্তর হয়
কেবল তোমারি প্রেমের, তোমার সমূদ্ধ্র পরমা প্রশান্তির প্রকাশ।

আর হৃদয়ের মধ্যে গান গেয়ে চলে তোমার মহা-মহিমায় ভরপুর পরম পুলক।

TO

त्म २१, ১৯১৪

আধারের প্রত্যেক স্তরে চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে, বাতে অক্ষত স্থিতি, জ্ঞান ও আনন্দের বোধ তার হয়। এই তিনটি জগৎ বা ভগবানের তিনটি ধারা উদ্ধূ শক্তির ও জ্যোতির লোকে আছে যেমন, আর অনস্তের জসীমের নিব্যক্তিক অপৌরুষেয় অবস্থাতেও যেমন আছে, ঠিক তেমনি আছে স্থূলবস্তর প্রতিষ্ঠানে। পূর্ণ চেতনায় যখন উচ্চতম ধামে প্রবেশ করা বায়, তখন এই স্থিতি, এই জ্যোতি এই আনন্দ নিয়ে থাকা সহজ, এমন কি প্রায় অনিবার্য্য। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন হল এবং বিশেষরূপে

দুরাহ হল এই ত্রিধা চেতনায় সন্তাকে জাগ্রত করা জড়তম জগতের মধ্যে। এই তবে প্রথম কথা। তারপর আবিকার করতে হবে উদ্ধৃতিম দিব্যলোক সকলের কেন্দ্র (তা নিশ্চয় হবে মধ্যবর্ত্তী জগৎটি), যেখান থেকে এই যাবতীয় জগতের চেতনাকে এক করে ধরা যায়, তাদের সমনুয়সাধন করা যায়, তাদের সকলের মধ্যে যুগপৎ এবং পূর্ণ চেতনা নিয়ে কর্দ্ম করা যায়।

ভগবান, আমি জানি, যে পরম সত্যবস্তু তোমাকে ব্যক্ত করে, তা থেকে এই সব অসম্পূর্ণ ক্রটিপূর্ণ ব্যাধ্যা কতদূরে পড়ে রয়েছে। তোমার জ্যোতি, তোমার শক্তি, তোমার ঐশুর্য্য, তোমার অমের প্রেম সকল ব্যাধ্যা সকল ভাষ্যের উদ্বে । কিন্তু আমার বুদ্ধির পক্ষে প্রয়োজন অন্ততঃ একটা ছক-কাটা পরিকলপনার মধ্যে ধরে জিনিস সব দেখা যাতে আধারের জড়তম পর্য্বগুলি যথাসম্ভব পূর্ণ ভাবে তোমার ইচছার অনুগত হয়ে ওঠে।

তবে কিন্তু তোমাকে আমি সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারি তথন যখন আমি আমার মৌন, অথও আরাধনার গভীর নীরবতায় ডুবে থাকি। কারণ তথন কে বলতে পারে, ভালবাসে কে, ভালবাসে কাকে, ভালবাসার সামর্থ্য জিনিসটিই বা কি ? তিনটিই এক, অনন্ত প্রমানন্দের মধ্যে।

ভগবান, সবাইকে দাও এই অনুপম পরমানদের কল্যাণ।

THE STATE OF THE S

त्य २४, ১৯১८

এ জগতের অগণ্য উপকরণ সব তুমি সচল চঞ্চল মন্থন করে চলেছ 
যাতে তাদের আদি তামস আচছনুতা থেকে, তাদের আদিম বিশৃঙ্খলা থেকে 
তার জেগে ওঠে সচেতনতার মধ্যে, জ্ঞানের পর্ণ আলোকের মধ্যে। এই 
সব উপকরণ মন্থন করবার জন্য মন্থনদণ্ড হল তোমার পরম প্রেম। আর সে প্রেম অফুরস্ত ধারায় উৎসারিত হয় তোমার অসীম অতল হৃদয়-অভ্যন্তর 
হতে। তোমার হৃদয়ই আমার আবাস, তোমার হৃদয়ই আমার সন্তার 
সদ্বস্তা। তোমার হৃদয়ের মধ্যে সংলগু আমি, হয়ে গিয়েছি তোমারি হৃদয়।
শান্তি শান্তি হোক সকল জীবের।



त्य २५, ১৯১৪

হে আমার মধুর রাজরাজ ! যারা তোমার মন্তকে স্থান পেরেছে, অর্থা ৎ বুদ্ধির ভাষার, যারা তাদের চেতনা তোমার পরাচেতনার সঙ্গে একীভূত করেছে, যারা হরে উঠেছে তোমার পরাজ্ঞান, তাদের আর তোমার উপর প্রেম থাকতে পারে না, কারণ তারা হয়ে গিয়েছে তুমিই। তোমার পরাস্তার চেতনার উদুদ্ধ হলে অবশ্যম্ভাবী যে অনন্ত আম্বরতি তাই তারা উপভোগ করে। কিন্তু তাদের থাকতে পারে না ভল্ডের ভল্ডি, কারণ এ জিনিস হল তাদের ছাড়িয়ে তাদের উদ্ধে যে ভগবান তাঁর দিকে ভাব-বিভোর গতি। স্নতরাং এই পৃথিবীর উপরে ব্রত যার তোমার প্রেমকে রূপ দেওয়া, তাকে তুমি শিক্ষা দিয়ে চল যাতে সকল বিশ্বের উপর তার থাকে এই শুদ্ধ অসীম প্রেম। সে প্রেমের প্রথম রূপ পূজা ও শুদ্ধা, পরে তা পরিণত হয় করুণায়, একনিষ্ঠতায় গঠিত প্রেমরূপে।

তোমার চিরন্তন একম্বের কি দিব্যপ্রভা। কি অসীম মাধুর্য্য তোমার পরমানন্দের। অপ্রতিম মহিমা তোমার জ্ঞানের। অচিস্ত্য তুমি, হে চিরবিসময়।

TOTAL

বে ৩১, ১৯১৪

প্রশান্ত সন্ধ্যার আত্মসমাহিতির মধ্যে সূর্য্য যখন ডুবে গেল, আমার সমগ্র আধার তোমার কাছে প্রণত হল, ভগবান, মৌন পূজা নিয়ে, পূর্ণ সমর্পণ নিয়ে। আমি হয়ে গেলাম সমস্ত পৃথিবী—সমন্ত পৃথিবী তোমার কাছে প্রণত হল, তোমার জ্যোতির আশীব্র্বাদ, তোমার প্রেমের পরমানদ ভিক্ষাকরে। পৃথিবী নতজানু হয়ে মিনতি জানায় তোমার কাছে—রাত্রির নীরবতায় অন্তর্মুখ হয়ে যায়, বৈর্য্য ধয়ে, সেই সঙ্গেই উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষাকরে তার পরম কাম্য জ্যোতির আবির্ভাবের জন্য। জগতের কর্ম্মে অবতীর্ণ তোমার প্রেম হয়ে ওঠায় মাধুর্য্য আছে—অনুরূপ মাধুর্য্যই আছে এই অসীম প্রেমের দিকে উদ্বেভিঠে চলে যে অসীম আম্পৃহা তা হয়ে ওঠায়। আর এই রকমে নিজেকে পরিবর্ত্তন করে ধয়া, পরপর কিপ্রায় যুগপৎ হয়ে ওঠা, যে গ্রহণ করে আর যে দান করে, যে রূপান্তরিত হয় আর যে রূপান্তর করে, এক দিকে বেদনাক্রিষ্ট অন্ধকার, অন্যদিকে

সর্বশক্তিমর দিব্যজ্যোতি, দুয়েরই সঙ্গে একাম্বতা এবং এই যুগ্ম একাম্বতার মধ্যে তোমার সব্বোত্তম একম্বের রহস্য আবিকার—এ কি তোমারি পরা-ইচছাকে একভাবে প্রকাশ করা পূর্ণ করা নয় ?

হে আমার নধুর রাজরাজ । হৃদর আমার যেন প্রদীপ্ত গর্ভগৃহ আর তুমি সেখানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত সকল বিপ্রহের মুখ্য বিপ্রহ । তোমার মূত্তি আমি দেখলাম, ঐশ্বর্যামণ্ডিত, তোমার জন্যে সমিদ্ধ আমার হৃদরের অগ্নিশিখার মধ্যে; সেই সময়েই দেখলাম আবার আমার মন্তকের মধ্যে, তুমি সেখানে অচিস্তা, অজ্ঞের, অরূপ। এই যুগল অনুভূতি, এই যুগম অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত তৃপ্তির পরম পূর্ণতা।

W

खून ১, ১৯১৪

সর্বেজয়ী হে প্রেমশক্তি, এই রিথের অপ্রতিম অধীথর তুমি, তুমি তার সুষ্টা, তুমি তার ত্রাতা, তোমারি কল্যাণে আদি-অম্বকারের গর্ভ থেকে সে উঠে এসেছে, আর এখন তুমি তাকে নিয়ে চলেছ তার সনাতন লক্ষ্যের দিকে।

তুচ্ছ এমন বস্তু নাই বার মধ্যে আমি দেখি না তুমি জ্বলছ, তোমার ইচ্ছার শত্রু এমন নাই—অপাতদৃষ্টিতে যত বিরোধী হোক—যার মধ্যে আমি জনুত্ব করি না তুমিই সজীব সক্রিয় প্রোজ্জন।

হে আমার মধুময় অধিরাজ। প্রেনের সার তুমি, আর আমি তোমার মর্ন্ম। তোমার প্রেমের ধরস্রোত এই আধারের প্রতি অঙ্গের ভিতর দিয়ে বরে যায়, তোমার প্রেমকে প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে, না বরং, প্রত্যেক জিনিসকেই জাগিয়ে তুলতে যাতে তোমার প্রেমে তারা সচেতন হয়ে ওঠে, তোমার প্রেমই তো তাদের সকলের প্রাণ।

যার। তোমাকে তুল জানে, যার। তোমাকে জানে ন।, যারাই চার তোমার দিব্য মধুর বিধান হতে মুখ ফিরিয়ে নিতে, তাদের সকলকে আমি আমার ভালবাসায় ঘিরে রাখি, আমার বুকের মধ্যে তুলে নিই, তাদের উৎসর্গ করে দিই তোমার সমিদ্ধ চেতনার কাছে, যাতে তোমার যাদুকর তপ্ত তেজে পরিপূর্ণ হয়ে যার তারা, তোমার পরমানদের মধ্যে তাদের ধর্মান্তর হয়।

হে প্রেমরাজ। হে জ্যোতির্নয় প্রেমরাজ। সকলের মধ্যে তুমি প্রবেশ কর, সকলকে তুমি দিব্যরূপ দাও। खन २, ১৯১৪

অন্তর্নুখী নীরবতার নধ্যে, নৌন আরাধনার নধ্যে, আমি যা-কিছু অজ্ঞানাচছনু, যা-কিছু আর্ত্ত সকলের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে তোমাকে প্রণতি জানাই, হে ভগবান, অবতারী আতারূপে; পরম মুক্তিদাতারূপে তোমার প্রেমকে অভিবাদন করি, আমার কৃতজ্ঞতা জানাই তাকে তার অশেষ কল্যাণ-কর্মের জন্যে, তোমার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করি যাতে তোমার কাজ তুমি সর্বাদ্যমুক্ষরভাবে শেষ করতে পার। তারপর আমি এক হয়ে যাই তোমার প্রেমের সঙ্গে, হয়ে উঠি শুধু তোমার অফুরন্ত প্রেম। সকল বস্তুর মধ্যে আমি প্রবেশ করি, প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে আমি বাস করি, সেখানে প্রজ্ঞানত করি সেই আগুন যা এনে দেয় শুদ্ধি, এনে দেয় রূপান্তর, যার নির্বোণ নাই কখন, তোমার পরাতৃপ্তির বাহকশিখা, সকল সিদ্ধির সিদ্ধিদাতা।

তারপর এই প্রেম নিজেই আবার নীরবে আত্মস্থ হয়ে যায়, নিজেকে ফিরিয়ে ধরে তোমার দিকে, হে অজ্ঞেয় জ্যোতি-কুঙ, আত্মহারা পুলকে অপেন্দা করে তোমার নবপ্রকাশ।

M

जून ७, ১৯১৪

এখন যে সমগ্র সন্তাটি স্থূল কর্ম্মের মধ্যে জড়স্তরে সাধনার মধ্যে ক্রমেই ডুবে চলেছে, সেখানে যে রয়েছে এত সব উপকরণ পুঋানুপুঋরপে বাদের প্রয়োজন নজর করা, সাজিয়ে ধরা, তোমাকে তাই নিবেদন জানাই, হে ভগবান, আমার চেতনা এ রকমে বাহিরের দিকে ফিরে থাকলেও, তোমার সঙ্গে যেন নিরস্তর সংযোগ রাখতে পারি, তুমিই ত সকল শান্তির, সকল শক্তির, সকল শান্তির, সকল শান্তির, সকল শান্তির,

হে আমার মধুর রাজরাজ ! এই ব্যাষ্ট্রসন্তাটির ভিতর দিয়ে সর্ব্রাঙ্গীণভাবে সকল কাজ তুমিই সম্পনু করে যাও । না, বলি বরং, এই
ব্যাষ্ট্রসন্তাটির কোন অঙ্গকে তুমি কোন মুহূর্ত্তে যেন তুলতে দিও না সে হল যন্ত্রমাত্র, সে শুধু ছায়া, বান্তব হয়েছে তার মধ্যে তোমার পরিচালনার
জন্য, কেবল তুমিই রয়েছ, তুমিই কাজ করে চলেছ ।

তোমার চিরস্থির সানিধ্যের কি আশীর্বাদ।

B

जून 8, ১৯১৪

সকল বিষু ধ্বংস কর তুমি, হে ভগবান। আমাদের অন্তরে মূর্ত্ত বিজয় তুমি, জয় করেছ তাদের সকলকে যারাই চায় তোমার দিব্য-বিধানের সংসিদ্ধিতে বিষু ঘটাতে। অজ্ঞানের ছায়া, আর অহং-সার দুপ্পবৃত্তির কালো ধোঁয়া তুমি উড়িয়ে নিয়ে যাবে, সকল কু-ইন্সিত তুমি ধুয়ে মুছে দেবে, আমাদের অন্তরে সমর্থ করে তুলবে শুদ্ধ স্বচ্ছ দৃষ্টি পরিচিছনু বুদ্ধি, যাকে কোন বৈনাশিকী চিন্তা, কোন অরাজক প্রবৃত্তি কখন বিশ্রাম্ত করতে পারে না।

হে আমার মধুময় রাজরাজ! তোমার অসীম প্রেমই আমাদের সন্তার সহস্ক, তার সর্বেশক্তিমান কর্ম্মধারার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য কে দাঁড়াতে পারে? সব-কিছুর অন্তরে প্রবেশ তার, সকল বাধা অতিক্রম করে চলে যায়—তা অজ্ঞানের গুরুভার জড়তা হোক আর অবোধ দুপ্রবৃত্তির প্রতিকূলতা হোক। আমার মধুর রাজরাজ! এই প্রেমেরই ভিতর দিয়ে, এই প্রেমকেই অবলম্বন করে, সকল বস্তুর অন্তরে তুমি উভাসিত হয়ে রয়েছ; এই প্রভা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে চলবে, সারা পৃথিবীর উপয় সক্রিম হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, সকল অচেতন আধারের বোধগম্য হয়ে উঠবে।

কে তোমার দেবশক্তির বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে? অহিতীয় পরম সহস্ত তুমি। সত্তা আমার সমাহিত হয়ে যায় নীরব আরাধনার মধ্যে, তুমি যা নও সবই দর হয়ে যায়।

M

खून ५, ১৯১৪

হে ভগবান, তোমার সম্মুখে এই আমি অর্ঘ্য, ভাগবত-মিলনের জ্বনস্ত আগুনে সমিদ্ধ শিখা যেন...

তোমার সমুখে এই যে অর্য্য, তা হল এই গৃহের প্রত্যেক পাথরখানি আর যা কিছু আছে তার ভিতরে, যারা তার দার পার হয়ে প্রবেশ করে সেখানে, যারাই তাকে চোখে দেখে, যাদেরই সম্বন্ধ হয়েছে তার সঙ্গে— যে কোন রকমে—ক্রমে ক্রমে সব পৃথিবীটাই। এই যে কেন্দ্র, এই যে জনস্ত নীড় তোমার আলোয় তোমার ভালবাসায় ভরে উঠেছে, ক্রনে আরো ভরে উঠবে, এখানে থেকেই তোমার শক্তিরাজি সমস্ত পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে যাবে, সকলের চিস্তা, সকলের হৃদয়ের মধ্যে দৃশ্যতঃ হোক অদৃশতঃ হোক।

তোনাকে চেয়ে আনার যে আম্পৃহা উঠে চলেছে, তার প্রত্যুক্তরে তুনি আনার দিলে এই নিশ্চর জ্ঞান।

প্রেনের এক বিপুল তরঙ্গ সকল জিনিসের উপর নেমে এসেছে, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

শান্তি শান্তি হোক সকল পৃথিবীর—হোক বিজয় পরিপূর্ণতা মহাবিসময়। হে আমার সন্তান সব, বেদনা-কাতর, জানহীন তোমরা। আর তুমিও বিদ্রোহী প্রচণ্ডা প্রকৃতি, খোল তোমরা তোমাদের হৃদয়, শান্ত কর তোমাদের বেগ, এই দেখ প্রেম তার মধুর সর্বশক্তি নিয়ে এসেছে, এই দেখ জ্যোতি তার বিশুদ্ধ ছটা নিয়ে তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছে। এই যে মানবীয়, এই যে পার্থিব মুহূর্ত্ত, সকলের চেয়ে শুভ মুহূর্ত্ত। প্রত্যেকেই, সকলেই জানুক, উপভোগ করুক, পরা পূর্ণ তার অধিকারী হয়েছে তারা।

আর্ত্ত হৃদয় কাদের, কাদের ললাট চিন্তাক্লিষ্ট। হে মুচ অন্ধতা, হে অজ্ঞান অপচিকীর্ঘা, তোমাদের যন্ত্রণা শান্ত হোক, মুছে যাক।

এই যে নববাণী এসেছে তার ভাস্বর মহিমার :

''আমি এখানে।''

### M

जून ১১, ১৯১৪

প্রতি প্রভাতে, হে ভগবান, তোমার দিকে উঠে চলে অগণিত প্রণতি, সন্তার যত স্তর তাদের প্রত্যেকের প্রণতি এবং প্রত্যেকের যে বছল উপাদান তাদেরও প্রণতি। এ হল সমগ্রের কাছে সকলের দৈনন্দিন আম্বনিবেদন, অজ্ঞানের অহংকারের আকুতি তোমার জ্যোতি তোমার প্রীতির অভিমুখে। আর তোমার সাড়াও আসে নিরবচিছনু, তাকে গ্রহণ করাও হয় অখওভাবে। সবই আলো, সবই প্রেম—অজ্ঞান আর অহং মিধ্যা ছায়ামুন্ডি, দূর হয়ে যায় তারা।

সকলের উপরে প্রসারিত তোমার একচছত্র শান্তি, তোমার ফলবতী প্রশান্তি।

खून ১२, ১৯১৪

হে আমার মধুর রাজরাজ, শাণুত জ্যোতি, নীরবতার মধ্যে শান্তির মধ্যে তোমার দক্ষে এক হয়ে যাওয়া ছাড়া আমার গতি নাই; তাই বলি তোমার, তোমার ইচছা পূর্ণ হোক সমগ্রভাবে আর প্রত্যেক ক্ষুদ্র ব্যাপারে। তোমার রাজ্য তুমি অধিকার করে নাও; যা-কিছু বিদ্রোহী তোমার বিরুদ্ধে তাদের বশীভূত কর; যে-সব চিত্ত তোমার কাছে অবনত হতে চায় না, আয়-নিবেদন করতে চায় না, তাদের ব্যাধি নিরাময় কর। স্থপ্ত বীর্য্য সব জাগ্রত কর, সাহসকে উৎসাহিত কর; হে ভগবান, দাও আলো আমাদের, স্থপথটি দেখিয়ে দাও।

পরমা শান্তিতে হৃদয় পরিপ্লুত, মন প্রশান্ত, নীরব।

যা-কিছু আছে, যা-কিছু হবে, যা-কিছু নেই সকলের অন্তন্তনে রয়েছে তোমার অচঞ্চল চিরহাস্য।

### THE STATE OF

**ज्**न ১৩, ১৯১৪

প্রথমে জয় করতে হবে জ্ঞান অর্থাৎ শিক্ষা করতে হবে কি রকমে তোমাকে জানা যায়, তোমার সঙ্গে এক হওয়া যায়। এ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে সব-রকম উপায়ই উৎকৃষ্ট, সবকেই কাজে লাগান যেতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হলে মনে যদি কর সব হয়ে গেল, তবে মস্ত ভুল করবে। সব হল বটে কিন্তু মূল তব্ব হিসাবে, জয় হল বটে, তবে নির্বস্তকাবে—এতে তার্মই ভুলু সন্তই হতে পারে যাদের অনুপ্রেরণা হল আপন মুক্তির জন্যে অহংসর্বস্থি আকাঙ্কা, যারা চায় কেবল এই আন্তর সংযোগের মধ্যে, এই আন্তর সংযোগের জন্যেই জীবন ধারণ করতে, তোমার বাহ্যপ্রকাশের জন্যে তাদের কোন স্পৃহা নেই।

কিন্তু তুমি যাদের নির্বোচন করেছ পৃথিবীতে হবে তোমার প্রতিনিধি, তারা এ ধরণের পরিণতি নিয়ে সন্তই থাকতে পারে না। তোমাকে জানা চাই, প্রথমে ও সকলের আগে—সত্য কথা। কিন্তু তোমাকে জানবার পর বাকী রয়ে গেল তবু তোমার প্রকাশের সব কাজটাই—আর তথনই দেখা দেয় এই প্রকাশের গুণ, শক্তি, জটিলতা, পরিপূর্ণ তার কথা সব। প্রায়ই দেখা যায়, তোমাকে যারা জেনেছে, তারা এই জ্ঞানের মহানলে বিভোর হয়ে বেছ সহয়ে যায়, তারা তোমাকে দেখেই সন্তই, কারণ তারা দেখে নিজেদের তৃপ্তির জন্যে, আধারের স্থূলতম স্তরে পর্য্যন্ত প্রকাশ হল বা না হল, সেদিকে তাদের খেয়াল নাই। কিন্তু বাহ্যপ্রকাশের ক্ষেত্রেও যে চায় সর্ব্বাঞ্চসিদ্ধি সে ও-রকম

জিনিসে সম্ভই হতে পারে না। সে চায় আধারের সকল স্তরে, সকল অবস্থায় তোমাকে প্রকাশ করতে, যে-জ্ঞান সে অধিকার করেছে সমগ্র বিশ্বের যাতে সব চেয়ে বেশি লাভ হয় সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে।

এই যে বিপুল ব্রত, এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে সমগ্র সন্তা উৎফুলু হয়ে উঠেছে, মহানন্দে তোমার স্ততিগান করছে।

সমগ্র প্রকৃতি সচেতনভাবে পূর্ণ-সক্রিয়, তোমার সর্বজন্মী শক্তির আবেগে স্পন্দিত, এই শক্তির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত সে, চায় তার কল্যাণে প্রদীপ্ত হতে, রূপান্তরিত হতে...

জগতের অধীশুর তুমি, তুমি অদিতীয় সদ্বস্ত।

THE STATE OF

জুন ১৪, ১৯১৪

একটা সত্যকার স্টের কাজই আমাদের করতে হবে—স্টে করতে হবে नवजत कर्न्स, नवजत জीवन-थाता, याराज এই यে महाशक्ति शृथिवीराज এ यांवर অপরিজ্ঞাত রয়েছে তার প্রকাশ হতে পারে পূর্ণ পরিপূর্ণ তা নিয়ে। এই नवजन्म मार्गत महाशुबारम यामि निष्करक छेप्मर्ग करत्रिष्ठ, रह छर्गवान, কারণ তুমি ত তাই চাও আমার কাছে থেকে। কিন্তু তুমিই যখন আমাকে এ কাজে নিযুক্ত করেছ, তখন তুমিই দেবে তার উপায়, অর্থাৎ তার সিদ্ধির জন্যে যে জ্ঞান প্রয়োজন। তাহলে তোমার ও আমার দুজনার প্রয়ত্ব আমরা এক করে তুলব। আমার এই ব্যাষ্টগত আধার একাণ্র হয়ে নিরম্ভর যাচঞা করবে সেই জ্ঞান যাতে এনে দেবে মহাশক্তির প্রকাশের উপায়; অন্যদিকে তুমি, আমার সত্তার সর্বেণিতর কেন্দ্র তুমি, তুমি পূর্ণভাবে মহাশক্তিকে চারদিকে প্রকট করবে যাতে তা সকল বাধার মধ্যে প্রবেশ করে, তাদের জয় করে, রূপান্তরিত করে। ব্যাষ্টিজীবন নিয়ে যে-সব জগৎ তাদের সঙ্গে তুমি এই সত্যেই তোমার স্বাক্ষর দিয়েছ, দিয়েছ তোমার প্রতিশ্রুতি; এ সব জগতে তাদের তুমি পাঠিয়েছ যারা—বস্ত হোক আর জীব হোক— তোমার প্রতিশ্রুতিকে ফলবান করে তুলতে পারে। সময় তা হলে এখন এসেছে, তোমার পূর্ণ সহায় প্ররোজন, যাতে তোমার প্রতিশ্রুতি ফলবতী হয়ে উঠতে পারে।

আমাদের ভিতরের দুটি সংকল্পের দুটি বৈদ্যুত-ধারার সংযোগ প্রয়োজন, যার থেকে জ্বলে উঠবে সন্দীপন স্ফুলিঞ্চ।

এ কাজ যখন করতে হবে, তখন তা করা হবেই।

M

खून ७७, ১৯১৪

''আমার বুকের তলে ডুবে থাক, উদ্বিগু হয়ো দা। করতে হবে যা তা করা হবেই। আর তখনই, যখন তুমি জানতে পার না, তুমি কাজ

করবে স্বুগ্রুতমভাবে।"...

ভগবান, তোমার বুকের তলে ররেছি আমি, সেখান থেকে কেউ আমাকে সরাতে পারবে না। আর তোমার বুকের অতল হতেই, তার আনন্দময় হাস্যময় প্রশান্তির মধ্যে থেকেই আমি দেখছি তোমার প্রকাশের যত বাহ্য আধার তারা যুদ্ধ করছে, চেষ্টা করছে তোমাকে স্কুষ্ঠুতর জানবার জন্যে,

সুষ্ঠূতর প্রকাশ করবার জন্যে।

যদি সময় এসে থাকে—তুমি আমায় বলছ তাই—তোমার সিদ্ধির জন্যে দরকার যদি হয় নবতর আধার, তবে সে-ধরণের আধার জন্মগ্রহণ করবেই। এ সন্তাটির মধ্যে একটা কিছু আছে যা জিনিসের পূর্বোভাস কতক অনুভব করে বটে, কিল্ক স্পষ্ট জ্ঞান নাই এখনো—তাই তার আপ্রাণ প্রয়াস নিজেকে পরিবর্ত্তন করে তুলে ধরনার জন্যে, যাতে তুমি তার কাছে যা প্রত্যাশা কর তার উপযোগী সে হয়ে উঠতে পারে। কিল্ক যে-বল্কটি সেখানে তোমার সম্বন্ধে সচেতন, তোমার শক্তিতে সজীব, সে জানে এই যে নবতর রূপায়ণ এও হল তোমার প্রকাশের অন্তহীন ক্রমধারার একটা অতিযৎকিঞ্কিৎ উনুতি মাত্র, সকল রূপাবলি সে দেখে অনম্ভ আপূর্ণ তার প্রশান্ত দৃষ্টি দিয়ে।

এই প্রশান্তির মধ্যেই তোমার সিদ্ধির সর্বশক্তিময়তা। ক্রিটিড অচল-নিষ্ঠার উপর ভর করে উদ্বে উঠে যেতে হবে—উদ্ব্রায়ন যেখানে দূচনিশ্চিত, সেখানেই পূর্ণপ্রান।

M

खून ১৬, ১৯১৪

সূর্য্যের মত তোমার জ্বলম্ভ মহিমা নেমে আসে পৃথিবীর উপর, তোমারি কিরণ বিশ্বকে আলোকিত করবে। যে সব আধার শুদ্ধ, অনুগত, ধারণসমর্থ, মূল-উৎসের জ্যোতি প্রকাশ করতে সক্ষম, তারা সম্প্রবদ্ধ হয়ে চলছে। এ ঘটছে যদৃচছাক্রমে নয়, কোন ব্যক্তিগত সন্ধলেপর বা আম্পৃহার উপর তা নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে সকল ব্যক্তিগত নির্বন্ধের বাহিরে যে স্থিতি তার উপর। তোমার জ্যোতি চায় ছড়িয়ে পড়তে—যা-কিছু তাকে প্রকাশ করতে সক্ষম, তাকে প্রকাশ করে সে;

আর এই সব উপাদান এক সঙ্গে হয়, তারা চায় যে-দিব্যসজ্ঞ প্রকট করতে হবে, তাকে গড়ে তুলতে—এই ভেদময় স্ফটির মধ্যে যত্থানি স্কুষ্টুভাবে সম্ভব।

এই দিব্য-বিস্ময়ের ধ্যানে মগু হয়ে আধারের প্রতি কোষ আমার হবে উচ্ছুসিত। সত্তা তাকিয়ে দেখে নিত্যস্থিতিকে, তাই আনন্দে আম্মহারা সে সর্ব্বাঙ্গে। এ সত্তাকে এখন তোমার থেকে পৃথক করা যায় কি রকমে ? সে ত তুমি সম্পূর্ণভাবে, অখণ্ডভাবে, তীব্রভাবে, পরম একম্বের ফলে।

TO

जून ১१, ১৯১৪

আজ অবধি যা-কিছু ধারণা করেছি, উপলন্ধি করেছি তা সব অতি সামান্য, সাধারণ, অসম্পূর্ণ, যা করতে হবে তার তুলনার। অতীতের সিদ্ধি এখন আর বলবৎ নর। প্ররোজন নূতন এক শক্তি বাতে নূতন সব সামর্থ্য রূপান্তরিত করে ধরবে, তোমার দিব্য-ইচ্ছার কাছে তাদের উৎসর্গ করবে। ''চাও—যা চাও, তাই হবে''—নিরম্ভর এই তোমার উত্তর। এখন তবে হে ভগবান, এই সন্তাটির মধ্যে তোমাকে স্বষ্ট করতে হবে অটল প্রশান্তির উপর এক নিত্য নিরবচিছলু তীব্র উদ্ধাম আম্পৃহা। নীরবতা রয়েছে, শান্তি রয়েছে—এখন চাই তীব্রতারই মধ্যে স্থির-নির্দ্ধার জন্ম। তোমার হৃদয় গেয়ে উঠেছে বিজয়-আনদের গান, যেন তুমি যা চাও তা সিদ্ধির পথে চলেছে।...এ-সব উপকরণ-রাজি ধ্বংস হয়ে যাক, তাদের ভস্ম থেকে উঠে আসে যেন, নূতন প্রকাশের যোগ্য নূতন উপকরণ।

বিপুল তোমার প্রোজ্জল শান্তি। সর্বেশক্তিমান তোমার সর্বেশ্বর প্রেম।

আমরা যা-কিছু চিস্তা করতে পারি তার উদ্বে রয়েছে আমাদের ভবিষ্য-দৃষ্টিগম্য অনির্বেচনীয় তোমার জ্বনন্ত মহিমা। আমাদের দাও সত্য-চিস্তা, দাও সত্য-বাক্, দাও সত্য-শক্তি।

বিশ্বের রণাঙ্গণে এসে প্রবেশ কর, হে অজ্ঞাত নব-জ্ঞাতক।

TO

মায়ের প্রার্থনা

308

जून ১৮, ১৯১৪

একই এঘণা কর্দ্ম করে চলছে সমানে নিরস্তর। মহাশক্তি রয়েছেন, নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যে অপেক্ষার আছেন—সেই নূতন রূপায়ণ আবিক্ষার করা চাই থাকে ধরে হবে নূতন প্রকাশ। এক তুমি ছাড়া আর কেউ এ জ্ঞান দিতে পারবে না, হে ভগবান। সমগ্র সত্তা দিরে আমাদের চেষ্টা করতে হবে, চাইতে হবে, ব্যাকুল হতে হবে। তুমি প্রতিদানে আনবে জ্যোতি, জ্ঞান, শক্তি।

তোমার বিজয়-আবির্ভাবের শোন ঐ উলুসিত স্তুতি-গান।

M

खून ১৯, ১৯১৪

তোমার প্রেমের তীব্রানন্দে সকল হৃদয় পূর্ণ কর। তোমার আলোর উজ্জ্বলতায় সকল মন প্লাবিত কর। তোমার বিজ্ঞয় যেন আমরা নিয়ে আসতে পারি।

W

खून २०, ১৯১৪

রূপান্তরের কাজ তোমাকে পূর্ণ করতেই হবে; যে-পথে চলতে হবে তার নির্দ্দেশ তোমাকেই দিতে হবে আর তা ধরে শেষ-প্রান্ত অবধি চলবার শক্তিও তোমাকে দিতে হবে।

হে ভগবান, সকল প্রেমের, সকল আলোর উৎস তুমি, তোমার স্বরূপ আমরা জানতে পারি না বটে, তবে তোমাকে ক্রমে পূর্ণতর স্প্র্যুতরভাবে আমরা প্রকাশ করে চলতে পারি। চিন্তায় তোমাকে আমরা ধরতে পারি না, কিন্তু গভীর শান্তির ভিতর দিয়ে ক্রমে তোমার কছে এগিয়ে যেতে পারি। হে ভগবান, তোমাকে তোমার অপরিমেয় দানের মাত্রা পূর্ণ করতে হবে, আমাদের সাহায্যে তোমাকে আসতে হবে, যতদিন তোমার বিজয় আমাদের অধিগত না হয়।

সত্যকার সেই প্রেনের দাও জন্ম সকল বেদনা মুছে দেয় যে, প্রতিষ্ঠা কর সেই অচল শাস্তি যার মধ্যে আসীন সত্যকার শক্তি, দাও আমাদের সেই পরাজ্ঞান সকল অন্ধকার যা দূর করে দেয়।

অসীন অতল হতে এই অতি-বাঁহ্য দেহ অবধি, সর্বেত্র সকল ক্ষুদ্রতম উপাদানের মধ্যে তুনি প্রবাহিত, তুনি জীবস্ত, তুনি স্পন্দিত,—তুনিই সব-কিছু সঞ্চল করেছ, এই সমগ্র আধার এক নিরেট অধণ্ডতা, অনস্তরূপী অথচ পূর্ণ সংহত, একই অধিতীয় দুর্ধর্ষ স্পন্দনে অনুপ্রাণিত, তা তুনিই।

W

जुन २১, ১৯১৪

হতে হবে দর্পণের মত, সমানে প্রতিফলন করবে, সমানে থাকবে
নির্মল, দৃষ্টি রাখবে যুগপৎ বাহিরে ও ভিতরে, এক দিকে প্রকাশের
পরিণতি আর এক দিকে প্রকাশের উৎস উভয়ের উপর, দেখবে যাতে
কার্য্য সব তাদের কারণ ভাগবত এঘণার সন্মুখে স্থাপিত হয়। মানুঘের
কর্ত্তব্য হল এই রকম হওয়া—দুটি ভাব মিলিয়ে ধরতে হবে, একদিকে
নিজ্রিয়ভাবে গ্রহণ করে যাওয়া, আর এক দিকে সক্রিয়ভাবে সংসিদ্ধ
করে চলা—ঠিক এইটি হল সব চেয়ে কঠিন কাজ। আর ভগবান,
এইটিই তুমি চাও আমাদের কাছ থেকে। তবে তুমি যখন চেয়েছ তখন
নিঃসন্দেহে সিদ্ধির উপায়ও তুমি আমাদের এনে দেবে।

যা হওয়া উচিত তা হবেই, আর এমন সমুজ্জনভাবে যা আমাদের কল্পনাতেও আসে না।

ভগবান, তোমার প্রেম যেন বিশ্বপ্রকাশের মধ্যে ক্রমে উদার প্রসারিত হয়ে চলে, প্রতিনিয়ত মহন্তর হয়ে, গভীরতর হয়ে, বৃহত্তর হয়ে।

M

506

याद्यत श्रार्थना

जून २२, ১৯১৪

या श्वांत जा श्वांत्रे, या कत्रवांत्र जांध कत्रा श्वां

কতখানি স্থির নি:সংশয় তুমি আমার অন্তরে স্থাপিত করেছ, ভগবান!
কে বা কি তোমাকে প্রকাশ করবে? একথা আজ কে বলতে পারে?...
যা-কিছু চেষ্টা করে পূর্ণতর উচচতর নূতন প্রকাশের জন্যে তারই মধ্যে রয়েছ
তুমি। আলো স্বরূপে এখনো প্রকাশ পায়নি, কারণ প্রকাশের স্বরূপ তার
অনুসরণে এখনো গড়ে ওঠেনি।

বিশ্বাধীশ হে ভগৰান, যা হবার তা হবেই, আর তা হবে খুব সম্ভব আমরা যা প্রত্যাশা করি তার চেয়ে সম্পূর্ণ অন্য রকমের।

কিন্ত নীরব যে সব গুঢ় রহস্য, ভাষার তাদের প্রকাশ কি রকনে হয় ?
শক্তি এসেছে—তারি মধ্যে আনার আমি।

কখন কিভাবে তা বাহিরে ফুটে উঠবে ? তুমি যখন মনে করবে আধার তৈরী।

কি মাধুর্য্যময় তোমার খ্রুনসত্য, কি বীর্য্যময় তোমার শাস্তি।

TOTA

षून २७, ১৯১৪

পূর্ণ রূপান্তরের শক্তি তুমি, তবে যারাই আমাকে ধরে তোমার সংযোগে এসেছে তাদের সকলের উপর তুমি কেন কাজ করবে না ? তোমার শক্তিতে আমাদের যে আন্থার অভাব। আমাদের ধারণা, এ পূর্ণ রূপান্তর কখন সাধিত হতে পারে না, মানুষ যদি তার জাগ্রত চিন্তায় একে না চায়। আমরা ভুলে যাই, মানুষের মধ্যে যে চায়, সে হল তুমি; আর তুমি এমনভাবে চাইতে পার যে তার সমগ্র সত্তা তার ফলে আলোকিত হয়ে উঠতে পারে।...তোমার শক্তিতে আমাদের সন্দেহ, ভগবান; তাই ত আমরা হয়ে পড়ি তার অকর্ম্মণ্য বাহন, তার রূপান্তরের সামর্থ্যকে আমরা বেশির ভাগই আড়াল করে রাধি।

এই যে আস্বা আমাদের নেই, যে স্থিতপ্রত্যয় প্রতি ক্ষুদ্র বিষয়ে পর্যান্ত থাকা দরকার, তা আমাদের দাও। সাধারণতঃ যে-ভাবে আমরা চিন্তা করি, বিচার করি তা থেকে আমাদের মুক্ত কর। তোমার অসীমপ্রেমের মধ্যে রয়ে, তার চেতনার পূর্ণ হয়ে আমরা যেন দেখতে পাই প্রতি মুহূর্ত্তে যে সে-প্রেমই কাজ করে চলেছে, আর তাকেই যেন আমরা আমাদের চেতনার ভিতর দিয়ে অতিস্থূল সব ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে পারি।

ভগবান, ভগবান, সকল অজ্ঞান থেকে অমাদের মুক্ত কর, সত্যকার আস্থা দাও আমাদের।

THE

जून २८, ১৯১৪

পুকাশের দিক থেকে, পৃথিবীর পর করণীয় কাজের দিক থেকে, উচচ-নীচ শ্রেণী-ক্রম প্রয়োজন। এই যে বিশৃষ্খল জগও এর মধ্যে সে-জিনিস কি স্থাপন করা যায়, কোন রকম স্থৈরেচছার চাপ ব্যতিরেকে অর্থাও তোমার ইচ্ছার সজে পূর্ণ সঞ্চতি রেখে ?...সাক্ষীপুরুষ রয়েছে স্থির উদাসীন, প্রফুল্ল, চেয়ে দেখছে এই যে লীলা, এই যে প্রহসন যটে চলেছে, প্রশাস্তভাবে সকল অবস্থা নেনে চলেছে এই জ্ঞানে যে সে-সব হল যা হওয়া উচিত আর অতি অসম্পূর্ণ প্রতিচছায়া।

কিন্ত ভক্তিগ্লুত হৃদয় আমার তোমার দিকে ফিরেছে, হে ভগবান, প্রেমের বিপুল আম্পৃহ। নিয়ে, সে চায় তোমার সাহায়্য যাতে শ্রেয়ত্ম যা তাই ঘটে, যত বেশি সম্ভব বাধা অতিক্রম করা যায়, যত বেশি সম্ভব অদ্ধকার দূর হয়ে যায়, যত বেশি সম্ভব অহিংসার দুপ্রবৃত্তি জয় করা যায়। বর্ত্তমান অবস্থার বিশৃঙ্খলারই মধ্যে যে শ্রেয়তম সম্ভব তা নয়, সে ত ঘটে সদা-সর্ব্বদা—প্রয়োজন সেই সব অবস্থারই রূপান্তর, আমাদের অপরিসীম প্রযম্ভের ফলে, যাতে প্রকাশ পায় একটা নূতন শ্রেয়তম, গুণের দিক থেকে এবং পরিমাণের দিক থেকে, একটা অভূতপূর্বে শ্রেয়তম।

তথাস্ত।

\* \*

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা নিয়ে তাই দিয়ে তাকে বিচার করবার, এমন কি আগে থেকে তাকে দেখবার চেষ্টা করলে ভুল হবে। কারণ সে-ধারণা

হল বর্ত্তমানের; আর যে পরিমাণেই তা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হোক না, তা হবে পার্থিব সমস্যার যাবতীয় অঙ্গের মধ্যে, ভবিষ্যতের নয়, বর্ত্তমানের সম্বন্ধা-বলীর প্রতিলিপি। বর্ত্তমানের ব্যবস্থা থেকে ভবিষ্যতের ব্যবস্থা অনুমান করা হল বিতর্করূপ মানসবৃত্তির খেলা—যদিও এ অনুমান কখন বা অবচেত-নারও মধ্যে চলতে পারে এবং আধারের মধ্যে অপরোক্ষ-অনুভূতি বলে দেখা দিতে পারে। বিতর্ক হল মানুষী বৃত্তি অর্থাৎ ব্যক্তিগত ; বিতর্কগত অনুপ্রেরণা অনন্ত হতে, অসীম হতে ভগবান হতে আসে না। কেবল সর্ব্বজ্ঞানের মধ্যে, কেবল যখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানশক্তি এক হয়ে গিয়েছে তখনই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের যাবতীয় সম্বন্ধাবলী সম্পর্কে সচেতন হওয়া সম্ভব ; কিন্তু সে অবস্থায় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান বলে কিছু ধাকে না, সবই নিত্য বর্ত্তমান। আর এই সব সম্বন্ধাবলীর প্রকাশ-ক্রম কেবল পরাৎপরের প্রেরণার উপর, ভাগবত বিধানের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে আবার এই বিধানের বিরুদ্ধে বাহ্যতম জগৎ কতখানি বাধা দেয় তার উপরেও। এই দুয়ের সংমিশ্রণে হয় প্রকাশের লীলা। আর আমার বর্ত্তমানের চেতনায় যতখানি জান। সম্ভব তা থেকে দেখি, সে সংমিশ্রণ হল একটা অনিদিষ্ট বস্তু। ঠিক এইখানেই ত নীনা, তার অভূতপূর্বেতা।

# TOT

ष्न २৫, ১৯১৪

এ-রকম নয়, ও-রকম হব আমি, এ কামনা কি জ্ঞানের পরিচয় ই কেন এ-ভাবে উদ্বান্ত হয়ে ওঠা ? ভগবান, তুমি কি কর্মীর সের। কর্মী নও ? তোমার অনুগত য়য় হয়ে ওঠা কি আমাদের কর্ত্তব্য নয় ? তুমি যদি তোমার য়য়কে কোন দিন এক পাশে ফেলে রাখ, সে কি অনুযোগ করবে, তাকে তুমি পরিত্যাগ করলে, তাকে দিয়ে তুমি আর কাজ করাও না, এই বলে ? করবার, যুদ্ধ করবার আনল ভোগ করে এসে সে কি বিশ্রাম আর শান্তি উপভোগ করতে শিখবে না ?

সর্বেদা সজাগ হয়ে থাকতে হবে, সামান্য ডাকেও সাড়া দিতে হবে।
কি মনে হৃদয়ে কি দেহে যেখানে হোক, তোমার নির্দেশ যখন আসে
সক্রিয় হয়ে উঠতে, তখন সে যেন যুমিয়ে না থাকে, নি:সাড়ে পড়ে না
থাকে। তা ছাড়া, এই যে নিরন্তর প্রতীক্ষা, অনুগত সদিচছা, ভুল করে
মনে করি না যেন তা হল একটা দুশ্চিন্তাগ্রন্ত অব্যবন্থিত চাঞ্চল্য, একটা
আশক্ষা এই ভেবে যে এ-জিনিস যদি না হতে পারি, কি ও-জিনিস হতে

না পারি, বদি বা তোমার অসন্তোষ উৎপাদন করে থাকি, অর্থাৎ তুমি বা আমাদের কাছে প্রত্যাশা কর, তার অনুরূপ কিছু না হয়ে উঠতে পারি।

তোমার হাদর পরম আশ্রম, সকল চিন্তার অবসান তার মধ্যে। ভগবান, খুলে ধর তাকে উদার উন্মুক্ত করে। উদ্যান্ত হয়ে পড়েছে যারা সকলে সেখানে লাভ করে যেন তাদের চরম নীড়।

দীর্ণ কর এই অন্ধকার, আলোর ধারা উৎসারিত কর। নিস্তব্ধ কর এই তুফান, স্থাপন কর শান্তি। প্রশনিত কর এই রুদ্রভাব, প্রেমের শাসন প্রতিষ্ঠা কর। হও যোদ্ধা, বাধা-বিদ্ধু পার হয়ে যাও, হও বিজয়ী।

### TO

जून २७, ১৯১৪

প্রণাম তোমায়, হে ভগবান, জগতের ঈশুর। আমাদের শক্তি দাও, যাতে কাজ আমরা করতে পারি, তাতে আসক্ত না হয়ে, যাতে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত সামর্ধ্য সব প্রকাশ করে ধরতে পারি, অহংগত প্রমাদের মধ্যে বাস না করে। আমাদের সত্যদৃষ্টিকে সবল করে ধর, একত্ব অনুভবকে স্থির করে ধর; সকল অজ্ঞান, সকল অন্ধকার থেকে আমাদের মুক্ত কর।

আধারের চরমোৎকর্ষ আমরা দাবি করি না, আমরা জানি আপেক্ষিকতার জগতে চরমোৎকর্ষও আপেক্ষিক। এই যে আধার জগতে কাজ করবার জন্যে কলিপত হয়েছে, তাকে সে-কাজ করতে হলে জগতেরই একজন হতে হবে; তবে যে চেতনা তাকে অনুপ্রাণিত করবে, সে-চেতনাকে একীভূত হতে হবে তোমার চেতনার সঙ্গে, হতে হবে সেই বিশ্ব-চেতনা, সেই নিত্য চেতনা যা বছল বিবিধ দেহকে অনুপ্রাণিত করে রেখেছে।

হে ভগৰান, আমরা যেন স্থাষ্টর সাধারণ রূপ সব অতিক্রম করে উদ্বে উঠে যেতে পারি, যাতে তোমার নবতর স্থাষ্টর জন্য যথা প্রয়োজনীয় যন্ত্র সব তোমার হস্তগত হয়।

লক্ষকে আমাদের ভুলে যেতে দিও না। তোমার শক্তির সঙ্গে আমরা যেন সংর্বদ। সংযুক্ত থাকি—সে-শক্তিকে পৃথিবী এখনো জানে না, তাকে সেখানে প্রকাশ করে ধরবার ব্রত তুমিই আমাদের দিয়েছ।

গভীর সমাহিতির মধ্যে প্রকাশের সকল স্তরই তোমার প্রকাশের জন্য আম্বসমর্পিত।

TOTA

भारत्रत्र श्रार्थना

550

जून २१, ১৯১৪

তুমি তাকে যা দিয়েছ তাতেই আমার সন্তা সন্তুষ্ট—তার কাছে যা তুমি চাও তাই সে করবে, কোন দুর্বেলতা না দেখিয়ে, কোন নিথ্যা বিনয়, নিরর্থক দর্প না করে। কোন পদে তাকে স্থাপন করা হয়েছে, কি ধরণের কর্মের ভার তার উপর অর্প ন করা হয়েছে—কি ইতর বিশেষ হয় তাতে ...আসল কথা তোমার কাছে আম্বু-নিবেদন, যতটা সম্ভব তত

সম্পূর্ণভাবে, কোন রকম দুশ্চিন্তা না করে।

গভীর অবিচল আস্থা যখন রয়েছে যে তোমার কাজ সিদ্ধ হবেই, আর যারা সে-কাজ সিদ্ধ করবে তাদেরও তুমি গড়ে তুলেছ, নির্বোচন করে নিয়েছ, তখন যা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তার জন্যে বৃথা শক্তিকয় করা, ব্যাকুল আকাঙ্কা করা কেন? ভগবান, তুমি আমায় দিয়েছ এই আস্থাজনিত পরমা শান্তি, তুমি আমার এই অতুলনীয় কল্যাণ করেছ যে ক্রমেই পূর্ণ তরভাবে তোমার প্রেমের মধ্যে, তোমার প্রেমকে ধরে, তোমার প্রেম হয়ে গিয়েই আমি আমার জীবন যাপন করছি। এই প্রেমেরই মধ্যে পর্ণ অক্ষয় পরমানক।

একমাত্র প্রার্থ না তোমায় জানাই আনি ! যদিও জানি তা আগে থেকেই মঞ্জুর হয়ে আছে : সেই সব উপকরণের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে ধর, তা অণু হোক আর বিশ্বই হোক, যারা তোমার প্রেমের মধ্যে, তোমার প্রেমকে আশ্রয় করে পরিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারবে।

সারা পৃথিবীর উপর বর্ষিত হোক শান্তি, শান্তি।

M

जून २४, ১৯১৪

সমস্ত প্রকৃতি তোমাকে জানার প্রণতি—দুই বাছ তুলে দুই হাত
প্রসারিত করে তোমার মিনতি করে। তোমার উদার কারুণ্যে যে তার
সংশর আছে তা নর, পেতে হলে চাইতে হবে যে তা নর। কিন্ত
এ-রকমেই সে জানার তার প্রণতি, তার আম্বদান—এ দান প্রতিগ্রহণের
জন্য তৈরী হওয়া ছাড়া আর কি? এরকমে তোমার কাছে প্রার্থনা
জানিয়েই তার তৃথি, যদিও জানে প্রার্থনা নিম্প্রয়োজন। এ আরাধনা
তার যেমন তীব্র তেমনি স্থখকর। তার ভক্তহৃদয় এই ভিঙ্গতেই
সার্থক বোধ করে, তবে আবার সেই সঙ্গেই এই বুদ্ধিগত জ্ঞানেরও কোন

কুণুতা হয় না যে তুমি সকলের সঙ্গে এক হয়ে আছ্, সকলের মধ্যে বিরাজিত রয়েছ।

অবগুণ্ঠন সব হোক অপস্থত, সকলের হৃদয়ে হোক পরিপূর্ণ জ্যোতির আবির্ভাব।

ভগবান, কর্ম্ম সম্বেও, কর্ম্মেরই মধ্যে, এনে দাও সেই আয়রত পূর্ণ শান্তি যাকে ধরে প্রকাশ পায় দিব্য ঐক্য আর অধণ্ড জ্ঞান।

ভগৰান, তোমার উপর আমার গ্রীতি, সে ত তুর্নিই—তবুও আমার গ্রীতি ভঞ্জিভরেই তোমাকে প্রণতি জানার।

THE

जून २৯, ১৯১৪

তাদের সকলকে দাও তুমি আনন্দ আর শান্তি আর স্থখ। ব্যথিত যদি তারা, তবে তাদের ব্যথার জালো তোমার আলো, ব্যথা হোক রূপান্তরের উপায়। তোমার ভালবেসে যে পরম স্থখ, তোমার সঙ্গে এক হয়ে যে শান্তি, তাই দাও তাদের—তাদের হৃদয়-তত্ত্বী বেজে উঠুক তোমার চিরন্তন সানিপ্রের স্পর্শে। ভগবান, তারা সকলেই যে আমার মধ্যে, আমিও যে তাদের সকলের মধ্যে; কিন্তু এখানে ''আমি'' বলে যখন কিছু নাই, রয়েছে একমাত্র তোমার পরমা প্রীতি, তা হলে তারা সকলেই রয়েছে তোমার সেই প্রীতির মধ্যে, সকলেই রূপান্তরিত হবে তোমার হাতে।

ভগবান, মধুময় রাজরাজ, অজ্ঞেয় জ্যোতি তুমি, দাও তাদের আনন্দ আর শান্তি আর পরাস্থ্য।

THE STATE OF

जून, ৩০, ১৯১৪

প্রত্যেক বৃত্তি তার নিজের রাজ্য থেকে তার নিজের কর্ম্ম সাধন করে যদি চলত, কোন বিশৃঙ্খলা কোন বিপর্যায় না ঘটিয়ে, একটি আর একটিকে বিরে রেখে, সকলে মিলে একটি কেন্দ্রের, তোমারই ইচ্ছার চারিদিকে ধাপে ধাপে শ্রেণীবিন্যস্ত হয়ে...সকল জীবের মধ্যে সব চেয়ে বেশি অভাব ষে জিনিসের তা হল পরিচছনুতা, স্থবিন্যাস; প্রত্যেক অজ, প্রত্যেক সন্তার সংস্থিতি অপর সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজের কাজ না করে চলে, চায় নিজেই সর্বের্বাহয়ে উঠতে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয়ে। ঠিক এখানেই

সকল বিশ্বের অক্ততাজনিত প্রমাদ; এ হল বিশ্বব্যাপক প্রমাদ, সহস্র সহস্র উদাহরণের মধ্যে তা পুনরাবর্ত্তিত হয়ে চলেছে। কিন্তু এসব ক্রিয়া হল স্বস্থপ্রধান বিশৃষ্ণল, এই অজুহাতে আবার যে তাদের বিলোপ করে দিতে হবে, থাকবে কেবল তোমার ইচছা—যদিও এ রকম নিঃসঙ্গ ইচছার অন্তিম্বেও কোন প্রয়োজন নাই—এ যেমন অর্থ হীন তেমন অসাধ্য প্রচেটা। সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা অপেক্ষা মুছে ফেলে দেওয়া সহজ, সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থসমর্জস শৃষ্ণালা বিলোপ-সাধন অপেক্ষা বছ উচ্চতর সিদ্ধি। আর এও যদি স্বীকার করা যায় যে সর্বশেষ পরিণতি হল অসৎ-এর মধ্যে প্রত্যাবৃত্তি, তা হলেও আমি মনে করি প্রত্যাবর্ত্তনও সম্ভব হতে পারে সন্তার পূর্ণ পূর্ণতার ভিতর দিয়ে।

মধুমর রাজরাজ । তারা যেন তোমার অসীম স্নেহ অনুভব করতে পারে আর সে-স্নেহ বিতরণ করে যে প্রশাস্ত বিশ্রাস্তি তার মধ্যে তারা সাক্ষাৎ করে যেন, গড়ে তোলে যেন তোমার দিব্য-বিধানের শৃিঙ্খলা।

তোমার যে ইচ্ছা প্রেমমূদ্তি, তোমার যে শান্তি তাদের প্রকাশ হোক।

THE STREET

जूनारे ১, ১৯১৪

হে ভগবান, ভক্তিভরে সানন্দে তোমাকে প্রণতি জানাই। তোমার কাছে আমাদের যে আম্বদান প্রতিনিয়ত তাকে নূতন করে ধরি—যাতে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, পৃথিবীর উপরে, এই বিশ্বের সর্বেত্র।

তোমার দিকে যখন ফিরে দাঁড়াই, হে ভগবান, চিন্তা তখন আমাদের সূক, তবে হৃদয় হয় উচ্ছুসিত—কারণ, দেখি প্রতি বস্তুর মধ্যে তুমি জাজন্যমান, সামান্য বালুকণা অবধি নিয়ে আসতে পারে তোমার আরাধনার স্থুযোগ।

প্রণত আমর। তোমার কাছে, এক হয়ে যাই তোমার সঙ্গে, হে ভগবান—এমন ভালবাসা নিয়ে যার নাই সীমানা, পরিপূর্ণ যা অনিবর্বচনীয় মহাস্থধে।

দাও সকলকে এই পরম আনন্দ, হে ভগবান।

M

· জুলাই 8, ১৯১৪

তুমি পরম বীর্য্য, বিজয়ী শক্তি, তুমি শুদ্ধি, সৌন্দর্য্য, পূর্ণ প্রেম। এই সত্তা অখণ্ডভাবে, এই দেহ সমগ্রভাবে তোমার নিকটে গিয়ে যেন উপস্থিত হয়, গভীর ঐকান্তিকতা নিয়ে, আর অকুণ্ঠভাবে বিনমুভাবে অনুগত হয়ে তোমার কাছে যেন উৎসর্গ করে দেয় এই প্রকাশের য়য়টিকে—তোমার ইচছার কাছে পূর্ণ-নিবেদিত যে য়য়, য়দিই বা এ সিদ্ধির জন্য পূর্ণ প্রস্তুত নাও হয়ে থাকে।

একদিন তুনি প্রত্যাশিত অঘটনকে ঘটাবেই, তোমার পরন ঐশুর্ব্যের পূর্ণ প্রকাশ করবে, এই প্রশান্ত এই দৃঢ় প্রত্যন্ত নিয়ে আমরা তোমার দিকে চলেছি নিবিড় আনন্দে, আর নীরবে তোমাকে এই মিনতি জানাই...

বৃহৎ, অনন্ত, আশ্চর্য্যবৎ...একমাত্র তুমিই রয়েছ, তুমিই উদ্ভাসিত সকল জিনিসের মধ্যে। তোমার সিদ্ধির মুহূর্ত্ত সন্মিকট, সমস্ত প্রকৃতি গভীর আমুসমাহিত।

তার আকুল আহ্বানে তুমি ত সাড়া দিলে।

M

जूनारे ৫, ১৯১৪

আধারের যা-কিছু বহির্দুখী, নিমুতর, এখনো তমসাচছনু তা তোমার কাছে প্রণত, নৌন সাগ্রহ আরাধনা নিয়ে। তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সে ডাকে তোমাকে তোমার শুদ্ধিক্রিরার জন্যে যাতে সে তোমাকে পূর্ণ প্রকাশ করবার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

এই আরাধনার মধ্যে তার রয়েছে অখণ্ড নীরবতা আর অকুণ্র আনন্দ। করুণাভরে তুমি সে-আহ্বানে উত্তর দিলে:

''যা হওয়া উচিত তা হবেই, যেনন প্রয়োজন তেমন যন্ত্রও তৈরী হবে, তুমি চেষ্টা করে যাও দৃঢ় প্রত্যয়ের শান্তির উপর দাঁড়িয়ে।''

m

जुनारे ७, ১৯১৪

কি পরিপূর্ণ উপলব্ধি! এই ব্যক্টিসত্তা তার স্বধানি নিয়ে বিন্ম, বিনীত, অনুগত, অনুরক্ত, প্রশান্ত, প্রফুলু—অনুতব করে প্রত্যেকের সঙ্গে এক সে, মূল্যের পার্থ ক্য করতে জানে না, সমন্তের মধ্যে সম্পূর্ণ সন্মিনিত, এই সমন্তকে নিয়ে একসঙ্গে তোমার সন্মুখে নতভানু সে। অন্যদিকে যুগপৎ রয়েছে ঐ তোমার শক্তি, দুর্দ্দমনীয় সর্বে-বীর্য্যময়, প্রকাশোন্মুখ—শুভ মুহূর্ত্তের স্থ্যোগের অপেকায় রয়েছে, তাকে প্রস্তুত করে তুলছে, যখন দেখা দেবে তোমার একচছত্র বিজয়ের অতলনীয় মহিমা।

্র যে শক্তি। কর আনন্দ, তোমরা যারা অপেক্ষায়, ভরসায় রয়েছ।

নুভন আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, নূতন আবির্ভাব সন্নিকটে।

ঐ যে শক্তি। সমস্ত প্রকৃতি উদ্ভাসিত, পুলকে সঞ্চীতমুখর, সমস্ত প্রকৃতি উৎসবরত, ঐ যে বীর্যা।

উঠে দাঁড়াও জীবন্ত হয়ে, উঠে দাঁড়াও জ্যোতির্ময় হয়ে, উঠে দাঁড়াও,

সকলের নব রূপান্তরের জন্য কর যুদ্ধ।

শক্তি ঐ যে!

# MAR

खनारे १, ১৯১৪

শান্তি, শান্তি নামে যেন সারা পৃথিবীর উপর।...

অচেতন নিদ্রার যে শান্তি, আত্মতৃপ্ত জড়তার যে শান্তি, সে শান্তি নয়। আত্ম-বিস্মৃত অজ্ঞানের যে শান্তি, তামসিক গুরুতার উদাসীন্যের যে শান্তি, সে শান্তি নয়। সংর্বক্ষম শক্তির শান্তি, পরিপূর্ণ সন্মিলনের শান্তি, সংর্বাফীণ জাগরণের শান্তি, সকল সীমা, সকল ছায়ার অপসরণে আসে যে শান্তি...

কেন আর দুংখ, কেন আর কন্ট? কেন এই নিদারুণ যুদ্ধ, কেন এই বিদ্রোহ? এই নিরথ ক রুদ্রতাই বা কেন? কেন এই অচেতন ভারগ্রস্ত সুপ্তি? নির্ভয়ে জ্বেগে ওঠ, সংঘর্ষ সম্বরণ কর, কলহ শান্ত কর, চক্ষু চেয়ে দেখ, হৃদয় খুলে ধর। ঐ ত শক্তি রয়েছে, লোকোত্তর শুদ্ধি,

জ্যোতি, বীর্ব্য নিয়ে রয়েছে সীমাহীন প্রেমরূপে, সামর্থ্যরূপে, নিঃসংশয় সদ্বস্তরূপে, অবিচিছন আনন্দরূপে, পরম শ্রেয়রূপে। স্বয়ভূ সে বস্ত, অনস্ত জ্ঞানের অসীম তৃপ্তিধারা—সে হল অধিকন্ত কিছু, মুখে যা এখনো বলা যার না, তবু চিন্তার জগতের উদ্বে উদ্বৃতির লোকে সক্রিয় সে, পরম রূপান্তরের শক্তি সে,—আবার জড়ের নিশ্চেতন গভীরে সে রয়েছে অব্যর্থ রোগহারিণী শক্তিরূপে।...

শোন শোন কে তুমি চাও জানতে। চেয়ে দেখ, কে তুমি দেখতে চাও—চোখ মেলে চেয়ে দেখ: ঐ ত শক্তি।

Property to the symposium state and an end of the state o

अपन केंद्र कार हो। होते हैं विशेष यह बहुद विद्वार है

जूनारे ४, ১৯১৪

হে ভাগবতী শক্তি, পরমা জ্ঞানদাত্রী, শোন আমাদের প্রার্থ না—দূরে বেও না, ফিরে বেও না, আমাদের সহার হও, স্কুঠুরূপে যাতে আমরা বুদ্ধে লেগে বেতে পারি, আমাদের সামর্থ্য অটুট করে ধর যুদ্ধের জন্য, জয়ের সামর্থ্য দাও আমাদের।

AND WIN LEADING STORE STORE

হে আমার মধুময় অধীশুর ! তোমাকে পূজা করি আমি, কিন্ত জানি না তবু তোমাকে, তোমাকে অনুসরণ করে চলি কিন্ত পারি না ত উপলব্ধি করতে, আমার সমস্ত সচেতন ব্যক্তিসভা তোমার কাছে প্রণত—সে তোমাকে মিনতি করে; মুদ্ধরত কন্মীদের হয়ে, আর্ভ পৃথিবীর হয়ে, বেদনাগ্রন্ত মানবজাতির হয়ে প্রয়াসনিরত প্রকৃতির হয়ে—হে আমার মধুময় অধীশুর, অনুপম অজ্ঞয়, নিখিল শ্রেয়বিধায়ক—অন্ধকারে তুমিই আলোর ধারা উৎসারিত করেছ, দুর্বেলতার মধ্যে জন্ম দিয়েছ স্বলতা, আমাদের চেষ্টাকে এসে ধর, আমাদের পথ দেখিয়ে নাও, বিজ্য়ের মধ্যে আমাদের পৌঁছে দাও।

TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE

ख्नारे ১०, ১৯১৪

তুমি আছ, সনাতন অক্ষয়; তুমি আবার হয়ে উঠেছ এই জগতের মধ্যে,—সেখানে একটা অভিনব জ্যোতি, প্রেরণা নিয়ে আসতে। তুমি রয়েছ; পূর্ণ তরভাবে, স্বষ্ঠুতরভাবে আপনাকে প্রকাশ করে চল। যন্ত্রটি নিজেকে দিয়ে দিয়েছে, দিয়ে চলেছে উদ্দীপ্ত নিষ্ঠাভরে, অধণ্ড সমর্প পৈ। তুমি তাকে ধূলিকণায় পরিণত করতে পার কিয়া তাকে রূপান্তরিত করতে পার সূর্য্যমণ্ডলে, তোমার ইচছায় সে কোন বাধা দেবে না, এই আনুগতাই ত তার সত্যকার শক্তি ও তৃপ্তি।

কিন্ত দেহের যে প্রাণী-ধর্ম তার সঙ্গে কোমল ব্যবহার কেন তোমার ? তুমি চাও কি যাতে তোমার শক্তিলীলার যে অপরূপ জটিলতা, যে অনন্ত বৈচিত্র্য তাতে অভ্যন্ত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট সময় সে পায় ? তোমার ইচছাশক্তি কি আপনা হতেই প্রসনু প্রশান্ত হয়ে দেখা দেয়, হঠাৎ জার করে কিছু করতে চায় না, চায় উপাদান সব যাতে নিজেদের মিলিয়ে ধরবার অবকাশ পায়...আমার জিজ্ঞাসা, এই রকমেই সবচেয়ে ভাল, না অন্যরকম হওয়া অসম্ভব ? তুমি বিশেষ ক্রাটি একটিকে কৃপা করে সহ্যকরে চলেছ, না এটি হল একটা সর্ব্বসাধারণ নিয়ম, যা-কিছু রূপান্তর করতে হবে তাদের সকলের পক্ষে প্রযোজ্য ?

এ সম্বন্ধে আমরা কি ভাবি, কি এসে যায় তাতে ? ঘটনা যখন এই, তখন প্রধান কথা হল ভিতরের মনোভাব—তার সঙ্গে করতে হার যুদ্ধ, না তাকে মেনে নিতে হবে ? আর সে মনোভাব তুমিই বলে দাও, তোমারই ইচছা প্রতি মুহূর্ত্তে নির্দেশ করে ধরে। ভবিষ্যৎ জানবার, আগে থেকে চাল ঠিক করে রাখবার কি প্রয়োজন ? শুধু কি ঘটছে চেয়ে দেখা আর তা সম্পূর্ণ মেনে নেওয়াই ত যথেই।

স্থূল দেহ-কোষের গড়নের মধ্যে কাজ চলেছে দেখছি, তারা সব বিপুল শক্তিতে ওতপ্রোত হয়ে উঠছে, মনে হয় যেন কুলে ফেঁপে উঠেছে, লঘু হয়ে চলেছে। কিন্তু মস্তিক ত এখনো ভারগ্রস্ত, স্থমুপ্ত।....এই শরীরের সঙ্গে আমি সংযুক্ত হয়ে, হে ভগবান, তোমার দিকে চেয়ে বলি উচচকর্পেঠ, আমাকে আর দয়া দেখিও না, তোমার সর্ব্বশক্তি নিয়ে পূর্ণ ভাবে কাজ কর। তুমি যে আমার মধ্যে অখণ্ড রূপান্তরের আকাঙ্কা স্থাপন করেছ।



जुनारे ১১, ১৯১৪

সমস্ত স্থূল আধারটি চায় সীমাহীন আরাধনার মধ্যে সে বেন গলে যায়, আবার পুনর্গঠিত হয়। হে জীবন-দেবতা, পরমাশজ্জির, পরমাতৃপ্তির দূত হয়ে তুমি এসেছ, স্পর্শ করেছ, জড়কে, সর্বাদ্ধীণ সিদ্ধি কি হতে পারে তার ধারণা তুমি এনে দিয়েছ। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আধার বিশ্বাস করলে সে পেরে গেছে তোমার চূড়ান্ত হুকুমনামা, তখনই তুমি অন্তর্জান করলে, তাকে বুঝিয়ে দিলে এ হল প্রতিশ্রুতি মাত্র, যা হতে পারে তার পূর্বেচিছ। হায়, জড়ের কতখানি না অপূর্ণতা, তাই ত তোমাকে আমরা ধরে রাখতে পারি না। জীবনদেবতা আমার, তোমার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ কর, তোমার আবির্ভাব হোক চিরস্বায়ী, কর এই অত্যাশ্চর্য্যাধন...কেন এত দয়া-দাক্ষিণ্য ? হয় সিদ্ধি, না হয় ধ্বংস।

জর, জর, জর! আমরা চাই পরম রূপান্তরের জয়।

TO

जूनारे ১२, ১৯১৪

সত্তার সকল স্তরে, কর্ম্মের সকল ধারায়, সকল জিনিসের মধ্যে, সকল জগতের মধ্যে, তোমার সাক্ষাৎলাভ হয়, তোমার সঙ্গে যুজ্জ হওয়া যায়—কারণ তুমি সর্ব্বে, সর্বেদ। উপস্থিত। একবার যে তার আধারের কোন বৃত্তির মধ্যে অথবা কোন বিশ্ব্যাপী লোকের মধ্যে তোমার সাক্ষাৎ পেয়েছে, সে বলে ওঠে: "পেয়েছি তাকে", আর খোঁজ করে না কিছু—মনে করে মানুষী সম্ভাবনার চরম শিখরে সে এসে পৌঁছে গেছে। কি ল্রান্ডি! তোমাকে আবিকার করতে হবে, তোমার সঙ্গে এক হতে হবে প্রত্যেক স্তরে, প্রত্যেক ধারায়, প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক জগতে, প্রত্যেক উপকরণে। যৎসামান্যই হোক না, কোন উপকরণ যদি বাদ দেওয়া যায়, তবে তোমার সঙ্গে মিলন সম্পূর্ণ হল না, বিদ্বির শেষ হল না।

তোমার সাক্ষাৎলাভ হল অসীম সোপাদাবলির প্রথম ধাপ মাত্র।,..

#### बारबब প्रार्थना

774

মধুময় রাজরাজ ! সর্বোধীশ ! রূপান্তরের কর্ত্ত। তুমি, সকল অবহেলা, সকল শ্রুথ অলসতার অবসান করে দাও, আমাদের যাবতীয় সামর্খ্য এক সঙ্গে বেঁধে ধর, অদম্য অবাধ সঙ্কলপশক্তিতে পরিণত কর।

জ্যোতি তুমি, প্রেম তুমি। অনিবর্বচনীয় শক্তি তুমি, তোমার দিকে চেয়ে আধারের প্রত্যেক কণা উচচকর্ণ্ঠে আহ্বান করছে, এসে তুমি তাদের অন্তরে প্রবেশ কর, তাদের রূপান্তরিত কর...

প্রত্যেককে দাও সন্মিলনের পরম পুলক।

THE RESIDENCE OF THE PERSON OF

১৩ই जुनारे, ১৯১৪

চাই ধৈর্য্য, বল, সাহস, প্রশান্তি আর কর্দ্মশক্তি।

মনকে শিখতে হবে নীরব হয়ে যেতে, সর্ব্বাঙ্গীণ রূপান্তরের জন্যে যেসব শক্তিধারা তোমার কাছ থেকে নেমে আসে, তাদের ধরে তৎক্ষণাৎ কিছু লাভ করে নেবার প্রলোভন যেন মনের না থাকে...

কিন্তু কেন, এই যে আধারটি সবচেয়ে দীন, সবচেয়ে সাধারণ, সবচেয়ে অপূর্ণ তাকে তুমি নির্বোচন করলে তোমার ইচ্ছাকে প্রকাশ করে ধরবার জন্যে ?

**जूनारे ১৫, ১৯১8** 

জীবন-দেৰতা ৷ আর কি...

তোমার যা ইচ্ছা, তোমার যা ইচ্ছা।

এ যন্ত্র দুর্বেল অতি-সাধারণ। তুমি তাকে দেখালে সব-রকম কাজই তার পক্ষে সম্ভব, মানুষী কাজকর্ম্মের কোন কিছু তার পক্ষে পরধর্ম নর। তবে ভাগবত-চেতনা স্থরু হয় তীব্রতা দিয়ে, উৎকর্ম দিয়ে, কিন্তু এ যাবং তুমি ত তাকে অসাধারণ তীব্রতা, কি সত্যকার উৎকর্ম কিছু দাওনি।

#### मारसद थार्थना

550

সবই তার নধ্যে রয়েছে ভবিতব্য হিসাবে—অবশ্য ব্যক্তিগত দিক থেকে নয়, সমষ্টিগত দিক থেকে। কিন্তু কিছুই পূর্ণ সিদ্ধি হয় নাই। জীবন-দেবতা! কেন ?

তুনি আনার হৃদরে এমন শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছ, যাকে মনে হর প্রায় উদাসীনতা ; সেই বস্তুই বলছে তার বিপুল অচঞ্চল স্থিরতার মধ্যে থেকে— তোমার যা ইচছা, তোমার যা ইচছা!

#### TOTA

जूनारे ১৬, ১৯১৪

नीत्रव विनयु यात्राथनाय এই वन्नना...

তোমার মহিনার সম্মুখে প্রণত আমি ; তার ঔজ্জ্বল্যে সে আমার অভিভূত করে রেখেছে।

তোমার পায়ের তলায় আমি যেন গলে যাই, তোমার মধ্যে মিশে যাই।

#### M

জूनारे ১৭, ১৯১৪

আমাদের চোখে পাথিব সিদ্ধি সব সহজেই বিপুল প্রাধান্য লাভ করে, কারণ তাদের পরিমাপ ঠিক আমাদের বাহ্যসন্তার অনুপাতে, এই যে দীমাবদ্ধ রূপে আমরা মানুষ হয়ে দেখা দিয়েছি তার অনুপাতে। কিন্তু তোমার কাছে তোমার সন্মুখে ধরলে পাথিব সিদ্ধির কি মূল্য হয় ? তা যতই নিখুঁৎ হোক, যতই পরিপূর্ণ হোক, যতই দিব্যধর্মী হোক তা হল তোমার শাশুতসন্তার মধ্যে এক নগণ্য মুহূর্ত্ত; আর যে-সব ফল তা নিয়ে আসে যতই শক্তিমান, যতই আশ্চর্য্যকর হোক না, তারা এক একটি হল তোমার অভিমুখে যে অন্তহীন যাত্রা তার মধ্যে একটি অকিঞ্জিৎকর কণিকা। তোমার কন্মীদের এ কথাটি কখন ভুলে গেলে চলবে না, তা হলে তোমার সেবার অযোগ্য তারা হয়ে পড়বে।...

হে মধুময় অধিরাজ আমার! কোন-কিছুর জন্য দায়িত্ব হল আমাদের, এরকম ধারণা রাধা, তোমার প্রম ভাগবত ইচছাশক্তি আমার সধ্যে ব্যক্তিরূপ প্রহণ করবে এ রকম ইচছা রাখা, বালস্থলত চপলতা ছাড়া আর কি? তোমার ছ্দয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাওয়া, সেখানে চিরকাল বাস করা এই কি যথেষ্ট নয়? তাহলে, সকল দায়িত্ব তুমিই প্রহণ করে থাক, তোমার ইচছা কাজ করে চলে, আমরা জানি বা না জানি তাতে ইতরবিশেষ কিছু হয় না। যে-সিদ্ধি বাহিরের অবস্থার উপর আদৌ নির্ভর করে না আর যত উঁচু মাত্রারই হোক সকল অনুসরণ ও অবধারণের উদ্ধে যা, তাই হল সত্যকার সিদ্ধি, সিদ্ধির পরমোৎকর্ষ। সে ধরণের একমাত্র সিদ্ধি হল তোমার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, অখণ্ডভাবে, নিবিড্ভাবে, চিরস্তনভাবে। আর এই ক্ষণিক জীবনে, এই নশুর জগতে তোমার যে ক্ষণিক ও নশুর প্রকাশ তারো ভার তুমিই নিয়েছ, তার যদি প্রয়োজন হয় তোমার বিবেচনা অনুসারে, তবে তাও হবে।

হে আমার মধুমর অধিপতি, আমার পরম অধীশুর, সকল চিন্তার ভার তুমি তুলে নিয়েছ আমার কাছ থেকে, রেখেছ শুধু আনন্দ, তোমার সঙ্গে সম্মিলনের পরম উল্লাস।

MA

जूनारे ১৮, ১৯১৪

প্রচণ্ড বাঞ্চাবাত্যা সব্বেও দুটি জিনিস রয়ে যায় অচঞ্চল: এই সন্ধলপ, সকলে যেন উপভোগ করে সত্যকার স্থপ, তোমার মধ্যে রয়েছে যে স্থপ; আর এই কামনা, তোমার সঙ্গে যেন আমি মিলিত হতে পারি সম্পূর্ণভাবে, যেন এক হয়ে যেতে পারি।...অন্য সব জিনিস এ পর্য্যন্ত এসেছে হয়ত চেষ্টার ফলে, দাবির ফলে; কিন্তু এ বস্তুটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত, অবিচল। যে মহর্ত্তে মনে হয় মাটি বুঝি সরে গেল, সব বুঝি ডুবে গেল, ঠিক তখনো ও-বস্তু তার জ্যোতির্ম্মর বিশুদ্ধ প্রশান্ত রূপে এসে দেখা দেয়, সকল মেঘ অপসারিত করে, সকল অন্ধকার বিদূরিত করে, ধ্বংসন্তুপের ভিতর থেকে আরো বৃহৎ আরো শক্তিমান হয়ে উঠে আসে, অস্তরে বহন করে নিয়ে আসে তোমার অসীম শান্তি আর আনন্দ।

जुनारे ১৯, ১৯১৪

হে ভগবান ! তোমার নিজের স্টের তুমিই স্বর্বশক্তিমান অধিপতি । এই সব যন্ত্র তাদের অতি-সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর, তাদের অতি-সাধারণ সীমাবদ্ধ কেটে বাহিরে চলে আসে যাতে তাই কর। তোমার অসীম শক্তির কণাটিও প্রকাশ করে ধরতে হলে প্রয়োজন মানবীয় সন্তাবনার যাবতীয় সম্পদ....বদ্ধ দুয়ার খুলে ধর, আবৃত উৎসকে ছুটে বের হতে দাও, তোমার বাক্-বৈভবের, তোমার সৌলর্য্যের ধরস্রোত সারা জগতে হোক পরিব্যাপ্ত। আন প্রসারতা আর মহন্ব, আন মহিমা আর সৌলর্য্য, আন স্বমা আর ঐশুর্য্য, আন বৈচিত্র্যা, আন শক্তি—ভগবান আম্ব প্রকাশ করতে চলেছেন।

হে আমার মধুর অধিরাজ। আমাদের ভাগ্যের তুমিই পরম নিয়স্তা। নিজ্বের স্টের তুমি নিজে সর্বেশক্তিময় অধিপতি।

এই যে জগৎ, এই যে সব জীব, যত অণুকণা, এরা সকলেই তোমার—তাদের রূপান্তরিত কর, জ্যোতির্দ্মর কর।

जूनारे २১, ১৯১৪

শরীর ছিল না, কোন রকম শারীর-বোধ ছিল না—ছিল একটা আলোর স্তম্ভ, যেখানে সাধারণতঃ দেহমূল সেখান থেকে উদ্বে উঠে গিরেছে যেখানে মস্তক থাকে সেই অবধি, এখানে তা হয়েছে যেন আলোর একখানা থালা, চাঁদের মত। তারপর সেখান থেক স্তম্ভাটি আরো উঠে গিয়েছে, মাথা থেকে বছদূরে, শেমে ফুটে উঠেছে প্রকাণ্ড এক প্রোজ্জল নানাবর্ণময় সূর্য্যমণ্ডল হয়ে—এই সূর্য্য থেকে সোনালী আলো বর্ধাধারায় ঝরে পড়ছে, সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলছে।

তারপর আলোম্ভর্টি নীচের দিকে আবার ফিরে এল, জীবন্ত আলোর একটা ডিম্বাকার ঘের হয়ে। প্রথমে মন্তকে, তারপর ক্রমে কর্ণ্ড, হৃদয়, নাভি, মেরুদগুমূল এবং আরো নীচে এই রকম ধাপে ধাপে প্রত্যেক চক্রটিকে জাগিয়ে তুললে, সক্রিয় করলে, প্রত্যেকের নিজের ধারায়, আপন স্পন্দন-বৈশিষ্ট্যে। জানুতে পৌঁছে উদ্ধু মুখী আর অধামুখা ধারা দুটি এক হল। এই রকমে একটা নিরন্তর প্রবাহের মধ্যে আর কোন ছেদ রইল না, সমস্ত আধারকে ছেয়ে রাখল বিপুল এক জীবস্ত আলোর যের।

ধীরে ধীরে তারপর চেতনা আবার নেমে এল বাপে বাপে, প্রত্যেক চক্রে থেমে থেমে যে পর্যান্ত দেহ-চেতনা ফিরে না এল। যতদূর মনে হর, চেতনা দেহে ফিরে এল যেখানে তা হল নবম বাপ। তখনও কিন্তু বাহ্যশরীর সম্পূর্ণ অচল আড়ষ্ট।

# THE

जुनारे २२, ১৯১৪

পূর্ণ প্রেম তুমি, হে ভগবান! তোমার প্রেম সকল মন সকল হৃদয়ের গভীরে দীপ্যমান। তোমার রূপান্তরের কাজ সম্পূর্ণ কর, আমাদের জ্যোতির্ময় কর। বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত কর, দিগ্রলয় প্রসারিত কর, শক্তিকে স্থাপিত কর, আমাদের বিভিনু সব সত্তাকে একত্রিত কর, তোমার দিব্য-আনন্দের ভাগ আমরা যেন পাই, সকলের জন্যে তা যেন আমরা পরিবেশন করতে পারি। শেঘ বাধা সব—বাহিরের আর ভিতরের হোক—যেন জয় করতে পারি, অন্তিম বিঘু যেন উত্তীর্ণ হয়ে যাই। ব্যাকুল আন্তরিক কোন প্রার্থনা তোমার কাছে ব্যর্থ হয় না। তোমার ওদার্য্য সকল আহ্বানেই সাড়া দেয়, করুণা তোমার অন্তহীন।

ভগবান ! সর্বেশ্বর ! এই সদ্ধুল অব্যবস্থার মধ্যে তোমার আলে। ঢেলে দাও—তার ভিতর থেকে তুলে ধর নূতন এক জগৎ। যে কাজ আরম্ভ হয়েছে, তা শেষ কর—জন্ম দাও মানবজাতির যা হবে তোমার অভিনব স্থমহান বিধানের সর্বাঙ্গস্থলর পরিপূর্ণ প্রকাশ।

তোমার খরগতি কিছুতে থেমে যাবে না, আমাদের প্রয়াস কিছুতে শাস্ত হবে না। তোমার উপর আমাদের সকল আশা সকল কর্দ্ম স্থির প্রতিষ্ঠিত করে, তোমার ইচছার সম্পূর্ণ অনুগত, স্মৃতরাং স্মরক্ষিত শক্তিমান হয়ে আমরা আমাদের বিজয়ধাত্রা স্মৃত্যু করব তোমার অখণ্ড আবির্ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য, এই স্থিরনিশ্চয় নিয়ে যে তোমার বিজয় অবধারিত, কোন-কিছু তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না।

বিশ্বের অধীশ। জয় হোক তোমার, সকল অন্ধকার দূর করে দাও তুমি।



जुनारे २७, ১৯১৪

সর্বেশক্তিমান তুমি, হে ভগবান। যোদ্ধা হয়ে দাঁড়াও, বিজয় নিয়ে এস। তোমার প্রেম আমাদের হৃদয়ে একচছত্র রাজা হয়ে বসে যেন, আমাদের বুদ্ধিকে যেন তোমার জ্ঞান কখন পরিত্যাগ না করে—অসামর্থে রিমধ্যে, অম্বকারের মধ্যে আমাদের ফেলে রেখো না। সকল সীমা ভেজেফেল, ভেজে ফেল সকল শৃঙ্খল, দূর কর যাবতীয় মোহ।

আমাদের আম্পৃহা উঠে চলে তোমার দিকে, আকুল প্রার্থ না হয়ে।

TOTAL STATE

जूनारे २৫, ১৯১৪

সূর্য্যের উদর হল, আমিও এ জগতের করি স্বতি গান—এই এখানে তোমাকে শুধু যে কামনা করা যায় তা নর, তোমাকে জানা যার, তোমার সঙ্গে এক হওয়া যায়। বিস্ময়ের কথা, এমনো লোক আছে বিশ্ব ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার জন্যে যাদের এত আগ্রহ, পূর্ণ তার আর একটা জগতের মধ্যে গিয়ে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে।

আমার হৃদয় তুমি এতখানি তৃপ্তি দিয়ে তরেছ যে সম্ভষ্ট না হয়ে থাকবার উপায় আমার নেই, সকল অবস্থার মধ্যে, ভিতরের আর বাহিরের। তবুও অস্তরের মধ্যে আমার কি একটা বস্তু সর্ব্বদা আকাঙ্কা করে আরো সৌন্দর্য্য, আরো আলো, আরো জ্ঞান, আরো প্রেম, অর্থ ও আকাঙ্কা করে তোমার সঙ্গেন আরো সজ্ঞান আরো অবিচিছনু সংযোগ।...কিন্তু তা ত নির্ভর করে তোমার ইচছার উপর, তোমার যখন ইচছা হবে তখনি ত তুমি দেবে আমায় পরিপূর্ণ রূপান্তর।

M

जूनारे २१, ১৯১৪

আমার প্রার্থ না উঠে চলে তোমার দিকে ধীরে, বিনত হয়ে। হে মধুময় অধিরাজ! তুমি ত বিনা বিচারে বিনা বিতর্কে গ্রহণ কর যা-কিছু নিজেকে অপ ণ করে তোমার কাছে। তুমি ত সকলের কাছে আপনাকে দিয়ে দিয়েছ, আপনার পরিচয় দিয়েছ, কখন জিজ্ঞসা কর নাই তারা যোগ্য কি না। তোমার প্রকাশের পক্ষে কোন জিনিসই অতি দুর্বেল, অতি ক্ষুদ্র, অতি সামান্য অতি অযোগ্য, তা বিবেচনা কর নাই... তোমার পদতলে আমায় শয়ন করতে দাও, তোমার বুকের মধ্যে গলে যেতে, তোমার ভিতর মিলিয়ে যেতে, তোমার আনন্দের অস্তরে বিলীন হয়ে যেতে। অথবা শুধু তোমার সেবক হতে, আর কিছু হবার জন্যে কোন আকিঞ্চন না রেখে। আর কিছুর জন্যে আমার কামনা নাই, আমি হতে চাই একমাত্র তোমারি সেবক।

TO

ष्नारे ७১, ১৯১৪

আমার মনে হয় তুমি চাও একে একে আমাকে সেই সব অভিজ্ঞতার আমাদন দিতে, যাদের সাধারণতঃ যোগসাধনার চূড়ায় স্থান দেওয়া হয় তার শেষ পরিণতি হিসাবে, তার পূর্ণ সিদ্ধির প্রমাণ হিসাবে। সে-অভিজ্ঞতা যেমন তীব্র, অথও, স্মম্পষ্ট, আবার তার নিজেরই মধ্যে রয়েছে তার নিজের সকল পরিণামের, সকল ফলের জ্ঞান—সে অভিজ্ঞতা সজাগ স্বেচছাকৃত, কারণ তা নিয়মিত প্রয়াসের ফল—আক্সিক বা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। তবুও প্রত্যেক অভিজ্ঞতার রয়েছে নিজম্বতা। রাস্তায় চিছ্-ফলক যেমন থাকে মাঝে মাঝে, তারা পৃথক, তাদের যোগসূত্র ঐ রাস্তাটি, সেই রকম—তবে এখানে চিছ্পত্তলি নির্দেশ করে অন্তহীন উদ্ধারোহণ, আর তারা এক প্রকারের নয়, প্রত্যেকটি পৃথক রকমের, কারো সঙ্গে কারো সম্বন্ধ নেই যেন।...

একদিন কি আসবে না যখন তোমার কল্যাণে এই আধার তার অসংখ্য অভিজ্ঞতা সকলের মধ্যে সমনুর সাধন করতে পারবে, তাদের ভিতর থেকে এমন এক পূর্ণ তর স্থানরতর অভিনব সিদ্ধি গড়ে তুলবে যার অনুরূপ কিছু এ যাবৎ সৃষ্টি হয়নি। জানি না তো। তবে তুমি আমার এও শিখিয়েছ, আমার অভিজ্ঞতা যতই বিরল হোক না, তা যদি চলেও যায় তবে আমি যেন দুখে না করি, আপনা থেকে যদি ফিরেও আসে তবে সে-উদ্দেশ্যে যেন কোন বাসনা পোষণ না করি। এতে আমি ত এমন প্রমাণ পাই না যে সাধনার গতি চঞ্চল; প্রমাণ পাই বরং ক্রমগতি, চলেছে তা স্থির-সঙ্কলপ নিয়ে, রাস্তার প্রতিটি পবের্ব যেখানে যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত না থেমে।

প্রতিবার তুমি আরে। তালো করে শিখিয়েছ যে তোমার প্রকাশের উপায় যদি সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, তবে তার কারণ, আমরা মনে করি তাই ; ফলতঃ সে উপায় তোমার সমস্ত আনস্ত্যেরই বাহন হতে পারে। প্রতিবারই তোমার অসীমতার কিছু নেমে এসে তার নিবাস এই আধারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, খুলে ধরে সমস্তখানি দুয়ার, দেখায় তার ভিতর দিয়ে অস্তহীন দিকচক্রবাল। वांगष्टे २, ১৯১৪

কারা এই সব শক্তিধর দেবতা ? পৃথিবীতে অবতীণ হবার সময় তাদের হয়েছে। তারা কি তোমার অনস্ত ক্রিয়াশক্তির বিভিনু ভঙ্গি ও সিদ্ধি নয় ? সর্বভূতের অধীশুর হে ভগবান। তুমি সৎ, তুমি অসৎ, আবার উভয়ের অতীত তুমি অঞ্জেয় রহস্য, হে আমাদের অদ্বিতীয় রাজ্বাধিরাজ।

এই যে বছল প্রোজ্জল চিন্তাশক্তি, এই অসংখ্য সূর্য্যকিরণ, যারা প্রকাশ করে, ধারণ করে, নির্মাণ করে যাবতীয় রূপ, কি তারা ? তারা কি তোমার অসীম ইচছাশক্তিরই ধারাভেদ নয়, তোমার অভিব্যক্তির এক একটা উপায় নয় ? আমাদের ভাগ্যের বিধাতা তুমি, হে অচিন্ত্য সৎ-বস্তু, যা-কিছু আছে, বা-কিছু এখনো হয়নি, সকলেরই হে একচছত্র অধীশুর!

আর এই যত সানস-সামর্থ্য, এই যত প্রাণজ তেজ, এই যে জড় অবিকরণ, কারা সব এ ? তুমিই নও কি, তোমার যে রূপ সর্ব্বাপেক্ষা বাহ্য, প্রকাশের ও সিদ্ধির ধারার যারা হল শেষ পরিণান ? তোমাকে আমরা আরাধনা করি একান্ত ভজ্জিভরে; তুমি চারদিক থেকেই আমাদের অভিক্রম করে রয়েছ, তবুও অন্তরে প্রবেশ করে রয়েছ, আমাদের অণুপ্রাণিত করেছ, প্রচালিত করেছ। তোমাকে ত আমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি না, সংজ্ঞা দিয়ে বুঝতে পারি না, নাম দিয়ে পরিচয় করতে পারি না, তোমাকে ধরতে পারি না, আলিফন করতে পারি না, চিন্তাতেও মানতে পারি না; তবুও তুমিই আমাদের তুচ্ছত্ম কর্ম্বের মধ্যে দিয়েও নিজেকে সংসিদ্ধ করে চলেছ।...আর এই যে বিপুল বিশ্ব, এ ত তোমার শাশুত তপঃ-শক্তির কণা মাত্র।

তোমার সান্মিধ্য আপন সামর্থে চারিদিক ছেয়ে রয়েছে, তারই বুকে নিখিল বিকশিত।

M

আগষ্ট ৩, ১৯১৪

আজ সকালে আমার সমস্ত আধার হয়ে উঠেছে নির্ন্থাক আরাধনা, তোমার প্রেমের বৈপুল্য আমার হৃদয় ভরে দিয়েছে...

তৈরী হওয়া আর কাজ করা, কাজ করা আর তৈরী হওয়া—পর-পর আসে যায়, পরস্পরে মিশে যার এতখানি, যে তাদের পার্খ কয় আবিধার কঠিন হয়ে ওঠে, তাদের সম্মেলন নিয়েই হল পৃথিবীর জীবন। যা হতে হবে আর যা করতে হবে, তোমার যন্ত্রটি তৈরী করে তোলা আর তার ব্যবহার

করা—দুকাজই সমানে চলবে। এখন তুমি যদি চাও যম্রাটর ঋদ্ধি হোক, বৃদ্ধি হোক, উন্মুক্ত করে ধরুক সে তার সকল দুয়ার, যে দেবতাকে প্রকাশ করতে পারে সে, তার সঙ্গে সন্মিলিত হোক, বিভিনু জগতের সঙ্গে সজ্ঞান সম্বন্ধ স্থাপন করবার সামর্থ্য অর্জন করুক; পরমুহূর্ত্তে তুমি আবার চাও সে যেন ভুলে যার নিজেকে, হয়ে ওঠে যেন শুরু তোমার কর্ম্মবন্ত শক্তি। দুটিতে মিলে দিয়েছে তোমার ইচছাশক্তির সঙ্গে সাযুজ্য-সাধনের পরম বিধান।

আজ সকালে আমার সমন্ত আধার হয়ে উঠেছে নির্বাক আরাধনা, তোমার প্রেমের বৈপুল্য আমার হৃদয় ভরে দিয়েছে...

MA

আগষ্ট ৪, ১৯১৪

ভগবান ৷ চিরস্তন অধীশুর !

শক্তিরাজির সংঘর্ষ মানুঘকে জোর করে চালিয়ে নিয়েছে—তার৷ অপরূপ আত্ম-বলিদান করে চলেছে, নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে রক্তাক্ত পূর্ণ ছিতির মধ্যে...

ভগবান। চিরন্তন অধীশুর।

এ যেন বৃথা না যায়, তোমার দিব্যশক্তির অফুরস্ত প্রকাশ সার।
পৃথিবী যেন ছেয়ে যায়, তার বিক্দুর আবেইনের মধ্যে, যুধ্যমান
শক্তি-সকলের মধ্যে, সংপ্রামরত ব্যক্টিরাজির প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার মধ্যে
যেন প্রবেশ করে। তোমার জ্ঞানের বিশুদ্ধ আলে। আর তোমার
আশীষের অশেষ প্রীতি তাদের ক্দয় যেন পরিপূর্ণ করে, চেতন।
আলোকিত করে, আর এই যে অদ্ধকার, এই যে ভয়দ্ধর শক্তিধর ঘার
তমিস্রারাজি তার মধ্যে থেকে উৎসারিত করে তোমার সানিধ্যের
প্রোক্ষ্প্রল মহিমা।

তোমার সন্মুখে আমি এই, আমার সন্তার অখণ্ড আম্মবলি নিয়ে—যাতে

আর-সকলের অজ্ঞানকৃত আম্ববলি সার্থ ক হয়।

গ্রহণ কর এই উৎসর্গ, আমাদের আবাহনে সাড়া দাও, এস এখানে।

আগষ্ট ৫, ১৯১৪

চিরন্তন হে অধিরাজ। সকলের মধ্যে তুমি রয়েছ প্রাণবন্ত নিঃশ্বাস হয়ে, মধুক্ষরা শান্তি হয়ে, প্রেমের উজ্জল সূর্য্য হয়ে, অজ্ঞানের সকল মেষ তুমি বিদীর্ণ করেছ।

আদেশ দাও, আমরা যেন হয়ে উঠি তোমার প্রাণবস্ত নিঃশ্বাস, তোমার মধুক্ষরা শান্তি, তোমার জ্যোতির্দ্বয় প্রেম, এই পৃথিবীর পরে, আমাদের যত অজ্ঞান দুঃখী মানুঘ-স্বজন তাদের কাছে।

হে দিব্য অধিরাজ। আমাদের অধণ্ড আম্মবলির এই নৈবেদ্য গ্রহণ কর, যাতে তোমার কর্ম সমাপন হয়, সময় যেন ৰূপা না যায়।

প্রশান্ত আম্মানন্দের মধ্যে তোমার কাছে আমাকে আমি এই দিয়েছি, বাতে তোমার নিজের সম্পত্তির তুমি নিজে অধিকারী হয়ে উঠতে পার, নিজে তুমি মালিক হয়ে উঠতে পার, অগণিত পরমাণু-সকলের প্রত্যেকটির মধ্যে, আমার সামগ্রিক চেতনার একছের মধ্যে।

হে দিব্যগুরু। গ্রহণ কর এই অখণ্ড আম্মদানের নৈবেদ্য, সময় এসে আবার যেন চলে না যায়।

সমস্ত আধার রূপাস্তরিত, শুদ্ধ প্রেমের আম্মদানরূপ যজ্ঞে প্রদীপ্ত বহ্লিশিখা হয়ে।

তোমার রাজ্যের রাজা হয়ে ওঠ তুমি আবার, পৃথিবীকে মুক্ত কর তার গুরুভার থেকে, যে ভারের নীচে সে দলিত পিষিত—তার জড়তার, তার অজ্ঞানের, তার অন্ধকারাচছনু অসদিচছার ভার।

হে আমার মধুময় রাজরাজ। আমার আধার জলছে প্রেমোৎসর্গের সমিদ্ধ বহ্নিশিখ। বুকে ধরে। গ্রহণ কর আমার নৈবেদ্য, দূর হয়ে যায় যেন সকল বাধা।

TOTA

আগষ্ট ৬, ১৯১৪

কি সে সব দোষ, সে সব ক্রটি, উৎসর্গের বাধা যারা—তাকে পূর্ণ হয়ে তোমার কাছে স্বাগতের যোগ্য হয়ে উঠতে দেয় না, অখণ্ড বলিদানকে তোমার গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে দেয় না? এ আধারের মধ্যে এখনো রয়েছে সব সীমাবন্ধ, তাদের তুমি ভেঙ্গে ফেলবে না?

ভগবান ৷ জানি ত, পৃথিবীর মহাসঙ্কট কাল—তার কাছে তোমার প্রতিভূ হয়ে আসতে পারবে যারা, সংঘর্ষের ভিতর থেকে গড়ে তুলতে পারবে বৃহত্তর সমনুয়, তনসাচছনু কদর্য্যতা থেকে আবিন্ধার করবে দিব্যতর সৌন্দর্য্য, তারা যেন প্রস্তুত থাকে তাদের কর্ম্মের জন্য । ভগবান ! চিরন্তন অধীশুর ! তোমার কাছে সানুনর নির্বেদ্ধ আমাদের, আমাদের প্রমাসে সাড়া দাও এসে, সেসবের মধ্যে ঢালো তোমার আলো, দেখাও পথ আমাদের, শক্তি দাও বাতে ভিতরের বাধা জয় করতে পারি, সকল বিষু পার হয়ে যেতে পারি।

নধুময় রাজরাজ আমার! তোমার পদতলে প্রণত আমি, তোমাকে চেয়ে সমস্ত আধার আমার ডাকছে উচচকণ্ঠে, প্রজ্ঞলম্ভ ঐকান্তিক

মিনতি জানিয়ে...

মুক্ত কর আমায় আমার ব্যষ্টিগত দুর্ব্বলতা থেকে।

# THE

আগষ্ট ৮, ১৯১৪

লেখনী নির্বোক আমার...এই বাহ্য-জগৎ এত সর্বেগ্রাসী! আমাদের চেতনায় তাকে এতখানি স্থান দেওয়া কেন ? এ কি আমাদের অক্ষমতা, না তোমার ইচছাই এই ?

মধুময় রাজরাজ। আমি চাই শুধু তোনার 'নধ্যে' জীবনধারণ করতে, কিন্তু তোমার উত্তর হল আমার জীবনধারণ হবে তোনার 'জন্যে'; এ-রকমে তোমার জন্যে জীবনধারণ করে, চেতনা হয় বহির্দ্মুখী আর মনে হয় যেন দূরে সরে গিয়েছি তোমার থেকে।

আমি জানি এ-কথা ঠিক নয়। তবুও আধারের মধ্যে এখনো বাধা রয়েছে, তা সরে যেতে এখনো রাজি নয়, একটা দুয়ার বন্ধ জাছে, একটা জ্যোতির্শ্বয় বুদ্ধির দুয়ার, কোন চেষ্টাই এ পর্য্যন্ত তাকে খুলে ধরতে পারছে না, তাতে তোমার প্রকাশের মধ্যে এতখানি দীনতা নিয়ে আসে।

পৃথিবীর উপর ঝঞ্চার মত নেমে পড়েছে বীভংস শক্তি সব—অজ্ঞান তারা, উগ্র, বলবান, অন্ধ। ভগবান, শক্তি দাও যাতে জ্ঞানালোকে তাদের উদ্ভাসিত করতে পারি। তাদের ভিতর দিয়ে তোমারি জ্বন্ত মহিনা প্রকাশ হওয়া চাই, প্রকাশ হয়ে তাদের কর্মের রূপান্তর করা চাই। তাদের প্রলম্কর প্রাবনের পরে তারা রেখে যায় যেন দিব্যবীজ সব।

হে আমার দেব-অধীশুর। আমার নৈবেদ্য ফিরিয়ে দিও না, আমাকে যোগ্য করে তোল, যাতে নিঃশেষে তোমার হয়ে যেতে পারি, আমার সর্বেম্ব দিয়ে, এই বিশু-প্রকাশকে ধরে।

TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE

আগষ্ট ৯, ১৯১৪

ভগৰান, তোনার সম্পুধে এই আনরা, তোনারই ইচছা পূর্ণ হয় যেন। আনাদের নন থেকে দূর কর যত বাধা, যত সংশয়, যত দুর্ব্বলতা, যত সীমা, যা-কিছু আমাদের চেতনাকে আবৃত করে, আমাদের বুদ্ধিকে আচছ্নু করে।

তোমার চেতনার জন্যে আমি তৃষিত, আমি তৃষিত তোমার সঙ্গে পূর্ণাঞ্চ মিলনের জন্য, অকর্মের মধ্যে নয়, স্থূল কর্ম থেকে সরে গিয়ে নয়, তোমার ইচছাকে পরিপূর্ণ করে সর্ব্বতোভাবে চূড়ান্তভাবে নির্দ্বোঘভাবে।

পৃথিবীর উপর এসে ভর করেছে এই যত অন্ধকার তা ভেদ করে ফুটে বের হয় যেন তোমার উত্তম জ্যোতির ছটা।

### THE REAL PROPERTY.

আগষ্ট ১১, ১৯১৪

হে আমার মধুমর রাজরাজ। বিপ্রান্ত যত বুদ্ধি, বেদনাকুল যত হ্বদর, সেধানে প্রবেশ কর, সেধানে তোমার সান্নিধ্যের আগুল জালাও। পৃথিবীর উপর পড়েছে তার ছারার চাপ, তাতে সর্ব্বতোভাবে সে আলোড়িত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই ছারার পিছনে রয়েছ তুমি স্থির সূর্য্যরূপে। এই দুস্থ পৃথিবীর উপর অন্ধলার যদিও চেপে পড়েছে, তার ভিত্তি অবধি টলিয়ে দিয়েছে, তাকে এক বিরাট বিশৃঙ্খলার পরিণত করেছে—এখন কি তুমি এই অনাস্টির উপর এসে উদয় হবে না, বলবে না: "হোক আলো" ?

হে অনুপন অজ্ঞাত, তুমি এখনো নিজেকে প্রকাশ করোনি, তুমি অপেকায় আছ শুভমোগের জন্যে, আনাকে তুমি পৃথিবীর উপর পাঠিয়েছ তোনার পথ তৈরী করবার জন্যে। এই আধারের প্রতিকণা তোনায় ডেকে বলছে, তোনার ইচছা পূর্ণ হোক, তারা প্রত্যেকে তোনার কাছে নিজেকে ধরে দিয়েছে চরন অজেয় আবেগে।...

এই আর্ভ পৃথিবীকে যিরে ধর তোমার করুণার দৃঢ় বাছপাশে, তোমার অসীম প্রেমের কল্যাণকর ধারায় পরিপ্লুত কর তাকে।

আমি তোমার করুণার দৃঢ় বাহুপাশ।

আমার প্রসারিত বুকে তোমার সীমাহীন প্রেম। আর্দ্ত পৃথিবীকে দিরে রাখে বাছবুগল, উদার হৃদরের পরে তাকে আদরে চেপে বরে। বীরে নেমে আসে পরম আশীঘের চুম্বন এই দম্বক্লিষ্ট কণাটির উপর—নাম্বনাদারী নিরামরকারী মারের চুম্বন।

W

गांदात शार्थना

500

আগষ্ট ১৩, ১৯১৪

এই জীবটি উঠে দাঁড়াল তোমার সন্মুখে, উদ্বান্থ হয়ে, করাঞ্চলি উন্মুক্ত করে, নিবিড় আম্পৃহা ভরে।

হে মধুনর রাজরাজ! পৃথিবীর আজ প্রয়োজন এমন প্রেন, এমন অপরূপ এমন দুর্জমনীয় প্রেম এ যাবৎ যা কখন প্রকাশ পায়নি, এমন প্রেমের জন্যই পৃথিবীর আকুলতা। কার সে-যোগ্যতা হবে পৃথিবীর কাছে যে আসবে মধ্যস্থ হয়ে? কে সে? কি এসে যায়, কে? কিন্তু কাজটি হওয়া চাইই। ভগবান! আনার আহ্বানে সাড়া দাও। এ-আধারের অর্য্য গ্রহণ কর, তার সামান্যতা তার সীমাবন্ধ সত্ত্বেও। এস তুমি।

আরো, আরো, সঞ্চীবনী ধারা পৃথিবীর উপর বয়ে যাক, তার কল্যাণকর তরঙ্গরাজি ছড়িয়ে। আন রূপান্তর, কর জ্যোতির্ময়। এতকাল যার জন্যে অপেক্ষা করা হয়েছে, সেই চূড়ান্ত অত্যাশ্চর্ম ঘটনা সাধন কর যাতে অজ্ঞানময় অহং সব চূর্ণ হয়ে যায়, প্রত্যেকের হৃদয়ে জাগাও তোমার সমুত্তর অগ্নিশিখা। স্থির প্রশান্তির মধ্যে অসাড় হয়ে পড়তে আমাকে দিও না—আমাদের বিশ্রাম নেই যতদিন তোমার সমুত্তম তোমার অভিনব প্রকাশ না দেখা পায়।

শোন আমার প্রার্থ না, আমাদের আহ্বানে দাও সাড়া, দাঁড়াও এসে।

M

আগষ্ট ১৬, ১৯১৪

তিন দিন ধরে আকুল প্রার্থ না নিয়ে আনি অপেক। করেছি, আশা করেছি দেখব নৃতন জিনিস সব...

দেখি যত বাধা জ্বেগে উঠেছে, তোনার প্রকাশকে আবৃত করতে, বিলম্বিত করতে, বিকৃত করতে। লক্ষ্য হতে পূর্বের্ব আমরা যতদূরে ছিলাম এখন তার চেয়ে কাছে আসি নি…

হে আমার মধুর অধিরাজ ৷ কেন তুমি আমায় বললে, তোমার বুকের মধ্যে আমার যে পুণ্যস্থান তা পরিত্যাগ করতে, পৃথিবীতে ফিরে আসতে, এমন সিদ্ধির জন্যে প্রয়াস করতে যাকে অসম্ভব বলেই সব- কিছু পুনাণ করছে? তুনি আমাকে যে আমার দিব্য অপরূপ ধ্যানাবস্থা থেকে টেনে আনলে, আনাকে যে এই ছন্দসন্তুল বিশ্বের নধ্যে আবার নিমজ্জিত করলে—আমাকে দিয়ে কি করবার আশায় ? তোমার শক্তি পৃথিবীর দিকে যখন নেমে আসে নিজেকে প্রকাশ করে ধরবার জন্যে, তথন যে কয়টি নহাশক্তিধর অস্তর রয়েছে তাদের প্রত্যেকে দুঢ় সঙ্কলপ করে তোমার সেবক হবার জন্যে। তারা তাদের স্বভাবের বিশিষ্ট ধারা---আবিপত্যম্পৃহ৷ আর আমুসর্বস্থতা---বজার রেখে তবে চলে, তারা প্রত্যেকে চায় সেই শক্তিকে নিজের নিজের দিকে টেনে রাখতে, নিজেরাই তা পরিবেষণ করতে অপর সকলকে। প্রত্যেকে মনে করে সে-ই একমাত্র, অন্ততঃ সর্ব্বেধান, দূত আর তোমার শক্তির সঙ্গে অন্য সকলের সংযোগ কেবল তারই সহায়ে হতে পারে ও হওয়া উচিত। এই কুদ্রাশরতা ন্যুনাধিক সম্ভান কিন্তু তাতে শুধু বিলম্ব ঘটার অনিদিষ্ট কাল ধরে। মহাশক্তিধর যার। তাদেরও পক্ষে পূর্ণ প্রকাশের কাজে যদি এই সব শোচনীয় সঙ্কীর্ণতা হতে নিজেদের মুক্ত রাখা অসম্ভব হয়, তবে, ভগবান, আমাকে কেন এই সীমাবন্ধের যুপকাঠে বেঁধে রাখছ? তোমার ইচছাই যদি এ রকম, তবে অন্তিম যবনিকা ছিঁড়ে সরিয়ে দাও, তোমার জ্যোতির্ময় মহিমা তার শুদ্ধ স্বরূপে এসে জগৎকে রূপান্তরিত করুক।

এই অসাধ্য সাধন কর, হে ভগবান ! আর না হয়, তোমার মধ্যে আমাকে ফিরে ডুবে যেতে দাও।

础

আগষ্ট ১৭, ১৯১৪

পুরাতনকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে এই যে ধ্বংসের ঘূণি তার মধ্যে লোপ পেয়ে যায় যেন সকল প্রান্তি, সকল পক্ষপাত, সকল মনান্তর... জ্যোতির প্রকাশ যেন হয় পূর্ণ পরিশুদ্ধ, সকল বন্ধনমুক্ত, তাতে তোমার যেন পূর্ণ আবির্তাব হয়। ভগবান তুমি সর্বেশক্তিমান—তুমি এই অসাধ্য সাধন করবে।

এই চেতনার মধ্যে তুমি স্থাপন করবে বিজয়ের নিশ্চয়তা।

THE STATE OF THE S

うりも

আগষ্ট ১৮, ১৯১৪

গভীর নীরব ধ্যানের নধ্যে তোমার দিকে আমি যেন ফিরে দাঁড়াই। এই অগণ্ড সত্তাকে তার সকল কার্য্যকলাপ নিয়ে যেন অর্য্যন্ধপে তোমার পারে আমি ধরে দিতে পারি। এই সব বৃত্তিরাজির খেলা বেন বন্ধ করতে পারি, এই সকল চেতনার ধারা বেন একীভূত করতে পারি যাতে পরিশেষে থেকে যায় একটি নাত্র ধারা যে তোনার আদেশ শুনতে পারবে, বুঝতে পারবে। তোমার নধ্যে আবার আমার ভবে যেতে দাও, পরম মঞ্লাকর সাগরের বুকে যেন, সকল অপ্তান शुरा प्रति त्र । गत्न इत्र यांत्रि यत्नक नीटि त्नत्म शिराहि, সংশয়ের অন্ধকারের একটা অতল গহ্বরের মধ্যে, যেন তোমার চিরস্তন জ্যোতির্লোক হতে আনি নির্বাসিত। কিন্তু আনি জানি এই অবতরণের মধ্যেই নিহিত উর্দ্ধতর উত্তরণের সম্ভাবনা, যেখান থেকে আলিফন করা যাবে বৃহত্তর দিগ্বলয়, স্পর্শ করা যাবে আরো একটু কাছ থেকে তোমার অসীম আকাশমণ্ডপ। জ্যোতি তোমার রয়েছে ঐ; স্থির, দিশারী, অবিরল উজ্জল, গহুরের গভীরে যেমন ভাস্বর প্রকাশ-মহিমাতেও তেমনি। চেতনার মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে এখন আবাস নিয়েছে প্রশান্ত নির্ভর, অচল ঔদাসীন্য, অটল নিঃসংশয়...আনি যেন একখানি নৌকা, বছদিন একটা বন্দরের মধ্যে ছিল সে, তার আনন্দ উপভোগ करति : এখন সে পাল जुरन मिराइ -- राम यिन अ करति , बाजुरे हैं पांगरह, मूर्या राज्य शिरारह—छत् हुरि वनात रा मृत परखरात भरना, অপরিচিত তীরভূমির দিকে, নূতন সব দেশের অভিযুখে।

আমি তোমার, হে ভগবান ! কোন কুণ্ঠা কোন পক্ষপাত নাই। । তোমারই ইচছা পূর্ণ হোক তার অঞ্চ অব্যভিচারী ধারার। আমার সমস্ত সন্তা তাকে বরণ করেছে, সানন্দে প্রশাস্তিচিতে গ্রহণ করেছে।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণ। নাই। তুমিই কুটিরে ধরবে নূতন, তোমার বিধানের উপযোগী ধারণা।

পূর্ণান্ধ প্রণতি নিয়ে, অখণ্ড নির্ভর নিরে আমি রয়েছি অপেক। করে—তোমার কণ্ঠ দেবে পথের নির্দ্ধেশ। यागरे २०, ১৯১৪

লক্ষ্যটি যদি নূতন এক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাও, যাতে আর সব দৃষ্টিভদিরও লাভ হর নূতন আলোক পেরে, তাহলে আন্তর অভিজ্ঞতাটি বার বার ফিরিয়ে আনতে হবে, তাকে ধরে পুনরায় চেতনায় চরন সীনায় গিয়ে পৌঁছতে হবে—এই পথ-যাত্রার শেঘ কোথায় সে সম্বন্ধে আগে থেকে কোন রকম সিদ্ধান্ত স্থির না করে।

কিন্তু নন স্বতঃই স্মরণ করে, অন্তরতমের পরনের সঙ্গে চেতনার যে এক বা একাধিক সংযোগ ঘটেছিল সে-কথা আর বলতে স্থল্ল করে: "পথের শেষে এই বস্তু লাভ হয়"; ভুলে যায় যাকে সে মনে করে "এই বস্তু", তা হল লক্ষ্যটি বিবৃত করবার বা বিকৃত করবার স্বসংখ্য ধারার একটি ধারা—বুদ্ধিগত ধারণা আসবে অভিপ্রতার পরে, আগে নয়।

পণটি ধরে ফিরে আবার চলতে হবে একান্ত সরলভাবে, যেন সে-পথে কখন আর চলা হরনি—তাই ত সত্যকার নির্দ্মলতা, নির্দ্ধোষ আন্তরিকতা বার ফল অবাধ উনুতি, অধন্ত বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতা।

আনার অন্তরে, যেখানে সকল রকন চিন্তা অর্থাৎ সকল রকন সম্ভান সংজ্ঞা-নির্দ্ধারণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সেখানে, বাক্য অপেকা গভীরতর কিছু, আমার ইচ্ছা-অনিচছা সব্বেও, তোমার দিকে ফিরে দাঁড়ায়, হে অনিবর্বচনীয় ভগবান, একটা তীব্র আম্পৃহা নিয়ে; তোমাকে সে সমর্পণ করে এ-সব ক্রিয়াবলী, এ-সব উপাদান, সম্ভার এ-সব বিভিন্ন ধারা, সে-সকলেরই জন্যে যাচঞা করে পরম জ্যোতি।

হে ভগবান, চিন্তায় তোনাকে পাই না, কিন্তু তোনাকে জ্বানি ত নিঃসন্দেহে !

W

states and the state and the sky

THE RESERVE OF THE PERSON OF T

मारमञ्ज श्रार्थना

308

षागरे २১, ১৯১৪

ডগবান! ভগবান। সমস্ত পৃথিবী পর্যুদন্ত...শোকমণ্ম যদ্রণাগ্রন্ত মুমূর্মপ্রায়...এই বেদনারাজি বৃথা যেন তার উপর না এসে থাকে; এই যে রক্তক্ষয়, তাতে নিয়ে আসে যেন সৌলর্য্যের আলোর প্রেমের যত বীজ তাদের ক্ষিপ্রতর প্রস্কুরণ; ফুটে ফলে উঠবে তারা, আর্ভ পৃথিবীকে চেকে দেবে তাদের অফুরন্ত ফসল দিয়ে। অদ্ধকারের এই গব্দেরতল হতে, পৃথিবী তার সমগ্র-সত্তা দিয়ে তোমায় ডাকে, তুনি তাকে দেবে বাতাস আলো এই জন্যে—তার যে নিঃশ্বাস বদ্ধ হয়ে যায়! তুমি কি আসবে না তার রক্ষার জনে?

ভগবান ! পূর্ণ বিজয়ের জন্যে কি করা দরকার ? শোন আমাদের প্রার্থনা, জয়লাভ করতেই হবে সর্বস্থপণ করে, সকল বাধা চূর্ণ করে—প্রকাশ হও এসে !

THE

अवश्राहे क्षण्याक वक्त व्यवस्था हात्राच्या है। क्षण क्षणा का विकास के किया का विकास के किया का विकास के किया क

খাগষ্ট ২৪, ১৯১৪

ভগবান, হাদয়-ভরা কৃতজ্ঞতা নিয়ে এসেছি তোমার কাছে। যেঁ-জ্ঞানের জন্য আমি পিপাসিত তার প্রথম পাঠ তুমি দিয়েছ, আর সে-জ্ঞানের সঙ্গে এসেছে সিদ্ধির প্রত্যেক ক্ষেত্রে সক্ষমতা আর সত্যকার সামর্থ্য।

এ ত শুধু আরম্ভ, পরিণতি নয়। তবে পণ উন্মুক্ত, দেখা যায়
সম্মুখে চলেছে ঋজু, প্রয়োজন কেবল তাকে ধরে চলা। আবরণ
ছিনু—নিরালোক দিনের স্বল্প অথচ পূর্ণ-বলীয়ান প্রয়াসের ফল তা।
ভগবান, পথ যেন সকলের জন্যে ঠিক এই ধরণে আলোকিত হয়ে
ওঠে। নিজের মধ্যে দৃষ্টি আমাদের স্বচছ হয়েছে যখন, তখন আরসকলের মধ্যে সজ্ঞান চেতনার পক্ষে নূতন কোন বাধা যেন স্বাষ্ট না
হয়। মানুষ ষতই গরিষ্ঠ হোক না, সীমায় আবদ্ধ সে, অম্বতঃ বছ

দিনের জন্যে; এই কারণে যে সে মানুঘ, আর বৃহতের সঙ্গে তার সংযোগও যদি ঘটে থাকে, তবুও এই বৃহৎ তার বাহ্য চেতনার কাছে প্রতিভাত হয় তার নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টির ভিতর দিয়ে। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঞ্জী দৃষ্টির ক্ষেত্রকে আংশিক অন্তত বিকৃত করে নাই এ রকম ঘটা খুবই কঠিন। কিন্তু এই অন্তিম বাধাটি অবধি অতিক্রম করতে হবে, তাকে ধূলিসাৎ করতে হবে শেষ বারের জন্যে, আর যেন কখন সে মাথা তুলতে না পারে। পথ সম্পূর্ণ খুলে রাখতে হবে, আর যে-জ্ঞান দ্বমৎ-উন্মুক্ত তার চাই পূর্ণ প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। তোমার করুণা আমাদের সদে রয়েছে, ভগবান, আমাদের কখন ছেড়ে যায় না, এমন কি তখনো যখন বাহ্যতঃ সব দেখা যায় অন্ধকার। রাত্রি ত প্ররোজন কখন-কখন, পূর্ণ তর উমাকে প্রস্তুত করবার জন্যে। কিন্তু এবার হয়ত তুনি আমাদের সন্মুপে নিয়ে এসেছ এমন উঘা যায় আর অন্ত নাই।...

গ্রহণ কর আমাদের সানুরাগ কৃতজ্ঞতার, আমাদের অখণ্ড প্রণতির এই অর্যা।

আনি জানতে পেরেছিলান আনার এই খাতাখানি যখন শেষ হবে তখন আনার আধ্যাদ্বিক জীবনে এক পর্বেরও শেষ। তাই ঘটছে বাস্তবিক।

আলো এসেছে, রাস্তা খোলা। অতীতের প্রয়াসকে সকৃতক্ত অভিবাদন জানিয়ে আমরা এবার ছুটে চলব নূতন পথে—তুমি তাকে উদার উন্মুক্ত করেছ আমাদের সন্মুখে।

বৃহত্তর সঞ্জানতর সিদ্ধির এই নূত্ন রাজ্যের হরোপান্তে তোমাকে প্রণতি জানাই, হে ভগবান, নাও আমাদের অখণ্ড আম্বদান আর অখণ্ড আরাধনা, আমরা তোমারই অকুণ্ঠভাবে।

আবার তুমি আমাদের অন্তরে জীবন্ত হয়ে উঠেছ, শুধু তুমিই। তোমার রাজ্যের রাজা তুমি আবার, কিন্ত রাজ্য হয়েছে বৃহত্তর পূর্ণ তর, তোমার শাসনের অধিকতর যোগ্য। मारमञ्जू शार्थना

506

षांगरे २৫, ১৯১৪

ভগবান ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার কর্ণ্ম সংগিদ্ধ হোক। আমাদের ভক্তিকে দৃঢ় কর, সমর্প'ণকে বাড়িয়ে তোল, পথ আলোকিত কর। অন্তরে তোমাকে আমরা গড়ে তুলি আমাদের পরম অধীশরূপে, যাতে সমস্ত পৃথিবীরও তুমি পরম অধীশ হয়ে উঠতে পার।

বাক্য সৰ্ব আমাদের এখনো অজ্ঞানাচছনু, উজ্জ্ঞল কর তাদের। আম্পৃহা আমাদের এখনো মলিন, শুদ্ধ কর তাকে। কর্ম্ম আমাদের এখনো অসমর্থ, সক্ষম করে তোল তাকে। ভগবান। পৃথিবী আর্ত্ত, শোকগ্রস্ত; এ জ্ঞাৎ বিশৃষ্ধালার বাসগৃহ হয়ে উঠেছে।

অন্ধকার এত গাঢ় যে এক তুমি তাকে অপসারিত করতে পার। এস প্রকাশ কর নিজেকে, তোমার কর্ম সংসিদ্ধ হোক।

TO

षांगष्टे २७, ১৯১৪

হে মধুময়, হে আনন্দময় অধীপুর আমার! এই যে যত আনন্দের লোক তারা পরস্পরের মধ্যে মিশে রয়েছে, পরস্পরকে পূর্ণ করে তারা—তারা এমন বৃহৎ জিনিস যে সমগ্রভাবে তা ধারণার মধ্যে আনা যায় না। এ সব বিধি-বিধানের জ্ঞান আমাকে দাও, দাও সেই সামধা যায় ফলে পৃথিবী সজ্ঞানে ধারণ করতে পারবে, অনুভব করতে পারবে কোন লক্ষ্য সে এমন অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলেছে।...সকল বস্তুর অন্তরে তুমি অমিশ্র স্থুখ, পুণ্য পরমানন্দ...কিন্তু এ-আনন্দ পরিপূর্ণ হতে পারে তখনি যখন তা সর্ব্বাঙ্গীণ—অর্থাৎ যখন তা ছেয়ে রয় অতি বাহ্যতম প্রকাশ থেকে অতলতম গভীরতা অবধি।

ভগবান ! তুমি আমায় নিয়ে এসেছ্ অত্যা\*চর্য্যের দ্বারোপান্তে। এই জ্ঞানে আমাকে স্থির-প্রতিষ্ঠ কর। আমাকে দৃঢ় কর এই চেতনার কেন্দ্রে যেখানে যাবতীয় কর্ম্ম তোমার দিব্য-বিধানের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু হবে না। আমি অপেক্ষা করে রয়েছি আমার সমর্থ অথচ মূক আরাধন। নিয়ে। षागर्छ २१, ১৯১৪

হতে পার। যার যদি সেই সমর্প অসীম অতল প্রেম, রয়েছে যা সন্তার সকল ক্রিয়ার মধ্যে, সকল ভূমির মধ্যে...তোমার কাছে এই প্রার্থ নাই আমার, হে ভগবান! আমি যেন প্রজ্ঞলিত হয়ে উঠি এই সমর্থ অসীম অতল প্রেমরূপে, যা সকল ক্রিয়ার মধ্যে, সকল ভূমির মধ্যে! এই জ্বলম্ভ অগ্নিকুণ্ডে আমার পরিণত কর, তাতে যেন সমস্ত পৃথিবী বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। হতে পারি যদি তোমার সেই অনস্কভাবের প্রেম।

W

यागरे २४, ১৯১৪

ভগৰান, শাশুত অধীশুর। তোমার সন্মুখে নন আমার হতৰাক শক্তিহীন, কিন্তু হৃদর তবু ডাকে তোমার। আমার সমগ্র সন্তাকে জাগিয়ে তোল, যেন সে সম্প্রভাবে হয়ে উঠতে পারে তোমার প্রয়োজন মত যন্ত্র, আদর্শ সেবক।

হয়ে উঠা শুধু তুনি, অনস্তভাবে, সকল জিনিসের মধ্যে, সর্ব্বত্তি, সর্ব্বদা—চরম নীরবতা আবার চরম গতির মধ্যেও...

হয়ে ওঠা শুধু সেই এক, সকলকে যে ধারণ করে, সকলে যাকে ধারণ করে—যাবতীয় সীমা হতে, যাবতীয় অন্ধতা হতে মুক্ত হয়ে! হে পরম বিজয়ী, জয় কর সকল বাধা।

W

यागरे २৯, ১৯১৪

কি কাজ মানুষের যদি সে না হয়ে থাকে একটা সেতুবদ্ধের মত—এক দিকে শাগৃত সত্তা যা কখন প্রকাশ পায় না আর এক দিকে যা প্রকাশ পেরেছে, এই দুয়ের মধ্যে; এক দিকে যত উত্তর ঐশুর্য্য, দিব্যজীবনের মহিমা, অন্য দিকে জড়জগতের যত তমসাচছনু বেদনাতুর অজ্ঞান ? মানুষ হল যা হওয়া উচিত আর যা হয়েছে, এই দুয়ের সংযোগসূত্র; গহারের মুখে প্রসারিত সাঁকো, সে একটা মহা ক্রশ-চিহ্ন ( Cross ) যেন, বাছ চতুইরের সংগম স্থল। তার স্ত্যকার আবাস, তার চেত্নার শক্তিপীঠ হল

याद्यत शार्थना

এক মধ্যবর্ত্তী জগৎ, যেখানে কুশের চারিটি বাছ এসে নিলেছে, যেখানে অচিস্তোর আনস্তা ক্রমে বিশিষ্ট রূপ ধারণ করেছে, অগণিত প্রকাশের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করে দেবার জন্যে।

এই কেন্দ্রস্থল হল পরা প্রেমের, পরা চেতনার, বিশুদ্ধ অখণ্ড জ্ঞানের পীঠস্থান। সেখানে প্রতিষ্ঠিত কর তাদের, হে ভগবান, যারা পারে যাদের উচিত এবং যারা চায় তোমার সত্যকার সেবা করতে, যাতে তোমার কর্দ্ম উদ্যাপিত হয়, সেতুটি চিরকালের জন্য স্থাপিত হয়, যাতে তোমার শক্তি অফুরস্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে জগতের মধ্যে।

TOTAL STATE

আগষ্ট ৩১, ১৯১৪

এই यে ভीषণ অব্যবস্থা, এই যে দারুণ ধ্বংস, এরই মধ্যে লক্ষ্য করা যেতে পারে চলেছে বিপুল এক প্রয়াস—তার প্রয়োজন পৃথিবীতে নতন বীজ রোপণের জন্যে ; সে বীজ শোভন শীঘ সব তলে দাঁড়াবে, জগতে এনে দেবে নবজাতি-রূপ শস্য-সম্ভার।...এ ভবিষ্য-দৃষ্টি পরিকার—তোমার দিব্য বিধানের ধারা এমন স্পষ্ট আঁকা যে সকল কর্মীর হৃদয়ে পূর্ণ শান্তি এসে আসন গ্রহণ করেছে। সন্দেহ আর নাই, নাই সংশয়, সন্তাপ নাই, নাই অধীরতা। দেবকর্ম চিরকাল সংসিদ্ধ হয়ে চলেছে তার ঋজপথে, সকল বাধা-বিপত্তি, আপাত-বিরোধের মধ্যে দিয়ে, কুটিল পথের সকল বিপ্রান্তি পার হয়ে। আর এই যে সব স্থল ব্যষ্টি-সত্তা, অনন্ত পারম্পর্য্যে অনুবধারণীয় মুহূর্ত্ত সব, এরা জানে যে মানবজাতিকে তারা এক পা করে এগিয়ে দিয়েছে, অনিবার্য্য পরিণাম সম্বন্ধে তাদের দুশ্চিস্তা নাই, সাময়িকভাবে আপাতত: ফল যেননই হোক না। তারা সকলে তোমার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে, হে শাশুত অধীশুর। তোমারও সঙ্গে তার। নিজেদের যুক্ত করেছে, হে বিশুজননী। আর, সকল প্রকাশের উদ্বে যে সৎবস্ত আবার বিশ্ব-প্রকাশই যে সংবম্ভ তাদের সঙ্গে এই যুগল সংযোগের সহায়ে তারা আস্বাদন করেছে পরম নিঃসংশয়তার আনন্দ...

শান্তি শান্তি শান্তি বিশু-ব্ৰহ্মাণ্ডে... বুদ্ধ হল বাহ্য-রূপ মাত্র, বিন্দোভ হল বান্তি মাত্র, শাস্তিই রয়েছে অব্যয় অক্ষয়।

না জননী—আমিই ত সে জননী না—যুগপৎ সংহারকর্ত্রী স্পষ্টকর্ত্রী তুমি। বিশ্ব-ব্রন্দাও তোমার বুকের মধ্যে রয়েছে তার বছরূপ জীবন-লীলা নিরে আর তুমিও তার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কণার মধ্যে রয়েছ তোমার সমস্ত বিশালতা নিরে।

তোমার আনস্ত্য তার আম্পৃহা ধরে উর্দ্ধে উঠে চলেছে, কখন যা প্রকাশ পায় নাই তার দিকে, এই মিনতি নিয়ে যাতে পূর্ণতর স্বুঠুতর প্রকাশ নিরন্তর দেখা দেয়।

সেই সদেই আবার সব অস্তি, এক ত্রিধা ও অখণ্ডদর্শী সমগ্রচেতনার মধ্যে, যুগপৎ, ব্যক্তিগত, সার্বেভৌম, অনস্ত।



**ट्याट** के प्रति के

खग९छननी। कि पाकूनठा नित्त, कि खनछ जानवागा नित्त यामि

कूटि शनाम राजमां पिरक, राजमां गंजीवरण राज्ञां मर्था, राजमां विद्य यामि व्याप्त शृर्व पानरमं मर्था, राजमां विद्य श्रिम श

আমাদের সন্তানের। বোর সংঘর্ষে লিপ্ত, তার। পরম্পরকে আক্রমণ করছে বিপথগামী শক্তিদের হার। চালিত হয়ে; তখন "আমরা" একান্তভাবে আকান্ত্রুকা করেছি তোমার দিব্য প্রেমের আলো যেন প্রকাশ পায়, রূপান্তর করবার জন্যে, এই সব উন্মন্ত উপকরণের ঠিক মাঝখানে এসে।...তখন, ভাগবত ইচছাশক্তি যাতে আরো সবল, আরো সফল হয়ে ওঠে, "আমরা" তোমার দিকে ফিরে দাঁড়ালাম, হে অচিন্ত্য পরাৎপর, যাচঞা করলাম তোমার সহায়। অজ্ঞানের অতল গভীর থেকে শুনলাম প্রত্যুত্তর এল সমুদাত্ত দুনিবার, তখন বুঝলাম ধরিত্রী উদ্ধার পেয়ে গেল।

শেপ্টেম্বর ৪, ১৯১৪

পৃথিবীর উপর অন্ধকার নেমে এল গাঢ় হয়ে, প্রচণ্ড হয়ে, বিজয়ী হয়ে...স্থূল জগতে শুধু দুঃখভীতি ধ্বংস—তোমার প্রেমের আলে। তার সবদীপ্তি নিয়ে শোকের আবরণতলে ডুবে গেল।

হে জননী। তোমার মধ্যে আমি নিশে গেলাম, বিপুল প্রেমাবেগ নিয়ে, নিখিল বস্তুর অধীশুরকে এই মিনতি জানিয়ে যেন তিনিই পথ দেখিয়ে দেন, নিজের কর্ম্মের ধারা তিনি নিজেই যেন নির্দেশ করে দেন, তা যেন আমরা দুচপদে অনুসরণ করে চলতে পারি।

সময় বয়ে যায় ! ভগবান, দেবশক্তির। তাপগ্রস্ত পৃথিবীর সাহায্যকল্পে আসে যেন।

জননী, মা জননী ! তোমার সকল সন্তানকে তুমি তোমার বিশাল বুকের মধ্যে তুলে ধরেছ গাঢ় আলিঙ্গনে, সকলকে সমানভাবে তোমার ভালবাসায় যিরে রেখেছ।

আসি হয়ে উঠেছি তোমার প্রেমের পাবক বহ্নি। ভগবান। হে নির্ব্বাক অচিন্তা। গ্রহণ কর তুমি এই প্রেমকুণ্ডের পূর্ণ আত্মাহতি, তোমার রাজত্ব স্থাপিত হয় যেন, তোমার আলো অন্ধকার আর মৃত্যুকে দূর করে দেয় যেন।

তোমার শক্তি প্রকট কর। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার কাছে নিনতি জানাই, প্রকাশ কর তোমার শক্তি।

W

रगर% हेश्वत ७, ১৯১৪

''দাঁড়াও বিপদের সম্মুখে''—তুমি আমার বললে—''মুখ ফিরিয়ে কেন নিতে চাও? কর্মক্ষেত্র থেকে, যুদ্ধ থেকে কেন দূরে পালাতে চাও, সত্যের গভীর ব্যানের মধ্যে? প্রয়োজন হল সত্যের পূর্ণাক্ষ প্রকাশ, প্রয়োজন হল অন্ধ অজ্ঞানের, তামস বিরোধের বাধা যত সে-সবের উপর তার বিজয়। দাঁড়াও, স্থিরদৃটি নিয়ে বিপদের সম্মুখে, মহাশক্তির সাক্ষাতে তা যাবে মিলিয়ে।

ভগবান! বাহ্যতম এই প্রকৃতির দুর্ব্বলতা আমি বুঝতে পেরেছি—সে সদাই উন্মুখ স্থূল ক্ষেত্রে বশ্যতার জন্যে আর, তারই প্রতিপুরণ হিসাবে, মনের ও আয়ার পরম মুক্তির মধ্যে আয়-প্রত্যাহারের জন্যে। কিন্তু তুমি ত আমাদের কাছে প্রত্যাশা কর কর্দ্র, আর কর্দ্রে এ-রকম মনোভাব থাকলে চলে না। অন্তরের জগতে বিজয় যথেষ্ট নয়, অতি স্থূলে পর্যান্ত চাই বিজয়। বিয়ু থেকে, বাধা থেকে দূরে সরে যাওয়া নয়, কারণ সে-সামর্থ্য আমাদের রয়েছে, আমরা এমন চেতনার মধ্যে গিয়ে আশুয় গ্রহণ করতে পারি যেখানে কোন বাধাই নেই—তা নয়, বিপদের দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখতে হবে, তোমার সর্ব্ব-শক্তিতে আস্থা রেখে, তোমার সর্ব্ব-শক্তির জয় হবেই।

ভগৰান ! যোদ্ধার হৃদয় দাও আমাকে সমগ্রভাবে—তোমার বিজয় নিশ্চিত।

"চাই বিজয়, সর্বেম্ব পণ করে"—এই হবে বর্ত্তমানের মন্ত্র। তবে তার কারণ এ নয়, কর্ম্মের উপর, কর্ম্মেলের উপর আসজি রয়েছে, এই কর্মের জন্যে তাড়ন। রয়েছে, অথবা আপেদ্দিক অবস্থা সব অতিক্রম করে চলে যাওয়। সম্ভব নয়। কারণ এই বে, তুমিই দিয়েছ কর্মের নির্দ্দেশ; কারণ এই, সময় এসেছে পৃথিবীতে তোমার জয় হবে; কারণ এই, তুমি চাও সর্ব্বাঙ্কীণ অথও বিজয়।

সারা জগতের জন্যে অসীন প্রেন নিয়ে...এস করি যুদ্ধ।

TOTAL .

সেপ্টেম্বর ৬. ১৯১৪

উদ্বে , আরো উদ্বে । যা অধিগত হয়েছে তাতে যেন কখন সন্তই না থাকি, কোন সিদ্ধিতে পৌঁছে যেন থেনে না পড়ি, চলতে হবে চিরকাল, নিরস্তর, সবিক্রম, পূর্ণ তর প্রকাশের দিকে, উদ্বৃতির ব্যাপকতর চেতনার দিকে...গতকল্যের বিজয় হবে আগামী কল্যের বিজয়ের পৈঠা, পূর্বিহের সামর্থা পরাহের সামর্থোর তুলনায় হবে দুর্বেলতা।

জগৎ-জননী ! বিজয়-মণ্ডিত অব্যাহত তোমার যাত্রা। অথণ্ড ভালবাসায় যে তোমার সঙ্গে একীভূত সে নিরন্তর চলে যায় বৃহৎ হতে বৃহত্তর দিগুলয় অভিমুখে, পূর্ণ হতে পূর্ণতর সিদ্ধির দিকে, শিখর হতে শিখরান্তরে, ভোমার জ্যোতি-সম্ভারের ভিতর দিয়ে; চলে অজ্ঞেয়ের অপরূপ রহস্য সব অধিকারের জন্যে, তাদের অথণ্ড প্রকাশের জন্যে।

বিশ্ববিজয়িনী জননী! সমস্ত পৃথিবী তোমার মহিমা কীর্ত্তন করে,

যাবতীয় শক্তি তোমারি অনুগত হবে।

কারণ, ভগবান বলেছেন ''সময় এসেছে।'' সকল বাধ। অতিক্রম করা হবে।

#### THE STATE OF

**ट्यट** हेंच्य के, 5क58

জগৎ বিভক্ত হয়েছে দুটি শক্তিরূপে—পরম্পর-বিরোধী তারা, বুদ্ধ করে চলেছে প্রাধান্যের জন্যে; দুটি সমানে তোমার বিধানের বিপরীত, হে ভগবান। তুমি ত চাও না মৃত্যুকলপ স্থিতি, চাও না আবার অন্ধ প্রলয়। নিরবচিছনু ক্রমোনুত জ্যোতির্ময় রূপান্তরের ভিতর দিয়ে তুমি নিজেকে প্রকাশ করে চলেছ—এই বস্তুকেই ত পৃথিবীতে স্থাপন করতে হবে, তোমার ইচছাকে যদি আমরা প্রকাশ করতে চাই।

আমাদের অধীরতা মাঝেমাঝে মুহূর্ত্তের মধ্যে জেনে ফেলতে চায় এই প্রকাশের পছা কি ? আমাদের অধীরতা নিরপ ক, তোমার কাছ থেকে উত্তর তার মেলে না। জ্ঞান আসবে যথাকালে, কর্মের মুহূর্ত্তে।

মনকে শান্ত করে, সিদ্ধিপ্রদ সঙ্কলপকে স্থির ও দৃঢ় করে তোনার নির্দেশের অপেক্ষায় আমরা রয়েছি।



त्मदश्चेषत ১०, ১৯১৪

তোমার প্রেন উচ্ছুসিত জোয়ারের নত সমগ্র সন্তাকে যিরে ধরেছে, সকল জিনিসের উপর ছেরে পড়েছে। ভগবান, তোমার প্রেন সকল হৃদয়ে প্রবেশ করবে, সেখানে জাগিয়ে তুলবে সেই দিব্যশিখা যার নির্বাণ নাই, সেই দিব্যস্থ্যমা যার পরিবর্ত্তন নাই, সকল বৈরূপ্য, সকল বৈপরীত্য পার হয়ে সকলের মধ্যে সে স্থাপন করবে সেই অক্ষয় আনন্দ যা আবার পরম আনুকূল্য।

তোমার জ্যোতি উচ্ছুসিত জোয়ারের মত সমগ্র সত্তাকে ঘিরে ধরেছে, সকল জিনিসের উপর ছেয়ে পড়েছে। ভগবান, তোমার জ্যোতি সকল মনে প্রবেশ করবে, সেখানে জাগিয়ে তুলবে সেই পরমা ভাতি যার স্পাদ নাই, সেই শুভদৃষ্টি যার ল্রান্তি নাই, সকল বৈরূপ্য, সকল বৈপরীত্য পার হয়ে সকলের মধ্যে সে স্থাপন করবে তোমার জ্ঞানের সেই প্রভা যা হল আবার পরম অভিজ্ঞা।

শক্তি তোনার উচ্ছুসিত জোয়ারের মত সমস্ত সত্তাকে যিরে ধরেছে, সকল জিনিসের উপর ছেয়ে পড়েছে। ভগবান, তোমার শক্তি সকল প্রাণে প্রবেশ করবে, সেখানে জাগিয়ে তুলবে সেই সফল সামর্থ্য যার স্থলন নাই, সেই দিব্যবল যার পরাজয় নাই, আর সকল বৈরূপ্য সকল বৈপরীত্য পার হয়ে সকলের মধ্যে সে স্থাপন করবে তোমার সেই সমুচচ বীর্ব্য যা হল আবার পরম এঘণা।

M

**শেপ্টেম্বর** ১৩, ১৯১৪

সাগ্রহ প্রণতি তোমার, হে জগৎ-জননী! নিবিড় অনুরাগে তোমার সঙ্গে আমি একাম্ব হয়ে যাই। ভগবতী জননীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে আমি ফিরে দাঁড়াই তোমার দিকে, হে ভগবান, মূক আরাধনার তোমার প্রণতি জানাই, তীব্র আম্পৃহা নিয়ে আমি একাম্ব হয়ে যাই তোমার সঙ্গে।

সব তারপর হয়ে ওঠে অপরূপ নীরবতা, সৎ অসতের নধ্যে মিশে যায়, সব হয় স্থগিত, স্তব্ধ, অচল।

অপ্রকাশ্যকে কি রকমে প্রকাশ কর। যায়?

M

388

সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯১৪

আনি আর নাই, নাই ব্যক্তিগ, নাই ব্যক্তিগত সীনা। শুধু আছে पांगार्मत विभू-जनगी-এই वृह९ वृत्रांध, म जनह एकित जनस पांधरन, তোনাকে অর্থ্যদানের জন্য, হৈ ভগবান, হে দিব্য অধিরাজ, হে প্রনা এঘণা, যাতে তোমার এঘণা তার সিদ্ধির পথে কোন বাধা আর না পায়। তোমার দিকে উঠে চলেছে তীব্র প্রেমের মহ। উল্লাদের এক

বিপুল গান। ভগবান, সমস্ত পৃথিবী তোনার সজে সন্মিলিত হয় এক

অবর্ণ নীয় রভসে।

তোমার সবল ফুৎকার অগ্নিকুণ্ডকে জালিয়ে রাখে যেন, যেন ক্রনে তা হয়ে ওঠে আরো বিশাল দুর্জমনীয়; সকল তিমির, সকল অন্ধ বাধা যেন আত্মসাৎ করা হয়, দাহন করা হয়, জ্যোতিতে রূপাস্তরিত করা হয় তোমার অপরপ শুদ্ধিদাত্রী শিখার।

কি শান্তিদায়ী ঔজ্জন্য তোনার পাবকশক্তির।

সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯১৪

শোন জাগে ঐ কণ্ঠ, ওঠে ঐ গান দিব্য-উঘাকে বরণ করবার জন্যে। পরম বিধান পূর্ণ হোক—তা যদি হয় বিশুভূত শাশুত সত্তা অথবা হয় यि विश्वास विश्व विश्व कि विश्व विश् হবে ? **স্থামি তা পারি না । স্থামার চেতনা**য় কোন পক্ষপাত নেই, <del>স্থেগে</del> আছে একমাত্র ইচছা, তা হল তোমারই, হে বাক্যাতীত!

সমস্ত বিশু শুৰু একখান। গান এখন, ক্রনে তা বিশালতর সুঘনতর হয়ে চলেছে তোনার দিব্য উঘাকে বরণ করবার জন্যে।

সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯১৪

বাহিরে থেকে হোক কি কোন জগংবিশেষ থেকে হোক কাজের প্রেরণা আর আসে না। ভগবান, এক তুমি সকল জিনিস সচল করে ধরেছ সত্তার গভীরতা থেকে, তোমারই ইচছাশক্তি করে পরিচালনা, তোমার কর্মবলই করে কর্ম—একটা ফুদ্র ব্যক্তিগত চেতনার সসীম ক্বেত্রের নধ্যে কেবল নয়, করে এমন চেতনার ক্বেত্রে, যা বিশুভূত, যা সত্তার প্রত্যেক অবস্থাতেই সমপ্রের সঙ্গে একীভূত। সে-সত্তার মুগপং রয়েছে এক দিকে বিশ্বব্যাপী যাবতীয় জটিল, এমন কি বিশৃঙ্খল গতিবৃত্তির স্ক্রান্-বোধ, অন্যদিকে তোমার প্রম অব্যয়তার নীরব পরিপূর্ণ শান্তি।

# TOTAL .

সেপ্টেম্বর ২০, ১৯১৪

লেখনী মূক, কারণ মন নীরব—কিন্ত হৃদর আম্পৃহার ভরে তোমার দিকে উঠে চলেছে, ভগবান, তোমাকে এক করে ধরেছে আমাদের ভাগবতী মারের সঙ্গে, একই প্রেমের একই ভক্তির মধ্যে। তোমাকে আশ্রর করে সমগ্র সন্তা বাক্যাতীতের দিকে উন্মুখ; সন্তার ওপারে নীরবতারও পারে সে-বস্তু তং-বস্তুর সঞ্চে সম্মিলিত।

### THE STATE OF

**म्हिन्स् १२, ১৯১**8

ভগবান। অজ্ঞেরের দুরারে তুমি, প্রণতি তোমার।

কিন্ত এ কি তুমি তোমাকেই প্রণতি জানাও না—তোমার সেই পদবীতে যেখানে তুমি পরাসত্তার অচিন্তা সার সত্তা, যা রয়েছে অপরিমের গভীরের অন্তরে, আবার যেখানে তুমি নিজেকে বাহ্যতমরূপে বান্তব করে ধরেছ সেখানে পর্যান্ত? কারণ পরা-সত্তা হলে তুমি, সে-সত্তার বারা যাই হোক না; আবার অচিন্তা শাশুতও তুমি, তা হল তোমার সারসত্তা। এই অখণ্ড চেতনাকে তুমি আমাদের করে ধরেছ, যাতে আমর। তুমি হয়ে উঠতে পারি শুধু আদিমূলে নয়, পরস্ক সচেতনভাবে সক্রিয়ভাবে। কলতঃ সবই হল সপ্রেম ও সভক্তি আনন্দময় আদান-

প্রদান, পরস্পর অভিবাদন। তা হল আমাদের নারের তীব্র আস্পৃহ। তোমার দিকে আর তোমার অসীন বলিষ্ট প্রত্যুত্তর মারের দিকে, সে আস্পৃহা তোমার নিজের সমগ্র সন্তায়, এখনো যা অভিব্যক্ত হয়নি তার দিকে, সেই অজ্ঞেয়ের দিকে যাকে আমরা জানব ক্রমে অধিকতরভাবে স্কুষ্টুতরভাবে, যদিও তা চিরকাল অজ্ঞেয়ই রয়ে যাবে।

পূর্ণ নীরবতার সবই আছে—অন্তি—নিত্য বর্ত্তমান; বিশ্বপ্রকাশের

মধ্যে সবই হয়ে উঠবে, চিরন্তন সম্ভূতির ধারার।

চেতনার এবং অখণ্ডজীবনের সর্বেসিদ্ধি লাভ করে সত্তা গায় আনন্দের স্তুতিগান, তাকে লক্ষ্য করে যা যুগপৎ আছে এবং হয়ে উঠেছে নিত্যকাল।

বিশ্বের অধীশ, প্রণতি তোসায়। তুনি ত, যা-আছে ও যা-ছবে

উভয়ের মধ্যস্থ, কারণ তুনি একাধারে যা-আছে ও যা-হবে।

অত্যাশ্চর্য্য হে বৃহৎ, যুগপৎ তুমি গোচর ও অলিফ, পরিপূর্ণ জ্ঞানালোকে প্রণতি জানাই তোমায়।

সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯১৪

এই ত তুমি উপস্থিত আমাদের মধ্যে, মধুমরী না ! ননে হর তুমি চাও তোমার পূর্ণ সহযোগ সম্বন্ধে আমরা যেন নিশ্চিন্ত হই, তুমি চাও আমাদের দেখাতে যে যে-ইচছাশক্তি আমাদের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে উৎস্কুক, সে পেয়েছে এমন আধার সব, যারা তার দিব্য-বিধান পরিপালন করবে বর্ত্তমানে কি সম্ভব তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জন্য সাধন করে। যে-সব জিনিস দেখা যায় অত্যন্ত দুরূহ, অত্যন্ত দুর্বিট, এমন কি অত্যন্ত অসম্ভবই, তারাও হয়ে ওঠে একান্তই স্প্রসাধ্য। কারণ তুমি রয়েছ, তাই আমরা নিঃসন্দেহ যে জড়জগৎ পর্যান্ত তৈরী হয়েছে, তোমার ইচছাশক্তির, তোমার দিব্যবিধানের নবরূপ প্রকাশ করবার জন্যে।

সর্বাঙ্গ-স্থুন্দর সমনুয়ের আপূর্ণ আনন্দে তোমায় স্থাপিত করি, স্থাগত

তুনি, তোমার কর্ম আর তোমার নিত্যসত্য।

100

**लाल्टियत २७, ১৯১৪** 

হে মধুমরী জগং-জননী! তুমি যদি সহে থাক, তবে অসম্ভব কি আর ? সিদ্ধির দিন সনাগত। তুমি আনাদের নিঃসন্দেহ করেছ যে পরম ইচছাশক্তির সর্বাফীণ সার্থকতা সাধনে তোমার সহযোগ রয়েছে।

একদিকে অচিস্তা সদ্বস্তু, অন্যদিকে আপেক্ষিক প্রপঞ্চ এই উভয়ের মধ্যস্থ করে আমাদের তুমি গ্রহণ করেছ, আমাদের মধ্যে তোমার নিত্য সানুধ্যিই তোমার সক্রিয় সহযোগের প্রমাণ।

ভগবান সংকলপ করলেন, তুনি কর সিদ্ধি তার।
নূতন এক জ্যোতি পৃথিবীর উপর উদয় হবে।
নূতন এক জগৎ জন্ম গ্রহণ করবে।
যা-কিছু প্রতিশ্রুত হয়েছিল, সব তা ফলবেই।

### TO

সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯১৪

নির্বাক লেখনী, তোমার চির-সানিধ্যের স্তুতি করবে বলে। ভগবান, তুমি যেন রাজা, তোমার রাজ্যের পূর্ণ দখল তুমি নিয়ে নিয়েছ। এখন প্রত্যেকটি প্রদেশ তুমি সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে বাড়িয়ে তুলছ; যুমন্তকে জাগিয়ে ধরছ, জড়ম্বের দিকে ঝোঁক যাদের তাদের সক্রিয় করে তুলছ, সমন্তকে স্থাকত করে ধরেছ—একদিন আসবে যখন এই স্থাকতি পূর্ণ সিদ্ধ হয়ে উঠবে, তখন সমন্ত সামাজ্যাট তার জীবন-ধারার ভিতর দিয়ে হয়ে উঠবে তোমার মুখপাত্র, তোমারই আয়পুকাশ।

কিন্তু ইতিনধ্যে, ভগৰান, লেখনী নিবৰ্বাক তোমার সানুধ্যের স্তুতি করবে বলে।

#### M

সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯১৪

ভগবান, মনের সব জাঙ্গাল তুমি ভেঙ্গে দিয়েছ, উপলব্ধি দেখা দিয়েছে তার পূর্ণ প্রসারে। কোন দৃষ্টিভঙ্গিই ভুললে চলবে না, প্রত্যেকটিকে ধরে তার সিদ্ধিতে সোজা গিয়ে পৌঁছতে হবে, কোনটি বাদ দিয়ে রাখলে হবে না। পথে গতি যাতে বিলম্বিত হয়ে যায় এমন সীমা এমন ছেদটেনে দিলে চলবে না—তুমি এসে সাক্ষাৎ দাঁড়িয়েছ ঠিক এই কাজেই

সাহায্য করবার জন্যে। যারা সব হল তুমি নিজে, যারা প্রকাশ করে তোমাকে—এক একটি বিশেষ ধারার পূর্ণতা নিয়ে—তারাই আমাদের সহকর্মী। এই ত তোমার ইচ্ছা।

ভগবতী জননী রয়েছেন আনাদের পাশে, তিনি কথা দিয়েছেন পরাৎপর অখণ্ড চেতনার সঙ্গে—অতল গভীরতা থেকে বাহ্যতম ইন্দ্রিয়-জগৎ অবধি সমস্তের সঙ্গে—আনরা থাকব একীভূত হয়ে। আর এ সকল জগতেই অগ্নিদেব তাঁর পাবকশিখা নিয়ে আনাদের সহায় হবেন, বীর্য্য সব সমিদ্ধ করে, সঙ্কলপ সব সঞ্চল করে ধরবেন সিদ্ধি যাতে সম্বর আসে। ইন্দ্রদেব আনাদের সঙ্গে রয়েছেন জ্ঞানের জ্যোতি যাতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর সোনদেব আনাদের রূপান্তরিত করে ধরেছেন পরম আনন্দের উৎস তাঁর অসীন অদিতীয় অপরপ্রপ্রেমের মধ্যে।

ভাগবতী মধুমরী জননী। বাক্যাতীত সমাহিত প্রীতি নিয়ে অপরিসীম নির্ভর নিয়ে প্রণতি জানাই তোমায়।

ভাস্বর অগ্নিদেব। এত জীবন্ত তুমি আমাদের অন্তরে। তোমার আমি আহ্বান করি, আবাহন করি যাতে তুমি আরে। জীবন্ত হরে ওঠ, যাতে তোমার বেদিকুণ্ড আরে। বৃহৎ হয়ে ওঠে, শিখা সব আরে। প্রবল, আরে। উদ্ধুমুখী হয়ে ওঠে, যাতে সমস্ত সন্তাটি হয় এক জ্বলন্ত দাহন, এক শক্তিপ্রদ হবন।

ইদ্রদেব। তোমার পূজ। করি, তোমার প্রশস্তি করি, আকুল প্রার্থনা করি যাতে তুমি আমার সঙ্গে এক হয়ে থাক, যাতে সকল বন্ধন তুমি নিঃশেষ দূর করে দাও, দাও আমার তোমার দিব্য-জ্ঞান।

হে পরম প্রেম! তোমাকে আমি কখন অন্য নাম দেই নাই, তুমিই যে সর্ব্বতোভাবে আমার অন্তরায়ার সার-সত্তা, আমি অনুভব করি তোমাকে, আমার প্রতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণুর মধ্যে তুমি ম্পান্দিত, যেমন অনন্ত বিশ্বের মধ্যে আর তার বাহিরেও, সকল নিঃখাস-প্রশ্বাসে তুমিই প্রবাহিত, সকল ক্রিয়াকর্দ্রের মধ্যে তুমিই তাদের কেন্দ্র, সকল সদিচছার ভিতরে তুমিই প্রোভ্জন, সকল দুঃখ-কটের পিছনেও তুমিই রয়েছ প্রচছনু, তুমিই আমার ধর্ম্ব, অকুরন্ত তার অনুষ্ঠান, ক্রমেই তা একাণ্র হয়ে চলেছে আমি যেন উত্তরোত্তর অনুভব করতে পারি যে সত্যসত্যই আমি স্বব্রতোভাবে তুমিই হয়ে উঠেছি।

আর তুনি, প্রভু আনার, এ সবই তুনি সন্মিলিতভাবে এবং অধিকন্ত আরো। অহিতীয় অধীপুর তুনি, রয়েছ আনাদের চিন্তার শেষ দীমানায়, অজ্ঞাতের ঘারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছ আনাদের জন্যে, সেই অচিন্ত্যের থেকে প্রকট করে নিয়ে এস নূতন জ্যোতি কিছু, উদ্ধৃতির পূর্ণতির সিদ্ধির একটা সম্ভাবনা, যাতে তোনার ব্রত সংসিদ্ধ হয়, যাতে বিশ্ব আরো এক পা এগিয়ে যেতে পারে তোনার সঙ্গে সমুচচ একম্বের দিকে, সেই মহা-আবির্ভাবের দিকে।

এখন লেখনী আমার নির্বাক, তোমার আরাধনা করি নীরবতার মধ্যে।

THE STATE OF THE S

यक्कीवत ७, ১৯১৪

তোনার ব্যানে, প্রশান্ত নীরবতার মধ্যে, হে সব্বের্বপুর, প্রকৃতি ফিরে আবার নিছেকে শক্ত করে সমধা করে তোলে; ব্যক্তিগত নাত্রা সব অতিক্রম করে সে ডুবে বায় তোনার আনস্ত্যের মধ্যে বেখানে যাবতীয় ভুবনের এমন ঐক্য-উপলব্ধি যাতে বিশৃঙ্খলা নাই অব্যবস্থা নাই। যে বস্তুর উম্বর্তন হয়, যার হয় ক্রম-বিবর্ত্তন, যা আছে শাশ্বত-কালে তাদের স্বসন্থত সম্মেলন বীরে গড়ে ওঠে সেখানে, নিরস্তর ক্রম-সমৃদ্ধ ক্রম-প্রসারিত ক্রম-সমুচ্চ ঐশ্বর্য্যকে আশ্রয় করে। জীবনের ধারাত্রয় তাদের পরম্পরকে আদানে-প্রদানে তোমার আবির্ভাবকে পূর্ণ করে তোলে।

বছ নোকে তোমাকে আজ খোঁজে—দুঃধকষ্টের, অনি\*চয়তার ভিতর দিয়ে। তাদের কাছে আনি যেন হয়ে উঠতে পারি তোমার প্রতিভূ, যাতে তোমার আলো তাদের আলোকিত করে, তোমার শান্তি তাদের প্রশান্ত করে ধরে।

এ-সন্তাটি তোমার কর্ম্বের একটি অবলম্বন, তোমার চেতনার একটি কেন্দ্র।

কোথার গেল সব সীনা বাধা! তোনার রাজ্যের তুনিই একচছত্র রাজা।

M

অক্টোবর ৬; ১৯১৪

ম। নধুনরী ! আনার শিখিরে দিতে হবে, কি করে সর্বতোভাবে সদাসবর্বদা আমি তুমি হয়ে উঠতে পারি, নিজেকে উৎসগ করে দিতে পারি এই কাজে যাতে প্রকাশোন্মুখ সৎ-বস্তাট ক্রনে লাভ করে তার স্কুষ্ঠতর প্রকাশ-যন্ত্র।

্ সবই প্রশান্ত প্রসনু, সংঘর্ষ নাই, বেদনা নাই—এমন কি, আম্পৃহা অবধি এত যে বিপুল হয়ে উঠেছে, তীব্রতা না হারিয়েও, তবু রয়েছে কিন্তু শান্তিপূর্ণ। ঠিক একই সময়ে আবার চেতনার মধ্যে একটা অদ্ভুত বৈপরীত্যের ফলে—জিনিঘের সন্মুপ ও পশ্চাদ্ভাগের মত সত্তা অনুভব করছে একদিকে অপও সং-বস্তুর সেই অচল প্রশান্তি যার মধ্যে নিধিল প্রতিষ্ঠিত সকল পরিবর্ত্তনের সন্তাবনা অতিক্রম করে, অন্যদিকে বিশুসভূতির তীব্র ক্রিপ্র গতি, একটা নিরবচিছনু ক্রমোনুতিধারা আশুর করে।

উভয়েই সমান সত্য তোমার কাছে, হে ভগবান।

# W

অক্টোবর ৭, ১৯১৪

আলো যেন ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর উপর, শান্তি ফুন বিরাজ করে সকল হৃদয়ে।...

পার সকলে জানে কেবল সেই জীবন যা স্থূল জড় ভারগ্রন্থ, পরিবর্ত্তন-বিমুখ, তামসিক; তাদের প্রাণশক্তিও জীবনের এই বাহ্যরূপে এত আসক্ত যে দেহের বাহিরে নিজের ধারায় মুক্তি পেলেও সে ব্যাপৃত থাকে কেবল দুঃখ কটে ভরা দৈনন্দিন স্থূল নৈমিত্তিক ব্যাপার নিয়ে। আর যাদের মধ্যে মানসিক জীবন জাগ্রত হয়েছে, তারা হল দুন্চিন্তাগ্রন্থ, বিক্ষুর্ব, স্বেচছাচারী, প্রভূত্বপুরাসী; যে সব পরিবর্ত্তনের পুন:সংস্কারের স্বপু তারা দেখে তার ঘুণিপাকের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে তারা ব্যন্ত কেবল হবংস করবার জন্যে, কি-বস্তুর উপর দাঁড়িয়ে যে গড়তে হবে আদৌ তা না জেনে—তাই তাদের আলো হল যেন চোখ ধাঁধান বিজলীচমক, বিশুঙ্খলা তাতে বেড়েই যায়, দূর হয় না।

তোমার ধ্যানে রয়েছে যে নিরবচিছনু শান্তি, তোমার অক্ষয় আনস্ত্যের

যে স্থির দৃষ্টি, তারই অভাব সকলের মধ্যে।

এই ব্যষ্টিসন্তাটির উপর তোমার পরম করুণা, অসীম কৃতপ্রতা নিয়ে তাই সে প্রার্থনা করে, হে ভগবান, যেন ঠিক এই বর্ত্তমানের অলোড়নকে আশুর করে, এই অপরিসীম বিশৃঙ্খলতার ভিতরেই ঘটে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা—যেন তোমার পরম প্রশান্তির তোমার নিরবচিছ্নু বিশুদ্ধ জ্যোতির বিধান সকলের প্রত্যক্ষ হয়, তারই শাসন মেনে চলে যেন তোমার চেতনায় নব-জাগ্রত মানুষের পার্থিব প্রকৃতি।

নধুময় হে ভগৰান। প্ৰাৰ্থনা তুমি শুনেছ, এই আহ্বানে সাড়াও তুমি দেবে।

TOR

यक्किन्त ४, ১৯১৪

কর্ম্মের মধ্যে যে আনন্দ তার প্রতিপূরণে, তার সাম্যরক্ষা করে অন্যদিকে সকল কর্ম্মনিবৃত্তির মধ্যে যে বৃহত্তর আনন্দ—এ দুটি অবস্থা আধারের মধ্যে যখন পর্য্যায়ক্রমে দেখা দেয় কিয়া যুগপৎ সচেতন হয়ে ওঠে, তখনই আনন্দের পূর্ণমাত্রা, কারণ তোমার পরিপূর্ণতা সেখানে।

ভগবান ! তুমি আমাকে দিয়েছ দিব্যধামে অফুরন্ত ব্যান-ধারা, তোমার আনস্ত্যে পূর্ণ প্রশান্তি; আবার আমার একাম্ম করে ধরেছ সর্বসিদ্ধিদাত্তী মাতা-ভগবতীর সঙ্গে যাতে আমি সদাজাগ্রত থাকতে পারি, কর্ম্ম করে চলতে পারি তাঁর পরমাশক্তির অংশরূপে।

তোমার আনস্ভ্যের সব্বশিক্তিময় আনন্দে ভরপুর <mark>হয়ে তোমাকে</mark> প্রণতি জানাই।

TO

यक्किवत ५०, ১৯১৪

পরম সং-বস্তর কাছে সত্তার উৎসর্গ প্রতিনিয়ত নূতন হয়ে, আরো সংবাঙ্গীণ হয়ে উঠুক—এক দিকে তা অচিন্তনীয়, অনার্বকেনীয়, অনাদিকে তাই আবার চিরন্তনকালের মধ্যে প্রকাশমান ক্রমে পূর্ণতর স্বয়ূতর ভাবে। তোমাকে কোন নামে অভিহিত করতে পারি না, কিন্ত তোমার ইচ্ছা আমি ধরতে পারি পরম নীরবতার মধ্যে, অখণ্ড সমর্পণের মধ্যে। আমাকে সমগ্র পৃথিবীর প্রতিভূ হয়ে উঠতে দাও, যাতে সে আমার চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তোমাকে আম্বদান করতে পারে অকুণ্ঠভাবে।

তুনি পরিপূর্ণ শান্তি, অপরূপ সার্থকতা। তুনি হলে বিশ্বের বা-কিছু রয়েছে অক্ষয়ভাবে, কালের বাহিরে, আবার বা সে ক্রনে হরে উঠতে চার কালগত ও দেশগত চেতনার মধ্যে। তুনি হলে সে-সবই বা রয়েছে অসীম স্থাপুর মধ্যে; আবার বা-কিছু হরে উঠতে চার তার দিব্য আকিঞ্চনও তুনি। ভগবান, জগৎকে বিতরণ কর তোনার অনুপম কল্যাণরাজি।

শান্তি, আন্ত্ৰক শান্তি সমস্ত পৃথিবীর উপরে।

THE STATE OF

पर्क्वोवत ১১, ১৯১৪

নিরন্তর কেন এই বোধ যেন কিসের অপেকার, কি একটা অস্বাচছন্দ্য নিয়ে রয়েছি। আধার তোনার দিকে সম্পূর্ণ ফিরেছে, রয়েছে তোনার সঙ্গে দিব্য অন্তরপ্রতার পরম রভসে। সব স্থির নির্দাল সমর্থ, সর্বেতোভাবে শান্তিনয়। সবই আলোময় বৃহত্তর প্রসারের মধ্যে, আর ধ্যানের নীরবতার মধ্যে নির্দাণ্ড তীব্রতর। তাহলে, এ অনুভবটি কি, আধারের উপরে যেন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—উয়েড়র কেত্রে চেতনা যথেষ্ট জাগ্রত হয়ে ওঠেনি, তাকে সাবধান করে দেবার জন্যে রয়েছে কি প্রহরীর মত?

আমি ছিপ্তাসা করি বটে, ভগবান, কিন্তু আমি জানি, কারণটির জ্ঞান যদি আমার প্রয়োজন হয়, তবে তুমি তা আমাকে আগেই দিয়ে রেখেছ, কেবল আমার অসামর্থ্য তাকে বরতে দেয় না। কিন্বা হয়ত আমার পক্ষে তা জানবার কোন প্রয়োজন নেই, কোন সার্থকতা নেই—এক্ষেত্রে তাহলে প্রশ্নের উত্তর ত আসবেই না।

শাস্তি তবু ক্রমে সর্বজয়ী হয়ে চলেছে, একটা অসীম স্থ্সস্থতির মধ্যে আধার লাভ করে তার পূর্ণতম পরিসর।

ভগবান! একান্ত আকুলতা নিয়ে তোমায় প্রণতি জানাই।

THE STATE OF

यत्क्रीवत ३२, ১৯১৪

তাদের দুংখ তাদের কট এই বাহ্য-সত্ত। অনুভব করছিল, ভগবান। কবে দূর হবে অঞ্জান ? কবে চলে যাবে বেদনা ? ভগবান। এই কর, যাতে বিশ্বের প্রত্যেক উপাদানটি তার মূলসত্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে, লুগু না হয়ে রূপান্তর লাভ করে। অন্ধ অহংকারের যে অবগুণ্ঠন তোনাকে ঢেকে রাখে অপস্থত হোক তা, তোনার আলে। ছড়িয়ে পুকাশ হও তুনি পূর্ণরূপে, তবে সে-পুকাশ ঘটবে অখণ্ড চেতনার মধ্যে, একটা অনন্ত ক্রমোনুতি ধারার।

M

ভগবতী না ! তুনি আনাদের সঙ্গে রয়েছ, প্রতিদিন তার প্রনাণ তুনি আনার দিরে চলেছ। আর তোনার সঙ্গে ক্রমে আরো সমগ্রভাবে, আরো নিরবচিছ্নুভাবে, অন্তর্ম একাম্বতার একীভূত হয়ে ''আনরা'' ফিরেছি বিশ্ববিধাতার দিকে এবং সেই বস্তুর দিকে যা তাঁকেও ছাড়িয়ে রয়েছে, নবতর জ্যোতির উদ্দেশ্যে বিপুল আম্পৃহ। নিয়ে। সমস্ত পৃথিবী আনার কোলে, পীড়িত শিশু যেন, তাকে নিরাময় করতে হবে, দুর্বল বলেই তার উপর পড়েছে বিশেষ স্নেহ। শাশুত সম্ভূতির বিপুলতার হিন্দোলিত হয়ে—এই কারণে যে এসব সম্ভূতিই হলেম আমরা নিজে—অব্যয় নীরবতার আনস্তাকে আমরা ধ্যান করি নীরবে স্যানন্দে, সেখানে পূর্ণচেতনার মধ্যে, অক্ষয় সত্তার মধ্যে সবই সংসিদ্ধ, অপরূপ সে তোরণ উন্মুক্ত ওপারে যে অজ্রের তার দিকে।...

আবরণ ছিনু হয়ে যার, অবর্ণ নীর সহিম। উদ্ঘাটিত হর, আসর। অনিবর্বচনীয় আলোকছটার আপ্লুত হয়ে ফিরে আসি জগতের দিকে, তার জন্যে শুভবার্তা নিয়ে আসি।...

ভগবান, তুমি আমাকে অসীম স্থুখ দিয়েছ—কোন মানুষ কোন ঘটনা আমার কাছ থেকে তা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে ?

础

याद्यत थार्थना

806

অক্টোবর ১৬, ১৯১৪

তুমি চাও আমি যেন জল-প্রণালীর মত হয়ে উঠি, নিরম্ভর উন্মুক্ত, নিরম্ভর বৃহত্তর হয়ে চলি, যাতে তোমার শক্তি পৃথিবীর উপর প্রচুরভাবে প্রবাহিত হয়...ভগবান, তোমার ইচছা পূর্ণ হোক। পরম এক আনন্দে বিধৃত তোমার ইচছাশক্তি তোমার চিৎশক্তি আমি কি নই ?

সত্তা অপরিমেয়তাবে বৃহৎ হয়ে চলেছে, বিশ্বেরই মত বিপুল হয়ে

উঠবার জন্যে।

THE STATE OF

पक्किंवत ১৭, ১৯১৪

ভগৰতী মা ! সব বাধ। অতিক্রান্ত হবে, শক্র সব দমিত হবেঁ। সমস্থ পৃথিবীকে তুমি শাসন করবে তোমার সবর্বজয়ী প্রেমের সহায়ে, সকলের চেতনা তোমার প্রশান্তির স্পর্শে হবে আলোকিত।

जूमि এই कथा मिराय ।

TO

पर्क्वोवत २७, ১৯১৪

ভগৰান, আধার প্রস্তুত সর্বাঞ্চে, তোমায় সে ডাকে, তুমি এসে তোমার সম্পত্তি অধিকার কর। যন্ত্র দিয়ে কি হবে, যন্ত্রী যদি তাকে ব্যবহার না করতে চায় ? তোমার প্রকাশের ধারা যাই হোক না, সবই তা যথাযোগ্য—অতি সামান্য হোক, অতি তুচ্ছ হোক, অতি স্থূল হোক, বাহ্যতঃ একান্ত সীমাবদ্ধ হোক অথবা হোক তা অতি বৃহৎ অতি দীপ্ত, অতি শক্তিমান, অতি জ্ঞানময়।

সমগ্র আধার প্রস্তুত, নীরবে নিচ্জিয় হয়ে সে অপেক্ষা করছে যাতে তুমি তোমাকে প্রকাশ করতে পার তার মধ্যে।

M

यक्किन्त २৫, ১৯১৪

তোমাকে চেয়ে, ভগবান, আমার আম্পৃহ। গ্রহণ করেছে একটি স্থানর গোলাপের রূপ—তেমনি স্থাসনত, পূর্ণ প্রাফুটিত, স্থরভিত। দুছাতে ধরে তাকে আমি তোমার উৎসর্গ করি, প্রার্থনা করি তোমার কাছে—আমার বুদ্ধি যদি সীমাবদ্ধ হয়, তাকে প্রসারিত কর; আমার জ্ঞান যদি হয় তমসাচছনু, তাকে আলোকিত কর; আমার হৃদয় যদি হয় উৎসাহহীন, তাকে প্রজ্ঞানত কর; আমার প্রেম হয় যদি স্থিনিত, তাকে তীব্র করে ধর; আমার অনুভব যদি হয় অচেতন অহংকারী, সত্যের মধ্যে তাকে পূর্ণ জাগ্রত কর। আর এই যে "আমি" প্রার্থনা করে এ-ভাবে, ভগবান, তা ত সহস্র ব্যষ্টির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া কোন ক্ষুদ্র ব্যক্তিবিশেঘ নয়, তা হল সারা পৃথিবী, তার আম্পৃহা তোমার দিকে পূর্ণ আগ্রহে সরেগে চলেছে।

ধ্যানের পরিপূর্ণ নীরবতার সব জিনিসই প্রসারিত হয়ে চলেছে অনস্ত অবধি; নীরবতার পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে তুমি আবিভূতি তোমার জ্যোতির প্রোজ্বল মহিনা নিয়ে।

THE STATE OF THE S

नत्वन्न ७, ১৯১৪

অনেক দিন থেকেই হে ভগবান, লেখনী আমার নীরব হয়ে গিয়েছে। তবু তুমি আমাকে এমন মুহূর্ত্ত সব দিয়েছ যখন আমি পেয়েছি অবিসমরণীয় জ্ঞানালোক, এমন মুহূর্ত্ত সব যখন দিব্যতম চেতনা আর জড়তম চেতনায় পূর্ণ সংযোগ সাবিত হয়েছে, যখন ব্যক্তিগত সত্তা আর বিশ্ব-জননীর মধ্যে, বিশ্ব জননী আর তোমার মধ্যে একাম্বতা এত সম্পূর্ণ হয়েছে যে ব্যক্তি-চেতনাটি যুগপৎ অনুভব করে নিজের সত্তা, সমগ্র বিশ্বের জীবন আর সকল পরিবর্ত্তনের উদ্বের্ণ যে তোমার শাশ্বত স্থিতি। আনন্দ তখন পূর্ণতম মাত্রায় অনিবর্বচনীয় অসীম শান্তির মধ্যে; চেতনা জ্যোতির্ময় অপরিমেয়, বছল অথচ অদ্বিতীয়; আর সত্তা সহর্বশক্তিমান মৃত্যুঙ্গয়ী। আর তা একটা ক্ষণিকের অবস্থা নয়, স্থার্ম

একাপ্রতার ফলে লব্ধ, জাতমাত্র বিলুপ্ত হয় এমন বস্তু নয়; এ অবস্থা থাকতে পারে আনস্ত্যে পরিপূর্ণ ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে; একদিকে क्रिक रत्न अ जन्मित्क चक्त्रस्र, এ जनस्र जाना यात्र हेठ्हां क्रिस्, আর তার অর্থ, এ হল স্থায়ী অবস্থা, অতি বাহ্যতম চেতনাও তার স্পর্শ পায় যখনই ঘটনার স্থযোগ আসে, যখনই সে চেতনা মানসিক কি দৈহিক কোন প্রয়োজন-বিশেষে ব্যাপৃত না থাকে। অবশ্য প্রতি কর্ম্বে নিরস্তরই তোমার স্থির সান্রিধ্যের অনুভব রয়েছে—সৎ-অসৎ যুগ্মরূপে—তবে তা যেন রয়েছে একটা পাতলা পর্দার আড়ালে, কারণ সে পর্দ। রচিত হয় কৃতকর্ন্দের জন্য অপরিহার্য্য একাণ্রতার ফলে। जनामितक, এकाल्ड यथेन थांका यांत्र, उथेन मखातक जित्ति वित्त वर्त একটা আশ্চর্য্যরূপে শক্তিমান, স্বচছ, প্রশান্ত, দিব্য আবহ; তার মধ্যে সে ভূবে থাকে, তাই তখন জীবন সমুম্ভাসিত, চলতে থাকে তার সমগ্র थुनांत्र निरम्, नमशु देनिहेळा निरम, नमशु महिम। निरम। তখন লাভ করে তার মাহাত্ম, হয়ে ওঠে স্থান্য বলির্ছ ওজস্বী। মনও তখন হয় সুঠুতম কর্মী অথচ প্রশান্ত নির্দ্মল, তোমার দিব্য ইচছার সব কর্ম্মধারাকে প্রচালিত করে, সঞ্চারিত করে। সমস্ভ আধার উল্লসিত हरत ७८५ এक यमीम यानत्म, यशात त्युरम, श्रतम भाङ्गिरछ, शूर्ग জ্ঞানে, অনস্ত চেতনায়। তুমি রয়েছ, একমাত্র তুমিই রয়েছ সঙ্গীব হয়ে শারীর বস্তুর ন্যুনতম অণর মধ্যে।

পৃথিবীর উপর তোমার কর্ম্মের নিরেট প্রতিষ্ঠা প্রস্তুত হয়, বিশাল সৌধের ভিত্তি গড়ে ওঠে। জগতের কোণে কোণে তোমার জন্যে এক একখানি দিব্য ইষ্টক স্থাপিত হয়, সচেতন রূপকার চিন্তা-শক্তির কল্যাণে। সিদ্ধির দিনের জন্য পৃথিবী এই রকনে গড়ে উঠেছে, যাতে সে প্রস্তুত থাকে তোমার অভিনব পূর্ণ তম আবির্ভাবের অপরূপ মন্দিরটি স্থাগত করবার জন্য।



नरवन्नत ४, ১৯১৪

পূর্ণ আলোকের জন্য তোমাকে আবাহন করি, ভগবান—আমাদের মধ্যে প্রকাশের শক্তি জাগিয়ে ধর।

আধারের মধ্যে সব মুক, রয়েছে যেন নির্জন গুহাভ্যন্তরে। কিন্তু নীরবতা আর জাঁধারের গর্ভেই ত জ্বলছে অনির্বোণ প্রদীপ, তীব্র অভীপসার আগুন—সংবাঁদে তোনাকে জানবার জন্যে, তোনারি জীবন বাপন করবার জন্যে।

রাত্রির পর দিন আসে, আসে উঘার পর উঘা অবিশাস্ত ; কিন্তু নিরন্তর উঠে চলে স্থরভিত অগ্নিশিখা, কোন ঝড়ের দাপট তাকে বিচলিত করে না—উঠে চলে আরে। উদ্দের্ব, আরে। ; একদিন ঠেকবে গিয়ে উপরের আবরণে নিলনের সর্ব্বশেষ বাধার। কিন্তু আগুনের শিখা এত বিশুদ্ধ এত ধ্যত্নু এত সমুনুত যে বাধা অকসমাৎ চলে যায়...

তখন তুনি আবিভূতি হলে তোমার পরিপূর্ণ জ্যোতির্ন্নর মূদ্ভি নিয়ে, তোমার অসীম মহিমার প্রখর উজ্জল্য ছাড়িরে। তোমার স্পর্শে আগুনের শিখা রূপান্তরিত হয় আলোকের স্তম্ভে, আঁধার সব দূর হয় চিরতরে। মহামন্ত্র উৎসারিত হয়েছে, পূর্ণকৈ প্রকট করেছে।

TO

नदबन्न ३, ১৯১৪

ভগবান, আনাদের আম্পৃহ। হল পরিপূর্ণ-চেতনালাভ।

সমস্ত আধারটি সংহত হয়ে উঠেছে, শক্ত করে বাঁধা একটি তোড়ার মত—রকনারি কুল দিয়ে তৈরী তা, অথচ সকলের মধ্যে রয়েছে নিখুঁৎ সামঞ্জস্য। বে-হাত কুলগুলি সাজিয়েছে, বে-সুতোর তোড়াটি বাঁধা হয়েছে তা হল সন্ধলপশক্তি। সে-হাত এখন প্রসারিত এই স্করভিত অর্ব্যাটি তোমাকে সমপ্রণ করবার জন্যে—তোমার দিকে প্রসারিত,—শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই তার।

THE STATE OF

मारमंत शार्थना

204

नरवन्नत २०, ३७३८

ভগবান, আমার নধ্যে তোনার প্রতিষ্ঠা স্থির অচঞ্চল, গিরির নত। সমস্ত আধার উল্লুসিত তোমার জিনিস সে হয়েছে বলে, একাস্ত নিংশেষে, সর্ব্বাঙ্গীণ ও সম্পূর্ণ আম্বসমর্পণ করে।

নিশ্চল প্রশাস্ত হৈ চেতনা। স্টের সীমানার দাঁড়িরে অতন্ত্র প্রহরী তুমি, সনাতনী রহস্য-সূতি—তোমার গুপ্ত রহস্য তবু ব্যক্ত কর কতিপরের কাছে। তোমার পরমা ইচছাশক্তির বিগ্রহ তারাই হরে উঠতে পারে যারা নির্বোচন করে পক্ষপাতশূন্য হয়ে, কর্ল্ন সম্পাদন করে বাসনাহীন হয়ে।

THE STATE OF THE S

नदवन्त ५७, ५७५८

একমাত্র প্রয়োজন হল লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছান—রাস্তার কথা অবান্তর; অনেক সময়ে রাস্তা আগে থেকে না জানাই বরং ভাল—কিন্তু যা জানা দরকার তা হ'ল দিব্যকর্দের মুহূর্ত পৃথিবীর উপর সত্যই এসেছে কি না, যে-বীজ গভীরে উপ্ত তার বহিঃপ্রকাশের সময় হয়েছে কি না।

ভগবান, এতে সন্দেহই নেই, তুনি কথা দিয়েছ আনাদের—আর তোমার সে-কথার সঙ্গে পুকৃতি, বিশ্বচেতনা দিয়েছে তাদের যতদূর সম্ভব পূর্ণ স্বীকৃতি।...সুতরাং আমরা স্থির নিশ্চিত হয়েছি, যা হবার হবেই; ফলতঃ আমাদের এই ব্যক্তিগত আধারকে ডাকা হয়েছে যাতে সে এই মহাগৌরবময় বিজয়, এই নব-প্রকাশের সহযোগী হতে পারে। এর বেশি আর কি জানবার দরকার ? কিছুই নয়। স্থির নির্ভের নিয়ে আময়া কি এক যোর যুদ্ধে যোগ দিতে পারি না, সেই সব অপশক্তির উদ্দাম আক্রমণের বিরুদ্ধে যারা তোমারই উদ্দেশ্য-সাধনের সহায়, যদিও তাদের অজ্ঞাতসারে ? উদ্দেশ্য-সাধন তারা করে কি রকমে, কি উপায়ে তুমি সকল বাধাই জয় করবে তা যদি আময়া না জানতে পারি তাতে চিন্তান্মিত হয়ে পড়া তুল আমাদের। তোমার বিজয় এতখানি পরিপূর্ণ যে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় যত বাধা দুষ্পুবৃত্তি আক্রোশ তাদের প্রত্যেকটি আরো বিপুল আরো পূর্ণ বিজয়ের বার্তাই নিয়ে আসে।

বাধার আয়তন যতখানি তা দিয়েই পরিনাপ হয় তোনার বিশুদ্ধ শক্তি থেকে পৃথিবীর উপর প্রকট হতে চলেছে যে বস্তুটি তার ক্রিয়ার প্রসার। যা বিরোধী তার উপর কাজ করবার জন্যই ত সে-সব শক্তির নেনে আসা। সবচেয়ে ঘোর যে আক্রোশ তাই অনুভব করবে দিব্যম্পর্শ, তাই রূপান্তরিত হবে জ্যোতির্দ্ময় শান্তিতে।

তোমার কর্মের কেন্দ্ররূপে, তোমার বাহনরূপে যে মানুষী ব্যক্তিকে তুমি বরণ করেছ, তার বিরুদ্ধে বাধা আক্রোশ আপত্তি যদি সামান্য হয় তবে তার অর্থ , যে-কর্মের ভার তার উপর তুমি অর্প ণ করেছ তা হল সীমাবদ্ধ ক্ষীণপ্রাণ। তার কাজ হবে যার। সদিচছা-প্রণোদিত, যার। প্রস্তুত হয়েই আছে, শুধু তাদেরই মণ্ডলীর মধ্যে, কিন্তু পৃথিবীর যে বিশৃষ্খল বিপর্যান্ত সর্ব্বসাধারণ তাদের উপর কাজ হবে না।

ভগবান, তুনি আমাকে এই যে জ্ঞান দিয়েছ ত। আয়াদের সকলকে সমানে বিতরণ কর, যাতে আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নিশ্চয়-বুদ্ধির প্রশান্তি, যাতে তোমার সেই পরন নিশ্চয়তার শান্তি নিয়ে মাধা তুলে দাঁড়াতে পারি তাদের বিরুদ্ধে যার। অজ্ঞাতসারেই আকৃষ্ট হয় নব-রূপান্তরের দিকে, অন্ধ অজ্ঞানের আবেগে ছুটে আসে, মনে করে রূপান্তর-দাতা দিব্যপ্রেনের ধ্বংস করতে পারবে।

करन गान जो स्थान वास्त्रम स्थान करन सर्पत्र हो प्रकार क्षित्र सरह निक्षत्र धर्म तनस्ट औरत उत्सूत्र महातु कान एत सोर्ट्स स्थान

नरवन्न ১७, ১৯১৪

সাগরের উপরে বাতাসের মত তুমি যেন—নৌকাটিকে সর্য্বদাই সেঠেলে দের তীরের দিকে, যতক্ষণ না স্থুদীর্ঘ যাত্রার জন্যে প্রয়োজনীয় সব বস্তুসম্ভারে তা পরিপূর্ণ হয়েছে। তুমি ত চাওনা লঘুচিত্তে যাত্র। স্কুরু হোক—তোমার সেবকদের প্রস্তুত থাকতে হবে সকল আকস্মিক ঘটনার জন্যে, সকল দাবি মিটাবার, সকল অভাব পূর্ণ করবার সামর্থ্য তাদের থাকা চাই।

W

नत्वस्त ১१, ১৯১৪

মহীরসী মাগো, কি সহাই না তোমাকে করতে হর! যতবার তোমার সচেতন ইচছাশক্তি প্রকট হতে চার তুল সব সংশোধন করতে, আপন জ্ঞান-বিল্লান্তিতে পঞ্চরার ব্যক্তির অনিশ্চিত গতিকে দ্বান্থিত করতে, স্থানিশ্চিত পথ নির্দ্দেশ করতে, সে পথে অস্থানিত পদে চলবার শক্তি পর্যান্ত দিতে, ততবার প্রায় সংর্বদাই তোমাকে দের সে ফিরিরে, ছিদ্রান্থেমী অদূরদর্শী উপদেষ্টা বলে। সে তোমাকে ভালবাসতে চার বটে, কিন্তু অবান্তব একটা অস্পষ্ট অসংলগু ভালবাস। দিয়ে—তার আন্থ-সার মন তোমার উপর নির্ভর করতে চার না, একা সে বরং বিপপে যুরে চলবে তবু তোমার সাহায্য নিরে এগিরে চলবে না।

তুমি কিন্ত সদাসংর্বদ। সহাস্য মুখে, তোনার অপরিসীম করুণ। বশে বলে থাক:

"এই যে বুদ্ধিবৃত্তি মানুষকে গংবাদ্ধ করে তোলে, প্রনাদের মধ্যে নিয়ে যায়, সেই বৃত্তিই যদি একবার পরিশুদ্ধ হয়, আলোকোজ্জল হয় তবে সে মানুষকে আরো দূরে এগিয়ে নিতে পারে, বিপুপুকৃতিকে ছেড়ে আরো উদ্ধের, নিথিলের অধীশুর যিনি সকল প্রকাশ অতিক্রম করে ররেছেন আমাদের সেই ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সচেতন সংযোগ স্থাপন করাতে পারে। এই যে বিভাজনী বুদ্ধি মানুষকে আমার কাছ পেকে পৃথক করে ধরে, তাই আবার মানুষকে সাহায্য করে যাতে সে ঘরায় শিধর হতে শিধরে উঠে চলতে পারে, বিশ্বের সমগ্র ভার তার গতিকে বিদ্বিত বিলম্বিত আর করতে পারে না—সে-বিশ্ব এত বিপুল এত জটিল যে তার পক্ষে অন্যথা এ রকমে ক্ষিপ্র আরোহণ সম্ভব নয়।"

ভগবতী না, তোনার বাক্য সদে সদে নিয়ে আসে সান্থন। আর আশীঘ, শাস্তি আর জ্যোতি। তোনার উদার হাতধানি ধুলে ধর যে পর্দায় ঢেকে রয়েছে অনন্ত জ্ঞান তার কোণা একটু।

তোমার পরিপূর্ণ ধ্যানের নধ্যে যে জ্যোতি—কি প্রশান্ত, কি নহিনামর, কি পরিশুদ্ধ !



नत्वन्न २०, ১৯১৪

ভগবান, তোমার সন্মুখে আনি হতে চাই যেন সম্পূর্ণ সাদা একখানি পাতা, যাতে বিনা বাধায় বিনা নিশ্রণে আমার মধ্যে লিখিত হয় তোমারই ইচছা।

অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি পর্য্যন্ত সময়-সময় মন থেকে মুছে যাওয়। উচিত। তা হলে নিরম্ভর নব-গঠনের পক্ষে আর বাধা হয় না; আর সে-কাজই ত এই আপেক্ষিকতার জগতে একমাত্র কাজ যাতে তোমার পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে।

যা হয়ে গিরেছে তার জনেক কিছু আমরা আঁকিড়ে ধরে থাকি, আশঙ্ক। হয় পাছে একটা মহামূল্য অভিজ্ঞতার ফল হারিয়ে ফেলি, পাছে একটা বৃহৎ সমুচচ চেতনা আমরা ছেড়ে চলি, পড়ে যাই নিমুতর এক অবস্থায়।

কিন্ত তোমার হয়েছে যে, তার কি তর ? সে কি এগিরে চলে না উৎফুল্ল হৃদরে উদ্ভাসিত আননে তোমার প্রদর্শিত পথে—যাই হোক না সে পথ, হোক না তার সঙ্কীর্ণ বৃদ্ধির পক্ষে অবোধ্য।

ভগবান। চিন্তাধারার পুরাতন কাঠান ভেম্পে ফেল, অতীতের অভিজ্ঞতা নুছে ফেল, সজ্ঞান সিদ্ধান্ত সব ধুরে ফেল যদি প্রয়োজন ননে কর—তাতে যদি তোমার কাজ স্কুষ্ঠু হ'তে স্কুষ্ঠুতর সম্পনু হয়, পৃথিবীর উপর তোমার সেবা সর্বাঙ্গস্থদার হয়ে ওঠে।

TO TO

नत्वस्त २১, ১৯১৪

ভগবান, তোমার শক্তি তুমি আমাকে দিয়েছ যাতে তোমার শান্তি তোমার আনন্দ জগতে বিরাজ করে।

এই আধার তবে হল সেই আলিঞ্চন, শান্তি দিয়ে যা পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে, সেই আনন্দের সাগর সকল জিনিসের উপর ছড়িয়ে যে পড়েছে।

কে তোমরা বিষেধ-জর্জরিত, বুক থেকে মুছে যাবে তোমাদের ক্ষোভ, শাগর যেমন মুছে দেয় বালির উপর দাগ।

কে তোমরা অন্তরে প্রতিহিংসা পোষণ কর, শাস্তি তোমাদের হৃদরে প্রবেশ করবে, শিশুর অন্তরে প্রবেশ করে যেমন শাস্তি যথন মারের কোলে সে দোলে।

ভগৰতী বিশ্ব-জননী পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করেছেন, তাকে আশীর্বোদ দিয়েছেন।

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

562

ডিলেম্বর ৪, ১৯১৪

অনেক দিন নীরব ছিলাম, বাহ্য কাজকর্ম্মে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত থাকার জন্যে। আবার এই পাতায় লিখবার অবসর আমায় দেওয়া হয়েছে। ভগবান, তোমার সঙ্গে আবার আমার আলাপ স্থক্ষ করতে পারি, এত মধুর তা আমার কাছে।

কিন্তু তুমি আমার সকল অভ্যাস ভেক্নে দিয়েছ, কারণ তুমি চাও
সবরকম মানসিক কাঠাম থেকে আমি যেন মুক্ত থাকি। এমন মানসিক
কাঠাম অবশ্য আছে যা ব্যক্তিগত প্রকৃতির পক্ষে উপযুক্ত আর
শক্তিশালী, ঠিক পথে তা উদ্বৃতিম উপলব্ধির দিকে নিয়ে চলে। কিন্তু
একবার সে-সব উপলব্ধি হয়ে গেলে তুমি চাও আর যেন তারা কোন
রকম মানসিক কাঠামে আবদ্ধ না থাকে, যত উদ্বৃতির স্তরেরই
সে সব হোক না। তাদের প্রকাশ যেন হয় নূত্নতর সত্যতর রূপে
অর্থাৎ অনুভূতি যে রকম হয় তার সঙ্গে সব চেয়ে বেশি মিল থাকে
যে-সব রূপের।

তাই ত তুনি চিন্তার সব রকন রূপ ভেম্পে দিয়েছ, তোনার সন্মুখে এই আমি সকল মানসিক রচনা থেকে নির্লুক্ত, নবজাত শিশুর নতই জ্ঞানহীন। এই নান্তিরই গহরের রয়েছে পরমা শান্তি এক—সেই বস্তুর শান্তি যাকে কোন কথার প্রকাশ করা যার না, যা হল অন্তি নাত্র। আমি অপেকা করে আছি, অধীরতা নাই, শঙ্কা নাই—আম্বসমুপূর্ণ আর জ্বলম্ভ নিষ্ঠার নিন্মিত এই যন্তের মধ্যে তোনার আবির্ভাব ফুটিয়ে তুলবার জন্যে যে-সব মানস-রূপ স্বর্গ্রুতম তোমার মনে হয় তা তুমি নিজেই গড়ে তুলবে অতল গহরর থেকে।

ভাবী সিদ্ধিতে পরিপূর্ণ এই বিরাট রজনীর সন্মুখে আমি অনুভব করি—এতখানি করিনি কখনো—যে আমি মুক্ত বিরাট, অসীমেরই মত।

পরম আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই তোমার, হে ভগবান। যে অপরূপ করুণ। তুমি দেখিয়েছ আমার, তার জন্যে— তোমার কাছে নবজাত শিশুটির মত হয়ে যেতে দিয়েছ বলে। ভিশেষর ১০, ১৯১৪

শোন, ভগবান...তোমার দিকে আমার আকূতি তীব্র হয়ে উঠে চলেছে এক প্রগাঢ় সমাহিতির নীরবতা আশ্রয় করে।

চিন্তার বিশেষ একটি আকার, একটি বিশেষ মানসিক কাঠাম, তা বত বৃহৎ ও শক্তিশালী হোক না, তার সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়ে, তাকেই আধারের উপলব্ধির, কর্মাবলির মূল কেন্দ্র করে তোলা কি বিরাট মূঢ়তা নয় ? সত্যকে নিয়ে আনরা যা ভাবি না কেন, যা বলি না কেন, সত্য চিরকালই তার বাহিরে থেকে যায়। সত্যের সঙ্গে যতথানি সম্ভব নিল থাকে অনুয় থাকে সত্যের এমন সংজ্ঞা আবিকারের চেষ্টা প্রয়োজন বটে এবং অপরিহার্য্যও—নিজের ব্যক্তিগত এবং নানুষের সমষ্টিগত উনুতি যদি সর্বাঙ্গীণ করে তুলতে হয়। তবুও এই সংজ্ঞা সম্বন্ধে সৰ্বেদ। অনুভব করা চাই, তা থেকে নিজে আমি মুক্ত, অনুভব কর। চাই চেতনার কেন্দ্র রয়েছে তার উদ্বের্, সেই স্বুবস্তর মধ্যে যা তার একটা নান্স সংজ্ঞার মহত্ব সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠব সত্ত্বেও তাকে অতিক্রম করে যাবেই। আমরা যে-রকমটি চিন্তা করি জগৎ সে-রকমের ঠিক নয়। জগৎ সম্বন্ধে আমর। যে ধারণা করি তার মূল্য নির্ণায় হবে কর্ম্ম সম্পর্কে তাতে यागारमत गरगाजीव कि तकरम প্রভাবান্তিত হয় তা দিয়ে। এই মনোভাব একটা মানসিক সিদ্ধান্তের মধ্যে—তা যত শক্তিমানই হোক—নিহিত যে অনুপ্রেরণা তার উপর নির্ভর না করে, তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর, সকলের সত্য, অব্যভিচারী প্রেরণার উপর নির্ভর করতে পারে। পূর্বতন সংজ্ঞা চেয়ে পূর্ণ তর উদ্ধৃতির স্কুষ্ঠুতর সংজ্ঞার মধ্যে শাশ্বত সত্যকে ধরে **मिर्ट्ड इर्ट्ड मानुरावत करना, এ तकम मक्षर्ट निर्द्धत मरवा यनुष्ट कता दिश** जान, यिन निर्द्धत निष्ठ-मखारक এই कांब्रिहित मर्प्य अभन भिनिरत्र ना रकना হয় বাতে সে হয়ে পড়ে দাস নাত্র, হারিয়ে ফেলে তার সকল স্বাধীনতা, আয়বশ্যতা। এ হল একটি বৃত্তি মাত্র, তার বেশি নয়—পাথিব দুষ্টিতে তার যে প্রাধান্যই থাক না, এ কথা ভুললে চলবে না যে বৃত্তিটি অন্যান্য সকল বৃত্তির মতই আপেক্ষিক সত্য শুধু; তাতে আমাদের গভীরে শান্তি যেন বিক্ষুর না হয়, বিক্ষুর না হয় সেই অবিচল প্রশান্তি শুধ যাকে আশুয় করেই দিব্য শক্তি সব আমাদের ভিতর দিয়ে অবিকৃতভাবে নিজেদের প্রকাশ করে ধরতে পারে।

ভগবান, আমার প্রার্থন। কথায় ব্যক্ত হয় না, কিন্তু তুমি তা শুনতে পাও।

ডিলেম্বর ১২, ১৯১৪

প্রতিমুহূর্ত্তে জানা চাই কি রকমে সব হারিয়ে সব লাভ হয়, অতীতকৈ একটা মৃতদেহের মত বিসর্জন দিয়ে একটা বৃহত্তর পরিপূর্ণতায় নবজন্ম প্রহণ করা যায়...আন্তর সত্তার নিরবচিছনু আম্পৃহা তোমার দিকে কিরে এই রকমে নিজেকে প্রকাশ করছে, সে চায় তোমাকে আরো বিশুদ্ধভাবে প্রতিফলিত করে বরতে, দর্পণে যেমন করে। তোমার অবিচল আনন্দ তার মধ্যে দেখা দিয়েছে ক্রমোনুতির শক্তিরূপে, এগিয়ে চলেছে অতুলনীয় তীব্র বেগে। সে শক্তি আধারের বাহ্যতর স্তরে রূপান্তরিত হয়েছে শান্ত স্থনিশ্চিত সঙ্কলপরূপে, কোন বাধা তাকে জয় করতে পারবে না।

ভগৰান, কি তীব্ৰ ভালবাস। নিয়ে তোমার সেবক আমি হয়েছি। কি বিশুদ্ধ অচল অনস্ত আনন্দে আমি তুমিই হয়ে উঠেছি, রূপগত সমস্ত জীবনধারা ছাড়িয়ে গিয়ে।

আর উভয় চেতনাই মিশে রয়েছে এক অতুলন পরিপূর্ণতার নধ্যে।

# TOTAL STATE

**डिट्मिश्रत ५७, ५७५**8

ভগবান, তুমি শক্তির মধ্যে আমার শান্তি দিয়েছ, কর্মের মধ্যে দিয়েছ স্থির প্রসনুতা, সকল্ ঘটনাবলির ভিতরে দিয়েছ অচল স্থ

# THE STATE OF THE S

**जित्यक्त २२, ১৯১8** 

ভগবান, সত্যের জন্যে তোমার কাছে আকৃতি আমার—

এই মনকে ফিরে আবার সক্রিয় করে তোল। তোমার অনুগত হবার জন্যে সে মৌন অবলম্বন করেছিল, তোমার ইচ্ছা কি সে-জ্ঞান তাকে দাও।

সে স্বাগত করেছিল সকলকে, সকল রকম সম্ভাবনাকেই তার মধ্যে রূপপ্রহণ করতে দিয়েছিল। তারপর তাদের সব বিপরীত ধারার হল্থ থামিয়ে
দেবার জন্যে, এ সব অনাহূত অতিথিদের প্রবেশ নিষেধ করে দিল, বলল :
''সক্রিয়ভাবে থাকবার আর আমার প্রয়োজন নাই, আমার জানবার দরকার
নাই তোমার ইচছা কি, যদি আমি আমার ভিতর দিয়ে তোমার শাশৃত

আলোকের কিরণ অবিকৃতভাবে চলে আসতে দিতে পারি।" কার্য্যতঃ তাই হল—ইচছাশজি হল অনুগত, ঋজু, স্কুম্পষ্ট সমর্থ। কিন্তু এখন আবার তুমি চাও মন যেন জানতে পারে, তুমি তাকে বললে: "জাগ এখন, সত্যের জ্ঞান লাভ কর"; মন সানন্দে সাড়া দিল, তাই ত পরম সত্যের জ্যোতির্ম্মর সূর্য্যের দিকে ফিরেছে সে, তাকে আবাহন করছে তার কাছে আরপ্রকাশ করতে।

তুনি চাও একে একে সকল বাধা খসে যাক, আধার লাভ করুক প্রকাশের সকল সম্ভাবনা নিয়ে তার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা।

পৃথিবীর সকল আকাঙ্কা আমার মধ্যে এসে মিলিত হোক, যাতে তাদের উপর তুনি দৃষ্টিপাত করতে পার, যাতে তোমার ইচ্ছাশক্তি স্বষ্টুভাবে, অখওভাবে চরনভাবে কার্য্যকরী হতে পারে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আবার সমগ্ররূপে।

এ-রকনেই অপেক্ষিত দিন সব আরো সম্বর্ত্ত এগিয়ে আসবে। সমস্ত আধার তীব্র আনন্দে, অতুলনীয় পূর্ণ তায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

# M

### **जानुयाती २, ১৯১৫**

যে কোন ভাবনা, যতই সবল হোক, গভীর হোক, অতিরিক্ত যদি তার পুনরাবৃত্তি করা হয়, নিরস্তরই যদি তার পুনরুক্তি করা হয়, তবে তা হয়ে পড়ে প্রাণহীন স্বাদহীন মূল্যহীন। উচচতম ধারণা পর্যাস্ত এইভাবে কালক্রমে বিশুক্ত হয়ে যায়: যে বুদ্ধি অভ্যন্ত ছিল তুরীয় বিচারে মগ্ন থাকতে, হঠাৎ সে অনুভব করে একটা দুর্ব্বার প্রয়োজন সকল যুক্তি সকল তত্বজ্ঞান তার বিসর্জন দিতে—শিশুর মত বিসময়ের দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে দেখতে, অতীতের তার যাবতীয় বিজ্ঞতা ভুলে যেতে, হোক না তা পরম দৈবী বিজ্ঞতা।

একথা সত্য, কালের বিভাগ একেবারেই কৃত্রিম; নব বৎসরের যে প্রথম দিনটি ধার্য্য করা হয় তা দেশের অক্ষাংশ, জলবায়ু এবং রীতি- নীতি অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়—তা একান্তই সংস্কার নাত্র। কিন্তু এ হল মনের সেই তাব যা মানুমের অপোগগুতা দেখে হাস্য করে, যা চায় গভীরতর সত্যের দ্বারা চালিত হতে। তবে সেই মনই আবার হঠাৎ নিজের অক্ষমতা অনুভব করে যে, সব সত্য যথাযথভাবে ব্যক্ত করা তার সাধ্যায়ত্ত নয়; এ ধরণের বিজ্ঞতা তাই সে আবার পরিহার করে, যাতে হৃদয় থেকে উঠতে পারে অভীপসার গান—কারণ হৃদয়ের কাছে সবরকম অবস্থাই হল গভীরতর বৃহত্তর তীব্রতর অভীপসার স্থযোগ।... পাশ্চাত্যের নববর্ষ এসেছে, সে-স্থযোগ গ্রহণ কর না কেন, সদ্ধলপকে ব্যপ্রতর করে তুলবার জন্যে, যাতে এই প্রতীকটি বাস্তব হয়ে ওঠে, যাতে দৈন্যপ্রস্ত জিনিস সব ছিল যত তার পরিবর্ত্তে এসে দেখা দেয় ঐশুর্য্য-মন্তিত সব জিনিস।

আমাদের নিরন্তর বিশ্বাস তোমার সংজ্ঞা একটা আমরা নির্দ্ধারণ করতে পারি, মানস সূত্রাবলির মধ্যে তোমাকে বেঁধে দিতে পারি—কিন্ত সে-সব या वहमूथी वा वार्शिक रहांक ना, हित्रकांन जूमि प्यनिर्दाहा तरस यारव, এমন কি যে তোমাকে জানে ও তোমার মধ্যে বাস করে তার কাছে পর্য্যন্ত। কারণ, তোমাতে বাস করা যায়, তোমাকে কথায় ব্যক্ত করতে না পারলেও; তোমার আনন্ত্য হয়ে ওঠা যায়, উপলব্ধি করা যায়, তোমার বিবৃতি দিতে ব্যাখ্যা দিতে না পারলেও। তুমি চিরকাল চিরন্তন রহস্য রয়ে যাবে, আমাদের পরম বিস্ময়ের বিষয় হয়ে; তোমার যে অঠিস্ত্য এমন কি অজ্ঞেয় বিশ্বাতীত সত্তা সে-দিক দিয়ে শুধু নয়, তোমার যে বিশ্বভূত প্রকাশ, যে সার্ব্বভৌম সত্তা ধরে আমরা যা-কিছু হয়েছি সে-ভাবেও। আমাদের চিম্ভাগত রূপাবলি পরম্পরায় চলবে, ক্রমে তারা শুদ্ধতর উনুততর বাপকতর হয়ে উঠবে নি\*চয়, কিন্ত <mark>কখন</mark> তারা এমন-কিছু হয়ে উঠবে না, যখন বলা যেতে পারে যে তুমি কে সে-সম্বন্ধে একটা ধারণা দেবার মত তাদের সামর্থ্য হয়েছে। প্রত্যেক নূতন ঘটনা, নূতন জি**জ্ঞাসা পূর্বের অপে**ক্ষা <mark>আরো আ</mark>শ্চর্য্যকর রহস্যজনক হয়ে দেখা দেবে। তবু নিজের এতখানি অঞ্জতা এতখানি অক্ষমতা দেখেও মানসসত্তা রয়েছে প্রসনু প্রশান্ত, যেন তার লাভ হয়ে গিয়েছে পরম জ্ঞান—সেই জ্ঞান যার অর্থ তুমি হয়ে যাওয়া, বছলভাবে অন্যাভাবে অনম্ভাবে একান্ত সহজভাবে।

**जानुवादी ১১, ১৯১৫** 

गानग-मखांत याम्शृंश मना-मर्त्वना यमन, — তবে यात्रा विन करत यन এখন—উঠে চলেছে তোমার দিকে বিপুল আগ্রহে...অসীমের ও শাশ্বতের উপলব্ধিও তেমনি রয়েছে সমান। কিন্তু সকল ভাগৰত তন্ময়তা, সকল আধ্যা-ত্মিক ভাবাবেশ থেকে তুমি যেন আমাকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছ, একান্ত নিবিড় জ্জ-অবস্থারই মধ্যে আনাকে ভ্বিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু ভগবান, তোমার यश्च यानम य गर्वे ज—यात जुनि य गर्थ वन्न यागारक मान करत्र छ । ज किছतरे जांश नारे य यानात कां एथरक कितिरत रनत ; जकन श्वारन जकन অবস্থার তা রয়েছে আমার মঙ্গে—কারণ, সে যে আমিই, যেমন আমি হলেম ত্মিই। কিন্তু যা হতে হবে তার তুলনার এ-সব কিছুই নর। তুমি চাও, এই ভারাক্রান্ত তনসাগ্রস্ত জড়ের ভিতর থেকে আমি উৎসারিত করে ধরি তোমার প্রেনের তোমার জ্যোতির আগ্রেয়গ্রাব ; তুমি চাও, প্রকাশের সব রকম প্রাচীন বিধি-বিধান ভেম্পে দিয়ে উপিত হয় এমন বাক্ যা তোমাকে ব্যক্ত করতে সক্ষম, যা কখন কেউ শোনেনি; তুনি চাও, অখণ্ড মিলন সাধিত হোক, নীচের সব চেয়ে তুচছতর বস্তুর আর উদ্ধের সবচেয়ে বৃহত্তম বস্তুর মধ্যে। তাই ত ভগবান, সকল তন্ময়তা, সকল আনন্দ, আধ্যাশ্মিক সকল ভাবাবেশ থেকে নিজেকে বিচিছনু করে, সকল স্বাতন্ত্র্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে আমি অন্যভাবে তোনাতেই একাগ্র হয়েছি। তুনি ত বলেছ আমায় : "সাধারণ মানুঘের মধ্যে সাধারণ মানুঘ হয়ে কাজ করে চল তুমি; এই বিশুপ্রকাশের মধ্যে তাদের চেয়ে অতিরিক্ত কিছুমাত্র তুমি নও, এই শিক্ষা লাভ কর তোমার জীবনধারায়; তাদের জীবনধারার সঙ্গে সমগ্রভাবে নিজেকে মিলিয়ে ধর। কারণ তারা যতটুকু জানে, যতটুকু হয়ে আছে, সে-সব ছাড়িয়ে তোমার মধ্যে তুনি বহন করছ চির-ভাস্বর, অবিকম্পিত অগ্নিশিখা—তাদের সঞ্চে নিজেকে মিলিয়ে ধরে, এই শিখাকেই তুমি নিয়ে আসবে তাদের মধ্যে। তুমি यদি বিচছুরণ কর আলো, তবে তা উপভোগ করবার প্রয়োজন আছে কি তোমার ? যামার প্রেম যদি তুমি বিতরণ করে চল, তবে প্রয়োজন আছে কি তোমার অন্তরে তুনি অনুভব করবে তার স্পন্দন? তাদের সকলের জন্যে তুনি হবে আমার আনন্দমর সামীপ্যের বাহক, তবে কি প্রয়োজন তোমার তাকে সংর্বতোভাবে আস্বাদন করবার ?''

সর্ব্বতোভাবে, ভগবান, তোমার ইচছাই পূর্ণ হোক! তোমার ইচছাই আমার স্থুখ, আমার শাস্ত্র।

W

764

षानुशांती ১৭, ১৯১৫

ভগবান, সব পরিবর্ত্তন হয়ে গেল এখন। বিশ্রানের আর প্রস্তুতির সময় চলে গেল। তুমি চাইলে, নিজিয় ধ্যানপর সেবক আর না থেকে, হয়ে উঠি তোমার সক্রিয় সিদ্ধিকর সেবক; তুমি চাইলে, যা ছিল শুখু সত্প্র স্বীকৃতি তা এখন হয়ে উঠুক সোল্লাস সংগ্রাম; বর্ত্তমানে যতখানি সম্ভব তোমার বিধান বিশুদ্ধ ও সমূদ্ধ মূত্তি গ্রহণ করতে চলেছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে যা-কিছু সে-সকলের সফে আমি যেন নিরন্তর লড়াই করে চলি, আর তারই মধ্যে পাই যেন সেই একই প্রশান্ত অটল সাম্য যা লাভ হয় যখন আমরা বর্ত্তমানে তোমার যে বিধান কর্ম্মপরে তার অনুগত হয়ে চলি, অর্থাৎ তোমার বিধানের বিরুদ্ধে যা-কিছু তার সফে সাক্ষাৎ যুদ্ধ না করে, যদি শুখু চাই সব রকম ঘটনার মধ্যে থেকেই যতখানি ভাল যা সম্ভব তা আবিকার করা, কাজ করে যাওয়া ধীর সঞ্চার, উদাহরণ ও সংক্রমণের ফলে।

একটা আংশিক সীমাবদ্ধ সংগ্রাম, যা হল পৃথিবীব্যাপী বিপুল সংগ্রামের প্রতিভূ, তার ভিতর দিয়ে তুমি আমার সামর্থ্য, আমার তৎপরতা আমার সাহস পরীক্ষা কর, দেখতে চাও সত্যসত্যই আমি তোমার সেবক হতে পারি কি না। যদি যুদ্ধের ফল দেখার যে তোমার বিশ্ব-পাবন কর্ম্মের যন্ত্র হবার উপযুক্ত আমি, তা হলে কর্ম্মের ক্ষেত্র তুমি আরো প্রসারিত করবে। আর আমার নিকটে তুমি যা আশা কর্মাতে দূর পর্য্যন্ত যদি সর্ব্বদাই উঠে দাঁড়াতে পারি, তা হলে একদিন আসবে, ভগবান, যখন তুমি এই পৃথিবীর উপর নেমে আসবে, কিন্তু সমস্ত পৃথিবী তখন তোমার বিরুদ্ধে রূপে দাঁড়াবে। তুমি কিন্তু পৃথিবীকে দুটি বাছতে আলিঙ্গন করে ধরবে, পৃথিবী লাভ করবে রূপান্তর।

**जानु**यांत्री ১৮, ১৯১৫

ভগৰান, শোন, আমার প্রার্থনা—

আমার মধ্যে তুমি সর্বেশক্তিমান, আমার ভাগ্যের একচছত্ত্র সমুটি, আমার জীবনের দিশারী, সকল বিদ্বনাশক, মনের যাবতীয় পূর্ব্ব-সংস্কার ও পক্ষপাতিম্বের ধ্বংস-সাধক। তবে বাহিরেও সর্বেশক্তিমান হয়ে উঠবার জন্য তোমার প্রয়োজন যন্ত্রহিসাবে আমার মন হয় যেন সংগঠনক্ষম, হয় যেন কর্মপন্থার নির্মাতা। কিন্তু তুমিই তোমার যন্ত্রকে নিপুঁৎ করে তুলতে পার; তোমার ব্রত যে পূর্ণ হবে, তাতে সন্দেহ কি আছে? বিপরীত সন্দেহকে তুলে ধরে যত অপচছায়। তাদের দূর করে দিতে হবে আর তোমার অসীম করুণার উপর অটল নির্ভর পূর্ণ তাবে রেখে, তোমার কাছে নিবেদন করি এই আমার প্রার্থনা—

শত্রুকে মিত্ররূপে পরিণত কর, অন্ধকারকে আলোকে পরিবর্ত্তিত কর।

প্রেমের বিরুদ্ধে বিদ্বেঘের, ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়ের, তোমার বিধানের কাছে আম্বসমপ্রণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এই যে দুঃসাহসিক সংগ্রাম তার মধ্যে আমি যেন এক মহত্তর শান্তির জন্য মানবজাতিকে উপযুক্ত করে তুলতে পারি—যখন মানুষে মানুষে আম্বকলহ সব থেমে গিয়েছে, যখন মানুষী প্রয়াস সমগ্রভাবে নিযুক্ত হতে পারে তোমার ইচ্ছাকে ক্রমে স্মুষ্ঠুতর সমগ্রতর করে তোলবার জন্যে, তোমার লক্ষ্যের ক্রমবিকাশের জন্যে।

THE

षानुयाती २८, ১৯১৫

ভগবান, তোমার সম্মুখে আমি অনেকক্ষণ নীরব হরে ছিলাম অন্তরে নিজেকে ভূলুটিত করে দিরে, জলস্ত আরাধনার পূর্ণ হরে, পরম একাত্মতার জন্যে উন্মুখী হরে। চিরদিন যেমন, তুমি আমার বলছ: "পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত কর।" আমি দেখলাম পথ সব উদার উন্মুক্ত, প্রশাস্ত বিশুদ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত।

মূক আরাধনায় মগু হয়ে, তোমার ইচ্ছাতে ওতপ্রোত হয়ে, আমি পৃথিবীর দিকে ফিরে দাঁড়ালেম।

W

390

रक्टुम्ब्रांत्री ১৫, ১৯১৫

সত্যব্ধপী ভগবান। বারবার তিন বার আমি তোমায় ডেকেছি—বিপুল

ব্যাকুলতা নিয়ে, তোমার প্রকাশের জন্য মিনতি করে।

তারপর সমগ্র সন্তা তার অভ্যাসমত তোমার কাছে নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করে দিল। তথন দেখতে পেল তার ব্যাষ্টগত মনোমর প্রাণমর অনুমর সন্তা ধূলার যেন আবৃত হরে আছে; তাই তোমার সন্মুখে আপ্রণত হরে, মাটিতে মাথা ঠেকিরে, মাটির জিনিষ মাটিতে রেখে বললে: "ভগবান, ধূলি-গঠিত এই আধার তোমার কাছে আপ্রণত, তার প্রার্থনা সে যেন সভ্যের আগুনে প্রজ্ঞলিত হরে ওঠে, তোমাকে ছাড়া আর কিছু যেন প্রকাশ না করে...।" তুমি তখন তাকে বললে: "উঠে দাঁড়াও, সকল ধূলি হতে মুক্ত শুদ্ধ তুমি।" চক্তের নিমেষে হঠাৎ সকল ধূলি ঝরে গেল মাটিতে, গারের বন্ত্র খসে পড়ে যেমন—আধার দেখা দিল সমুনুত, তবু তেমন বস্তুমর অপচ প্রথর জ্যোতির্মর।

TOTA

মার্চ ৩, ১৯১৫—''কামোমারু'' জাহাজে

কঠোর নিঃসঙ্গতা—আর নিরম্ভর তীব্র অনুভব যেন একটা অন্ধকারের নরকের মধ্যে আমাকে সোজা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। জীবনে আর কোন মুহূর্ত্তে, কোন অবস্থাতেই কখন বোধ হয় এমন আবেউনের মধ্যে বাস আমি করিনি—আমার চেতনায় সত্য বলে জেনেছি যা-কিছু, আমার জীবনের সারভূত যা-কিছু তাদের এত সম্পূর্ণ বিপরীত। সময়ে-সময়ে সে অনুভব, সে বৈপরীত্য এত গাঢ় হয়ে ওঠে যে আমার অখণ্ড সমপ্রণের মধ্যে একটা বিঘাদের ছায়াপাত আমি বন্ধ করতে পারি না, আর অন্তর্য্যামী প্রভূর সঙ্গে প্রশান্ত নীরব আলাপ মুহূর্ত্তের জন্যে যে একটা প্রার আবাহনে পরিণত হয়ে যায়, তাও নিবারণ করতে পারি না।

ভগবান, আমি কি করেছি যার জন্যে এমন আঁধার রাত্রির মধ্যে আমাকে ফেলে দিয়েছ? কিন্তু তৃখনি আবার আম্পৃহা খরতর হয়ে ওঠে:

''সকল খালন থেকে এ আধারটিকে রক্ষা কর, ভগবান। তোনার কর্ম্মের জন্যে—যাই হোক না তা—সে বেন হয়ে ওঠে অনুগত দৃষ্টিনয় যন্ত্র।''

বর্ত্তমানে সে দৃষ্টি নাই—ভবিষৎ এ রকন আবৃত হয়ে আর কখন ছিল না। মনে হয় চলেছি বেন একটা সমুচচ অভেদ্য দেয়ালের দিকে—ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত যা-কিছু সে সম্বন্ধে। জাতি ও দেশের ভবিষ্যৎ তুলনায় পরিকার দেখা যায় বটে, কিন্তু এ সব বিষয়ে কিছু বলা নির্থকি—আগামী কালই তাকে সকলের চোখের সামনে, এমন কি একেবারে অন্ধেরও সমুখে এনে ব্যক্ত করে ধরবে।

TO TO

नावर्व 8, ১৯১৫

সেই একই কঠোর নি:সঙ্গতা—তবে তা বেদনাকর নর, বরং বিপরীত।
তারই মধ্যে স্পষ্টতর প্রকাশ পেরেছে সেই অসীম বিশুদ্ধ প্রেম যার
অন্তরে সারা পৃথিবী ডুবে রয়েছে। এই প্রেমকে ধরেই ত সব-কিছু
জীবিত ও জীবন্ত। তারই কল্যাণে গাঢ়তম অন্ধকারও হয়ে ওঠে
স্বচছ,—তার প্রবাহের পথ করে দেবার জন্যে,—আর তীব্রতম বেদনাও
পরিণত হয় শক্তিময় আনন্দে।

গভীর সাগরের বুকে জাহাজের চাকার প্রতিটি আবর্ত্তন আমাকে নিয়ে চলে যায় যেন আমার সত্যকার নিয়তি থেকে দূরে, যে নিয়তি ভাগবত ইচছাকে স্বপ্রুতম প্রকাশ করবে তা থেকে সরিয়ে দিয়ে। প্রত্যেক প্রহর চলে যায় আর জুবিয়ে দেয় যেন সেই অতীতের মধ্যে যা ছেড়ে ছিঁড়ে চলে এসেছি আমি—নিশ্চিত জানি তবু, নবতর বৃহত্তর সিদ্ধির দিকেই আমার ডাক পড়েছে। আমার অন্তরায়ার জীবন বাহ্য কর্মাবনির উপর অবাধ শাসন স্থাপন করেছে, কিন্তু মনে হয় এর ঠিক সম্পূর্ণ বিপরীত যে সব ব্যবস্থা তারই দিকে আমাকে পিছনে টেনে ধরতে চায় আবার সব-কিছু। কিন্তু ব্যক্তিগত অবস্থা আমার বাহ্যতঃ যতই দুংখের হোক না, চেতনা আমার একটা লোকে স্থিরপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে, যা ব্যক্তিগত সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে সব দিক দিয়ে, সমগ্র আধার তাই শক্তির আনন্দের নিরস্তর অনুভূতি লাভে উল্লুসিত।

আগামী কাল, স্থূল বাস্তব হিসাবে, অজ্ঞেয়, অভেদ্য ; অতি ক্ষীণত্ম कान जाता भर्याञ्च जामात विज्ञाञ्च पृष्टित मन्नूर्य जगवात्नत निष्म न, ভগবানের সানুিধ্য কিছুই ধরে দেখায় না। কিন্তু চেতনার গভীরে কি যেন অদুশ্যের দিকে, পরম কোন সাক্ষী পুরুষের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, বলছে তাকে: 'ভগবান, তুমি আমাকে গাঢ়তম অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখছ, তার হেতু এই যে আমার মধ্যে তোমার জ্যোতি এমন দূঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছ যে এ অগ্নি-পরীক্ষা সে উত্তীর্ণ হবেই, তা তুমি জান। তবে কি তুমি আমায় নির্বাচিত করেছ তোমার মশালধারী হয়ে নরকের ঘূণিপাকের गर्था त्नरम यावात ज्ञत्ना ? তुमि वित्विष्ठना कत कि, श्रुपस पामात गमर्थ, কখন তা টলবে না, হাত আমার শক্ত, কখন তা কাঁপবে না ? তবুও কিন্ত ব্যক্তিগত সন্তাটি বোধ করে নিজে সে শক্তিহীন দুর্বেল; তুমি যখন সানিুধ্যে প্রকট থাক না, তখন সে নিজেকে নিঃস্ব বোধ করে—যারা তোমাকে জানে না, যারা তোমাকে হেলা করে, তাদের চেয়েও নিঃস্ব। একমাত্র তোমাকে ধরেই তার শক্তি তার সামর্থ্য। তবে যদি খুসী হয়ে তুমি তাকে তোমার সেবায় নিযুক্ত কর, তা হলে তার পক্ষে কোন কিছু করাই কঠিন হবে না, কোন কর্ম্মই হবে না অতিমাত্রায় বৃহৎ বা জটিল। কিন্তু তুমি যদি সরে দাঁড়াও, তবে পড়ে থাকবে অসহায় শিশু এক, সে পারবে শুধু তোমার কোলের মধ্যে মিলিয়ে যেতে, যুমিয়ে পড়তে, এমন ষমে যেখানে নাই স্বপু, নাই কোন কিছু তুনি ছাড়া।"

### W

मांठर्छ १, ১৯১৫

মনের মধুর নীরবতার দিন চলে গিয়েছে—কি শান্তিপূর্ণ, কি নির্মাল
দিন সব। তার ভিতরে অনুভব হত এমন গভীর এষণা যা তার সত্যের
সমস্ত শক্তি নিয়ে আপনাকে প্রকাশ করত। কিন্তু এখন সে এঘণা
আর দেখা দেয় না, কাজেই মন আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে—বিশ্রেঘণ
করে, স্থশৃঙ্খনিত করে, বিচার করে, গ্রহণ বর্জন করে, আর যা-কিছু এই
প্রসারিত ব্যক্তিষটির উপর এসে পড়ে তাদের উপর তার প্রতিক্রিয়া চলেছে
নিরন্তর, রূপান্তয় সাধনের জন্য; সে ব্যক্তিষ্ব এত প্রসারিত যে এখন তার
সংযোগ হয়েছে অতি বিপুল, জটিল, পৃথিবীর সব বস্তু যেমন তেমন
আলো-আধারে মিশ্রিত জগতের সঙ্গে—মনে হয় এ যেন সব আধ্যাত্মিক

স্থ্ধ-স্বস্তি থেকে নির্ন্বাসন; আর তোমার সব পরীক্ষার মধ্যে, ভগবান, এইটিই হল নিঃসন্দেহে সব চেরে ক্লেশকর। বিশেষভাবে, তোমার ইচছাশক্তির প্রত্যাহার মনে হয় বেন তোমার পূর্ণ বিরাগের পরিচয়। প্রত্যাধ্যানের বোধ উত্তরোভ্তর বেড়েই চলেছে। তাই এখন বাহ্য-চেতনা এই বে নিঃসত্ন পড়ে আছে, তাকে দুঃধ এসে যাতে চিরকালের জন্য অভিভূত না করে বসে, সে জন্য দরকার হরেছে অল্রান্ত বিশ্বাসের পূর্ণ উৎসাহ।...

কিন্ত হতাশ হতে চায় না সে, বিশ্বাস করে না এমন দুর্ভাগ্য কিছু হতে পারে যার প্রতিকার নেই—আনত হয়ে সে অপেক। করে, অলক্ষ্যে গোপনে প্রযন্ত্র করে, লড়াই করে চলেছে, আবার যাতে তোমার অখণ্ড আনন্দের প্রশ্বাস তার মধ্যে প্রবেশ করে, তাকে পরিপূর্ণ করে ধরে। হয়ত বা তার প্রতিটি সামান্য প্রচছনু বিজয়ই পৃথিবীর পক্ষে সত্যকার সহায় হয়েছে।

বাহ্য-চেতনা থেকে যদি নিজ্ঞান্ত হওয়া যেত চিরকালের জন্য, যদি দিব্য চেতনার মধ্যে আশুর-প্রহণ করা যেত...কিন্তু তা তুমি আমায় বারণ করেছ, সর্ব্বদাই বারণ করছ। জগৎ থেকে পলায়ন নয়—মলিনতার, কদর্য্যতার তার শেষ অবধি স্কন্ধে বহন করে চলতে হবে—ভগবানের সহায় থেকে বঞ্চিত হলেও দৃকপাত না করে। রাত্রির কোলের মধ্যে থাকতে হবে, চলতে হবে, দিক-যন্ত্র বিনা, আলো বিনা, আন্তর দিশারী বিনা।

তোমার করুণ। পর্যান্ত আমি ভিক্ষা করতে চাই না—কারণ, তুমি 
যা চাও আমার জন্যে, আমিও তাই চাই। আমার সমন্ত কর্মবলের 
একমাত্র প্রেরণা হল এগিয়ে চলা, নিরন্তর এগিয়ে চলা, এক পায়ের পর 
আর এক পা করে—পথের আঁধার যতই গাঢ় হোক, আর বাধাও যতই 
থাকুক। যাই ঘটুক না, ভগবান, তোমার নির্দেশ আমি বরণ করে 
নেব, ঐকান্তিক চিরন্থির প্রেমভরে। আর যদিও বা তুমি যম্রটিকে 
অনুপযুক্ত বলে দেখে থাক, যন্ত্র ত আর তার নিজের নয়, সে তোমারই। 
তুমি তাকে নষ্ট করতে পার বা সমৃদ্ধ করতে পার, কিন্তু সে ত আর 
তার নিজের জন্যে নাই, সে কিছু চায় না এবং পারেও না তুমি 
না থাকলে।...

माठर्छ ४, ১৯১৫

মোটের উপর, একটা শাস্তির, গভীর উদাসীনতার অবস্থা এখন—
আধারের মধ্যে কোন অনুভব নাই, বাসনার বা বিরাগের, উৎসাহের বা
অবসাদের, সুখের বা দুঃখের। জীবনকে সে দেখছে একটা দৃশ্যাবলির
মত, সেখানে তার স্থান অতি অকিঞ্চিৎকর। সে দেখছে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া,
শক্তি সকলের সংঘর্ষ সব একদিকে হল আধারেরই অস—সে আধার তার
সাময়িক ক্রুদ্র-ব্যক্তিমকে চারদিক দিয়ে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে গিয়েছে—অন্য
দিকে, তারা আবার এই ব্যক্তিম্ব থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

তবে সময়ে-সময়ে একটা বিপুল হাওয়া বয়ে বায় ; বেদনার, মর্দ্মন্তদ নিঃসক্ষতার, আধ্যান্থিক দৈন্যের হাওয়া—ভগবৎ-পরিত্যক্ত পৃথিবীর বেন আকুল আহ্বান। এ বেদনা মর্দ্মন্তদ যত ততটাই নীরব, আনত অবিদ্রোহী—সে বেদনার মধ্যে কোন ইচছাই নাই তাকে এড়িয়ে যেতে বা তা থেকে বের হয়ে যেতে, তার মধ্যে রয়েছে একটা অসীম মাধুর্য্য, যাতে নিবিড়ভাবে মিশে আছে দুঃখ আর আনন্দ, এমন একটা জিনিস, অসীম তার পুসার, মহান, গভীর; এত মহান, এত গভীর যে মানুষের ধারণার অতীত তা, এমন এক জিনিস যার গর্তেরয়েছে ভবিষ্যতের বীজ।

TO

नुरनन, अशिन ১৯, ১৯১৫

একটা অপরিহার্য্য প্রয়োজনের বশে আমাকে আমার অনুসদ্ধিৎসার, আমার অন্তরাম্বার সব প্রয়াসের, এই সহচরটিকে আবার আমার হাতে

তুলে গ্রহণ করতে হয়েছে।

বাহিরের সব অবস্থা পরিবন্তিত হয়ে গিয়েছে, আমার যে আদর্শের স্বপু ছিল স্থূল কর্মাবলির মধ্যে পর্যন্ত জীবন্ত হয়ে ওঠা, তা মিথা। প্রতিপনু হয়েছে। বাহ্য জড়ক্ষেত্রে সিদ্ধির আনন্দ লাভ করবার সময় এখনো হয়নি। শারীর সত্তা আবার ডুবে গেল সেই মলিন একাকার রাত্রির মধ্যে—তা থেকে মুক্তি আমি চেয়েছিলাম অকালে। সত্যময় ভগবান, তোমার ইচছা সফল হল, সে রচনাকুশল মনকে এসে বলল: তুমি ধারণা করতে পার না এই হল সত্যা, তবুও তাই ত হয়েছে। মন কিন্ত স্বচছলেই স্বীকার করে নিল যে তার ভুলই হয়েছিল আর

তোমার ইচছ। অনুসারে যা-কিছু ঘটে তাতেই পূর্ণ নতি স্বীকার করে
নিল। প্রাণসত্তাও সকল অবস্থাতেই স্থির ও তৃপ্ত। হৃদয়বৃত্তি পেরেছে
একটা অন্দোভ নির্মাল শান্তি! সমস্ত আধার তোমার বিশাল, তোমার
শাশ্বত আলোকে পরিপ্লাবিত—তোমার প্রেমে অনুসূত, অনুপ্রাণিত। তবুও
বাহ্য ঘটনাধার৷ যে একটা মিধ্যা, এ বোধ মুছে যারনি; আর তার
সদিচছা সত্বেও শরীর এত গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছে যে সে তার
স্কুম্ব সাম্যাবস্থায় ফিরে আসতে পারছে না।

সত্তাটির সমস্ত পাথিব জীবন, স্থক্ষ হতে আজ এই মুহূর্ত পর্য্যন্ত, তার কাছে মনে হয় একটা অবাস্তব স্বপ্নের মত, সে তা থেকে বছদূরে যেন, যেন তার সঙ্গে কোন সংযোগ নেই। আর এই যে বাহ্যযন্ত্রটি তা ঠিক কলেরই মত, তাকে চালিয়ে নিয়ে সে যায়, কারণ এই হল তার আন্তর সদ্বস্তর ইচ্ছা, কিন্ত এর উপর কোন আকর্ষণই নেই তার, বেশি আকর্ষণ বরং আশেপাশে অনুরূপ অন্য যন্ত্র সব যারা আছে তাদেরই উপর, কিম্বা সম্পূর্ণ অঞ্জাত যম্ত্র, ভবিষ্য যম্ত্র, ভবিষ্য পৃথিবীতে উৎপনু হবে যে যন্ত্ৰ তাদের উপর। তবু এই পৃথিবী তার কাছে পর হরে গিয়েছে ; এক চিরন্তন নীরবতা ছাড়া আর কিছুই তার চেতনায় নাই; তাই ত সব জীবস্ত রূপই তার কাছে মনে হয় দূরের প্রায় অবাস্তব জিনিস। তার কাছে বড় অছুত মনে হয় কেউ কোন জিনিস চাইতে পারে, কারণ জিনিস বলে ত কিছু নাই-ই—কিম্বা এক জিনিস ছেড়ে আর এক জিনিস পছন্দ করতে পারে তার হেতুও ত আদৌ নাই। আবার এও দেখছে, কোন কর্ম্ম করতে অস্বীকারই বা যাবে কেন, সব কাজই যখন সমান অবাস্তব; স্থুতরাং জগৎ থেকে পলায়ন করবার প্রয়োজনও সে বোধ করে না। জগৎ বলে কিছু যখন নাই, তখন তা একটা ভারই বা হবে কেন, তার অস্তিত্ব এতখাनि यनिष्ठ।

সব জিনিসটাকে মনে হয় একটা নহাশূন্য—হয়ত তা পরিপূর্ণ হয়ে আছে আলোর শান্তিতে, এমন এক বিশালতায় যা সকল রূপ সকল লক্ষণ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এ নাস্তি বটে, কিন্তু এমন নাস্তি যা বাস্তব, চিরকাল যা বর্ত্তে থাকতে পারে—কারণ তা আছে, যদিও তার মধ্যে রয়ছে নাই-এর চরম বিশালতা। হায়, আমাদের সামান্য মুখের কথা বলতে চেষ্টা করে সেই জিনিস যা নীরবতাও প্রকাশ করতে অক্ষম।

অপটু বাক্য যে অবস্থাটি এইভাবে পরিস্ফুট করতে চায় তা কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে—দিনের পর দিন যেনন যায়, সে অবস্থাও তেমনি হয়ে ওঠে আরো স্থির নিশ্চিত, আরো গভীর, বলা যেতে পারে আরো অব্যভিচারী। চায়নি, খোঁজেনি, কামনা করেনি তবুও আধার এই অবস্থার মধ্যে ক্রমে ডুবে গিয়েছে, নিজের চেতনা ক্রমে হারিয়ে ফেলেছে, এক নির্ব্যক্তিক এমন চেতনার মধ্যে যা আর ব্যক্তিগত চেতনা নয়, যার অচল স্থিতি বাক্যাতীত, যার মধ্যে নিজেকে আর পৃথক করে পাওয়া যায় না।

TOR

28 (म. ) के उ

একদিন, ভগবান, তুমি আমার মনকে শেখালে যে সে তোমার দিব্য সত্যের প্রকাশের যন্ত্র হয়ে, তোমার সনাতন ইচছার বাহন হয়ে পূর্ণ ভাবেই কাজ করতে পারে, অপচ স্থূল সন্তার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে যত সম্ভাবনা তারই মধ্যে তার গঠনসামর্পত্র যে আবদ্ধ পাকবে এমন নয়। সে-অবধি, বিরল ব্যাতিক্রম ছাড়া, মনের অভ্যাস ছিল তোমার বাক্যাতীত অনন্তের সম্মুখে মূক আনন্দে, নীরব ব্যানে ডুবে থাকা—সেখান হতে বের হয়ে আসত বাহ্যসন্তাটি যে কর্মক্ষেত্রের প্রতিরূপ তারই উপর সমস্ত প্রয়াসকে নিযুক্ত রাখতে। তার অর্থ একটা অতিমাত্র সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে দাসম্ব; আর সেখানে ছিল একটা আয়বিরোধ, মনের গঠন-সামর্থত্য একদিকে আর অন্যদিকে যে-আধারের ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ হতে চাইত—অব্যবহিত ফল, মনের শক্তিসকলের অপচয় এবং সীমাবদ্ধতা; তারা কর্ম্মের মধ্যে সার্থকতা না পেয়ে স্বভাবতই ফিরে চলে যেত তোমার আনস্ত্যের মধ্যে নিমজ্বজিত হবার জন্যে।

এই বিশৃষ্খলার অবসান হঠাৎ তুমি ঘটালে, মনকে তুমি তার শেষ বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলে, তুমি তাকে শেখালে অবাথে সক্রিয় হয়ে উঠতে, সকল রূপের ভিতর দিয়ে, কেবলমাত্র সেইগুলির ভিতর দিয়ে নয় যা একদিন সে নিজের ব'লে অর্থ গৈ তার আম্প্রকাশের স্বাভাবিক উপায় ব'লে বিবেচনা করেছে।

প্রাণসত্তা ত বছদিন পূর্বেই এই মুক্তি লাভ করেছে, সে জেনেছে কি করে অনুভবের ও আবেগের পরিপূর্ণ তা নিয়ে, জীবনীশজ্জিকে যত রূপে প্রকাশ করে ধরতে পার। যায় তার মধ্যে বত্তে থাকা যায়। কিন্তু মনোমর সত্তা এখনো শেখেনি কি রকমে সচেতনভাবে ইতরবিশেষ না করে সমানে সকল জীবনধারাকেই সজীব, স্থগঠিত, আলোকিত করে ধরতে হয়। কিন্তু তুমি তার সকল বাধা ভেঞে দিয়েছ, তোমার অনন্ত-প্রকাশের দুরার উন্মুক্ত করে ধরেছ।

করেক দিনের মধ্যেই নূতন সিদ্ধিটি স্থির হল, দৃঢ় হল। আমার অনস্ত সত্তা বর্ত্তমান পৃথিবীর উপরে বে চেতনা-কেন্দ্রটি গড়ে তুলেছে, তার কাছে তুমি যা আশা কর, সে জিনিস তার সম্মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে—তা হল, সকল জড়-আকারের মধ্যে তাদের জীবনীশক্তি হয়ে ওঠা, সকল রূপের মধ্যে এই জীবনীশক্তিকে স্লুশুঙ্খলিত করে, ব্যবহার করে যে চিস্তাশক্তি তা হয়ে ওঠা, আর এই চিস্তাশক্তির নানাবিধ উপাদানসমন্তকে প্রসারিত করে, সমুজ্জল করে, প্রথর করে এবং সম্মিলিত করে ধরে যে প্রেম-শক্তি তাই হয়ে ওঠা—আর এইতাবেই ব্যক্ত-স্টির সঙ্গে অধণ্ডভাবে একীভূত হয়ে গিয়ে পূর্ণশক্তিতে তার রূপান্তর-সাধনে অবতীর্ণ হওয়া।

অন্যদিকে, তা হল আবার, পরমতত্বের কাছে সম্পূর্ণ সমর্প নের ফলে, পরমসত্যের জ্ঞান লাভ, আর যে শাশুত ইচ্ছাশক্তি তাকে প্রকাশ করে তার জ্ঞান লাভ; এবং এই একাম্বতার হেতু ভাগবত শক্তির অনুগত সেবক ও অন্রান্ত যন্ত্র হয়ে ওঠা, আর মূলত্বের সঙ্গে সঞ্জান একাম্বতা এবং তার বাহ্য-প্রকাশের সঙ্গেও সজাগ একাম্বতা, এই উভয় একাম্বতাকে সংযুক্ত করে ধরা; স্থতরাং পরিশেষে মূলত্বের সত্যধর্ম অনুসারে স্মন্তির মধ্যে সচেতনভাবে হৃদয়কে মনকে প্রাণকে ঢালাই করা, গঠন করা।

এই রকমেই ত ব্যক্তি-সত্তা পরমসত্য আর ব্যক্ত-বিশ্বের মধ্যে সচেতন মধ্যস্থ হয়ে উঠতে পারে, প্রকৃতির যোগ-সাধনার যে ধীর অনিশ্চিত গতি তার মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে, তাকে দিতে পারে দিব্য যোগসাধনার ক্ষিপ্র প্রথর গতি।

আর এই রকমেই কোন কোন যুগে পৃথিবীর অখণ্ড জীবন-ধারা অত্যাশ্চর্য্যভাবে মধ্যবর্ত্তী সোপান সব উল্লম্জ্যন করে যায়—অন্য সময়ে যা পার হতে প্রয়োজন হত সহস্র সহস্র বৎসর হয়ত।

ভগবান, বর্ত্তমানে তোমার চিরস্তন ইচ্ছার কাছে পরিপূর্ণ ও সচেতন আত্ম-সমর্পণ, যতদূর আমি বুঝতে পারি, হয়ে উঠেছে স্থির নিত্য অবস্থা, তা রয়েছে মনের হোক প্রাণের হোক আর একান্ত জড়ের হোক প্রত্যেক ক্রিয়া, প্রত্যেক বৃত্তির পিছনে। তার প্রমাণ নয় কি এই যে অন্কুর প্রশান্তি, এই যে গভীর অচঞ্চল অব্য**ি** চারী আনন্দ, তা কখন আমাকে ছেড়ে যায় না ?

নিক্রিয় একাম্বতা অর্থাৎ গ্রহিন্ধু যে একাম্বতা—যাবতীয় ব্যক্ত আধারের প্রাণ, মন ও হৃদয়ের সঙ্গে—এখন তা সংসিদ্ধ ; তা হল বিশুদ্ধ সত্যের কাছে আমুসমর্প ণের অপরিহার্য্য পরিণতি।

কিন্তু চেতনা যখন সক্রিয় প্রাণশক্তি হয়ে সকল জড় আধারকে জীবন্ত করে গঠিত করে, বুদ্ধিশক্তি হয়ে প্রাণকে স্থসংগঠিত করে, প্রেম হয়ে বুদ্ধিকে জ্ঞানোজ্জল করে—সক্রিয়ভাবে, পূর্ণ সচেতনভাবে, সমগ্রের মধ্যে ক্ষুদ্রতম অংশের মধ্যে যুগপৎ বর্ত্তমান থাকে, একটা অসীম পূর্ণতা ও স্থমীম সামর্থ্য নিয়ে তখনকার সেই মুহূর্ত্ত সব আসে বিচিছনুভাবে, যদিও ক্রমেই তা অবিচিছনু হয়ে স্থায়ী হয়ে উঠছে।

ঠিক সেই সব নুহূর্ত্তেই চেতনা দুটি যুগপৎ চলে, একটি চেতনার নিলে যার; অবর্ণনীর বাক্যাতীত সে চেতনা তার মধ্যে এক হয়ে গিয়েছে অক্ষর অনন্ত—আর অনন্ত গতি। এই সব নুহূর্ত্তেই ত বর্ত্তনানের বুত সিদ্ধ হতে স্কুক্ক করে।

200

মাসিয়াগ —জুলাই ৩১, ১৯১৫

ভগবান ! সেবকের, যন্ত্রের ভূমিকা গ্রহণ করে আমাকে কি তোমার দিকে কিরে তোমার প্রশস্তি গাইতে হবে ? না, তোমার সনাতন সদ্বস্ত আর অসীম আনন্দের মধ্যে তোমার সঙ্গে একীভূত হয়ে, মানুঘকে বলতে হবে যে-শান্তি যে-স্থুখ তারা জানে না তার কথা ? দুটি মনোভাবই রয়েছে এক সঙ্গে, চলেছে সমানে পাশাপাশি, আর এই ঘনিষ্ঠ অচেছ্দ্য ঐক্যের মধ্যেই পরিপূর্ণ তা।

স্বর্গ জয় হয়েছে নি:সন্দেহে—কোন জিনিসের কোন ব্যক্তির ক্ষমতা নাই তাকে আর আমার আছে থেকে সরিয়ে নেয়। কিন্তু পৃথিবীর জয় এখনও বাকী; তার কাজ চলেছে বটে, তবে দুর্য্যোগের ভিতর দিয়ে—আর জয় হলেও তা এখনো হবে আপেক্ষিক মাত্র। এ জগতে যত বিজয় তা সোপান শুরু, নিয়ে চলে ক্রমে আরে। মহত্তর বিজয়ের দিকে। তোমার ইচছা আমার মনের মধ্যে তুলে ধরে যে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে, যে বিজয় লাভ করতে হবে,

তা হল তোনার সনাতন পরিকলপনার সামান্য অন্ধ নাত্র। কিন্তু তোনার সন্ধে সম্পূর্ণ সাযুজ্য আমার, তখন আমিই ত এই পরিকলপনা, এই ইচছাশক্তি; অসীমের পরম-আনন্দই আমি উপভোগ করি তখুনও যখন এই তেদনর জগতে যে বিশেষ ভূমিকা তুমি আমার উপরে ন্যস্ত করেছ তা আমি অভিনয় করে চলি, উৎসাহের সন্ধে, উদ্যমের সন্ধে, যথাযথভাবেই।

আমার অন্তরে তোমার শক্তি স্থকল সবল উৎসের মত, পাহাড়ের কোলে বুকিয়ে রয়েছে, জমিয়ে তুলছে তার সামর্থ্য বাধ। সব ভেম্পে ফেলবার জন্যে, বাহিরে মুক্তভাবে ছুটে চলবার জন্যে, চারদিকের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে তাকে সহসা উর্বর করে তুলবার জন্যে। কিন্তু কখন এই উৎসারণ ঘটবে ? সমর যখন আসবে তখনই তা হবে—কারণ বিশেষ মুহূর্ত্ত অনন্তকালের মধ্যে কিছুই নয়। আগামী কাল তোমার যে এঘণা প্রকট হবে তারই অনুগত হয়ে সকল শক্তিরা চলেছে, স্ফের উপর ছড়িয়ে পড়বার জন্যে তৈরী হয়ে উঠছে, যা-কিছু তোমার পুরাতন এঘণাকেই চিরকাল প্রকাশ করে চলতে চায়, সর্বেজয়ী পরিপ্লাবনে তাদের ভুবিয়ে দিতে চলেছে, যাতে শেঘে তোমারই নামে সারা পৃথিবী তারা অধিকার করতে পারে, তোমার কাছে তাকে তোমারই পূর্ণ তর রূপে সমর্পণ করবে বলে—শক্তিদের এই যে আন্তর আন্থ-সঞ্চয়, এই যে আন্থনিবিষ্টতা তার মধ্যে রয়েছে কি বিপুল আনন্দ, কোন কথায় কখন তাকে ব্যক্ত করা যায় ?

তুমি বলেছ পৃথিবী মরতে চলেছে—সে মরবে মতখানি সে থাকে প্রাচীন অজ্ঞানের মধ্যে।

তুনি বলেছ পৃথিবী বেঁচে ধাকবে—সে বেঁচে ধাকবে যতথানি সে তোমার মহাশক্তির মধ্যে পায় নবজীবন।

কোন কথায় প্রকাশ করতে পারে তোমার দিব্যধর্মের উজ্জন্য, তোমার মহিমার ঐশ্বর্য্য ? কোন কথায় ব্যক্ত করবে তোমার চেতনার নিখুঁৎ পরিপূর্ণতা, তোমার অসীম প্রেমের আনন্দ!

কোন কথায় সঙ্গীত হবে তোমার বাক্যাতীত শাস্তি, কীব্তিত হবে তোমার নীরবতার মাহাম্ম্য, তোমার সর্ব্বশক্তিময় সত্যের মহন্ত ?

সমস্ত ব্যক্ত বিশু যথেষ্ট নয় তোমার ঐশুর্য্যের বর্ণ না দেয়, তোমার সব অ্যত্যাশ্চর্য্য কৃতির বিবরণ দেয়। কালের অনস্ত ধারায় তাই ত সে-চেষ্টা চলেছে, অধিকরভাবে, স্ব্র্যুতরভাবে, অনস্তকাল ধরে। भगातिम—नत्वश्वत २, **১৯**১৫

( কিছুক্ষণ ধরে সাধারণ নৈমিত্তিক জিনিসপত্র গুছিয়ে রাধবার পর )
পূবল বাতাস যেমন সাগরের উপর দিরে বরে গেলে তার অসংখ্য
তরক্ষাবলির মাথায় মাথায় কেনপুঞ্জ তুলে দেয়, তেমনি আমার সমৃতির উপর
দিরে একটা বিপুল কুৎকার বয়ে গেল, সেখানে তুলে দিল অগণিত পুরাণে।
কথা সব—তীব্র জটিল ঘনবিন্যস্ত অতীত বিদ্যুৎ-লহমার জন্যে যেন আবার
জীবস্ত হয়ে উঠল, তার রসস্বাদ তার ঐশুর্য্য এতটুকু না হারিয়ে।

তারপর সমস্ত আধারটি আরাধনা-নিমপু হরে আবেগে উদ্বে উঠে চলল যেন—তার যাবতীয় স্মৃতি একত্রিত করে, যেনন প্রচুর ফসলের গোছা বাঁধা হয় তেমনি করে, ভগবান, তোমার পারে কাছে অর্য্যের মত তাকে ধরে দিল।

সমস্ত জীবন ধরে, না জেনে, পূর্বোভাস না পেয়েও, তোমাকেই সে
খুঁজে চলেছে। তার সকল অনুরাগে, সকল উৎসাহে, সকল আশার,
সকল নিরাশার, সকল দুঃখে, সকল আনন্দে তোমাকেই সে চেয়েছে
ব্যাকুল হয়ে। আর এখন যখন তোমাকে পেয়েছে সে, এখন যখন
তোমাকে পরমাশান্তি ও তৃপ্তির মধ্যে অধিকার করতে পেরেছে, সে
আশ্চর্য্য হয়ে যায়, তোমাকে আবিকার করবার জন্যে এত সব চিত্তাবেগ,
এত সব অভিজ্ঞতার সংঘাত তার দরকার হয়েছে।

কিন্ত এই যে সমস্ত ছিল সংঘর্ষ আর ক্রেশ আর নিরবচিছ্নু প্রার্মাস, তোমার সজ্ঞান সানিধ্যের অপরিসীম করুণায় তা হয়ে উঠল অমূল্য সৌতাগ্য, সে সব তোমাকে অপ প করতে পেরেছে বলে আমার সত্তার কি আনন্দ। তোমার দিব্যজ্যোতির পাবকশিখা সে-সমস্তকে মহার্ঘ রত্ত্বে পরিণত করেছে, আর তাদের আমি আমার হৃদয়-বেদির উপরে জীবস্ত পূর্ণ আছতি দিয়েছি।

ব্রান্তি সব হয়ে উঠেছে সোপান-শ্রেণী, অন্ধ-অণ্টেমণ হয়ে উঠেছে বিজয় সিদ্ধি। তোমার মহিমা পরাজয়কে শাশ্বত জয়ে পরিণত করে; অন্ধকার সব অন্তর্ধান করল, তোমার প্রোজ্জল জ্যোতির সন্মুখে।

তুমিই ছিলে প্রেরণা ও লক্ষ্য, তুমিই কর্মী ও কর্ম।

ব্যক্তিগত জীবন হল নিরবচিছনু স্তোত্র যেন, বিশ্ব পুনঃপুনঃ তা গেরে চলেছে তোমার অনবধারণীয় মহৈশ্বর্যোর উদ্দেশ্যে। नत्वश्रत १, ১৯১৫—এটার সময়

বাহ্য কোন ইন্দিত নাই, অবস্থারও কোন বিশেষত্ব নাই, সময় চলেছে এমন গঞ্জীর পদক্ষেপে, ভিতরেও রয়েছে এমন প্রগাঢ় নীরবতা, এমন গভীর বিপুল প্রশান্তি, যে অশু আপনা থেকে ঝরে পড়ে অফুরন্ত বারায়। দুদিন থেকে মনে হয় যেন পৃথিবী একটা একান্ত সঙ্কটকাল পার হয়ে চলেছে, এবার বুঝি স্থূলের বাধা আর অধ্যান্তের শক্তি এ দুয়ে যে সন্ধুল যুদ্ধ চলেছে তার একটা মীনাংসা আসনু, অন্ততঃ একটা প্রধান মুধ্য উপকরণ লীলাক্ষেত্রের মধ্যে এসে দেখা দিয়েছে বা দেখা দিতে চলেছে।

এমন সব মুহূর্ত্তে ব্যক্তির মূল্য কি নগণ্য। সে যেন হাওয়ার মুখে খড়ের মত, মাটি থেকে উড়ে উঠে যায় উপরে, ঘুরপাক খায় আবার পড়ে যায়, চূর্ণ হয়ে বূলিতে পরিণত হয়। ব্যক্তিরা তাই অনুভব করে তাদের অবস্থা সন্দেহাকুল, সকল রকম প্রাধান্য বজিত—তাই তাদের মর্লস্কদ দুঃখ শোক তাপ। অপেক্ষা করে থাকাও তাদের পক্ষে একটা চিরস্তন আশস্কা, সব-কিছুই তাদের কাছে বিপদের বার্ত্তা নিয়ে আসে।

কিন্তু এই যে সূল-যন্ত্রণা কেবলি সঙ্কীণ অহনিক। দিয়ে গড়া তার নর্মাতলে রয়েছে কি মহন্ত, কি পরম সৌন্দর্যা। এই যে অপেক্ষায় থাকা, তন্মরতার ফলে যা প্রায় আরাধনার পরিণত হয়েছে, তার অন্তরে সে ধরে আছে কি উজ্জল-শ্রী—তা ব্যক্ত দেখা যায় যে মুহূর্ত্তে ব্যক্তিগত অন্ধতার সীমানা খসে পড়ে, ব্যক্তিগত চেতনা উদ্বে উঠে বৃহত্তের মধ্যে প্রবেশ করে, তোমার সনাতন চেতনার সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার জন্যে।

ভগবান, মূক মিনতি নিয়ে তোমার সন্মুখে ব্যথিত জগৎ নতজানু—ক্লিষ্ট জড়বস্ত তোমার পদতলে আলুন্তিত, তার শেষ একমাত্র আশুর সেখানে। তোমাকে মিনতি করা অর্থ তোমাকে সে পূজা করে, যদিও তোমাকে জানে না, বোঝেও না। তার প্রার্থনা উঠে চলে মুমূর্ব্বর আর্ত্তনাদের মত—যে চলেছে লুপ্তির পথে সে কেমন অস্পষ্ট অনুভব করে যে তার পুনর্জীবনের সম্ভাবনা আছে—তোমার মধ্যে। সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে পৃথিবী তোমার আজ্ঞার অপেক্ষায়। শোন শোন, কর্ণেঠ তার মিনতি আর অনুনয়—কি তোমার আদেশ, কি তোমার বিচার-ফল ? সত্যময় হে ভগবান, ব্যক্তির জগৎ ধন্য হয়েছে তোমার সত্যে, যদিও তাকে

#### यारमञ्जू शार्थना

সে জানে না এখনো। তবুও তাকেই সে ডাকে, তার সমস্ত প্রাণশক্তির জোরে সানন্দে তাকেই ধরে রয়েছে।

মৃত্যু তার বিরাট কলেবর নিয়ে এল, চলে গেল—তার গতি-পথে সমাহিতচিত্তে সবই রইল নীরব হয়ে।

পৃথিবীর উপর আবির্ভূত হয়েছে এক অমানুষী সৌন্দর্য্য— অতি অপরূপ মহাস্থধের অপেকাও অপরূপ কিছু জানিয়েছে তার সানিধ্য।

TO

नदबन्न २७, ১৯১৫

চেতন। সম্পূর্ণ ডুবে ছিল ভগবানের ধ্যানে, সমগ্র আধার ছিল এক বৃহৎ, এক পরম মহাস্থখ-ভোগে।

স্থল দেহ, প্রথমে তার নিমুতর অঙ্গগুলি, পরে সমগ্রভাবে, একটা পুণ্য স্পদনে শিহরিত ; ক্রমে জড়তম অনুভবেরও সকল ব্যক্তিগত সীমানা খসে পড়ল। সত্তা বৃহৎ হতে বৃহত্তর হয়ে উঠল, ধাপে ধাপে, স্থৃনিয়মিতভাবে, সকল জাঙ্গাল ভেঙ্গে দিয়ে, সকল বাধা কাটিয়ে, যাতে সে ধারণ করতে পারে, প্রকাশ করতে পারে, প্রসারে তীব্রতায় নিরন্তর বর্দ্ধনান এক মহা वन, এक गरा भंकि। এ यन प्रतरह यावजीय काय करन स्कीज रसी চলেছে, শেষে সমন্ত পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। আকাশের পুসারে স্থসমঞ্জসভাবে এই যে পৃথিবীমণ্ডল ঘুরে চলেছে, জাগ্রত চেতনার দেহ যেন তাই হয়ে উঠেছে—তবে চেতন। জানে তার পার্থিব-মণ্ডলাকার দেহ এ রকমে চলেছে বটে, কিন্তু বিশুপুরুষের আলিঞ্ন-বদ্ধ হয়ে, তারই কাছে निष्क्रत्क मिरत्र मिरत्राष्ट्, ष्ट्राष्ट्र मिरत्राष्ट्र शुभाष्ठ यानरम विष्ठात रहत । তখন চেতনার অনুভব হল, তার দেহ বিশ্বের দেহের মধ্যে মিশে গিয়েছে. এক হয়ে গিয়েছে; চেতনা তাই হয়ে উঠেছে বিশ্বের চেতনা, তার নিশ্চয় সমগ্রতা নিয়ে আবার তার আপনার অন্তর্গতি সচল সব অনন্ত-বৈচিত্র্য নিয়ে। বিশ্বের চেতনা আবার ছুটল ভগবানের দিকে, তীব্র আম্পৃহ। আর পূর্ণ সমপণি নিয়ে—দেখল সে নিষ্কলঙ্ক জ্যোতির প্রভামণ্ডলে প্রজনন্ত পুরুষ বহুশীর্ষ এক সপের উপর দাঁড়িয়ে, সপ টির দেহ পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরেছে অনস্তভাবে। আর সে-পুরুষ তাঁর সনাতনী বিজয়-ভঙ্গিতে স্পর্টিকে এবং স্প্রতে নিঃস্থত বিশ্বকে যুগপৎ দমনে রেখেছেন এবং

স্টি করছেন। সমগ্র বিজয়ী শক্তি নিয়েই তিনি সপ'টির উপরে দাঁড়িরে রয়েছেন—সে অফভদি বিশুগ্রাসী সপ'টিকে প্রতিহত করে রেখেছে যেনন, আবার তেসনি নিরন্তর পুনর্জীবিত করে চলেছে। চেতনা তথন সেই পুরুষই হয়ে উঠল, দেখল তার রূপ আবার বদলে গেল, মিলে মিশে গেল এমন একটা জিনিসের মধ্যে যার নিজের রূপ নাই, যাতে রয়েছে সকল রূপ, অব্যয় অক্য জিনিস একটা, দ্রষ্টামাত্র সাক্ষীস্বরূপ। আর সে যা দেখে, তাই আছে। তারপর রূপের শেষ-চিছ্ন লোপ পেয়ে গেল, চেতন। পর্যান্ত ভুবে মুছে গেল অনিবর্বচনীয়ের অবাচ্যের মধ্যে।

ব্যক্তিগত দেহের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটল অত্যন্ত বীরে, জ্যোতির শক্তির আনন্দের আরাধনার একটা নিরবচিছ্নু অক্ষত প্রোভ্জনতার ভিতর দিয়ে, ক্রম-পরম্পরা ধরে, তবে সাক্ষাৎভাবে অর্থাৎ বিশ্বগত এবং পৃথিবীগত রূপাবলির ভিতর দিয়ে কিরে আবার চলে না এসে। এ যেন তুচ্ছ এই দেহরূপাটিই সনাতনের পর্ম-সাক্ষী সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ আবার হয়ে উঠল, কোন মধ্যবর্ত্তীকে আশ্রম্ম না করে।

TO TO

षानुबाती ১৫, ১৯১৬

তোনাকেই ত আমি ডাকতে পারি আনার ভগবান বলে। তুমি হলে সনাতন বিশ্বাতীতের ব্যক্তিগত রূপ আর আনার ব্যক্তিসন্তারও কারণ, উৎস, সদ্বস্ত । তুমি কত শত বৎসর ধরে, কত সহস্র বৎসর ধরে, বীরে সূদ্দাভাবে এই জড়বস্তাটিকে গড়ে তুলেছ যাতে এক দিন সজ্ঞানে সে তোমার সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে, শুধু তুমিই হয়ে যেতে পারে; তুমি যে আনার কাছে তোমার পূর্ণ সমুজ্জল দিব্যরূপে আবির্ভুত হয়েছ—এই ব্যক্তি-সত্ত। তার সমগ্র জটিলতা নিয়ে, পরম ভক্তিভরে একটা চরম পূজার অর্য্যরূপে তোমাকে আম্ব-নিবেদন করছে; তার সর্ব্বাঙ্গীণ আম্পৃহা হল তোমার সঙ্গে এক হওয়া, তুমিই হয়ে ওঠা, তুমিই হয়ে যাওয়া চিরকালের জন্যে, চিরকালের জন্যে তোমার সদ্বস্তর মধ্যে ডুবে যাওয়া । কিন্তু সে কি তৈরী এর জন্যে। তোমার কাজ সেখানে সম্পূর্ণ শেষ হল কি? এর মধ্যে নাই কোন ছায়া, কোন অজ্ঞান, কোন

সীমা ? এবার তবে কি তুমি তাকে অধিকার করবে চিরস্থায়ীভাবে, আর পরম পূর্ণ তম রূপান্তর দিয়ে তাকে চিরকালের জন্য অপ্তানের জগৎ থেকে উদ্ধার করবে, বাস করাবে নিয়ে সত্যের জগতে?

বরঞ্চ হয়ত বা তুমিই হলে আমি—আমি যখন সকল প্রান্তি পেকে সকল সীমা থেকে মুক্ত রিক্ত। আমি কি এই সত্যকার "আমি" হয়ে উঠেছি, অখণ্ডভাবে, সন্তার প্রতি অণুপরমাণুতে? তুমি আকাঙ্কিত রূপান্তর ঘটাবে কি আকস্মিক বন্তুপাতের মত? না, তা হবে আবার সেই মন্থর ক্রিয়া, একটির পর একটি করে প্রতিটি কোমকে তার রাত্রির অন্ধকার থেকে, তার সীমাবদ্ধ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে?

বিশ্বগত এবং ব্যক্তিগত সে অলৌকিক দিব্যজীবন সংসাধিত হতে চলেছে কি তবে এবার ?

M

जानुयांत्री २२, ১৯১৬

এই তুচ্ছ যম্বাটিকে তুমি পূর্ণ অধিকার করে নিয়েছ—এখনে। সে যথেষ্ট নির্দ্ধোম হয়ে গড়ে ওঠেনি, তার রূপান্তর তার সন্তান্তর সাধন তুমি শেষ করতে পারনি; তবুও তুমি কাজ আরম্ভ করে দিয়েছ, আধারের প্রতিকোমে, দলেপিমে, নরম করে, উজ্জল করে তুলছ, সমন্ত আধারের মধ্যে প্রত্যেকের স্থান নির্দ্ধোশ করে, সকলকে শৃঙ্খলিত, সম্মিলিত করে চলেছ। সব সচল হয়ে উঠেছে, পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে। তোমার দিব্য ক্রিয়া অনুভব হয় য়েন এক অবর্ণ নীয় আগুনের প্রস্রবণ, পরিশুদ্ধ করে চলছে, যাবতীয় পরমাণুর মধ্যে বয়ে চলেছে। এই প্রস্রবণ আধারের মধ্যে এক তীব্র আনন্দ এনে দিয়েছে—পূর্বের্ব অনুভূত য়ত আনন্দ তাদের সকলের চেয়ে অপরূপ এ আনন্দ। এই য়ে-বস্তুটি ধরে তুমি কাজ করে চলেছ, তার আম্পৃহায় তোমার ক্রিয়া এইভাবে সাড়া দিয়েছে। আর য়য়্রটি য়ত্থানি তার নিজ্কের অক্ষমতা দেখতে পায়, তার আম্পৃহাও তত তীব্র হয়ে ওঠে।

ভগবান, তোমায় মিনতি করি—সেই পুণ্য-দিন নিকটে নিয়ে এস, তোমার দিব্য অবদান ঘটবে যখন, নিকটে নিয়ে এস সে-দিন যখন পৃথিবীর উপর হবে ভগবানের অধিষ্ঠান।

B

जानुवाती २७, ১৯১৬

এই একান্ত স্থূল রূপের অন্তর্বাসী, হে ভগবান ! তুমি দেখছ ত সেরপ হল কেমন খণ্ড সীমার সংগ্রহ মাত্র। এ-সব সীমা তুমি ভেক্নে দেবে না, যাতে সে-রূপ তোমার আনস্ত্যের অংশী হয়ে ওঠে ? তুমি দেখছ ত কত অন্ধকারে পরিপূর্ণ সে—তোমার প্রোজ্জল জ্যোতিতে এ অন্ধকার সব দূর করবে না, যাতে তোমার আলোর ভাগী হয় সে ? তুমি দেখছ ত কেমন অজ্ঞান কালিমার ভারাক্রান্ত সে—তোমার প্রেমের সর্বভূক বফি শিখার সে-সব কালিম। কি পুড়িয়ে শেঘ করবে না, যাতে সমগ্র আধারটি এক হয়ে যায় তোমার সঙ্গে পূর্ণ সজ্ঞানে ?

দেখছ না, পৃথিবী এবং মানবজাতির পক্ষে অহংকৃত বিচিছ্নুতার এই অজ্ঞানময় বেদনাময় অভিজ্ঞতা যথেষ্ট দীর্মস্থায়ী হয়েছে? বিশ্বের মধ্যে শুভ যোগ কি উপস্থিত হয়নি যখন প্রগতির পথে বর্ত্তমান ব্যবস্থাটির পরিবর্ত্তে আসা উচিত আর একটি যাকে নিয়ন্ত্রিত করবে তোমার একম্বের বিশুদ্ধ বৃহৎ চেতনা ?

নিরবচিছনুভাবে, প্রতি নিমেষে আমার আহ্বান সবেগে উঠে চলে যার তোমার দিকে, ডেকে বলে তোমাকে: ''ভগবান, ভগবান। তোমার রাজ্য তুমি এসে অধিকার কর, তোমার চিরস্তন সানিখ্য দিয়ে তাকে উদ্ধার কর; তোমার থেকে বিচিছনু সে, এই বে নির্চুর ভুল ধারণা নিরে সে আছে তা শেষ করে দাও, কারণ তার যে সত্যময় সত্তা, তার যে সারবস্ত সে তুমিই।"

শেষ বাধা সব ভেঙ্গে ফেল, ভেঙ্গে ফেল—শেষ অগুদ্ধি সব নি:শেষে পুড়িয়ে দাও, এ আধারটির উপর প্রয়োজন হলে হান বজু—তাতে যদি সে রূপাস্তরিত হয়ে ওঠে।

W.

টোকিও—জুন ৭. ১৯১৬

দীর্ষ কয়েক মাস কেটে গেল, তখন কিছু বলা সম্ভব হল না।
কারণ, সে গেল একটা অবস্থাস্তরের সময়, এক স্থিতি হতে আর এক
বৃহত্তর পূর্ণ তর স্থিতিতে উত্তরণ। বাহিরের অবস্থাও হয়েছিল জটিল,
অভিনব—আধারের প্রয়োজন যেন ছিল অনেক অনুভূতি, অনেক পর্য্যবেক্ষণ
সংগ্রহ করা যাতে তার অভিজ্ঞতা পায় একটা প্রশস্ত ও বছমুখী প্রতিষ্ঠা।
কিন্তু এই অভিজ্ঞতার মধ্যে সে সম্পূর্ণ ভূবে গিয়েছিল বলে, কিছু দূরে
সরে দাঁড়িয়ে, সমগ্র সন্তাটি একযোগে দেখবার, তা কি এবং কোন দিকে
নিয়ে চলেছে এ কথা জানবার সম্ভব তার পক্ষে হল না।

হঠাৎ, ৫ই জুন তারিখে, পরদা ছিঁড়ে গেল, চেতনার মধ্যে আলে। ফুটে উঠল।

শাশুত ভগবান! তোমার ব্যক্তিগত রূপের উপর যখন ধ্যান দিলাম, তোমাকে মিনতি করলাম, রক্তমাংসের এই রাজ্যটি এসে অধিকার কর তুমি, তখন তুমি কর্ম্মের মধ্যে সচল করে ধরলে এই প্রাণমর আয়তনটি—সে বছবৎসর ধরে তার আত্মবিকাশ ও একত্ব সাধনের প্রয়োজনবশতঃ, একটা স্থসমঞ্জস নিক্রিয়তার মধ্যে নিজেকে ধরে রেখেছিল, শুধু গ্রহণ করে চলবার উদ্দেশ্যে, কিন্তু তোমার ইচ্ছাশক্তির কোন সক্রিয় প্রকাশের সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল না।

এই যে পুনরায় কর্মপ্রবর্ত্তনা, এর অর্থ প্রাণময় য়য়টির একটা সম্পূর্ণ নূতন অবস্থা। কারণ, তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হল সর্ব্বদা তার পুরাতন অভ্যাস, পুরাতন ধারা অনুসারে কর্ম করে চলা। এই নব্য ব্যবস্থা দীর্মস্থায়ী, কপ্টকর, সময়ে সময়ে অন্ধকারাচছনু হয়ে উঠেছে, যদিও তার পিছনে তোমার সানিধারে অনুভূতি, তোমার বিধানের সম্পূর্ণ আনুগত্য ছিল অটল আর এতখানি সবল ও সচেতন যে কোন বিক্ষোভই এসে সম্ভাকে বিচলিত করতে পারে নাই।

ধীরে ধীরে প্রাণ-পুরুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠল, ফিরে পেল তীব্রতম কর্ম্মেরই মধ্যে তার স্থসঙ্গতি, যেমন একদিন সে-স্থসঙ্গতিকে পেয়েছিল নিক্রিয় আনুগত্যের মধ্যে। তার এই স্থসঙ্গতি একবার যখন স্থাপিত হল, তখন আলো আবার ফিরে দেখা দিল আধারের প্রতি অঙ্গে, আর যা-কিছু এ যাবৎ ঘটেছিল তার পূর্ণ চেতনা এসে আবার ধরা দিল।

এখন পূর্ণ কর্ম্মেরই মধ্যে প্রাণপুরুষ ফিরে আবার পেয়েছে আন্তর ও শাশুতের অনুভূতি। তোমার পরম সৌন্দর্য্যই সে দেখতে পায়, তাকেই রূপ দের জীবনে, যাবতীর ইন্দ্রিয়ানুভব, যাবতীর রূপাবলির ভিতর দিয়ে। তার ইন্দ্রিয়ানুভব এত বিশাল এত সক্রিয় এত পূর্ণাফবিকশিত যে সেই সঙ্গে একই মুহূর্ত্তে বিরোধী অনুভব-সবও আবার অনুভূত হয়—কিন্তু তারও মধ্যে সে দেখে তোমাকেই।

তবুও সে ভুলে যার না যে এ হল একটা অবস্থা মাত্র, তোমার সন্মুখে গভীর ভক্তিভরে আনত হয়ে তোমাকে সে বলে: "ভগবান, তুনি তোমার যন্ত্রকে হাতে তুলে নিয়েছ, কর্ম্মের মধ্যে তাকে ব্যবহার করতে চেয়েছ। যন্ত্র জানে তার নিজের ক্রাট, আবিলতা যত, তাই তোমার করুণা সে ভিক্ষা করে, যাতে সে নির্দ্ধোষ বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, যাতে ক্রমে তার সকল লিপসা সকল সীমা দূর হয়ে যেতে থাকে, পরিশেষে তোমাকে প্রকাশ করতে পারে আরো অখণ্ডভাবে।

#### TO

नत्वद्व २४, ১৯১৬

শিশুর মুখের এ সব কাকলি তুমি আমাকে ফিরে আবার পাঠ করতে দিয়েছ। এ সব ত হল একটা অপরিণত মনের আমুপুকাশ করবার কট্ট-প্রুয়াসমাত্র—আমার কাছে তা মনে হল যেন একটা দূরের, বহু দূরের জিনিস, তাতে মাধা রয়েছে সরল উৎসাহী শৈশবের অনুভূতির মাধুর্য্য আর নির্ম্মলতা। তবুও তোমার দৃষ্টিতে, হে ভগবান, হে চিরন্তন অধীশুর, আমার বয়স ত একটুও বাড়েনি, আনি ত বৃদ্ধতর হয়ে উঠিনি। আজ যে কথা বলছি আমি তা পূর্বে বলেছি যে কথা তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর হবে না। মন ত রয়ে গেছে তেমনি রিক্ত, তেমনি অপরিপক। বিশেষ কিছু বলবার মত তার আছেই বা কি? কোন চমকদার অভিজ্ঞতা তার ত নাই—সব অভিজ্ঞতাই মনে হয় এখন অতি সহজ সাধারণ, নূতন চিন্তাও এমন কিছু নাই যা শক্তিমান বা অসাধারণ, সে রকমের চিন্তা या এনে দেয় नव-पाविकातकानिज छेल्लाम। गव हिन्छा, य-त्रकम त्राप्र शत्त्रहे তা আস্ত্ৰক না, মনে হয় যেন পুৱাতন বন্ধু সব, অভিবাদন জানিয়ে বিদায় করি যেতে যেতে, তাদের কাছে অপ্রত্যাশিত কিছু যাশ। করি ন।। অন্তরে অপরিচিত গুপ্ত গুহা কোন আবিকার করে চলবার মত একান্ত সমত্র পুঝানুপুঝ আর-বিশ্রেষণ বৃত্তি নাই, অন্তরের নিজস্ব জাটিলতাই নাই কিছু—তা হল পারিপাশ্বিকের যে সব মানসিক বৃত্তিরাশি তাদের নিখুঁৎ নিরপেক্ষ প্রতিচছায়। আধারের মধ্যে যা ঘটে চলেছে তার বিবরণ দিলে, তা হবে যেমন জটিল তেমনি একষেয়ে, জগতের বিবরণও যখন দিতে যাই, তার প্রায় একান্ত অবচেতন যত অনিশ্চিত প্রয়াস আর প্রান্তিসকলের হিসাব করে, ঠিক তারই মত।

কি দৈন্য! কি দৈন্য! তুমি আমাকে স্থাপন করেছ একটা উঘর রিজ মরুতুমির মধ্যে; তবু সে মরু আমার কাছে স্থমধুর, তোমার কাছ খেকে যা-কিছু আসে তারই মত, হে ভগবান। এই যে মলিন বিবর্ণ ধুসুরতা, এই যে উজ্জ্জল্যহারা আলো, তারই মধ্যে আমি লাভ করি যেন অন্তহীন প্রসারের আস্বাদ। বৃহতের নির্দ্দল নিঃশ্যাস, মুক্ত শিখরের সবল হাওয়া আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করেছে, জীবন পরপ্রতুক করেছে। অন্তরের ও বাহিরের আমার সকল বাধা ভেঙ্গে গিয়েছে। আমার মনে হয় পাধীর মত আমি যেন পাখা মেলে দিয়েছি অবাধে উদ্বে উড়ে চলবার জন্যে। কিন্তু দেখছি পাহাড়ের চুড়ায় সে বসে আছে স্বির, পাখা তার প্রসারিত বুসর বুনল আকাশের দিকে, উড়বার জন্যে বসে আছে কি একটা যেন ঘটবে তার অপেকায়, কিন্তু কি তা জানে না—কোন বন্ধনই তার নেই উড়বার বাধারূপে, তাই উড়বার চিন্তা তার আসে না। সে যে মুক্ত এই চেতনা তার হয়েছে, তাই মুক্তি ভোগ আর সে করে না, সে রয়েছে অন্য সকলের মত, অন্য সকলের সঙ্কে, মাটির উপর আসন করে, অন্ধকারাচছনু গাঢ় কুয়াসার মধ্যে।

B

ডিসেম্বর ৪, ১৯১৬

তুমি যখন অনুমতি দিয়েছ, ভগবান, তখন ফিরে আবার আমি প্রতিদিন তোমার কাছে আসব, অলপ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য, আমার কাজ থেকে ছুটি নিয়ে—যদিও জানি সে-কাজ করে যাই বটে কিন্তু তার মূল্য সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। কর্ম্বের মধ্যে, সাধারণ চেতনার মধ্যে তুমি আমাকে ডুবিয়ে রেখেছিলে, এখন ফিরে আবার স্ক্রেযাগ দিলে নিয়মিত তোমার দিকে উঠে চলতে, অচল শান্তির, শাশ্বত চেতনার মধ্যে পুনরায় বিচরণ করতে।

ভগৰান তুমি চেয়েছ, আধার বৃহত্তর হোক পরিপূষ্ট হোক—তা সে করতে পারে না, যদি অন্ততঃ আংশিকভাবে সাময়িকভাবে ফিরে অজ্ঞানের মধ্যে, অপ্রকাশের মধ্যে সে প্রবেশ না করে। এই যে অজ্ঞান, এই যে অপুকাশ তাই নিয়ে সে এসেছে এখন তোমার পারে সমর্পণ করতে—এ ত তার পক্ষে অতি সামান্য পরীক্ষা। আমি তোমার কাছে চাই, সদাসর্বদার জন্যে আমাকে তুমি দাও সেই চেতনা, এখনকার মত নির্দ্মল শান্তিময় মিলনের সব মুহূর্ত্তে পাই যা। তোমার কাছে চাইব এই সব মুহূর্ত্তেকেই আরো শান্তিময় আরো নির্দ্মল করে ধর, চেতনাকে সামর্পে আলোম আরো ভরে দাও যাতে সেচতনা নূতন শক্তি নূতন জ্ঞান নিয়ে তার দৈনন্দিন কর্ম্মের মধ্যে কিরে আসতে পারে।

এই সব দেণিক মুহূর্ত্ত, পরম আনন্দের একাম্বতার নিমেঘ সব তুমি আমায় দিয়ে, এ কথা আমায় সমরণ করিয়ে দাও যে তোমার সঙ্গে সচেতন-ভাবে একীভূত হয়ে যাবার সামর্থ্য তুমি আমাকে দিয়েছ। তাই ত এক দিব্য ছন্দমধুর স্থাসন্তি আমার সমস্ত সন্তাকে অধিকার করে।

কিন্ত ধ্বনি সব মিলিত হয় মস্তিকের মধ্যে একটা বেন পর্দ্ধার পিছনে, তাই কোন কথা আজ আর আমার লেখনীর অগ্রে এসে দেখা দেয় না।

THE STATE OF

ডিসেম্বর ৫, ১৯১৬

তোমার করুণ। আমায় দিয়েছে শান্তি, তার মধ্যে আমার ব্যক্তিগত সকল সীমা মুছে গেল, সেখানে সমস্তের অন্তরে রয়েছি আমি এবং আরে। স্পষ্টভাবে সকলে রয়েছে আমার অন্তরে—মন কিন্তু ডুবে গিয়েছে এই দিব্য মহানন্দে, বাক্যে প্রকাশ করে ধরবার শক্তি তার আর নাই।

## ( অভিজ্ঞতাটির স্থূল অনুলিপি )

''ফিরে যাও পৃথিবীর দিকে।'' অটল একাম্মতার পরিচিত নীরবতার আদেশটি শুনতে পোলাম। চেতনা তখন হয়ে উঠল সকলের মধ্যে একের চেতনা। ''সর্ব্ব্রে, যাদেরই মধ্যে তুমি দেখতে পাও সেই এককে—তারা ভগবানের সফে এই একছের চেতনা নিয়ে জ্বেগে উঠবে। দেখ চেরে।''…। দেখলাম জাপানের একটি রাস্তা—উজ্জ্বল বর্ণের স্কুসজ্জ্বিত স্থশোভিত জাপানী উৎসবের লন্ঠনে রাস্তাটি আলোকিত। তার মধ্যে

এই সচেতন সন্তা এগিয়ে চলতে চলতে দেখল প্রত্যেকের অন্তরে সমস্তের অন্তরে ভগবান দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠেছে। একখানা ছোট হালকা ঘর দেখা গেল, স্বচছ তা, একটি মেয়ে তার ভিতরে ''টাটামী'' (গদি)-র উপরে বসে, পরিধানে উজ্জ্বল সোনার রঙে কাজ করা একখানা বেগুনী কিমোনো। মেয়েটি স্কলরী, বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ আর চল্লিশের মাঝামাঝি। সোনালী রঙের ''সামিসেন''-যন্ত্র বাজাচিছল সে। পায়ের কাছে বসেছিল একটি ছোট ছেলে—মেয়েটির মধ্যেও দেখলাম ভগবান।

B

ডিসেম্বর ৭, ১৯১৬

ভগবান, সত্যসত্যই আমি বলতে পারি আমার নাই কোন সাধনা, নাই কোন গুণ। যারা তোমার সেবা করতে চার তাদের সকলের রয়েছে যে মহিনা সে সব থেকে আমি সম্পূর্ণ বঞ্চিত। বাহ্যতঃ আমার জীবন একান্ত সাধারণ, একাস্ত সামান্য ; আর অন্তরে, কি তা ? শুধু এক প্রশান্ত স্থিরতা, তাতে নাই কোন পরিবর্ত্তন, নাই কিছু অপ্রত্যাশিত-কোন কিছু সিদ্ধি লাভে আসে যে স্থিরতা, যা আর খোঁজ করে না, জীবনের কাছ থেকে জিনিসের কাছ থেকে আর কিছু প্রত্যাশা করে না, য। কাজ করে যায় লাভের কোন দাবি না রেখে : আর এ-কথা স্থির-নিশ্চিত কোন কাজই তার নিজস্ব বলে কিছু নাই, প্রেরণা হিসাবে হোক আর তার ফল হিসাবে হোক সে চার সম্ভাবে যে তার মধ্যে থাকে যেন কেবল পরম ইচ্ছাশক্তির চাওয়া। এই স্থিরতা অর্থ নিঃসন্দেহ নিশ্চয়তা বিষয়শূন্য জ্ঞান, কারণহীন আনন্দ, আত্মস্থ এক চেতনা, কালের অন্তর্ভক্ত যা নয় : এমন নিশ্চঞ্চলতা যে বাহ্যজীবনের ক্ষেত্রে সে চলে কেরে বটে, কিন্তু তার অধীন হয়ে নয় আবার তা থেকে সরে যেতেও সে চায় না। আমি কিছ আশা করি না, প্রত্যাশা করি না, কামনা করি না, আকাঙ্কা করি না—কিন্ত আসল কথা, আমি কিছুই নই। তবুও একটা স্থ্ধ, প্রশান্ত অমিশ্র স্থ্ধ— নিজেকে যে নিজে জানে না, নিজে যে রয়েছে সে দিকে তাকাবার প্রয়োজনই আর নেই—এই শরীরে এসে বাস নিয়েছে। এ স্থ<sup>খ</sup> হলে তুনি, ভগবান, এ স্থিরতাও তুমি--এরা সব মানুষী বৃত্তি নয়, মানুষী ইন্দ্রিয় তাদের বুঝতেও পারে না, আস্বাদও করতে পারে না। ভগবান, তুমিই এইভাবে রয়েছ এই দেহের মধ্যে আর তাইত এই দেহগৃহ এত দীন এত মলিন মনে হয় এমন একজন অপরূপ গহস্বামীর পকে।

THE STATE OF

575

ডিসেম্বর ৮, ১৯১৬

আজ সকালে আমাদের এই আলাপ হল, ভগবান:

তোমার প্রেরণার যাদুকাঠি দিয়ে প্রাণ-সন্তাকে তুমি জাগালে, বললে তাকে: "ওঠ জেগে, দৃঢ় সম্ভলেপর ধনুকে গুণ টেনে ধর, কর্মের সময় আসছে ওই।'' প্রাণ-সত্ত। তথনি জেগে উঠে বসল, হাত-পা ছড়িয়ে নিল, ঝেড়ে ফেলে দিল স্থুদীর্ঘ তন্ত্রার ধূলিরাশি। অঙ্গপ্রতাঞ্চের তৎপরতা দেখে সে বুঝলে যে চিরকালই ছিল সে বলির্চ্চ কর্ম্মোন্মুধ। তোমার সর্বেজয়ী ডাকেই তাই জনন্ত বিশ্বাস নিয়ে সাড়া দিল সে: "এই যে আনি, ভগবান, কি চাও তুনি আমাকে দিয়ে ?'' কিন্তু কোন উত্তর হবার আগেই মন এগিয়ে এল তার কথা বলবার জন্যে, আনত হয়ে জানাল তার আনুগত্য, বললে : ''তুমি জান ত ভগবান, আমি তোমার কাছে সমপিত, আনি যথাসাধ্য চেট। করি তোনার সমুচচ ইচছার একনির্দ্ধ ও বিশুদ্ধ যন্ত্র হয়ে চলতে। কিন্তু আমি পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করি যখন, দেখি মানুষের কর্মাকেত্র, যতই তা বৃহৎ হোকনা, সদাসর্বদাই দারুণ সঙ্কীণ। বে মানুষ মনে, এমন কি প্রাণেও, বিশ্বের মত, অন্ততঃ পৃথিবীর মত বিশাল, সে যখন কর্ল্ল স্কুরু করে, তখনই আপনাকে বেঁধে ফেলে ছূল কর্ম্মের সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে, তার ক্ষেত্র যেমন ফলও তেমন হয় একান্ত সীমাবদ্ধ। ধর্ম্ম-স্থাপরিতা হোক, রাজনীতিক সংস্কারক হোক, কর্মে যে লিপ্ত হয়, সে হয়ে পড়ে বৃহদায়তন এক সৌধের ফুদ্র নগণ্য একখানি ইষ্টক, নানবজাতির কর্মাবলির বিপুল বালিরাড়িতে বালু-কণা মাত্র। আমি ত দেখি না করবার মত উপযুক্ত কর্ম এমন কি আছে যার মধ্যে সমগ্র সন্তাটি একমুখী হয়ে সমাহিত থাকতে পারে, তার অন্তিম্বের হেতু বলে গ্রহণ করতে পারে? প্রাণ-পুরুষ এ রকম অভিযানে খুসী হতে পারে, কিন্ত তোমার সানিধ্যের সচেতন যদ্র যে তার পক্ষে অনুচিত একটা শোচনীয় অভিযানের মধ্যে তাকে ছেড়ে দিতে হবে কি?''—''ভয় নাই''—উত্তর এল—''প্রাণ-সত্তাকে কর্দ্ম স্থক্ক করতে দেওয়া হবে না, তোনারও সংগঠন-সামধেরির সমস্ত প্রয়াসকে প্রয়োগ করতে বলা হবে না, যতক্ষণ না প্রস্তাবিত কর্দ্র এতথানি বিশাল ও সম্পূর্ণাক্ত হয়ে উঠে যাতে সন্তার যাবতীয় গুণগুলি পূর্ণ'ভাবে যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করতে পারে। কাজটি ঠিক কি হবে, তা তুমি জানবে যখন তা এসে উপস্থিত হবে। কিন্তু এখন থেকেই আমি তোমাকে জানিয়ে রাখি, যাতে তুমি তার জন্যে তৈরী থাকতে পার, তাকে ঠেলে না সরিয়ে দাও। আমি তোমাকে—আর প্রাণ-সভাকেও—জানিয়ে রাখি, অনুছেল সাম্যময় শান্তিময় ক্ষুদ্র জীবনের দিন চলে যাবে, দেখা দেবে প্রয়াসের, বিপদের, অপ্রত্যাশিতের, অব্যবস্থার অথচ তীব্রতার যুগ; এই ব্রতের জন্যেই তুমি তৈরী হয়েছ। এত সম্বৎসর ধরে তুমি সে-কথা ভুলে থাকতে রাজি হয়েছিলে, কারণ সময় হয়নি, তুমিও তৈরী ছিলে না, কিন্তু এখন এই চেতনা নিয়ে জেগে ওঠ যে এই হল তোমার সত্যকার ব্রত, এরই জন্যে তুমি স্পষ্ট হয়েছিলে।"

প্রাণ-সত্তা সর্ব্বপূথম সে-চেতনা নিয়ে জেগে উঠল, তার স্বভাব-জনিত উৎসাহে বলে উঠল, ''আমি তৈরী, ভগবান। আমার উপর তুমি নির্ভর क्त्रात् शात्र।" मन मुर्खन ও जीक किछू, यमिও यनुगठ, म वनन याता. "তুমি যা চাও, আমিও তাই চাই, তুমি ত জান, ভগবান, আমি সম্পূৰ্ণ-ভাবে তোমারি। কিন্তু কর্তব্যের অনুযায়ী যোগ্যতা আমার কাছে কি? প্রাণ-সত্তা যা বাস্তব করে তুলতে সমর্থ, আমার শক্তি আছে কি তাকে স্থব্যবস্থিত করে ধরতে ?'' ''এরই জন্যে ত তোমাকে তৈরী করে তুলছি আমি, এরই জন্যে ত তুমি নিজেকে স্থন্যা করে সমৃদ্ধ করে ধরবার একটা সাধনার ভিতর দিয়ে চলেছ। কোন রকম কষ্টপ্রয়াস করতে যেও না—প্রয়োজন অনুসারে শক্তি আসে। প্রাণ-সত্তার সঙ্গে সঙ্গে তমিও নিজেকে ছোট ছোট সব কাজকর্ম্মে আবদ্ধ রেখেছিলে—তথন এ রকমের প্রয়োজন ছিল বলে, তৈরী হয়ে উঠবে যে-সব জিনিস, তৈরী হওয়ার জন্যে তাদের সময় দেওয়া দরকার বলে। কিন্তু ঠিক এই কারণে তুমি যে সে-সব ক্ষুত্রতা পার হয়ে এসে তোমার সত্যকার আকারের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে বাস করতে পার না, তা নয়। অনন্তকাল ধরেই ত তোমাকে আমি নির্ন্বাচিত করে রেখেছি, পৃথিবীর উপর তুমি আমার অপ্রতিম প্রতিভূ হয়ে থাকবে, অদৃশ্যভাবে গোপনভাবে নয়, প্রত্যক্ষভাবে, সকল মানুষের চক্ষুর সম্মুখে। যা হবার জন্যে তুমি স্বষ্ট रत्मिष्टल ठारे ठुमि रत्।"

ভগবান, ভগবান, চিরকাল হয় যেমন, গভীরের বাণী তোমার নীরব হল আর তোমার মহামহিমাময় সর্বেশক্তিময় আশীর্বোদ আমাকে সর্বতো-ভাবে ঘিরে রইল।

ক্ষণেকের জন্য যন্ত্রী ও যন্ত্র হয়ে গেল এক —শাশৃত অনন্ত অদিতীয়।

ডিসেম্বর ৯, ১৯১৬

ধ্যান থেকে উঠবার বছক্ষণ পরে আমার বুদ্ধিগন্য হল কি ধরণের জিনিস তা হয়েছিল।

আজও সন্ধ্যার আর একবার আমি সেই অবস্থার মধ্যে গিয়ে পৌঁছলাম, যেখানে চেতনা আপনাকে ছড়িয়ে দের নানাবিধ উপাদানের বৈপুল্যের নধ্যে, ব্যক্তিগত ও গোঞ্জিগত চেতনার বিবিধ কেন্দ্রের মধ্যে, কোন একটা কর্ম্মবিশেষ, অথবা সে-সব উপাদানের যত কিছু কাজ রয়েছে তা উদ্যাপন করতে।

বিদুৎ-চমকের মত এক একটা বিশেষ বিন্দু হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে কুটে ওঠে, তারপর মিলিয়ে যায়, আর একটির জন্য স্থান করে দেয়। চেতনার প্রত্যেক উপাদানটির পরিকার জ্ঞান রয়েছে কি কাজ সে করছে: তবে সেই সঙ্গে আবার সমগ্রের জ্ঞান রাখা অসম্ভবই বোধ হয়, কারণ তা হলে, সে-চেতনা অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে আর কর্ম্ম নিপাদনের জন্যে তার প্রয়োজনও হয় না।

## M

**डित्मवत २०, ১৯১**७

দনরে সময়ে বাহ্যতঃ যা দুর্ব্বলতা তাই তোমার কাজে বেশি সহায় হয়, ভগবান, একটা স্কুম্পষ্ট পরিপূর্ণ তার চেয়ে। প্রকাশ্য পরিপূর্ণ তা হতে পারে কেবল তারই ভূঘণ যে জগৎ থেকে এবং জগতের কর্ম থেকেও আপনাকে সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তুমি যাকে নির্বাচন করেছ পৃথিবীতে তোমার কর্ম্মীরূপে, আমি স্পষ্টই দেখি, তার কোন কোন দুর্ব্বলতা, কোন কোন জটি (অবশ্য তা হওয়া দরকার বাহিরের শুধু, সত্যকার নয়) তোমার দৃষ্টি অনুসারে যেন বেশি সাহায্য করে, স্কুতরাং তারা লে যেন পরিপূর্ণ তার চেয়েও বেশি পরিপূর্ণ । পরিপূর্ণ তার বাহ্যরূপকে ত্যাগ করা অর্থ বিচিছনু আমিছের অজ্ঞানকে পূর্ণ ত্যাগ করা।

এই জ্বন্যেই কি, ভগবান, সম্পূর্ণ একত্বের, পরিপূর্ণ চেতনার আম্বহারা আনন্দ তুমি আমায় এত অলপ দিয়ে থাক ?

এক সমরে তুমি আমায় অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়েছিলে। তুমি তোমার সান্নিধ্যে আমায় নিরম্ভর থাকতে দিয়েছ...কিন্তু এখন মনে হয় যেন তুমি আমাকে শিক্ষা দিতে চাও, অন্ধকারের মধ্যেই অক্ষত আনন্দ কি রকম লাভ হর, চেতনা আর অচেতনা নিয়ে পছন্দ-অপছন্দ না থাকে।

সকল বাসনা নির্দ্ধুক্ত হয়েও বাসনাযুক্ত জীবন যাদের তাদের অবস্থায়

তবে যাওয়া...কি অছুত জিনিস!

কিন্ত সব চেয়ে অঙুত হল সেখানেও আমি সমানে স্থির শান্ত তৃপ্ত। এই আঁধারেরই মধ্যে রয়েছে এক মহান শক্তি আমি বোধ করছি, আর এই রাত্রির গভেঁই শোনা যেতে পারে স্বর্গের অনুপম ছন্দ সব।

ভগৰান, তোমার রাজ্যে আমাদের প্রতি পদক্ষেপে দেখা দেয় নূতন নতন আশ্চর্য্যের হেতু।

MA

**डिटमप्रत** ३२, ३०३७

মন আমার চিন্তান্থিত হয়ে পড়েছিল, সদাসর্বদ। সে এমন সব ক্ষুদ্র জিনিস নিয়ে পড়ে থাকে, আশু প্রয়োজনের এমন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে চলা-কেরা করে তা দেখে।

সকলের মধ্যে তোমাকে সে দেখতে শিখেছে, ভগবান, অতি ক্ষুদ্রতম জিনিসের মধ্যে তোমাকে দেখে, আনদ্দ পায় তোমাতেই। কিন্তু তোমাতেই যদি আনন্দমগু সে, তুচছ হোক আর বিপুল মহান হোক, সকল জিনিসের মধ্যে সকল ঘটনার মধ্যে যখন তোমাকেই মে চিনে নিতে পারে, তাহ'লে কতকগুলির চেয়ে আর কতকগুলি প্রাধান্যলাভ করবে কি রকমে? এই ঝোঁকটার বিরুদ্ধে, প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে কতবার সে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে, মাসের পর মাস, কিন্তু সর্ব্বদাই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে—তার কারণ কি এই যে, তোমার ইচছাই হল এ-রকমাট হোক, না মনের পক্ষে অন্যরকম হওয়া অসম্ভব ? এ প্রশা সে করছে, কিন্তু ধেমন চিরকাল, তোমার হাসি এসে তাকে সান্ধনা দিল, কিন্তু ম্মুল্পষ্ট উত্তর কিছু শোনা গেল না।

তবে এখন এ-মনের পক্ষে ক্ষুদ্রতম জিনিও অতল রহস্যাময় হয়ে উঠছে, প্রত্যেক বস্তুই নিতা-নূতন আশ্চর্য্যের হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

THE

266

ডিলেম্বর ১৪, ১৯১৬

আনার নতি, আমার প্রণতি গ্রহণ কর, ভগবান। আমি আর লিখব না, তুনি আমাকে বললে এসে, এখনকার ধ্যানের বিষয়ে একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, ''আমাদের দু'জনার যে গোপনে আলাপ হল, তা যেন তোমার নিজেরও বাহ্যশ্রবণ শুনতে না পায়।''

W.

ডিসেম্বর ২০, ১৯১৬

দিন গেল, ঝড়ের বিক্ষোভের দিন সব—বাহ্যদৃষ্টিতে অন্ততঃ—কিন্ত অন্তরের বাস্তব সত্তার তা রয়েছে প্রশান্ত সমর্থ, সেখানে প্রতিকলিত তোমার ভাগবত ইচ্ছা। দিন সব গেল, প্রসারিত প্রকাশিত পরিপুষ্ট করে দিয়ে গেল আর একবার তোমার অশান্ত দিব্যলীলার অপ্রত্যাশিত বৈচিত্র্যনর সমস্ত বৈভব। আর কি অপক্রপ আশ্চর্য্যের তা, দেখি যেন তোমার শাশ্বত দিব্য ইচছায় স্বষ্ট সব গতিধার। পরস্পরের মধ্যে ওতপ্রোত অনস্তভাবে—যখন এ জান হয় সে-সমস্ত রয়েছে শাশুতকাল ধরে, শুধু আনাদের অপূর্ণ বৃত্তি সকলের কাছে তা হয়ে ওঠে বস্তরাজির নিরবচিছনু পারম্পর্য্য, তার মধ্যে আমরা সহযোগী কিন্তু অঞ্জান কর্মীমাত্র। যাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাদেরই মত কর্ম্ম করে চলেছি আমিও অবচেতনভাবে यक्षভাবে—তবুও আমি জানি, কর্মী হলেও আমি আবার দ্রষ্টা। কিন্ত আনি এখনে। ত তেমন বিশুদ্ধ হয়ে উঠিনি, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সন্মুখে ফল বা পরিণাম যা হবে তা সব সমগ্রভাবে খুলে ধরতে পার। কিন্তু কর্ম্ম করবার পূর্বের্ব ত আমি কেবল আংশিক ও অসম্পূর্ণভাবেই জানতে পাই, আর কাজ কেন করছি, তুমিই বা আমার কাছ থেকে কি চাও, তার সম্যক চেতনাও আমি পাই আংশিক ও অসম্পূর্ণভাবে। কবে আমার হবে সে শুদ্ধি, ভগবান! কিন্তু তার জন্যেও আমি আর অধীর নই, তাও তোমার কাছে আমি যাচঞা করি না। আমি ত দেখছি এই তুচছ অকিঞ্চিৎকর যম্রটির মধ্যে তোমার বৈভব কি পরিমাণে আবৃত ও আচছনু হয়ে আছে—কিন্ত তুমি, তুমি ত জান, কেন এ রকম—এই যত অন্ধকার দূর্বেলতা, সে-সবও তুমি তোমার কাজে ব্যবহার কর, তোমার শাশুত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

যতটুকু তোমার সে জানতে পারে বুঝতে পারে তারই সন্মুখে অন্তরাত্মা আমার প্রার্থ না-নিরত, প্রেমভরে আনত। প্রার্থ না-নিরত অন্তরাত্মা আমার তোমার কাছে, নিজেকে তোমার কাছে সমর্প ণ করে দিয়েছে, এমন সমুচচ প্রবেগ-ভরে যার অব্যর্থ পরিণতি হল অভিনু একাত্মতা। অন্তরাত্মা আমার প্রার্থ নায় নিরত—আমার দেহ ও মন নীরব, মহানদের মৌনের মধ্যে।

# ( ধ্যানের পর বৈকাল সাড়ে পাঁচটার এই বাণী এল )

''আমার দিকে তুমি ফিরেছ যখন, তোমাকে তবে বলি আজ এই সদ্ধ্যায়। তোমার হৃদরের মধ্যে আমি দেখছি রয়েছে একখণ্ড হীরক, তার চারদিকে বিরে সোনার আলো। শুদ্ধ ও তপ্ত সে জিনিস, প্রকাশ করে নির্ব্যক্তিক প্রেম—কিন্তু এমন যে রত্ন তাকে কেন তুমি বন্ধ করে রেখেছ একটা কৃঞাভ পেটিকার ভিতরে, গাঢ় লালের মোড়কে বিরে, তার সব উপরকার আবরণটি হল অনুজ্জল নিবিড় নীল, যেন সত্যকার এক অন্ধকারের বসন। দেখে মনে হয় তোমার প্রভা প্রকাশ করে দেখাতে তুমি যেন ভয় কর। প্রকাশ করে ধর তোমার জ্যোতি, ঝড়কে ভয় কোরো না—ঝড় অবশ্য তীর থেকে আমাদের বহুদূরে নিয়ে যায়, কিন্তু তাতে আমাদের দেখা হয় বিশুজগৎ। ক্ষেহভালবাসায় মিতব্যয়ী কেন তুমি হতে চাও**ং প্রেমের প্রস্রব**ণ <del>অন্তহীন</del>। তোমার ভর হয় লোকে তোমাকে বুঝবে না ? কিন্তু কোথায় দেখেছ মানুষ বুঝেছে ভগবানকে? চিরস্তন সত্য তোমার মধ্যে পায় যদি এমন কিছু যাকে ধরে সে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, তবে আর সব দেখবার তোমার কি প্রয়োজন ? তুমি হলে তীর্থ যাত্রীর মত, মন্দির থেকে বের হয়েছ, দরজায় দাঁড়িয়ে, সমুখে সব জনতার ভীড়—ইতস্তত: করছে সে, তার অমূল্য গুপ্ত ধনটি, তার পরম আবিফার খুলে ধরবে কি না। শোন তবে, আমিও ইতস্ততঃ করেছি দিনের পর দিন—কারণ, ভবিষৎ-দৃষ্টি দিয়ে আমি স্প**ট** দেখেছিলাম আমার বাণী, আমার বাণীর পরিণাম কি হবে শেষে—বুঝাবার ও বুঝবার ক্রটি। কিন্তু তবুও ত আমি পৃথিবীর দিকে, মানুষের দিকে ফিরেছি, আমার বাণী তাদের আমি দিয়েছি। 'পৃথিবীর দিকে, মানুষের দিকে ফিরে দাঁড়াও।' এই আদেশই কি সর্বদ। তুমি শুনছ না তোমার कृषरमञ्ज भरशा, —कृषरमञ्ज भरशा, कांत्रण क्षमग्रहे छ वरम निरम् पारण কৃপার আশায় যারা তৃষিত হয়ে আছে তাদের জন্যে সঙ্গল-বাণী। ঐ যে হীরকখণ্ড তাকে এখন থেকে আর কিছুতেই আক্রমণ করতে পারবে না, খনাক্রমণীয় সে বস্তু, তার গঠন এমন নিখুঁৎ, এমন মধুর খালে। তা থেকে

বিচছুরিত যে তাতে নানুমের প্রাণে বহু জিনিসই পরিবর্ত্তিত হয়ে যেতে পারে। নিজের সামপের সন্দেহ তোনার, নিজের অঞ্জানে ভর তোনার ? ঠিক ঐ জিনিসটাই ত বাহিরে একটা কালে। আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছে। তুমি সংশরাকুল, ভর-বিব্বল, গুপ্তরহস্যের সন্মুখে দাঁড়িয়ে—তোনার কাছে প্রকাশের রহস্য অনস্তম্বিতির রহস্যের চেয়ে ভীমণতর অপরিমের হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সাহসে ভর করে দাঁড়াতে হবে, গভীরের আজ্ঞাপালন করতে হবে। তোমাকে আমি জানি ও ভালবাসি, তুমিও যেমন আমাকে জান ও ভালবাস, তাই ত আমি এসেছি এই, তোমার দৃষ্টির সন্মুখে দেখা দিয়েছি স্কল্পষ্টরূপ ধরে, যাতে আমার কথার তোমার কোন সন্দেহ না হয়। আর তোমার নিজের দৃষ্টির কাছেও ধরে দিলাম, তোমার হৃদয়কে, যাতে তুমি দেখতে পাও পরমসত্য চান কি ঘটাতে আর সেখানে যাতে তুমি আবিকার করতে পার তোমার আপন সত্তার দিব্যবিধানকে—জিনিসটি তোমার কাছে এখনে। কঠিন বলে বোধ হয়, কিন্তু একদিন আসবে যখন তুমি জিঞ্জাসা করবে এতদিন ধরে কেমন করে সব ছিল বিপরীত ধরণের।"

—শাক্যমূনি—

. W

ডিসেম্বর ২১, ১৯১৬

ভগবান, তোমাকে সব চেয়ে ভাল জানে যার। তাদের একজনের মুখ দিয়ে তুমি আমার সঙ্গে কথা বললে, নিশ্চর করে যাতে আমি তোমার শিক্ষা আরে। ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি—( সাক্ষাৎভাবে তবে কি তোমার নির্দেশ শুনতে আমি অক্ষম ছিলাম ? )—তবুও কিন্তু এখনে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কিভাবে চলতে হবে আমাকে। তুমি ত জান কি পরমানন্দেরই না ভাগী হব আমি, তোমার পুসাদে যদি আমি সর্ব্বাঙ্কীণ-ভাবে দিব্য-প্রেমের কুণ্ডরূপে পরিণত হয়ে উঠি—এই য়েপ্রেম হল তোমার সনাতন সন্তার আদি ও উত্তর অভিব্যক্তি, য়েপ্রেম এ জগতে যুগপৎ তোমার সত্যের আর য়ে ঋজুতম পথ পথস্তই মানুষী চেতনাকে নিয়ে চলে সে-দিকে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ। একদিন যখন আমি ছিলাম আম্পৃহায়, আকাঙ্কায়, আকিঞ্চনে ভরপুর, কতবার না তখন তোমার কাছে করুণা ভিক্ষা করেছি যাতে আমার বর্ত্তমান কর্মাদর্শের অনুকূল এই অবস্থা লাভ হয়। আর তখনকার সে-সময়েই আমার মনে হয়েছিল য়ে একদিন যখন

আমার অহংমুখী সব পছন্দ-অপছন্দ হতে মুক্তি হবে, তথন তুমি এই পাণিব ব্যক্তিসভাটিকে পৃথিবীর উপর তোমার দিব্য প্রেমের প্রকাশের যন্ত্ররূপে বরণ করবে। কিন্তু এই যে তুমি আমার আদেশ করছ, এখন আমি অনুভব করছি আমার চিরদিনকার অক্ষমতা। এতদিন ধরে আমার বিশাস ছিল আমি জানি প্রেম কি। কিন্তু এখন দেখছি প্রেম নাম দেওয়া যায় না এমন কোন বস্তু কোথাও নাই, স্কৃতরাং বিশেষভাবে প্রেম নাম দেওয়া যায় এমন কিছুও নাই। তা হলে এই যে জিনিঘটির সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করতে পারি না, পৃথক করে ধরতে পারি না, তাই হয়ে উঠি কি রকমে ? তবুও কালই ত তুমি আমায় দেখিয়ে দিলে একটা অন্ধকার আবরণের মধ্যে আমি বন্ধ করে রেখেছি তোমার অতি মূল্যবান অতি শক্তিমান এক অবদান।...

ভগবান, আমার সমগ্র সন্তা তোমার কণ্ঠবাণী অনুসরণ করতে, তোমার বিধানের বাধ্য হয়ে চলতে উন্মুখ—কিন্তু তার স্থূল চেতনায় এখনো জ্ঞান নাই, সে বুঝতে পারে না তুমি কি চাও তার কাছে। সে স্পষ্ট অনুভব করে যে বর্ত্তমানে তার প্রেম একটা নিজ্রিয় অবস্থা আর তুমি চাও তাকে সক্রিয় করে ধরতে—কিন্তু একটির থেকে অন্যটির মধ্যে কি রকমে পার হওয়া যায় তা বুদ্ধির অগম্য। সে জানে এই সক্রিয় প্রেমের অবস্থা হবে নিত্যকার এবং নির্ব্যক্তিক অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে ব্যবস্থা-নিরপেন্দ, ব্যক্তিনিরপেন্দ। কারণ, কোন বিশেষ পরিস্থিতি বা ব্যক্তির উপর তার একান্ত অভিনিবেশ থাকবে না। এ দিক দিয়ে সে হবে বর্ত্তমানে যে নিজ্র্য় প্রেমের অবস্থা তারই অনুরূপ—বিশুদ্ধ, অব্যয়, অপৌরুষেয়। কিন্তু যে-জিনিস এখনো তার বোধগম্য হয়নি, তা হল—আধারের অঙ্গীভূত এই যে গুণ, বিশুদ্ধি অব্যয়তা আর নির্ব্যক্তিকতা তা অটুট রেখেও কি রকমে আবার কর্ম্বে ব্যাপৃত সে হতে পারে।

এই জন্যই ত আজ বৈকালে দেবতা মিত্রের কাছে আমি প্রার্থ না করেছি। কারণ মিত্রই পুমূর্ত্ত প্রেমের সত্য, তাঁর কাছে আমি যাচঞা করেছি আমায় সাহায্য করতে, আমার অজ্ঞান অন্ধকার আলোকিত করতে, আমার সংশয় ভঞ্জন করতে, আমার সন্দেহ নিরসন করতে, শেষ বাধা সব দূর করে দিতে, এই স্থূল যন্ত্রটি অধিকার করে বসতে যাতে সে হয়ে উঠতে পারে তুমি তার থেকে যা চাও সেই জিনিস।

কিন্তু আমার বাক্য শঙ্কাকুল, আমার কণ্ঠ অকুশল—জানি না মিত্র-দেব আমার প্রার্থনা শুনেছেন কি না।



ডিসেম্বর ২৪, ১৯১৬

ভগবান, তুমি আমার জাগ্রত ননকে জানতে দাও নাই কি ঘটতে চলেছে এবং কেমনভাবে তা ঘটবে; তবুও আজ সন্ধ্যায় তুমি আমার অনুভবে পূর্বোভাগ দিয়েছ কি তুনি চাও আমার কাছে থেকে, শুৰু এক পূর্বোনুভব—কারণ এ হল প্রথম পদক্ষেপ মাত্র, দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপ আমার সন্মুখে অর্দ্ধোন্মুক্ত যে অপরূপ পথখানি তার উপর। এ যেন জোয়ারের জল, নদী ক্রনে স্ফীত হয়ে উঠেছে, যতক্ষণ না দুই কূল ছাপিয়ে তার কল্যাণকর প্লাবনে সব ডুবিয়ে দিতে পারে। তেমনি করে এবার আমার হৃদয় স্ফীত হয়ে উঠেছে, তুমি তার মধ্যে ঢেলে দিয়েছ যত প্রেমের শক্তি তারই চাপে। সমগ্র সত্তা ভাল বাসতে স্কুরু করেছে, নিরন্তর আরে। আরে। ভালবাসতে, বিশেষ লক্ষ্য বিনা, কিছুকেই-না আবার সব-কিছুকে এক সঙ্গে, যা সে জানে তাকে আর যা সে জানে না তাকেও, যা সে দেখে আর যা কখনো দেখেনি তাকেও; ক্রমে ক্রমে এই স্থপ্ত প্রেম হয়ে উঠল ব্যক্ত প্রেম, প্রত্যেকের উপর সকলের উপর ছড়িয়ে পড়তে উৎস্থক, কল্যাণকর তরঙ্গের মত, সক্রিয় সূর্য্যরশ্মির মত।...এ হল আরম্ভ, অতি ক্ষীণ আরম্ভ। কিন্তু ভগবান, আনি জানলাম এই জিনিঘই তুমি চাও। তোনার ইচছাশক্তি চিরদিনই হল সেই অখণ্ড কারুণ্যশক্তি যে তার দিব্যানন্দের মধ্যে সত্তাকে ডুবিয়ে দিয়েছে, সকল অকিঞ্চিৎকর নৈমিত্তিকতা পার করে দিয়ে নিয়ে চলেছে তোমার স্বর্লোকের মহাজ্যোতির মধ্যে।

তুমি যা চাও তা হওয়া অর্থ দিব্যরূপ লাভ করা।

TO TO

**जित्यवत २७, ১৯১**७

( कान मन्नां नीतवांत्र गर्या या स्टानिष्ट् । निर्दे त्रर्थिष्ट् )

'সব তুনি ত্যাগ করেছ, জ্ঞান পর্যান্ত, চেতনা পর্যান্ত, তাই তোমার হৃদয়কে তুনি তৈরী করে তুলতে পেরেছ যে তুনিকায় তোমাকে নামতে হবে তার জ্ঞানে—সে তুনিকায়, দেখতে মনে হয়, লাভের অফ শূন্য—প্রস্রবণ উৎসের মত সে কেবল চেলেই চলেছে তার সমস্ত ধারা সকলের জন্য, কিন্তু তার দিকে কোন ধারাই ফিরে উঠে চলে না; তার অফুরন্ত সামর্থা সে গভীর অতল থেকে টেনে তোলে, বাহিরে থেকে কোন-কিছুর অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তুনি ত এরই মধ্যে অনুভব করতে শুরু করেছ এই যে প্রেমের অফুরন্ত প্রসার তাতে রয়েছে কি পরমানন্দ। কারণ প্রেম ত আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, পরম্পরের বিনিময় প্রয়োজন তার নাই; আর ব্যক্তিগত প্রেম সম্বন্ধে যদি এ কথা সত্যা, তবে দিব্য প্রেম সম্বন্ধে তা কত বেশি সত্য।

"ওঠ তুমি এই প্রেম হয়ে, সকল বস্তুর মধ্যে, সর্বত্র, নিরন্তর বৃহত্তর হয়ে, নিরন্তর তীব্রতর হয়ে— সমস্ত জগৎ হয়ে উঠবে তোমার স্ফার্ট, তোমার সম্পত্তি, তোমার কর্ম্মের ক্ষেত্র, তোমার বিজয়-গৌরব। শেঘ সীমানা সব তেকে দেবার জন্য নিরন্তর চল যুদ্ধ করে; তোমার সন্তার সম্প্রসারণের ফলে সে-সব সামান্য বিঘু মাত্র হয়ে পড়েছে। অন্তিম আঁখার জয় কর এবার, জ্যোতির্ময়ী শক্তির আলোকে আলোকিত হয়ে উঠছে তা। যুদ্ধ করে চল জয়ের জন্য, পূর্ণ জয়ের জন্য, যুদ্ধ করে চল যা-কিছু ছিল এতদিন তা অতিক্রম করে উঠে চলবার জন্য, নবজ্যোতি উন্মুক্ত করে ধরবার জন্য, জগতের কাম্য সেই প্রমূর্ত্ত আবির্ভাবের জন্য। ভিতরের বাহিরের সকল বাধার বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করে চল। তোমার সিদ্ধির পুরস্কার হবে অমূল্য রম্ম এক।"



ডিসেম্বর ২৬, ১৯১৬

নীরবতার নধ্যে যে-কথা আনায় শুনাও ভগবান, সর্বেদাই তা নধুর, ভরসাপূর্ণ। কিন্তু আনি ত দেখতে পাই না, এই যে যদ্রটির উপর এত করুণা তুনি বর্ষণ কর, তার যোগ্য সে কি রকনে, কি রকনেই বা তুনি যা আশা কর তার কাছে, তা পূর্ণ করবার ক্ষমতা তার হবে। এ দারুণ গুরুভার ভূমিকা বহন করবার সামর্থা রাখতে হলে তার যা হওয়া দরকার সে-তুলনায় সবই ত তার নধ্যে দেখা যায় এত কুদ্র, এত দুর্বেল, এত অতি-সাধারণ—না আছে বল, না আছে বীর্য্য, না আছে প্রসার। কিন্তু আমি জানি মন যা ভাবে তার মূল্য খুবই সামান্য, নিজেই সে এ-কথা জানে, তাই সে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে অপেকা করছে তোমার আদেশের ক্রম-প্রকাশ।

ত্মি আমাকে বলছ সদা-সর্বদা যুদ্ধ করে চলতে—আমি চাই আমার যেন থাকে সেই অদম্য উৎসাহ যার কল্যাণে সকল বাধা-বিপত্তি পার হওয়া যায়। কিন্তু আমার হৃদরের মধ্যে তুমি ভরে দিয়েছ এমন প্রসনু প্রশান্তি যে আশঙ্কা হয় যুদ্ধ করা যেন আমার পক্ষে সম্ভবই হবে না...সব জিনিস, বৃত্তি হোক আর কর্ম্ম হোক, আমার নধ্যে ফুটে ওঠে, ফুল বেমন ফুটে ওঠে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, বিনা আয়াসে; শুধু আছে, বেড়ে উঠছে, তারই আনন্দে তোমাকে প্রকাশ করে ধরবার আনদেদ, প্রকাশের ধারা যাই হোক না। আর এই যুদ্ধ যদিই বা থাকে, তবে তা এত সহজ এত সরল যে তাকে ও-নান দেওয়াই যায় না। কিন্তু এতখানি প্রেম ধারণ করবার পক্ষে কি কুদ্রই না এ হৃদর। আর তাকে পরিবেষণ করে ধরবার পক্ষে এই প্রাণ এই দেহ कि ना पूर्वन ! তুমি আমাকে সেই অপক্রপ পথখানির পাশে এনে দাঁড় করিয়েছ, আমার পারের সামর্থ্য হবে কি তাতে উঠে চলবার ?...তোনার উত্তর হল, আনাকে উড়ে চলতে হবে, পায়ে হেঁটে চলবার চেষ্টা করলে ভুল হবে...ভগবান, অসীম তোমার করুণ। । আর একবার তোমার সর্বেশক্তিমান বাছর মধ্যে তুমি আমাকে তুলে নিলে, তোমার অতল হৃদয়ের মধ্যে ধরে আমার यापत कत्रत्न-एम श्रुपत यामात्र वनरान: "रकान हिन्छ। करता ना, शिश्वत **যত নির্ভর করে থাক—তুমি কি আমিই নও, আমার কাজের জন্যে** আমারই সংহতরূপ ?"

२०२

ডিসেম্বর ২৭, ১৯১৬

হে পরম-প্রিয় ভগবান আমার, এ হৃদয় তোমার কাছে অবনত, এই বাছদুটি তোমার দিকে প্রসারিত, তোমাকে মিনতি করে, তোমার দিব্য স্পর্নে এই সন্তাকে সমগ্রভাবে প্রজ্ঞনিত করে তোল, যাতে জগতের উপর তার আলাে ছড়িয়ে পড়ে। আমার বুকের মধ্যে আমার হৃদয়খানি পূর্ণ উন্মুক্ত তোমার দিকে, ফিরে রয়েছে তোমার দিকে; সে উন্মুক্ত ও শূন্য যাতে তুমি তা ভরে দিতে পার তোমার দিব্য-প্রেম দিয়ে—সে শূন্য, সেখানে কিছুই নাই, তুমি ছাড়া, তোমার অন্তিম্ব দিয়ে তাকে ভরে রেখেছ, তবুও সে শূন্য; কারণ তা ধারণ করতে পারে ব্যক্ত স্টির অনস্ত বৈচিত্র্য, যা-কিছু সবই।

ভগবান, এই বাছদুটি তোমার দিকে প্রসারিত হয়ে তোমাকে নিনতিকরছে, এ হৃদয় তোমার দিকে পূর্ণরূপে নিজেকে খুলে ধরেছে যাতে সে হয়ে উঠতে পারে তোমার অসীম প্রেমের ভাণ্ডার।

"সকল জিনিসের মধ্যে সকল জীবের মধ্যে আমাকে ভালবাস"…এই তোমার উত্তর। তোমার চরণে আলুঞ্চিত হয়ে তোমাকে মিনতি করি আমাকে তুমি দাও সে-শক্তি…

TO

ডিশেম্বর ২৯, ১৯১৬

মধুময় ভগবান আমার, আমাকে শিক্ষা দাও যাতে তোমার প্রেমের যন্ত্র আমি হয়ে উঠতে পারি।

孤

ডিলেম্বর ৩০, ১৯১৬

**ज्यान, ज्नय जागांत रकन गरन इय अगन दिय अगन छक?** 

আমি বেঁচে আছি, অনুভব করছি, দেখছি আধারের ভিতরে অন্তরাদ্বাও আমার বেঁচে আছে, তোমাকে প্রত্যক্ষ করছে, চিনে নিয়েছে তোমাকে প্রতি জিনিসের মধ্যে; তোমাকেই ভালবাসছে সকল জিনিমের মধ্যে, যা-কিছু আছে তার মধ্যে—পূর্ণ সজাগ সে এ বিষয়ে আর তার অনুগত হল বাহ্যসন্তা, স্নতরাং বাহ্যসন্তাও তেমনি সজ্ঞান। মন জানে তা, কখন ভোলে না। প্রাণ-সন্তাও এখন বিশুদ্ধ, অনুরাগ-বিরাগ তার আর নাই, ক্রনেই সর্বেদা ও সর্বেত্র তোমার সান্যিধ্যের আনন্দ অনুভব বেড়ে চলেছে। কিন্ত হাদর যুনিরে, একটা অবসাদের স্থৃপ্তি নিরে; তার নধ্যে যথেষ্ট কর্ম্মঠতা নাই যাতে অন্তরাম্বার প্রেরণার সে পূর্ণ সাড়া দিতে পারে। কেন ? এতই নির্জীব ছিল কি সে, যে লড়াই ক'রে শ্রাস্ত হয়ে পড়েছে, এমন গভীরভাবে আহত হয়েছে যে পদু হয়ে গিয়েছে? কিন্তু তবুও ত সে চায় অন্তরের ডাকে সাড়া দিতে—তা সে চায় চির-অবিচল নিষ্ঠা ও উৎসাহ নিয়ে। কিন্তু এ যেন বৃদ্ধের মত—তরুণদের খেলায় সে দেখায় তার সম্ভোঘ তার সমাদর, কিন্তু নিজে তাতে যোগদান করতে পারেনা। তবুও সে আনন্দে নির্ভরে পরিপূর্ণ, প্রকৃতি তাকে মুক্তহন্তে দান করেছে যত অনুরাগ-ঐশুর্য সে জন্য কৃতজ্ঞতার পরিপ্লুত। সে ত চার এই সব মহার্ঘ দানের গ্রতিদানে যাতে অফুরম্ভ ধারায় সে ছড়িয়ে দিতে পারে সেই প্রাণদায়ী শক্তিদায়ী স্থধকর সাস্থনাকর রসধারা, যা হল মানুষী জীবের পক্ষে সত্যকার সঞ্জীবনী স্থা। সে ত আকাঙ্কা করে, চেষ্টাও করে—কিন্ত যা করতে হবে বলে স্বপু দেখে তার তুলনায় কি তুচ্ছ যা সে বাস্তবিক করে; যা আশা করে — চিরকাল যা আশা করে এসেছে — তার তুলনায় কি যৎসামান্য যা সে বাস্তবিক করতে পারে। সে জানে তোমার ভাক কানে পৌ<sup>\*</sup>ছিলে তা কখন ব্যর্থ হয় না—আর যে-সব ঐশুর্য আভাসে তুমি তাকে দেখিয়েছ, কোন সংশয় নাই সে-সবই একদিন তার অবিগত হবে।

শ্রোতের মুখে এই যে বদ্ধ দরজা কে তা খুলে দেবে?

হৃদর আমার ভালবাসে মানুষীভাবে, আর মনে হর মানুষীভাবেই ভালবাসে তার সামর্থ ট নিষ্ঠা আর শুস্ততা নিরে। তবে তুমি চাও সে যেন ভালবাসে দিব্যভাবে, তোমার শক্তির অসীম ক্রমপ্রসারের মধ্যে—কিন্ত এ বস্তু এখনো তার অন্ধিগত।

क थूटन प्राट ल्याराज्य मूर्य এই य वश्व मत्रका...?

M

जानुबादी 8, ১৯১৭

ভগবান, দানে দানে তুমি আমার ভরে দিয়েছ—কিন্ত যথন এ-আধার জীবনের কাছে আর-কিছু প্রত্যাশা করে না, কামনা করে না, ঠিক তথনি জীবন কাছে এনে ধরেছে যত তার অমূল্য সম্পদ, যা-কিছু মানুষ মাত্রেরই কাছে লোভনীয়। ব্যক্তিগত প্রত্যেক ক্ষেত্রই তোমার দানে ভরে গিয়েছে—মনের ক্ষেত্র, অন্তরাম্বার ক্ষেত্র, এমন কি স্থূলবস্তরও ক্ষেত্র পর্যান্ত। তুমি আমার প্রাচুর্য্যের মধ্যে এনে ধরেছ, সে প্রাচুর্য্য দৈন্যের মতনই সমান স্বাভাবিক, তাতে আমার যে বেশি আনল এনে দেয় তা নয়; কারণ দৈন্যেরই মধ্যে প্রায় দেখেছি আধ্যাম্বিক জীবন হয়ে উঠেছে বেশি তীব্র, বেশি সচেতন। তবে প্রাচুর্য্যও রয়েছে দেখছি স্পষ্ট—আমার ব্যক্তিগত সন্তা তোমার এই সব দানে যে ভরে উঠেছে সে-জন্য তোমার কাছে প্রণত, কৃত্তগ্রতা-প্রকাশের ভাষা নাই তার।

দয়া তোমার অতুলন, করুণা তোমার অফুরস্ত।

### M

षानुत्रात्री ७, ১৯১৭

তোমার যে দিব্য ফুলের তোড়াটি, তার সব ফুল এক সম্পে বেঁথে ধরে রাখে এক সূত্র—প্রেম ছাড়া তা আর কিছু নয়। তবে সে কাজ হল নেপথ্যে, অনাড়ম্বর অনাদৃত—মূলতঃ তা নির্ব্যক্তিক, স্থতরাং এই নির্ব্যক্তিকতারই মধ্যে তার পূর্ণ সার্থকিতা।

আমি ক্রমেই হয়ে উঠছি এই সূত্র, এই বন্ধন-গ্রন্থি, তোমার চেতনার বিক্ষিপ্ত খণ্ড সব সে একত্রিত করে রেখেছে, তাদের স্থব্যবস্থিত করে তুলেছে যাতে তারা তোমার যে চেতনা যুগপৎ একক ও বছল তাকে স্থুঠুতরভাবে পুনর্গ ঠিত করতে পারে; এতেই আমার পক্ষে স্থাপষ্ট দেখা সম্ভব হয়েছে বিশ্বশক্তিরাজির লীলায় প্রেম কি বস্তু, তার স্থান কি, বুত কি—নিজে সে একটা শেষ লক্ষ্য নয়, সে হল তোমার সর্বেশ্রেষ্ঠ উপায়। সক্রিয় সে, সর্বেত্র সে, সকলের অন্তরে সে; তবে যে জিনিসকে সে এক করে করে ধরে আছে, তাই তাকে আবার চেকে রেখেছে এবং ফলে নিজেই তার অস্তিম্ব ভূলে গিয়েছে।

ভগবান, তোমার মাধুর্য্য আমার অন্তরে প্রবেশ করেছে, আমার সমস্ত সম্ভা তুমি আনন্দে ভরে দিয়েছ।

আর এই আনন্দের মধ্যে তোমার কাছে আমি এক প্রার্থনা করলাম, তা যেন পৌঁছে যায় তোমার কাছে।

M

#### गाँदग्रज প्रार्थना

200

জাनুরারী ৬, ১৯১৭

আমার সত্তা তুমি অবর্ণ নীয় শাস্তি, অতুলনীয় বিশ্রাস্তি দিয়ে পূর্ণ করেছ—ব্যক্তিগত কোন চিস্তা বা ইচ্ছা না রেখে, নিজেকে আমি ছেড়ে দিয়েছি তোমার আনস্ভ্যের ছন্দের দোলায়।

TO

জাनুরারী ৮, ১৯১৭

আনার হৃদরের নধ্যে, আনার মস্তিকের মধ্যে তুমি এনে দিয়েছ্ নীরবতা, কিন্তু এই নীরবতার গভীরে থেকে কোন কণ্ঠ ত ওঠে নাই। শাস্তি একমাত্র অতিথি, মধুর মঙ্গলময় অতিথি হয়ে বিরাঞ্জ করে।

THE

जानुयाती ১০, ১৯১৭

তুমি কি আমার এই শিক্ষা দিতে চাও যে যা-কিছু আমার চেষ্টা আমার নিজেকে লক্ষ্য করে তা হবে ব্যর্থ নির্প্ত প্র প্রেই কর্ম ই হবে সহজ ও সরল যার উদ্দেশ্য তোমার করুণা-বিকিরণ। সঙ্কলপ যখন নিযুক্ত বহির্মুখী কর্মে তখন তা হরে ওঠে দেখি শক্তিমান ও কলপুসু, কিন্ত যখনি অন্তর্মুখী কর্মে নিযুক্ত হতে চেষ্টা করে তখন হরে পড়ে নিব্বীর্য্য ও নিক্ষল।...তাই ব্যক্তিগত উনুতির জন্য যা কিছু কর্ম প্রহণ করি তত বেশি তা নিক্ষল হয়ে চলে, ক্রমে বিরল হয়ে ওঠে। অন্যপক্ষে বাহিরের কর্ম্ম সেই অনুপাতে ফলশালী হয়, অন্তরের কর্ম্ম যত হয় নিক্ষল। এই রকমেই ভগবান, ষদ্রটি যেমন, তেমনিভাবেই তুমি তাকে গ্রহণ করেছ; তাকে যদি শাণিত হয়ে উঠতে হয়, তবে তা সে হবে কর্ম্ম করতে করতে।

MI

कानुवाती ১৪, ১৯১৭

"অস্থীরা স্থী হোক, দুটেরা শিষ্ট হোক, রোগীরা স্থা হোক!"
এই মন্ত্রে রূপ গ্রহণ করল আমার যে আম্পৃহ। বর্তমান আধারের ভিতর
দিয়ে চায় তোমার দিব্য প্রেনের প্রকাশ। আনি চেয়েছি, সন্তান যেনন
করে চায় পিতার কাছে আর নিশ্চিত জানে যে সে চাওয়া তার
পূর্ণ হবে। আমি চেয়েছি, নিশ্চিত ছিলাম বলেই এমন সহজ স্বাভাবিক
তা মনে হয়েছিল। অন্তরে আমি বেশ অনুভব করেছি, কেমন করে তা
সম্ভব। একটা অজ্ঞানময় ছন্দের মধ্যে, অনিচছায় যা সহ্য করে চলতে হয়
তার মধ্যে, সর্বেদ। কট করে শুম করে চলার চেয়ে, আনন্দ থেকে আনন্দে,
স্থানর থেকে স্থানরে ক্রমে উঠে চলা কি স্বাভাবিক নয়, ফলপুদও নয় ?
তোমার দিব্য প্রেনের স্পর্শ দিয়ে তুমি যদি হ্লয়েকে স্বচছন্দে বিকশিত
হতে দাও, তবে এ রূপান্তর সহজ ও আপনা থেকেই ঘটে।

ভগবান, তুমি কি তা করবে না, তোমার করুণার নিদর্শন হিসাবে ?
শিশুর পূর্ণ নির্ভর নিয়ে আজ এই সন্ধ্যায় আমার হৃদয় তোমার
কাছে মিনতি জানায়।

M

জানুয়ারী ১৯, ১৯১৭ নিমেষ সব চলে যায় নিক্ষলা স্বপ্নের মত...

THE

জানুয়ারী ২৩, ১৯১৭

আমার সন্তাকে এমন পূর্ণ এমন তীব্র প্রেম দিয়ে, স্ক্ষমা দিয়ে ভরে তুলেছ যে সে-সব অন্যত্র সঞ্চারিত না হওয়া অসম্ভবই মনে হয় আমার। এ যেন একটা জ্বলম্ভ অগ্নিকুণ্ড—সেখান থেকে চেতনার ফুৎকার দীপ্ত কণা সব দুরে নিক্ষিপ্ত করেছে, এরা আবার অন্যান্য হৃদয়ের গোপন অস্তরে ঠিক অনুরূপ সব আগুন জ্বালিয়ে দিতে চলেছে, তোমার দিব্য প্রেমের আগুন, ভগবান, সেই যে প্রেম মানুষী জীবকে তোমার দিকে অনিবার্য্যভাবে প্রচালিত করে, আকর্ষণ করে। হে আমার মধুময় ভগবান, এ যেন আমার আনন্দ-বিভোল চেতনার দর্শন মাত্র না হয়, তা হয় যেন এমন বস্তু যা হটায় জীবের বস্তুর সত্যকার রূপান্তর।

এই যে প্রেম, এই যে স্থামা, এই যে আনন্দ আমার হৃদয়কে পরিপ্লাবিত করে দিয়েছে, এমন করে যে তাদের বেগ সে আর ধারণ করতে পারছে না—ঠিক তেমনি করেই তারা যেন পরিপ্লাবিত করে দেয় তাদের চেতানা যাদের আমি দেখেছি, যাদের চিন্তা আমার মনে উঠেছে, যাদের চিন্তা কখন করি নাই, যাদের কখন দেখি নাই তাদেরও...সকলে যেন জেগে ওঠে, পার তোমার অসীম আনন্দের চেতনা।

হে আমার মধুময় ভগবান, তাদের হৃদয় ভরে দাও আনন্দে, প্রেমে

TOTAL STATE

জानुयाती २৫, ১৯১৭

হে জ্যোতির্মন্ন প্রেম, আমার সব সন্তাকে পূর্ণ করেছ তুমি, তাকে মহোৎসবমন্ন করে ধরেছ—তোমাকে প্রহণ করা হল কি, তোমাকে দান করা হল কি? কে বলবে তা? কারণ তুমি নিজেই তোমাকে গ্রহণ কর, নিজেই তুমি তোমাকে দান কর—তুমি অপ্রমেন্ন দাতা ও গ্রহীতা যুগপৎ, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে।

100

कानुयाती २৯, ১৯১৭

রূপের জগতে সৌন্দর্য্যে কোন ক্রটি ঠিক তত বড় দোম, যত বড় দোম জ্ঞানের জগতে সত্যে কোন ক্রটি। কারণ সৌন্দর্য্য হল বিশ্ব-বিধাতার কাছে প্রকৃতির পূজা-নিবেদন। রূপায়িত দিব্যভাষাই সৌন্দর্য্য। যে ভাগবতী চেতনা সৌন্দর্যকে ধারণ ক'রে, প্রকাশ ক'রে বাহ্যতঃ প্রমূর্ত্ত হয় না, তা হল অসম্পূর্ণ চেতনা।

কিন্তু ভগবানের অন্যান্য প্রকাশধারা যে রকম ঠিক সে-রকমই সত্যকার সৌন্দর্যাও আবিকার করা, ধারণ করা, বিশেষতঃ জীবনে জীবন্ত করে তোলা কঠিন। এই আবিকার এবং এই প্রকাশের জন্য ঠিক ততথানি নিব্ব্যক্তিত্ব ও নিরহন্ধার প্রয়োজন যতথানি তা প্রয়োজন সত্য বা আনন্দের জন্য। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য হল শার্ব্বভৌম, তাকে দেখতে হলে চিনতে হলে সার্ব্বভৌম হওয়া দরকার।

ভগবান, হে স্থলর, তোমার কাছে কত না দোঘ করেছি, কতই না করে চলেছি...তোমার ধর্মের তোমার বিধানের পূর্ণ অবধারণা আমাকে দাও, যেন তা হতে আর কোন বিচুতি না হয়। তোমার বিহনে প্রেম হবে অপূর্ণ—তুমি হলে প্রেমদেবতার স্বর্ধুতন আভরণ, পরম স্থমীন হাস্য। তোমার সাথ কতা কখন কখন আমি স্বীকার করি নাই, কিন্তু অন্তরের অন্তরে সর্ব্বদাই তোমাকে আমি ভালবেসেছি। শিশুকাল হতে তোমাকে যে পূজা আমি দিয়ে এসেছি তার আগুন কোন মতবাদ, তা যত অযৌজিক যত বৈনাশিকই হোক না, নির্ব্বাপিত করতে পারে নাই।

আত্মন্তরী মানুষের। যা মনে করে সে রকম তুমি আদৌ নও, জীবনের কোন একটি বিশেষ রূপায়ণের সঙ্গে অনন্যভাবে তুমি সংযুক্ত নও—সকল রূপের মধ্যে তোমাকে প্রবুদ্ধ করা যায়, উদ্ভাসিত করা যায়; তবে সে জন্য প্রয়োজন তোমার রহস্যাটি আবিকার করা...।

হে স্থাদরের দেবতা, আমাকে তোমার দিব্য-বিধানের পূর্ণ-জ্ঞান দাও, তা থেকে আমি যেন আর ভ্রষ্ট না হই, আমার মধ্যে তুমি যেন হয়ে ওঠ প্রেমের দেবতার সৌম্যতম মুকুট্মণি।

## THE STATE OF THE PARTY OF THE P

गांठर्ठ २१, ১৯১१

( ব্যানের মধ্যে লব্ধ সংলাপ আকারে বাণী )

"এই দেখছ ত জীবন্ত রূপ একটি আর তিনটি নিপ্পাণ প্রতিরূপ। জীবন্তটি বেগুনী রঙে আবৃত, আর তিনটি ধূলি-কণায় গঠিত, তবে সে ধুলিকণা শুন্ত শুদ্ধ। এক নীরব শান্তির মধ্যে থেকে জীবন্তরূপটি অপর কয়েকটির অন্তরে প্রবেশ করে, তাদের মিলিত করে ধরে, তাদের প্রাণবন্ত কর্ম্ববন্ত আশুয় হয়ে পুনর্গঠিত করে।"

\* \* \*

ভগবান, তুমি ত জান, আমি তোমার অনুগত, আমার <mark>সন্তাকে তু</mark>মি যা-কিছু দাও তাতেই সে প্রশাস্ত ও গভীর আনন্দে অনুরক্ত।

\* \* \*

''তোমার অনুরক্তি আমি জানি, কিন্তু আমি চাই তোমার চেতনাকে বাড়িয়ে ধরতে, সে-জন্য তোমার মধ্যে এখনো যা স্থপ্ত তা জাগিয়ে তুলতে। আলোকের দিকে চোখ মেলে চাও, তা হলে মনের স্বচছ্ মুকুরে প্রতিফলিত হবে যে জ্ঞান তোমার দরকার।''

\*

ভগবান, সব আমার সম্ভার মধ্যে নীরব হয়েছে, অপেকায় আছে...

''চেতনার দরজায় আঘাত করে।—দরজা খুলে যাবে।''

\*

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

নদী বয়ে চলেছে স্বচছ শুস্ত—তার নিরবচিছনু প্রবাহ নেনে আসছে স্বর্গ থেকে পৃথিবীর দিকে। কিন্তু কি বস্তু আমায় বুঝতে হবে তুমি বলতে চাও?

''তোমার নীরবতা এখনো যথেট গভীর নয়, তোমার মনে এখনো আছে কিছু যা চঞ্চল...

\*

''অন্তরাম্বার আগুন দেখা দেবে বাহ্য-প্রকাশের আবরণ ভেদ করে— কিন্তু সে-সব আবরণ হবে সুম্পষ্ট স্থনিদ্দিষ্ট, আলোকিত পদ্ধার উপর লিখিত বাক্যের মত। এ সবই স্থরক্ষিত থাকবে তোমার হৃদয়ের নির্দ্মলতার মধ্যে, তৃণাচছাদিত ভূভাগ নিহিত রক্ষিত থাকে যেমন হিমানীর অন্তরালে।

''এখন যে তুমি ক্ষেত্রে বীজ বপন করেছ, পর্দার উপরে লেখা কুটিয়ে তুলেছ, এখন তুমি ফিরে যেতে পার তোমার প্রশান্ত নীরবতার মধ্যে, ফিরে উঠে যেতে পার বিশুদ্ধ নির্জন-বাসের মধ্যে, পুনরায় নিজেকে গভীরতর সত্যতর চেতনায় অভিষিক্ত করে তুলতে। নিজের ব্যক্তিম্বকে এখন তুমি ভুলে যেতে পার, সার্ব্বভৌমের মাধুর্ব্যকে আবার সাক্ষাৎ করতে পার।

''এ বিরাম-কালে শান্তি যেন নেমে আসে তোমার উপরে, কিন্ত ভুলে যেও না পুনর্জাগরণের ঘন্টা শীঘুই বাজবে।

"তোমার নিয়তি মুখ ফুটে কথা বলছে দেখে প্রফুলচিত্তে হাসবে তুমি।

14

''শক্তি তোমার ফিরে আসছে—তোমার হৃদয় তাকে কাজে ব্যবহার করবে। ''তুমি হবে কাঠুরে, ইন্ধনের জন্যে কাঠের আঁটি বাঁধবে বলে।

''তুমি হবে হংসরাজ, পাখা মেলে উড়ে চলবে, তার মুক্তাশুর ছটার দৃষ্টি সব শুদ্ধ করে দেবে, তার পালকের খ্রেত আভার হৃদর সব তপ্ত করে তুলবে।

"তুমি সকলকেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তাদের পরম সাথ কিতার

অভিমুখে।

'অগ্নিকুণ্ড দেখেছ, দেখেছ শিশুটিকে—উভয়ে তারা উভয়ের প্রতি আকট, একজন জনছে বলে, আর একজন তপ্ত হয়েছে বলে।

''তোমার হৃদরের মধ্যে তুমি দেখছ ত এই সংর্বজয়ী অগ্নিকৃও—শুধু তুমিই তাকে ধারণ করতে পার, কোন ধ্বংস কিছু না করতে দিরে। অন্য কেউ যদি একে স্পর্শ করে তবে দগ্ধ হয়ে যাবে—তার খুব বেশি কাছে আসতে কাউকে দিও না। শিশুর জানা দরকার, যে উজ্জল শিখায় আকৃষ্ট সে, তাকে স্পর্শ করতে নাই—দূরে থেকেই তা উত্তাপ দেয়, হৃদয়কে আলোকিত করে; অতি সন্নিকটে এলে হৃদয় ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

"একজন কেবল ঐ হাদয়ের মধ্যে নির্ভয়ে বসবাস করতে পারে। কারণ সে হল সেই রশ্মি স্বয়ং যে তাকে প্রজ্ঞলিত করেছে—সে হল আগুনের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে বে অগ্নিজীবী প্রাণী।

"আর এক জন আছে সবার উপরে, দাহনের কোন আশদ্ধ। তীর নাই—সে হল সেই নিজলদ্ধ ফিনিক্স-পাখী, স্বর্গ হতে যে এসেছে, সেখানে আবার ফিরে যেতেও যে সক্ষম।

> ''এক হল সিদ্ধির শক্তি। ''আর এক হল দিব্যজ্যোতি। ''তৃতীয়টি পরা চেতনা।''

\*

ভগবান, তোমার কথা আমি শুনছি মানছি, তোমাকে প্রণতি জানাই আমার ! দরজা আমার তুমি খুলে দিয়েছ, চন্দু খুলে ধরেছ—রাত্রির খানিকটা আলোকিত হয়েছে।

W

माठर् ७०, ১৯১१

নিজেকে নিয়ে আদৌ ব্যস্ত না থাকার মধ্যে আছে একটা সমুচচ রাজশ্রী। অভাব থাকা অর্থ দুর্বলতা জ্ঞাপন; কোন জিনিস আকাঙ্জা করা প্রমাণ করে তুমি সে জিনিস থেকে বঞ্চিত। কামনা করা অর্থ অশক্ত হওয়া, নিজের সীমা স্বীকার করা, স্বীকার করা সে-সব সীমা অতিক্রম করা অসাধ্য।

খন্য কোন দিক থেকে নর, দেখা যার যদি কেবল ন্যারসক্ষত আম্ব-মর্বাদা, তা হলে আস্তর আভিজাত্যের জন্যই সকল বাসনা পরিত্যাগ করা উচিত। নিজের জন্য জীবনের কাছে, আর যে পরা-চেতনা তাকে অনুপ্রাণিত করে তার কাছে কিছু যাচঞা করা কতথানি না আম্বাবমাননা—কতথানি আম্বাবমাননা তা আপনার কাছে, কতথানি অপমানকর অপ্রতা সেই পরা-চেতনার কাছে। কারণ, সবই ত আমাদের আরত্তের মধ্যে—কেবল, আমাদের সন্তার অহং-নিশ্বিত সীমাবদ্ধ আমাদের বঞ্চিত করে রেখেছে সারা বিশ্বের ঠিক সেই পূর্ণ বাস্তব উপভোগ থেকে, যে পূর্ণ বাস্তব উপভোগ রয়েছে আমাদের নিজেদের দেহের এবং সন্থিতিত পরিবেশের ক্ষেত্রে।

আর কর্ম্মের উপায় সম্বন্ধেও আমাদের মনোভাব হওয়। উচিত এই বরণের।
তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান কর, তোমার পরম ইচছাশক্তি দিয়ে
সব চালনা কর; তুমি আমায় বলেছ, এক বছর পূর্বের্ব, সব বন্ধন কেটে
ফেলে দিতে, মাথা এগিয়ে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়তে অজ্ঞাতের মধ্যে, সীজর
যেনন করেছিলেন যখন তিনি কবিকন নদী পার হলেন এই মন্ত্র নিয়ে—হয়
''কপিটল''-চূড়া নতুবা ''তারপাই'' পাহাড়ের তলা।

আমার চোধ তুমি বন্ধ করে দিলে, যাতে কর্ম্মের ফল আমি না দেখতে পাই। তাকে এখনো তুমি গুপ্ত রেখেছ; তবুও তুমি ত জান, ঐশুর্য্য হোক আর দৈন্য হোক, দুয়েরই সন্মুখে একই আমার অন্তরাম্বার সমতা।

তোমার ইচছা, ভবিষ্যৎ আমার কাছে থাক অনিশ্চিত, আমি যেন দৃঢ় বিশ্বাসে এগিয়ে চলি, পথ কোন দিকে নিয়ে চলেছে তা না জেনেও।

তোমার ইচ্ছা, আমি যেন আমার ভাগ্য সম্বন্ধে চিন্তাভার সম্পূর্ণক্সপে তোমার উপর অপ'ণ করি, ব্যক্তিগত সকল ভাবনা যেন সমগ্রভাবে বিসর্জন দিতে পারি।

আমার নিজের মনের কাছেও আমার পথ থাকবে অজ্ঞাত অভিনব।

गांठर्ड ७५, ১৯১१

তোমার মুখের প্রশাসে কোণাও কোন হৃদয় যখন দুলে ওঠে, যেন মনে হয় আরো একটু সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করল, আকাশ রাতাস যেন মধুর স্থগদ্ধে স্থরভিত হয়ে উঠল, সকলি যেন আরে। আপনজন হয়ে উঠল।

কি শক্তি না তোমার, হে সর্বেলোকেণুর! তোমার আনন্দের একটি কণিকামাত্র এতথানি অদ্ধকার এতথানি বেদন। মুছে ফেলতে পারে, তোমার মহিমার একটি রশ্মি একান্ত অসাড় যে পাথরখানি, একান্ত তমোগ্রন্ত যে চেতনা তাকেও উদ্ভাসিত করে ধরতে পারে।

তুমি তোমার এত অনুগ্রহ সব ঢেলে দিয়ে আমায় অভিভূত করেছ, কত রকম গুপ্তরহস্যই না আমার কাছে ব্যক্ত করেছ, কত অপ্রত্যাশিত অনপেক্ষিত আনন্দ উপভোগ করতে দিয়েছ—কিন্ত যখন তোমার মুখের প্রশ্বাসে কোথাও কোন হৃদয় দুলে ওঠে, তখন তুমি যে কৃপা আমাকে দেখাও, তার তুলনা তোমার আর কোন করণাই নয়।

ধন্য সে সব মুহূর্ভ, তখন সমস্ত পৃথিবী আনন্দের স্তুতি গেয়ে ওঠে, পুলকে তৃণশম্প রোমাঞ্চিত, বাতাস আলোর তরঙ্গে স্পন্দিত—তরু সব আকাশের দিকে পুসারিত করে দেয় তাদের তীব্রতম প্রার্থ না, পাখীর গান হয়ে ওঠে কীর্ভন, সাগরের ঢেউ সব প্রেমে স্কীত হয়ে ওঠে, শিশুর মুখে হাসি অনস্তের কাহিনী বলে, মানুষের অন্তরাম্বা তার চোখের পাতায় ভেসে ওঠে।

বল ভগবান, তুমি কি সে অপূর্বে শক্তি আমাকে দেবে না, বাতে উৎস্থক হৃদয়ে আমি এই নব উষার জন্মদান করতে পারি, যাতে সকলের চেতনা তোমার সানিধ্যে সজাগ হয়ে উঠতে পারে, যাতে এমন দুঃখী এমন বিপর্যান্ত জগতেও তোমার সত্যকার অগের একটুখানি ফুটিয়ে তুলতে পারি? কোন্ পার্থিব সুখ, সম্পদ, শক্তি এই পরমদানের সমতুল?...

ভগৰান, তোমার কাছে কখন বৃণা প্রার্থনা করি নাই; কারণ আমার মধ্যে যে তুমি, সেই ত কথা বলছে তোমারই সঙ্গে…

বিন্দু বিন্দু করে জীবন্ত ধারায় তুমি ঢেলে দিয়েছ তোমার সর্বেশক্তিময় প্রেমের প্রাণদায়ী উদ্ধারক অগ্নিশিখা। আমাদের অজ্ঞান অন্ধকারাচছনু জগতের উপর চিরন্তন জ্যোতির বিন্দুধারা ধীরে ধীরে পড়তে থাকে যখন, তখন মনে হয় নিরালোক আকাশ থেকে পৃথিবীতে বধিত হয় সোনার নক্ষত্র সব একে একে।

আর এই অনৌকিক ঘটনা ঘটছে নিত্যনূতন হয়ে—তার সন্মুখে সকলে নির্বোক ভক্তিভরে আভূমি প্রণত।

THE STATE OF

এপ্রিল ১, ১৯১৭

মৌন সমাহিত অন্তরাম্বা আমার, তাকে তুমি দেখালে যাদুকরী দৃশ্যা-বলীর সব ঐশ্বর্য্য—তরুলতা সেজেছে উৎসব-সজ্জায়, জনশূন্য পথ চলেছে যেন আকাশ ডিন্সিয়ে।

কিন্তু আমার ভাবী নিয়তি সম্বন্ধে তুমি ত কিছু বললে না, সেটি তবে আমার কাছু থেকে এতখানি ঢেকে রাখতে হবে ?...

আরো দেখছি, চারদিকেই দেখছি চেরীগাছ সব, এর ফুলের নধ্যে তুমি একটা অপরূপ গুণ ভরে দিয়েছ, তারা যেন বলছে একমাত্র তুমিই আছ, তারা বয়ে নিয়ে আসছে ভগবানের স্মিত হাস্য।

দেহ আমার শান্ত হয়ে রয়েছে, অন্তরাম্বা আমার বিকশিত হয়ে
উঠছে—কি যাদু তুমি এই পুষ্পিত তরুরাজীর মধ্যে নিহিত করেছ ?

হে জাপান! এ হল তোমার শুভেচছার রাজ-পোষাক, তোমার শুদ্ধতম অর্ব্য, তোমার নিষ্ঠার অভিজ্ঞান। এইভাবেই তুমি বলছ যেন স্বর্গের প্রতিচ্ছারা তোমাতে প্রতিকলিত।

আবার চেয়ে দেখ অপরপ শোভার দেশ—সমুচচ পর্বক্তমালা পাইন গাছে ঢাকা আর কোলে কোলে চাম-আবাদের জমি। আর ঐ যে চীনা মানুষটি হাতে করে নিয়ে আসছে গোলাপী রঙের গোলাপগুচছ, এও কি আসনু ভবিষ্যতের আশার বার্ত্তাবহু নর ?

THE STATE OF

विश्वन १, ১৯১१

একটা বিপুল একাগ্রতা আমাকে অধিকার করন, আনি দেখতে পেলান একটি চেরী ফুলের সঙ্গে আনি একায় হরে গিরেছি। তারপর এই ফুলটির ভিতর দিরে যাবতীয় চেরীফুলের সঙ্গে নিলিত হরে গেলান। তারপর চেতনার আরো গভীরে নেনে গিরে, একটা নীলাভ শক্তির স্রোতে চলে, আমি হয়ে উঠলান একেবারে চেরীগাছটিই, আকাশের দিকে আমার বাহরই মত শাখা সব পুপার্য্যভার নিয়ে প্রসারিত। ঠিক সেই সময়ে আমি স্পষ্ট এই কথাগুলি শুনতে পেলান:

''তুমি চেরী-গাছের আম্মার সঙ্গে নিজেকে এক করে দিয়েছ, তাই তুমি আবিন্ধার করতে পেরেছ যে ভগবান নিজেই উদ্ধে আকাশের দিকে চেয়ে ফুলদের এই প্রার্থনার অর্ধ্যদান করছেন।''

কথাগুলি গুনি যখন তখনি লিখে রাখলান, পর মুহূর্ত্তে সব মুছে গেল। এখন কিন্তু চেরীর রক্ত আমার ধমনীতে বরে চলেছে, আর সেই সঙ্গে রয়েছে একটা অতুলন শক্তি ও শান্তি। মানুঘের দেহ আর গাছের দেহে কি প্রভেদ? কোনই প্রভেদ নাই বস্তুত—যে চেতনা উভরকে অনুপ্রাণিত করে তা এক অভিনু।

তখন চেরীগাছটি আমার কানে কানে বললে— চেরীগাছের ফুল হল ''বাসন্তী'' রোগের ওয়ুধ।

THE

এপ্রিল ৯, ১৯১৭

একবার যখন পার হয়ে এসেছি তোমার বিশ্বচেতনার রাজ্যে, তারপর
প্রতিবারই যখন ফিরে যাই মানস-রাজ্যে, তখন দেখি সেখানকার প্রত্যেক
চিন্তাই হল একটা অচিন্ত্যপূর্বে অতলম্পর্শ অপরূপ সমস্যা।

উদ্বে কোন প্রশ্ন নাই—নিস্তন্ধ নীরবতার মধ্যে সব-কিছুই জানা থাকে চিরকাল ধরে; নীচে সবই অভিনব, অঞ্জাত, অপ্রত্যাশিত।

দু'টিতে মিলে যায় এক অভিনু চেতনায়, যাতে এনে দেয় শান্তির আলোকের আনন্দের উৎস এক বিসময়-বিভোর নির্ভরতা। এপ্রিল ১০, ১৯১৭

আধারের অতল-তল অবধি হৃদর আমার বুমিয়ে পড়েছে...
সমস্ত পৃথিবী সচল চঞ্চল একটা নিরস্তর পরিণানের ভিতর দিরে,
সব প্রাণই স্থুখ ভোগ করে দুঃখ ভোগ করে, করে লড়াই, করে জয়,
পায় ২বংস আবার গড়ে ওঠে...

আধারের অতল-তল অবধি হৃদয় আমার ধুনিয়ে পড়েছে...
এই যত অসংখ্য বিচিত্র উপাদান সব আমিই তাদের ইচ্ছাশক্তি, আমিই
চালাই তাদের, আমিই তাদের সর্ব্বদা সক্রিয় চিন্তাশক্তি, আমিই কর্ম্ম বল
সিদ্ধি নিয়ে আসি, আমিই জড় উপাদান হয়ে চালিত হই আবার।
আধারের অতল-তল অবধি হৃদয় আমার ধুমিয়ে পড়েছে...

ব্যক্তিগত সীমা আর নাই, ব্যষ্টিগত ক্রিয়া আর নাই ; যে একমুখিতা নিয়ে আসে ভেদ সংঘর্ষ তা আর নাই, আছে শুধু অদ্বিতীয় অনস্ত একম। আধারের অতল-তল অবধি হৃদয় আমার দুমিয়ে পড়েছে...

## W

विश्वन २४, ১৯১१

হে আনার অধীপুর ভগবান, আজ সন্ধায় তুমি আমার দেখা দিরেছিলে তোমার সমস্ত জ্যোতির্ন্নয় ঐশুর্য্য নিরে। তুমি ত এক মুহূর্ত্তে এই সন্তাটিকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ, আলোকিত, স্বচছ সচেতন করে তুলতে পার; তার অঞ্ঞানাদ্ধকারের অবশিষ্ট চিহ্নগুলি থেকে, তার সর্বশেষ আকর্ষণ থেকে তাকে মুক্ত করে দিতে পার, তুমি পার...কিন্ত তুমি কি তা করনি, যখন আজ সন্ধ্যাতেই তুমি তাকে অভিসিঞ্চিত করে দিলে তোমার দিব্যপ্রভাব, তোমার অবর্ণনীয় দীপ্তি দিয়ে? নিশ্চয় হবে তা...কারণ আমার মধ্যে রয়েছে এক অমানুষী শক্তি, তা শান্তি দিয়ে বিশালতা দিয়ে গড়া। তোমার কাছে শুধু প্রার্থনা, এই শিখর হতে যেন কখন আমি বিচ্যুত না হই, সদাসর্বেদ। যেন তোমার শান্তি সর্বেশ্বর হয়ে আমার মধ্যে বিরাজ করে—শুধু গভীরের স্তরে নয়, সেখানে ত বছ দিন থেকেই সে অধীশুর হয়েছে, কিন্তু বাহিরের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কর্ম্বের্নণ্ড মধ্যে, হৃদয়ের এবং বৃত্তির ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অন্তরালের মধ্যেও...

यादात প्रार्थना

२७७

ভগবান, সকল জীবের মুজি-দাতা। প্রণাম করি তোমার।
''বর, এই যত ফুল, এই যত আশীষ; এই যত ভাগবত প্রেমের হাসি,
তার না আছে পক্ষপাত, না আছে বিরাগ—সকলের দিকে, উদার প্রবাহে
বয়ে চলেছে, তার অনুপম দান সব সে ফিরে প্রতিগ্রহণ করে না ক্র্যন।''

পরমানন্দের ভঙ্গিমায় তাঁর বাছদুটি প্রসারিত করে দিয়ে, চিরস্তনী মাত। জগতের উপর বর্ষণ করছেন তাঁর বিশুদ্ধতম প্রেমের অবিরল শিশির-ধার।।

TOR

আকাকুরা—জুলাই ১৩, ১৯১৭

একদিন আমি লিখেছি:

"হৃদয় আমার ঘুমিয়ে পড়েছে সন্তার অতল-তল অবধি…" শুরু ঘুমিয়ে পড়েছে? বিশ্বাস ত হয় না। মনে হয়, শান্ত হয়ে গিয়েছে হয়ত চিরকালের জন্য। ঘুম হতে জেগে ওঠা আছে, কিন্ত প্রশান্তি থেকে আর বিচ্যুতি নাই। সে-দিন হতে কোন পতনই আমি লক্ষ্য করিনি।ছিল তীব্রতা, একাগ্র একটা কিছু, মাঝেমাঝে তা বিক্দুর হয়ে উঠত—তার পরিবর্ত্তে সন্তাকে এসে পূর্ণ করেছে একটা বিশালতা, তা কি বিপুল, কি প্রশান্ত, কি অচঞ্চল। অথবা বরঞ্চ বলা যায় সন্তা যেয় তার মধ্যে গলে গিয়েছে, কারণ সীমাহীন যে-বন্ত তাকে কি রকমে রূপের মধ্যে ধরে রাখা যায় গ

এই যে সব বিপুল পর্বেত্যালা, আমি দেখছি আমার জানালা থেকে.
তাদের স্প্রশাস্ত সীমা-রেখা তুলে ধরে, গৌরবে তরদিত হয়ে চলে
দূর দিগস্ত অবধি, তাদের পূর্ণ সঙ্গতি রয়েছে সেই অনন্ত শান্তিতে ভরাট
এই সন্তাটির ছলের সঙ্গে। ভগবান, তুমি তোমার রাজ্যের অধিকার
নিয়েছ, অন্ততঃ তোমার রাজ্যে ঐ অংশটুকুর অধিকার ? কারণ দেহ ত
এখনো তমসাচছলু, অজ্ঞান, সহজে সাড়া দেয় না, সহজে বাধ্যও
হয় না—অন্য অংশটির মত এও কি একদিন পরিশুদ্ধ হবে ? আর
তখনি ত হবে পূর্ণ বিজয় ? কি হবে জেনে ? এ যন্ত্রটি হয়েছে তুমি
যেমন চাও তাই, আর তার পরমানলের মধ্যে কোন খাদ নাই।

TO

টোকিও—সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯১৭

একটা কঠোর নিয়ন-পালন তুনি আমাকে দিয়ে করিয়েছ—ধাপের পর 
ধাপ আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়েছি, পৌঁছেছি তোমার কাছে, আর এই
উদ্ধৃয়িনের চূড়ায় আমায় দিলে একাস্থতার অনস্ত আনন্দ-সম্ভোগ। তারপর
তোমার নির্দেশ অনুসারে ধাপের পর বাপ আমি নেমে এলাম বাহ্য
ক্রিয়া-কর্ম্মে ও বাহ্য চেতনাবলির দিকে, ফিরে এলাম সেই জগতের মধ্যে
বাকে ত্যাগ করি তোমাকে লাভ কর্বার জন্যে। আর এখন যে নেমে
গিয়েছি সোপানের একেবারে নিমুতলে, সবই এমন নির্জীব, নিঃসাড়, অতিসাধারণ আমার মধ্যে, আমার চারদিকে যে আর আমি বুঝতে পারি না...

তুমি কি চাও আনার কাছ থেকে ? এই মন্থর স্থুদীর্ষ প্রস্তুতি, এর উদ্দেশ্য কি যদি তার লক্ষ্য হয়ে থাকে এমন পরিণামে পৌঁছান যা বেশির ভাগ মানুঘই লাভ করে থাকে কোন রক্ম নিয়মপালনের ভিতর দিয়ে না গিয়েই ?

কেমন করে এমন জিনিস ঘটে যে আমি যা সব দেখেছি, তা দেখবার পর, যে সব অভিজ্ঞতা পেয়েছি তা পাবার পর, তোমার চেতনার, তোমার সত্তে বোগাযোগের পুণ্যতম গর্ভগৃহে উত্তীর্ণ হবার পরেও, আমাকে তুমি তৈরী করে বরলে এমন এক যন্ত্ররূপে যা সম্পূর্ণ অতি-সাধারণ এবং রাখলে অতি-সাধারণ অবস্থার মধ্যে। ভগবান, সত্যসতাই তোমার উদ্দেশ্য অনবধারণীয়, আমার বুদ্ধির অগম্য।

আরো, আমার হৃদয়ের মধ্যে যখন তুমি তোমার পূর্ণনিলের শুদ্ধতম হীরকখানি স্থাপন করেছ, তা হলে বাহিরে থেকে আগত ছারা সব কেন তার উপর প্রতিফলিত হতে দাও, আর এইভাবে যে শান্তিরত্ন তুমি আমার দান করেছ, চাও কি তা অখ্যাত ও নিরথকৈ হয়ে থাক। সতাই এসব একান্ত রহস্যমর, আমার বুদ্ধিকে বিপর্যান্ত করে দের।

কেন তবে অন্তরে এমন বিপুল নীরবতা দিয়েছ <mark>আর বা</mark>হিরে জীবনকে এত সচল করে তুনেছ, চিন্তাকে এত সব অকিঞ্চিৎকর জিনিস নিয়ে ব্যাপৃত রেখেছ ?...কেন ? আমি প্রশু করে যেতে পারি চিরকাল, হয়ত চিরকাল বৃথাই।

আমার উচিত তোমার আদেশ অবনতমস্তকে গ্রহণ করা, আমার বর্ত্তমান অবস্থাকে বিনাবাক্যে স্বীকার করা।

আমি এখন শুধু সাকীমাত্র, তাকিয়ে দেখছি স্টি-অজগর তার পাক ক্রুমেই খুলে খুলে চলেছে অফুরস্ত। गारबंद शार्थना

२३४

### ( करत्रक पिन श्रदत )

ভগবান, কতবার তোমার আদেশের সম্মুখে দুর্বেল হয়ে পড়ে, তোমাকে প্রার্থনা করেছি, ''পাথিব-চেতনার এই অপ্নি-পরীকা থেকে আমাকে মুক্তি দাও, তোমার সমুচ্চত্য একত্বের মধ্যে আমাকে ডুবে যেতে দাও।'' কিন্তু আমার প্রার্থনা কাপুরুষতা, আমি জানি, তাই তা নিক্ষন থেকে যায়।

m

षर्छोवत्र ১৫, ১৯১৭

নিরাশায় পড়ে, ভগবান, তোমাকে আমি ডেকেছি, তুমি গুনেছ আমার ডাক।

আমার জীবনের অবস্থ। নিয়ে অনুযোগ করা ভুল আমার হয়েছে ; আমি নিজে যা, তারই অনুরূপ নয় কি সে-অবস্থা ?

তোনার ঐশ্বর্যের দুয়ার অবধি তুমি আনার নিয়ে এলে, তোনার স্কছন্দের আনন্দ-ভোগ আনার দিলে, তাই আনার মনে হল লক্ষ্যে যেন পৌঁছে গিয়েছি। কিন্তু সত্য কথা হল এই যে, তুমি তোনার যন্ত্রটিকে তোনার জ্যোতির পূর্ণ আলোকে দেখে নিলে, তাকে আবার ডুবিয়ে রাখলে জগতের অগ্নি-চুল্লির মধ্যে যাতে আবার সে গলে যায়, পরিশুদ্ধ হয়ে আসে।

এই সৰ মুহূর্ত্তে বখন আম্পৃহা যেমন একাস্ত তীব্র তেমনি বেদনাক্লিই, আমি অনুভব করি—আমাকে যেন তুমি টেনে নিয়ে চলেছ বিলাস্তকারী দারুণ বেগে তোমার রূপাস্তরের পথে, সমস্ত আধার ম্পন্দিত হয়ে ওঠে অনস্তের সঙ্গে সচেতন সংযোগে।

এই রকমই তুমি আমাকে দিয়ে থাক শান্তি আর শক্তি যাতে আমি নূতন পরীক্ষাটি পার হয়ে যেতে পারি।

M

गत्वभन २७, ১৯১१

ভগবান, নিদারুণ এক দুঃখের মুহূর্ত্তে, আমার একান্ত আন্তরিক শুদ্ধা নিয়ে তোমার আমি বলেছি, ''তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক,'' তাই ত তুমি এলে তোমার মহিমার মণ্ডিত হয়ে। তোমার পদতলে আমি প্রণিপাত করলাম, তোমার বুকের মধ্যে পেলাম আশুর। আমার মন্তা তুমি ভরে দিলে তোমার দিব্য-বিভার, ভাসিয়ে দিলে তোমার পরম-আনন্দে। তোমার সৌনিত্রকে দৃঢ় করলে, তোমার নিরবচিছনু সান্মির্যকে নিঃসন্দেহ করলে। বন্ধু তুমি, কখন ব্যর্থ কর না আমাদের, শক্তি তুমি, সহার তুমি, দিশারী তুমি। আলো তুমি, সকল অন্ধকার দূর কর; বিজয়ী তুমি, জর স্থানিশ্চত তোমার কল্যাণে। যখন থেকে তুমি রয়েছ এখানে, তখন থেকেই সব পরিকার হয়ে উঠেছে; আমার দৃচ্পুতিষ্ঠ হৃদয়ে অগ্নিদেব প্রজ্বনিত, তার প্রভা ছড়িয়ে পড়ছে, সমস্ত আবহাওয়া শুদ্ধ করে, উদ্ভাসিত করে ধরেছে।

তোনার প্রতি আনার ভালবাস। এতদিন ছিল নিরুদ্ধ, এখন ফিরে আবার ছুটে বের হরেছে, অদন্য বেগে, দশগুণ শক্তি নিয়ে সর্ব্বজন্মী হয়ে, তার পরীক্ষার ভিতর দিয়ে। একান্তবাসে সে পেরেছে বীর্য্য, সন্তার বাহ্যস্তরে উঠে আসবার সামর্থ্য, সমগ্র চেতনার উপর আপন আধিপত্য স্থাপন করবার জন্যে।

তুমি আমার বলেছ, ''আমি এলাম ফিরে, আর তোমার ছেড়ে যাব না।'' আভূমিপ্রণত হয়ে তোমার প্রতিশ্রুতি আমি শিরোধার্য করি।

M

অকসমাৎ, তোমার সম্মুখে আমার সকল আত্মাভিমান খসে পড়ল।
আমি বুঝালান তোমার সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিজে অতিক্রম করবার
চেটা কতখানি বৃথা...আমি অশ্রুপাত করলাম, অঝোরে অকুর্ণ্ঠায়, আমার
জীবনের মধুরতন অশ্রু সে...সত্যই এই যে অশ্রু তোমার সম্মুখে আমি
চেলেছি সরম সংযম না মেনে, কি তৃপ্তিকর, কি শান্তিকর, কি মধুর তা।
পিতার কোলে সন্তানের মত নয় কি? আর এমন পিতা! কি মহন্দ,
কি উদার্য্য, কি বিপুল অবধারণা! আর কি শক্তি, আর সাড়ার কি
পরিপূর্ণতা। সত্যই, এ অশ্রুধারা যেন স্বর্গের শিশির-বিশু। এর কারণ

কি এই যে আমি অশ্রুণপাত করেছি কিন্তু নিজের দুংখে নয় ? আহা ! কি মধুর, কি স্বস্তিকর অশ্রুণ ৷ তোমার সম্মুখে তারা আমার হৃদর খুলে দিল অকুণ্ঠভাবে ; অপক্রপ একটি মুহূর্ত্তে, অবশিষ্ট যা-কিছু বাধা তোমার ও আমার মধ্যে ছেদ টেনে দিতে পারত তা সব গলে মুছে গেল।

কিছুদিন পূর্বে আমি জেনেছি, আমি শুনেছি এই কথা, "তুমি যদি আমার সাক্ষাতে অশ্রুপাত কর, কোনো আবরণ না রেখে, কুণ্ঠা না রেখে, তা হলে অনেক-কিছুর পরিবর্ত্তন হবে, এক মহা-বিজয় লাভ হবে।" তাই যখন দেখলাম বুকের ভিতর থেকে চোখ অবধি অশ্রুধারা উঠে আসছে, তখন তোমার সম্মুখে এসে বসলাম, অশ্রুধারাকে ছেড়ে দিলাম বয়ে চলতে, অর্ম্ব্যের সত, ভক্তিনত চিত্তে। সে অর্ম্য হয়ে উঠল কি মধুর, কি আশ্রাসপূর্ণ।

এখন পর্য্যস্ত—যদিও অশ্রুপাত আর করি না—তোমাকে এত কাছে পাই, এত কাছে যে আমার সমস্ত সন্ত। আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠেছে।

শিশুর কাকলিতে বলি তবে আমার শুদ্ধাঞ্চলি.

শিশুর পুলক নিরে বলি তোমায় ডেকে:

''ভগবান, পরমেশ, একমাত্র অস্তরত তুমি, তুমি ত আগে থেকেই জান কি তোমাকে বলা হবে, কারণ তুমিই ত বলাও সে কথা।

'ভগবান, পরমেশ, একমাত্র মিত্র তুমি, তুমি আমাদের গ্রহণ কর, আমাদের ভালবাস, আমাদের বুকে নাও, ঠিক আমরা যেমন তেমনভাবে, কারণ তুমিই ত আমাদের এ রকমটি করেছ।

'ভগবান, পরমেশ, একমাত্র দিশারী তুমি, আমাদের যে উদ্ধৃতিম এঘণা তুমি তাকে কখন খণ্ডন কর না, কারণ তার মধ্যে রয়েছে তোমারই এঘণা—তুমি ছাড়া এমন আর কাউকে খোঁজা যে আমাদের কথা শুনবে, বুঝবে, আমাদের ভালবাসবে, পথ দেখিয়ে দেবে, তা হল মূচতা, কারণ তুমিই ত রয়েছ সে-কাজের জন্যে আর তুমি ত কখন আমাদের ছেড়ে যাও না।

"পরম আনন্দ, সমুচচ আনন্দ কি, তুমি আমায় বুঝিয়েছ, বুঝিয়েছ নির্দ্ধোষ নির্ভর, পরিপূর্ণ নির্ভয়, অখণ্ড আম্ম-দান, নাই সেখানে কুণ্ঠা বা অবশুণ্ঠন, নাই প্রয়াস বা নিগ্রহ।

''শিশুর মত মহা-উল্লাসে আমি হেসেছি, কেঁদেছি যুগপৎ, তোমাকে চেয়ে, হে দয়িত আমার।'' অক্টোবর ১০, ১৯১৮

প্রভু, আমার পরম প্রির! কি মধুর না এই চিন্তা যে তোমার জন্যে, কেবল তোমারই জন্যে আমি কাজ করে চলেছি। আমি রয়েছি তোমারি সেবার জন্যে আমার কর্ম্ম তুমিই নির্দেশ কর, আদেশ কর, পুচালিত কর, স্থচালিত কর, পরিপূর্ণ কর। কি শাস্তি, কি স্বন্থি, কি পরমা তৃপ্তি এনে দের এই বোধ, এই অনুভূতি। কারণ, তোমাকে অবাধে কর্ম্ম করতে দিতে হলে চাই শুধু বাধ্য হওয়া, স্থনম্য হওয়া, একাগ্র হওয়া—তা হলে ভুল ক্রাটি জভাব ন্যুনতা কিছু পাকা আর সম্ভব নয়; তুমিই বা চেয়েছ তা তুমিই করছ আর তুমিই করছ

আমার কৃতজ্ঞতার, আমার আনন্দে পূর্ণ, নিষ্ঠায় পূর্ণ আনুগত্যের জনস্ত বহ্নিশিখা প্রহণ কর অর্যারূপে।

পিতা আমার দিকে চেয়ে স্মিতহাস্যে আমায় গ্রহণ করলেন তাঁর স্থদ্যু বাছর মধ্যে। ভয় কি আমার তবে ? আমি তাঁর মধ্যে গলে মিশে গেলাম, তিনিই কাজ করছেন, জীবস্ত রয়েছেন এই দেহের মধ্যে—তাকে তিনি গড়ছেন তারই মধ্যে আমুপ্রকাশের জন্যে।

## W

"ওইওয়াকে"—সেপ্টেম্বর ৩, ১৯১৯

এত অনুরাগ এত যত্ন দিয়ে যে ভোজ্য আমি তৈরী করলাম, মানুষ তা চাইল না, তাই ভগবানকে ডাকলাম গ্রহণ করতে।

ভগবান, তুমি ত গ্রহণ করলে আমার নিমন্ত্রণ, আমার পাত। আসনে এসে বসলে আর আমার তুচছ অকিঞ্জিৎকর নৈবেদ্যের পরিবর্জে আমার দান করলে শেঘ মুক্তি! আজ প্রাতেও আমার বুক ভারি হয়ে ছিল বেদনার চিন্তার, মাথা আমার অভিভূত হয়ে ছিল দায়িছের ভারে—এখন তাদের বোঝা সব নেমে গিয়েছে লঘু হয়ে, পুলকিত হয়ে উঠেছে, বছদিন থেকে আমার অস্তর য়েমন ঠিক তেমনি। আর পূর্বের্ক আমার অন্তরাম্বা বেমন সিমত হাস্যে চেয়েছিল তোমার দিকে, ঠিক তেমনি চেয়ের রয় দেহ আজ।

এখন হতে তাহলে, হে ভগবান, এ আনন্দ আমার কাছ থেকে আর ত ফিরিয়ে নেবে না ? আমি মনে করি, এবার আমার শিক্ষা পূর্ণ হয়েছে, ধাপে ধাপে আমি উঠে গিয়েছি শেঘ চূড়ায় যেখানে রয়েছে নবজনম। সমস্ত অতীতের যতটুকু এখনো অবশিষ্ট তা হল বিপুল এক প্রেমাবেশ, তা আমায় দিয়েছে শিশুর নির্মাল হৃদয় আর দেবতার ভার-হারা মুক্ত চিন্তা।

M

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

পণ্ডিচেরী—জুন ২২, ১৯২০

কোন ভাষার প্রকাশ করা যার না, করুণা করে তুনি আমার দিরেছিলে এমন আনন্দ, হে আমার দরিত ভগবান; এখন তুনি দিরেছ আবার পরীক্ষা, বৃদ্ধ, কিন্তু একেও আমি হাসিমুখে গ্রহণ করেছি, তোমার মহান বার্ত্তাবহনরপে। একদিন ছিল যখন সংঘর্ষকে আমি ভর করতাম—শান্তির উপর সম্মেলনের উপর আমার যে আন্তরিক অনুরাগ তা ব্যাহত হয় বলে। কিন্তু এখন ভগবান, আমি ওকে সানন্দে বরণ করে নিয়েছি—এ ত তোমার কর্মের এক মূন্ত্তি, তোমার কর্মের যে সব অন্দ হয়ত আমরা ভূলে বসতাম তাদের স্পষ্ট করে তুলে ধরবার হল শ্রেছ্ট উপায়—সক্ষে করে এ নিয়ে আমে বিস্তারের, বৈচিত্র্যের, সামর্থের বোধ। এক দিকে তোমাকে আমি দেখছি তোমার গৌরবজ্জল মূন্ত্তিতে তুমি সংঘর্ষকে জাগিয়ে তুলেছ, ঠিক তেননি তুমিই আবার পরস্পর বিরোধী প্রেরণারাজির জাটলতা সব খুলে ধরেছ, পরিশেষে সর্ব্বজন্ধী হয়ে দাঁড়িয়েছ যা কিছু তোমার আলোক তোমার শক্তি ঢেকে ফেলত তাদের উপর—কারণ সমস্তেরই মধ্যে থেকে উছুত হবে তোমার আপন স্বষ্ঠুতর আত্মসিদ্ধি।

TO TO

ल ७, ३३२१

জীবন দিতে পারা চাই, মরণকেও দিতে পারা চাই, দিতে পারা চাই স্থখ, দিতে পারা চাই দুংখ—সকল বিষয়ে সকল ক্ষেত্রে নির্ভর করা চাই ভগবানের উপর—তিনিই আমাদের যাবতীয় সিদ্ধি সম্ভাবনার বিধাতা, এক তিনি নির্দেশ দিতে পারেন এবং নির্দেশ দিয়ে থাকেন আমরা স্থখী হব কি হব না, আমরা বেঁচে থাকব কি থাকব না, সিদ্ধির ভাগী আমরা হব কি হব না।

এই প্রেনের এই আম্বদানের সমগ্রতা ও পরাকাণ্ঠাই এনে দিতে পারে পরম শান্তি আর এই শান্তি আবার নিরবচিছ্নু আনন্দের অপরিহার্য্য প্রতিষ্ঠা।

M

ডিসেম্বর ২৮, ১৯২৮

এমন এক শক্তি আছে যা কোন রাষ্ট্রশাসকের অধিকারে নাই, এমন স্থুখ আছে যা কোন পাথিব সাফল্যই এনে দিতে পারে না, এমন জ্যোতি আছে কোন বিজ্ঞতা যা লাভ করতে পারে না, এমন জ্ঞান আছে কোন দর্শন কোন বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না, এমন আনন্দ আছে কোন বাসনার তৃপ্তির ফলে যার উপভোগ হয় না, এমন প্রেমতৃক্ষা আছে কোন মানবীয় সম্বদ্ধেই যা নিবারণ হয় না, আর আছে এমন শাস্তি কোথাও যা পাওয়া যায় না, মৃত্যুর মধ্যেও নয়।

তা হল সেই শক্তি, সেই স্থ<sup>খ</sup>, সেই জ্যোতি, সেই <mark>জ্ঞান, সেই আনন্দ,</mark> সেই প্রেম আর সেই শান্তি যা ভগবৎ-প্রসাদের পরিণাম।

## W

नत्वम्रत २८, ১৯৩১

ভগবান, মধুময় প্রভু আমার, তোমার কর্ম্ম সম্পাদনের জন্যেই আমি ভূবে গেলাম জড়ন্তরের অতল সব গভীরে; আমি হাত দিয়ে স্পাশ করলাম গিয়ে নিশ্চেতনার আর মিধ্যার বিভীষিকা—বিস্মৃতির রাজ্য, কেবল অন্ধকার! কিন্তু আমার মর্ম্মতলে তবু ছিল স্মৃতি, সেই মর্ম্মতল থেকেই উঠল এই আকূতি, পৌঁছিল গিয়ে তোমার কাছে অবধি:

"ভগবান! ভগবান! তোমার শক্ররা যে চারদিকে জয়ী হয়ে চলেছে।
মিধ্যা হয়ে উঠেছে জগতের সমাট। তোমার বিহনে জীবন ত চিরস্তন নরক।
সেখানে আশার স্থানে এসে বসেছে সংশয়, প্রণতির পরিবর্ত্তে এসেছে বিদ্রোহ।
বিশ্বাস গিয়েছে শুক হয়ে, কৃতজ্ঞতা জন্মগ্রহণও করেনি। অন্ধ রিপু সব,
হিংস্র আবেগ, পাপ দুর্ব্বলতা তোমার প্রেমের বিধানকে ঢেকে ফেলেছে,
নিশিষ্ট করেছে। ভগবান, তোমার সব শক্রকে—মিধ্যাকে, কুৎসিতকে,
দুঃখকষ্টকে কি জয়ী হতে দেবে ? ভগবান, দাও ত আদেশ তোমার
বিজয়ের—বিজয় তবে হবেই। আমি জানি আমরা অযোগ্য, জানি জগৎ
এখনাে প্রস্তুত নয়। কিন্তু তোমায় আমি ডাকি উচ্চকর্ণেঠ, তোমার করুণায়
পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে—আমি জানি তোমার করুণা আমাদের উদ্ধার করবে।"

আমার প্রার্থ না তাই উদ্বে উঠে চলল তোমার দিকে—অতলের গহার থেকে আমি তোমায় দেখতে পেলাম ; তোমার দিব্য-বিভায় সমুজ্জ্বল তুমি এসে দেখা দিলে আর বললে ''সাহস হারিও না, শক্ত হয়ে নির্ভর করে থাক—আমি আসছি।''

THE STATE OF

#### गाँदात शार्थना

220

অক্টোবর ২৩, ১৯৩৭

# ( ভগৰৎসেবার্থীদের প্রার্থনা )

নিপিল-বিধু-বিনাশক, হে ভগবান, জয় হোক তোমার।
আমাদের অন্তরে কোন-কিছুই যেন তোমার কর্ম্মের অন্তরায় না হয়।
কোন কিছুই যেন তোমার আবির্ভাবে বিলম্ব না ঘটায়।
তোমার ইচছাই যেন পূর্ণ হয় প্রত্যেক জিনিসে, প্রত্যেক মুহূর্ব্তে।
তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমরা, আমাদের মধ্যে যাতে তোমার ইচছাই
সম্পানু হয়, আমাদের আধারের প্রত্যেক অঙ্কে, প্রত্যেক ক্রিয়ায়—উদ্ধৃতিম

চূড়া থেকে আমাদের দেহের ক্ষুদ্রতম কোষ অবধি। তোমার কাছে যেন আমরা অখণ্ডভাবে চিরকাল একনির্চ হয়ে থাকি। আমরা চাই অনন্যমুখী হয়ে সম্পূর্ণরূপে কেবল তোমারই প্রভাবের মধ্যে থাকি যেন।

আমরা কখন যেন তোমার কাছে গভীরভাবে তীব্রভাবে কৃতঞ্জ হয়ে থাকতে ভুলে না যাই।

প্রতি মুহূর্ত্তে যে সব অপরূপ জিনিস তুমি আমাদের দিয়ে চলেছ তার বিন্দুমাত্র যেন আমরা অপচয় না করি।

তোমার কর্ম্মে আমর। সর্বেতোভাবে যেন সহযোগী হতে পারি, তোমার সিদ্ধির জন্য সর্বেতোভাবে তৈরী হয়ে উঠতে পারি। পরম সিদ্ধিদাতা, জয় হোক তোমার, হে ভগবান। তোমার বিজয়ে দাও আমাদের জ্বন্ত সক্রিয় অনন্যমুখী অবিকম্প বিশ্বাস।



